

প্রিয় পাঠকগণ, নিম্নোক্ত গল্পটির মধ্যে "Cuckold + Wife Sharing + Incest + Inter Religion Relation" আছে। তাই যাদের এসব ব্যাপারে আপত্তি আছে, তাদের জন্যে এই গল্পটি না পড়াই উত্তম। এটি একটি সত্য ঘটনা, শুধু গল্পের প্রয়োজনে চরিত্রদের নাম ও অবস্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। এটি একটি Erotic গল্প। সত্যিকারের চটি গল্প বলতে যা বুঝায়, এটি তা নয়। Sex এই গল্পে আসবে, তবে তা অনেক পরে, এবং ধীরে ধীরে, চরিত্রের প্রয়োজনে এবং বার বার আসবে। আর এটি অনেক বড় গল্প হবে আর এর কেন্দ্রীয় চরিত্রের নারীর জীবনের ধারাবাহিক যৌনতার ঘটনার গুলিকে ফোকাস করা হবে পুরো গল্পে। তাই যারা ছোট দু-একটি ঘটনা নিয়ে লিখিত চটি গল্প পড়তে চান, তারা এটি পরে আনন্দ পাবেন বলে মনে হয় না। যে কোন সমালোচনা ও প্রস্তাব ও পরামর্শ আমাকে উৎসাহিত করবে।

পরিচয় ও সূচনাঃ

আমি জাহেদ, বয়স ৪১, লম্বা ৫' ৮", গায়ের রঙ পরিষ্কার, স্বাস্থ্যবান। আমার স্ত্রী কুহি, বয়স ৩৯, লম্বা ৫' ৫", গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। আমাদের দু সন্তান, ছেলে জিশান ও মেয়ে আরিবা। জিশানের বয়স ১৯, এইচ এস সি পরীক্ষা দিয়ে ফল ও uni versi ty- ভর্তির জন্যে অপেক্ষা করছে। আর মেয়ে আরিবার বয়স ১৭, এ বছরেই এস, এস, সি পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমরা বাংলাদেশের ঢাকার গুলশানে থাকি।

আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের বড় ছেলে, আমরা ৪ ভাই, ৪ বোন। আমার বাবা অনেক কষ্ট করে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, তারপর uni versi ty তে পড়া অবস্থাতেই, আমার বিয়ে হয়। আমার শ্বশুরের অনেক টাকা পয়সা। উনার মেয়েকে আমি পড়াভাতাম, সেই সময়েই আমাকে পছন্দ হয়ে যাওয়ায়, আমার শ্বশুর ভাল ছেলে যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়, তাই অনেকটা জোর করেই আমার ও কুহির বিয়ে হয়। কুহির বয়স তখন ১৮। বিয়ের পর আমার সংসার, লেখাপড়া সব কিছুই যেন দায়িত্ব নিয়ে নেন আমার শ্বশুর। আমি পড়াশুনা শেষ করার পর ব্যবসা করতে চাইলে, আমার শ্বশুরই ব্যবসার মূলধন যোগার করে দেন। আমি কম্পিউটার এর যন্ত্রাংশের ব্যবসা শুরু করি। খুব ছোট ব্যবসা থেকে আজ অনেক বড় কোম্পানির মালিক আমি। সম্পদ ও অর্থের অভাব নেই আমার। বিয়ের পর কুহি ও ওর লেখাপড়া শেষ করে। ও যখন Graduation করছিলো, তখন আমাদের দুজনের প্রথম সন্তান জিশান আসে। পরে ওর লেখাপড়া শেষ হওয়ার পরে ও ছেলে কে নিয়েই Husbwfe হয়ে থাকতে চাইলো। ততদিনে আমার ব্যবসা ও মোটামুটি দাড়িয়ে যাচ্ছিলো। তাই আমি ও আপত্তি করি নাই। জিশানের জন্মের ২ বছর পরেই আমাদের মেয়ে আরিবার জন্ম হয়। আমার মা, বাবা গ্রামে থাকে। আমার অন্য ভাই বোনো ও গ্রামেই থাকে শুধু আমার ও নাহার ভাই শাহেদ ও ঢাকায় থাকে, ও একটা ছোট ফার্মের Executive পোস্টে চাকরি করে। আমি গ্রামে আমার পরিবারকে ভরন পোষণের জন্যে যা দেয়া দরকার, তা মাসে মাসে পাঠিয়ে দেই। আমার মা-বাবা ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন ছাড়া ঢাকায় আমার বাসায় তেমন আসেন না। আমার শ্বশুর ও শাশুড়ি আমার বাসার কাছে নিজেদের বাড়িতে থাকেন। আমার নিজের বাড়িটি ও আমার শ্বশুরই আমাকে কিনে দিয়েছেন, মেয়েকে কাছে রাখার জন্যে। এক কথায় আমার নিজের ও সংসার জীবনের উপর আমার শ্বশুরের অনেক অবদান। কিন্তু তিনি নিজে আমাকে কখন ও ছোট করে দেখেন না। কুহি উনার একমাত্র সন্তান। আর বিয়ের পর থেকে আমি ও উনার ছেলের মতই হয়ে গেছি। আমার শ্বশুর সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু সেই সামরিক শাসন তিনি তার সংসারের উপর বা আমার উপর কখন ও চালানোর চেষ্টা করেন নাই। সব কাজে তিনি আমার পরামর্শ বা অনুমতি নিয়েই করতেন, বা বলা যায়, আমার মতের বিরুদ্ধে তিনি আমার উপর কখনও কিছু চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন নাই। আমি ও আমার শ্বশুরের পরিবারের সবাইকে তাদের প্রাণ্য সন্মান, ভালবাসা দিতে কখনও পিছুপা হই নাই। আমি নিজে খুব শান্ত শিষ্ট ধীর স্থির প্রকৃতির লোক, আর কুহি সব সময়ই ছিল আমার জন্যে এক উপযুক্ত জীবন সঙ্গী।

আমার ও কুহির সম্পর্কঃ

খুব ছোট বেলায় বিয়ে হওয়ার কারণে কুহির সাথে আমার মনের যোগাযোগ খুব ভাল ছিল। ওকে যখন পড়ানোর প্রস্তাব পেলাম, প্রথম দিন ওকে দেখেই আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এত সুন্দর পরীরা মতন মেয়েকে আমি পড়াবো কিভাবে ! ওকে দেখেই আমার ভিমড়ী খাবার মত অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। চোখ বড় হয়ে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিলো না। কোন মতে ও মাস পড়ানোর পরেই আমার শ্বশুর বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তত দিনে কুহি ও আমাকে কিছুটা পছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছিল। আর আমার তো রাজ কপাল, সুন্দরী স্ত্রী, ধনবান শ্বশুর, সংসারের হাল ধরবেন শ্বশুর, তাই আমার মতামতে না শব্দটি ছিলই না। তবে কিছুটা সংশয় ছিল, যে ধনবান পিতার সুন্দরী কন্যা আমাকে আপন করে নিতে পারবে তো? কিন্তু বিয়ের রাতেই সেই ধারণা ভেঙ্গে গেল। কুহি আমাকে যথাযথ ভাবে স্বামীর সন্মান দিয়েই সংসার জীবন শুরু করে। ওর পিতার টাকায় লেখাপড়া শেষ করা, বা ব্যবসা শুরু করা, বা ওর পিতা আমাদের বাড়ি বানিয়ে দেওয়া, কোন কিছুই মধ্যস্থ আমাদের সম্পর্ক কখনও এতটুকু চির ধরে নাই। এই সব শিক্ষা কুহি ওর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিল। কুহির কাছ থেকে নিঃস্বার্থ ভালবাসা পেয়েই আমার জীবন ভরে গেল। সাথে সাথে ও একজন দায়িত্ববান স্ত্রীর মত সংসার, ছেলে, মেয়ে সব কিছুকেই আগলে রেখে ছিল। এক কথায় আমরা দুজন দুজনের প্রতি বিশ্বস্ত ও দায়িত্ববান ছিলাম। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল আমাদের সম্পর্কের একটা বড় দিক। কুহি কখনও এমন কিছু বলত না বা করত না, যাতে আমি মনে কষ্ট পেতে পারি।

আমাদের যৌন জীবনঃ

আমার স্ত্রীর চেহারা ফিগার একেবারে বম্বের নায়িকা "Ayesha Taki a"-এর মতন। বিয়ের সময় ওর ফিগার ছিল, ৩৬-২৯-৩৮। আজ বিয়ের ২১ বছর পরে ওর ফিগার 40DD-32-44. পাঠকগণ বুঝতেই পারছেন, বিশাল বড় বড় এক জোড়া স্তনের অধিকারী আমার স্ত্রী, সাথে সাথে বড় উঁচা উল্টানো কলসির মত পাছা ও সরু কোমর, তলপেটে অল্প চর্বি জমে গভীর নাভি যেন আর ও গভীরতার সঙ্কেত দিচ্ছে। এক কথায় আমার বৌ একটা সেক্স বম্ব। আমি ও সূঠাম দেহের অধিকারী, আর ৭ ইঞ্চি বাড়া দিয়ে আমার কুহির গুদের ভিতরে আমার অধিকার জাহির করায় আমি সব সময়ই সচেতন ছিলাম। বিয়ের প্রথম ৪/৫ বছর আমাদের যৌন জীবন ছিল সপ্নের মত। ধীরে ধীরে বয়সের সাথে সেক্সের চাহিদা কিছুটা কমে গেলে ও এখন ও আমরা নিয়মিত সপ্তাহে ২/৩ দিন সেক্স করি। দুই ছেলে মেয়ের মা হওয়ার পর এই বয়সে এসে কুহি এখন পুরো দস্তুর "MILF". যদি ও সেক্স নিয়ে কখনই ওর কোন অভিযোগ ছিল না, কিন্তু আমি বুঝতে পারি "She needs more". অল্প বয়সে বিয়ের আগে, আমি কুহি ছাড়া ও বেশ কিছু মেয়ের সাথে সেক্স করেছিলাম, কিন্তু কুহির জীবনে আমিই একমাত্র পুরুষ। দাম্পত্য জীবনে আমরা দুজন সব সময়ই সুখি ছিলাম, পর্ণ ছবি আমরা দুজনে মিলেই দেখতাম সব সময়, Erotic Story বা চটি বই আমরা দুজনেই পরেছি এক সময়। যদি ও আজ প্রায় অনেক বছর ধরে দুজনের সংসার, তার পরেও কুহির শরীর আমার কাছে আজ ও এক আরাধ্য বিষয়, এক চমৎকার রাতের প্রতিশ্রুতি, ওর শরীরের প্রতিটি বাঁক আজ ও আমার শরীরে এমন উত্তেজনা জাগায়, যেমন জাগাতো বিয়ের পরের দিনগুলিতে। আমি সব সময় ভাবতাম, আমরা দুজনের জন্যে দুজনে একদম Perfect. যদি ও আমরা দুজনেই জানতাম না, আমাদের সামনের দিনগুলিতে আমাদের জন্যে কি অবাক বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

প্রিয় পাঠকগণ, ভূমিকা অনেক লম্বা করে ফেলেছি, দয়া করে ক্ষমা করে দিবেন, যদি ও সামনের দিনের ঘটনার জন্যে এই ভূমিকার প্রয়োজন ছিল। এবার আমাদের জীবনের প্রথম ঘটনায় আসি, যেই ঘটনা আমাদের দুজনকে এক বিশাল প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিয়েছিল।

প্রথম ঘটনাঃ

এক ছুটির দিন সকালে, আমি আর কুহি একটা শপিং মলে ঢুকে শপিং করছিলাম। ওই মার্কেটে মেয়েদের অন্তর্বাসের একটা ভাল ও বড় দোকান ছিল। কুহি ওখানে ঢুকে নিজের জন্যে বেশ কিছু কেনাকাটা করছিল। আমি ক্যাশ কাউন্টারের কাছে একটা বিশ্রামের জায়গায় বসে মোবাইলে গেইম খেলছিলাম। আসলে মেয়েদের এই সব কেনাকাটার মধ্যে আমি জাস্ট **Body guard & ATM Machine** এর ভূমিকা পালন করি। তবে আমি চাই আমার স্ত্রী সব সময় ভাল সুন্দর রুচিশীল পোশাক পড়ুক। ভাল সুন্দর অন্তর্বাস কেনার জন্যে আমি নিজেও কুহি কে সব সময়ই উৎসাহিত করি। এমন সময় এক দীর্ঘ দেহের অধিকারী কালো কুচকুচে রঙের **Body Builder** ধরনের এক লোক আমার সামনে এসে উপস্থিত। আমি মোবাইল থেকে চোখ তুলে তার দিকে তাকালাম। লোকটি মুচকি মুচকি হাসছিল আমাকে দেখে। এরপরই সে এক গাল হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, "জাভেদ, তাই না?"

"হ্যাঁ, আমি জাভেদ, আপনাকে পরিচিত বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু পুরোপুরি চিনতে পারছি না।"

লোকটির মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হোল, "আমি অজিত। তুমি আমাকে ভুলতে পার না! নাকি সত্যি ভুলে গেছ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাই তো তোমার মুখটি চেনা চেনা লাগছিল।" আমার মনে পড়ে গেল অজিতের কথা, সে আমার কলেজ জীবনের এক পুরোনো বন্ধু। এইচ, এস, সি পড়ার সময় দুজনে একই মেসের একই রুমে থাকত। ওই সময় আমাকে একরকম বাধ্য হয়েই একটা হিন্দু ছেলের সাথে কয়েকমাসের জন্যে থাকতে হয়েছিল। আমার পেটের মধ্যে একটা চিনচিনে কামড় টের পেলাম, যখন আমার আরও মনে পড়ে গেল, অজিতের সাথে আমার এক রাতের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার কথা। অজিত তখনকার তুলনায় যেন আরও লম্বা ও সুঠাম দেহের ও আরও যেন কালো হয়েছে, যদি ও আমার মতই ওর চুল ও সাদা রঙের ছাপ লেগে গিয়েছে। অজিত ছিল ওই সময়ে কলেজের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে, যাকে যে কোন মেয়েই নিজের করে পেতে চাইতো। যদি ও অজিত আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় ছিল, তারপরে ও বেশ কয়েকবার পরীক্ষায় ফেল করার কারণে দুজনকে একই সাথে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

"ওয়াও, কত দিন পড়ে দেখা তোমার সাথে।" আমি বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম। "প্রায় ১৮/২০ বৎসর পড়ে দেখা তাই না!"

"ঠিক বলেছ, সময়টা এই রকমই হবে" অজিত বললো।

আমি বেশ হতাশার সুরে বললাম, "তোমাকে দেখে চেনাই যাচ্ছিলো না। তোমার চেহারা আর আগের মত নেই"

অজিত মজা করে বললো, "এই রকমই হয় বন্ধু, যখন বয়স হয় তখন, পেট কিছুটা বের হয়ে যায়, গাল মুখ কিছুটা ঝুলে যায়, আর মাথার চুল ও কিছুটা কমে যায়। কিন্তু তোমাকে দেখে ভাল লাগছে, তোমার চেহারা, শরীর এখন ও বেশ ফিট আছে। তুমি নিয়মিত ব্যায়াম করো মনে হচ্ছে! শেষ যখন তোমার সাথে দেখা হয়েছিল, তখন জেনেছিলাম, তুমি কোন এক ধনির দুলালিকে বিয়ে করে ফেলেছিলে পড়ার সময়েই। ঠিক কি না?"

"সে ও প্রায় ২১ বছর হতে চললো, এখন এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে, ছেলের বয়স ১৯ বছর আর মেয়ের ১৭ বছর। তোমার কি খবর, ছেলে মেয়ে কয়জন?" আমি বেশ আন্তরিক ভাবে জানতে চাইলাম।

অজিতের মুখ একটু কালো হয়ে গেল যেন, "আমার ভাগ্য তেমন ভাল না, বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু বিয়েটা টিকে নাই। এখন একটা গার্লফ্রেন্ড আছে, ওর সাথেই কাটাচ্ছি। বিয়ে আর করি নি।"

আমার মনে হোল, অজিত তেমন একটা বদলায় নি। সেই একই রকম উদ্ধত, অহংকারী, কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ। কিন্তু অজিতের সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে মনের মধ্যে সেই ঘটনার কথাই মনে হচ্ছে, মনে মনে আশা করছিলাম অজিত হয়ত ওই ঘটনার কথা তুলবে না।

"এখানে এসে ছিলাম আমার গার্ল ফ্রেন্ডের জন্যে ভাল কিছু বিকিনি আর টপস কিনার জন্যে" অজিত ওর হাতে ধরা শপিংয়ের ব্যাগ আমার পাশে রাখা অন্য শপিংয়ের ব্যাগের পাশে রাখতে রাখতে বললো।

"মনে হচ্ছে আমাদের দুজনের আসার উদ্দেশ্য একি রকম" আমি হেসে বললাম।

আমরা দুজন যখন কথা বলছিলাম, তখন কুহি দোকানের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে আমাদেরকে গল্প করতে দেখে পুরো কাছে না এসে পাশের স্টলের দিকে চলে গেল। অজিত নজর পড়ে গিয়েছিল কুহির দিকে।

অজিত জিতে একটা তুরি বাজিয়ে বললো, "দোস্ত, কি গরম মাল, শালীর পাছটা দেখো, উফঃ কি রকম গোল আর উঁচা।"

আমি বেশ গর্বের সাথে অজিতের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "অজিত, এই মালটা আমার, সে আমার স্ত্রী।"

অজিত চোখ টিপ দিয়ে বললো, "আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সে বিছানায় খুবই হট"।

আমার চোখে বিছানায় সেন্সের সময় কুহির আচরণ ভেসে উঠলো। "এটা তো একমাত্র আমিই নিশ্চিত করে বলতে পারি, তোমার জন্যে এটা শুধু মাত্র ধারণা করার ব্যাপার।"

অজিত একটু লজ্জিত হাঁসি দিয়ে বললো, "যাই হোক না কেন, দোস্ত, তুমি জানো কিভাবে ভাল জিনিষ যোগার করতে হয়! তোমার ভাগ্য দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।"

আমি একটু সঙ্কচিত হয়ে বেশ উদ্ভিগতার সাথে ওর দিকে তাকালাম, আমি চাইছিলাম অজিত যেন সেই প্রসঙ্গটা না তোলে।

"তোমার মনে আছে, কলেজে তোমার এক সুন্দরী বান্ধবির কথা, এক রাতে আড্ডা দিতে দিতে তুমি আর আমি মিলে ওকে আচ্ছামত চুদে দিয়েছিলাম। ওহঃ সেই দিনগুলি কি ভালই না ছিল! সেই ঘটনাটা ছিল কলেজ জীবনে আমার একমাত্র সুখকর স্মৃতি।" অজিত ধীর আবেগি গলায় বলে ফেললো।

আমি বেশ পরিতাপের গলায় বললাম, "হ্যাঁ, কিন্তু সেটা একটা ভুল ছিল, আমরা সবাই মদ খেয়ে মাতাল ছিলাম আর পাগলের মত আচরণ করছিলাম।" সেই ঘটনার কারণে আমার বান্ধবীর সাথে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে আর কখনও দেখি নাই।

"তা, তুমি এখন কি করো?" আমি কথা ঘুরাবার জন্যে অজিতের মনোযোগ অন্যদিকে চালিত করতে চাইছিলাম।

"আমি কথায় বেশ পারদর্শী, তাই কথা বেচে খাই, আমি একটা কার কোম্পানির সেলসম্যান। বেশ ভাল টাকা কামাই এটা করে।" অজিত বেশ গর্ব করে জবাব দিল।

"বেশ ভাল, তুমি যেটা করে আনন্দ পাও, সেটা কর শুনে ভাল লাগলো, হয়ত আমাদের আর কোন গাড়ী লাগলে আমরা তোমার কাছে যাবো।"

"সিউর দোস্ত, তুমি আসলে আমি তোমাকে সবচেয়ে কম দামে সব থেকে ভাল নতুন গাড়ীর ডিল দিব।" অজিত আমাকে ওর বিজনেস কার্ড বের করে দিল, "তুমি কি কর?"

"আমার একটা Computer ও এর যন্ত্রাংশ বিক্রির কোম্পানি আছে। আমি ওটার এম ডি" আমি জানালাম।

"সে তো খুব ভাল। আর তোমার স্ত্রী, সে কি করে?" অজিত জানতে চাইলো।

"সে আমার ঘর, বাচ্চা আর আমাকে সামলায়। She is a full time Housewife" আমি জবাব দিলাম।

অজিত পূর্ণ নির্বোধ অভদ্র লোকের মত বলতে লাগলো, "আমি আশা করি, তুমি ওকে ভালমত বেঁধে রেখেছো...মহিলাদের নিজেদের জায়গা দেখিয়ে দিতে হয়। নাহলে ওরা তোমার বস হয়ে গিয়ে তোমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। এই জ্ঞান আমি আমার বৌয়ের কাছ থেকে লাভ করেছি। তাদের বুঝতে হবে পুরুষ মানুষই ঘরের বস। তার কথামতই চলতে হবে। আমার বর্তমান গার্ল ফ্রেন্ড এটা ভালভাবে বুঝে। এটাই হল সুখি দাম্পত্য জীবনের পথ।"

অজিতের মুখ থেকে এসব কথা শুনে আমি বেশ আতঙ্কিত বোধ করলাম, কিন্তু এই মুহূর্তে ওখানে বসে ওর সঙ্গে তর্ক করতে মন চাইছিলো না, তাই ওর কথার জবাব না দেয়াকেই স্থির করলাম।

"তোমার ফোন নাম্বার দাও, আমাদের এক সাথে কোথাও বসে আড্ডা দেয়া উচিত। ধর কোন রেস্টুরেন্টে, তুমি, আমি, আমার গার্লফ্রেন্ড, তোমার গরম মাল স্ত্রী ...এক সাথে খাবার খেতে খেতে আড্ডা দিলাম" অজিত চোখ টিপে একটা বাকী হাঁসি দিয়ে বললো।

আমার অজিতের সাথে এই ধরনের আড্ডা দিতে মোটেই ইচ্ছা করছিল না। অজিত ওর ফোন বের করে জানতে চাইলো, "তোমার নাম্বার বল"।

আমি নাম্বার বলার পরে ও ওর মোবাইল থেকে আমাকে কল দিয়ে বললো, "ওটা আমার নাম্বার, সেভ করে রাখো।"

ইতিমধ্যে কুহি কেনাকাটা শেষ করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো, "হেঃ জানু, চলো যাওয়া যাক, উনি কে, তোমার বন্ধু?"

"কুহি, ও অজিত। আমরা কলেজে এক সাথে ছিলাম" আমি অজিতকে আমার বন্ধু হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছিলাম না।

"হ্যালো, কুহি, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে ভাল লাগলো। আমাকে বলতেই হয়, তুমি খুব গরম সুন্দরী মহিলা, আর জাভেদ তোমাকে পেয়ে খুবই ভাগ্যবান" অজিত একটু ভদ্রভাবে বলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কুহি বুঝে ফেললো, অজিত কি বলতে চায়। অজিত যে চোখ দিয়ে ওকে নেংটো করছে সেটা ও অজিতের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলো।

"ওহঃ ধন্যবাদ, তো, তুমি একা এসেছ কেনাকাটা করতে? জাভেদ তো শপিং করতে আসতেই চায় না, কিন্তু আমি জোর করে ওকে ধরে নিয়ে আসি" কুহি ভালবাসার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো।

"আমি ভেবেছিলাম, আমার গার্লফ্রেন্ডের জন্যে কিছু ভাল অন্তর্বাস কিনে নেয়া উচিত" অজিত ওর শপিং ব্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে বললো। "যেমন তুমি কিনতে এসেছো।"

"তুমি মনে হয় ঠিক বলছো না। তুমি কি মনে কর তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডের জন্যে এসব কিনেছো, তুমি কি মনে কর জাভেদ আমার জন্যে এসব কিনেছে?" কুহি হেসে বললো, "মেয়েরা সুন্দর অন্তর্বাস ব্যবহার করে তাদের পুরুষকে সুখি করানোর জন্যে। তাই তুমি ও এসব কিনেছো তোমার নিজের সুখের জন্যেই।"

"হেই, এসব সত্যি না। তোমার মনে হয় মেয়েরা যখন এসব পরে তখন তারা নিজেরা কোন সুখ পায় না, কোনরকম উত্তেজনা অনুভব করে না? এইসব দামি অন্তর্বাস, ব্রা, প্যানটি, বেবি ডল কাপড় এসব তোমাদের কাছে কিছুই না?" অজিত বেশ অহংকারী ভাবে জবাব দিল।

"না... আমি শুধু জাভেদের জন্যে এসব পড়ি, কারন সে পছন্দ করে যখন আমি এইসব পড়ি। তাই সত্যি বলতে, তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডের জন্যে কিছুই কিনো নাই, তুমি যা কিনেছ, সেটা তোমার নিজের আনন্দের জন্যেই। তোমার গার্লফ্রেন্ড যখন এসব পরবে, তুমি তা পছন্দ করবে, তাই না, এইগুলি তোমাকে উত্তেজিত করবে?" কুহি বেশ অধৈর্যের সাথে বললো।

"দেখ, এখন তুমি মিথ্যে বলছো, মেয়েরা এসব পড়তে পছন্দ করে, তারা এসব পরে ওদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ পুরুষদের দেখাতে পছন্দ করে, কারন তারা, পুরুষকে উত্তেজিত করতে পছন্দ করে। যেমন তুমি এই টাইট জিপের প্যান্ট পরেছ, যেন এটা তোমার পাছকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলে পুরুষদের কাছে, এই টাইট গোল্ড পরেছো, যেন তোমার বুকের খাঁজে সবার চোখ যায়। এখন মিথ্যে করে বলো না যে পুরুষরা তোমার দিকে তাকালে তোমার ভাল লাগে না"-অজিত অভদ্রের মত করে বলে ফেললো।

অজিতের কথায় কুহি বেশ লজ্জা পেল। যদিও সে কখনও মানতেই চায় না যে, পুরুষরা ওর দিকে তাকালে ওর ভাল লাগে। আমি জানি ওটা সে বেশ পছন্দ করে। এটা ওর ভিতরের আত্মাকে আরও দৃঢ় করে।

"তুমি তো একবারে আদিম যুগের মানুষ, আর একেবারে জঘন্য মনের"- কুহি বেশ মর্ষাদা সহকারে বোললো, "যেসব মানুষ মেয়েদেরকে পন্য মনে করে, তুমি ও সেই রকম একজন। তুমি তো মনে হয় মেয়েদেরকে শুধু সেক্সুয়াল আনন্দের উপকরণ মনে কর, তাই না?"

"মেয়েদেরকে পন্য মনে করি?"-অবজ্ঞাভরে উপহাস করে অজিত জবাব দিল, "তুমি তোমার শরীরের সম্পদ একটা শপিং মলে দেখিয়ে বেড়াচ্ছ, টাইট কাপড় পরে শরীরের ভাজ দেখাচ্ছ। আর এসব তুমি পছন্দ কর বলেই করছো। যেভাবে তুমি তোমার স্বামীর সামনে এইগুলি পরে নিজেকে আকর্ষণীয় এবং উত্তেজিত করার জন্যে ব্যবহার করে। কারন তুমি চাও, তোমাকে দেখে যেন তার বাড়া ঠাঠায়। আর ওকে উত্তেজিত করে নিজে তুমি তোমার গুদ ভিজাও, আর তুমি পুরুষদের দোষ দিচ্ছ?"

"তুমি একটা অভদ্র ইতর! তুমি মনে কর তুমি আমাকে আমার চেয়ে ও বেশি ভাল করে জানো?" কুহি খুব রাগান্বিত হয়ে জিদ সহকারে জবাব দিল, "আমি এভাবে উত্তেজিত হই না... জাভেদ চলো...এইসব বিরক্তিকর কথাবার্তায় আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি...প্লিজ চলো।"

"ঠিক আছে, জানু, চলো"-এই বলে বলে আমি বেঙ্কের দিকে হাত বাড়িয়ে আমাদের সব ব্যাগগুলি গুছিয়ে হাতে নিয়ে নিলাম, আর অজিতের ব্যাগটি আমি উঠিয়ে নিয়ে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

"ধন্যবাদ দোস্ত"- অজিত বলল, "আমাদের এক সাথে আড্ডা দিতে বসা উচিত, কারণ আমি জানি তুমি কিভাবে যেন সব ভাল জিনিসগুলি নিজের করে নাও! আমাকে কিছু টিপস দিও"-বলে অজিত আমার দিকে তাকিয়ে কুহিকে ইঙ্গিত করে একটা চোখ টিপ দিলো। "কুহি তোমার সাথে পরিচিত হয়ে ভাল লাগলো।" কুহি এই কথার জবাব দিল না। অজিত আমাদের সামনে থেকে হেঁটে চলে গেলো।

"কি রকম একটা অভদ্র ইতর!" কুহি অজিতের গমন পথের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না এই রকম একটা লোক তোমার বন্ধু! আর ও যে এতগুলি অভদ্র ভাষা ব্যবহার করলো তোমার সামনে, আর তুমি কিছুই বললে না?"

"Vah!, তুমি একটা প্রাণবয়স্ক মহিলা, তুমি নিজেকে রক্ষা করতে জানো বলেই আমার বিশ্বাস"- আমি ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করলাম, "আর তুমি ঠিক বলেছ, ও আসলেই একটা অভদ্র, আর আমি কিন্তু ওর বন্ধু নই। কলেজ জীবনে ওর সাথে এক বাসায় কিছুদিন থাকতে হয়েছিল, এই যা। আজ প্রায় ২০ বছর পরে ওর সাথে দেখা।" আমি কুহিকে নিয়ে হেঁটে শপিং মল থেকে আমাদের গাড়ীর দিকে যেতে যেতে বললাম।

"আর সে যখন বললো, যে সে জানে যে কিভাবে তুমি ভাল জিনিসগুলি নিজের করে নাও, এটা বলে সে কি বুঝতে চেয়েছে?" কুহি বেশ অদ্ভুদভাবে জানতে চাইলো, "মনে হচ্ছিলো, সে আমার দিকে ঈঙ্গিত করে কিছু বলতে চাইছিল... হয়ত তোমার আগের কোন গার্লফ্রেন্ডের ব্যাপারে ও?"

"হ্যা...কলেজ জীবনে আমার একটা গার্লফ্রেন্ডের সাথে ওর পরিচয় ছিল, সে বেশ সুন্দরী ছিল, আমার মনে হয়, তুমি যে তার মত বেশ সুন্দর আর হট, সেটাই সে বুঝতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে তুমি ওই মেয়ের চেয়ে ও অনেক বেশি হট। আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর আর হট মেয়ে তুমিই, জানু"- আমি এই সব বলে কুহিকে খুশি করে ওর মনোযোগ অন্য দিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করলাম। কারণ আমি জানি কুহির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বেশ ভাল।

"সেটা ও, তবে সে আর ও কিছু বুঝতে চেয়েছিল ওই কথা দিয়ে, ও এমনভাবে বলছিল, যেন তোমাদের দুজনের মধ্যে ওই ব্যাপারে গোপন কোন ঘটনা আছে?" কুহি আমার দিকে প্রশ্নের বান নিক্ষেপ করে জানতে চাইলো, "এখন আমাকে তেল না মেরে, সত্যি কথাটা বলো, কি ঘটনা?"

আমরা গাড়ীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম, তাই আমি গাড়ীর পিছনের দরজা খুলে ব্যাগ গুলি রেখে, ড্রাইভিং সিটের বাম পাশের দরজা খুলে দিলাম কুহির জন্যে, "Vah!, কলেজের ওই বান্ধবী একদিন আমার বাসায় এসেছিল, বাসায় অজিত ও ছিল, আমরা আড্ডা দিতে দিতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, কিছুটা মদ খেয়ে আমরা সবাই মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম, তারপর কিভাবে যেন, আমাদের মধ্যে সেক্স হয়ে গেল, মানে ওই বান্ধবিকে আমি আর অজিত দুজনে মিলে চুদেছিলাম। It's a kind of threesome...you know আমি বেশ চালাকির সাথে জবাব দিলাম, কিন্তু জবাব দেয়ার সাথে সাথে আমার বাড়া ফুলে উঠে যেন আমার প্যান্টের কাপড় ছিড়ে বেরিয়ে যাবে, এই রকম উত্তেজিত হয়ে গেলাম আমি, মনে মনে আশা করছিলাম যে কুহি যেন আমার বাড়ার দিকে তাকায়, আর আমার উত্তেজনা বুঝতে পারে।

কুহির আমার কথা শুনতে শুনতে চোখ এমনিতেই বড় হয়ে গিয়েছিল, আমার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ও নিজে থেকেই আমার বাড়ার কারণে প্যান্টের ফুলে যাওয়া অংশের দিকে তাকাল। সে ধীরে ধীরে ওর হাত কাপড়ের উপর দিয়ে আমার বাড়ার উপর রাখল, আমার বাড়া যেন আরও একটা মোচড় দিয়ে আরও ফুলতে লাগলো, "তো, মনে হচ্ছে, ওই বিরক্তিকর লোকটার সাথে তোমার গার্লফ্রেন্ডকে শেয়ার করাটা তুমি খুব পছন্দ করেছিলে।" কুহি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় জানতে চাইলো।

"ওটা ওই একবারই ঘটেছিল কিন্তু..." আমি দ্বিধাসহকারে জবাব দেয়ার চেষ্টা করলাম, "আমি বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, আমার উপর ওই ঘটনার প্রভাব দেখে। আমি কি রকম প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়েছিলাম। আমি বুঝতেই পারি নাই আজও, কেন এমন হয়েছিল? আমার মনে হয় আমরা যুবক ছিলাম, সেক্স উপভোগ করা শুরু করেছিলাম মাত্র, ঠিক ওই সময়েই ওটা ঘটে গিয়েছিল। কলেজ শেষ হওয়ার পরে আর ওই ব্যাপারে চিন্তা করার সময় পাই নি"-আমার গলা ধরে আসছিল উত্তেজনায়।

"ঠিক আছে, চল আন্সুর বাসায় যেতে হবে আজকে, জিশান, আরিবাকে নিয়ে আসতে হবে।" কুহি নরম স্বরে জবাব দিল, আমার ছেলে মেয়েরা ওর নানার বাসায় ছিলো।

আমি চুপচাপ গাড়ী চালিয়ে কুহির বাবার বাসার দিকে যেতে লাগলাম, আমাদের দুজনের মাঝে এক আশ্চর্য নিরবতা কাজ করছিলো। দুজনের মনেই অনেক কথা, প্রশ্ন, ধারণা রয়েছে চলছিলো।

যখন আমি ওর বাবার বাসার সামনে গাড়ী থামলাম, তখন ও কুহি ওর নিজের চিন্তার ভিতর ডুবে ছিল।

আমি যখন গাড়ী থামলাম, কুহি আমার দিকে ফিরে আমার চোখে চোখ রাখলো, খুব আন্তে আন্তে বললো, "তুমি কখন ও এই রকম চিন্তা করেছো...কল্পনা করেছো, আমাকে নিয়ে... অন্য কারও সাথে শেয়ার করা?" কুহি অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে, আর সে আমাকে খুব ভালভাবে বুঝতে পারে, তাই যে প্রশ্ন সামনে এসেছে, তাকে সে ভিতরে না রেখে আমার দিকে ছুড়ে দিল।

কুহির প্রশ্ন শুনে আমার কিছুটা নরম হয়ে যাওয়া বাড়া আবার এক ঝটকায় ফুলে উঠে কাপড় ফুঁড়ে তাঁবু হয়ে গেল, আমি আশা করছিলাম কুহি যেন দেখে সেটা, আর কুহি সেদিকেই তাকাল, ওর হাত আবার আমার বাড়ার উপর এসে কাপড়ের উপর দিয়ে আমার বাড়াকে মুঠি করে ধরলো।

আমি বেশ দ্বিধায় পরে গেলাম, কিভাবে জবাব দিবো, বুঝে উঠতে পারছিলাম না, "আমি ইচ্ছা করে সেভাবে কখনও চিন্তা করি নাই। মাঝে মাঝে ওইরকম চিন্তা আমার মনে উঠেছিলো। কিন্তু আমি ওটা নিয়ে বিশদভাবে ভাবনা চিন্তা করার সময় পাই নি। ওটা আমার মাথায় ছিল, কিন্তু এর বাইরে আর কিছু না।" আমি একটু থামলাম, "আজ অজিতের সাথে দেখা হওয়ার পরে ওই ভাবনাটা যেন আমার মস্তক্রে ছড়িয়ে যাচ্ছে...আমি বুঝতে পারছি না... তোমাকে অন্য পুরুষের সাথে কল্পনা করলেই আমি খুব উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি। অল্প কিছু মুহূর্ত ওই ব্যাপারটা আমার মাথায় ভর করেছিলো কিন্তু আমি এটা নিয়ে চেষ্টা করতে চাই না বা এই রকম কিছু ঘটতে ও চাই না।"

"কিন্তু তুমি সব সময় আমাকে সেক্সি কাপড় পড়ে চলার জন্যে উৎসাহিত করো, আর যখন অন্য পুরুষেরা আমার দিকে তাকায়, আমাকে কামনা করে, সেটা তুমি খুব পছন্দ করো।" কুহি খুব নরম স্বরে বললো। আমরা দুজনেই এটা জানি, কিন্তু এটা নিয়ে আমরা কখনও কথা বলি নাই।

"হ্যাঁ, এটা সত্যি।" আমি বললাম, "তুমি অসম্ভব রকম সুন্দরী, আর তোমার শরীরের বাঁধন প্রচণ্ড রকম আকর্ষণীয়... তাই অন্য লোকেরা যখন তোমার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকায়, তোমার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায়, তোমাকে মনে মনে কামনা করে, সেটা আমার কাছে খুব ভাল লাগে। আমার তখন খুব গর্ব বোধ হয়, যে তোমার মত মেয়ে আমার স্ত্রী। তোমার কাপড়ের ভিতরে কি আছে আর সেটা কতটা আনন্দায়ক অভিজ্ঞতা, সেটা একমাত্র আমিই জানি।"

"কিন্তু আমাদের বিয়ের এতগুলি, প্রায় ২২ বছর হতে চললো, শেয়ার করার চিন্তা কখনও তোমার মাথায় আসে নাই, আজ হটাৎ করে তোমার মাথায় আসলো আর তুমি উত্তেজনা বোধ করলে, এটা কিভাবে সম্ভব?" কুহি জানতে চাইলো।

"Vah!, আজ যখন অজিত জেনির কথা মনে করিয়ে দিল, তখন আমার মনের মধ্যে একটাই ছবি ভেসে উঠেছিলো, তা হচ্ছে খাঁটি সেক্স, একেবারে খাঁটি যৌনমিলন, একেবারে পশুর মত, কোন আদর ভালবাসা নাই, শুধু সেক্স, শুধু একজন আরেকজনের যৌন খিদা মিটানো... আমি আসলে তোমাকে কল্পনা না করে পারছিলাম না ওই সময়ে।" আমি গাড়ীর সামনের কাঁচ দিয়ে দূরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলতে লাগলাম।

"তুমি জেনির জায়গায় আমাকে কল্পনা করেছিলে?" কুহি একটু যেন ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো।

"হ্যাঁ...জানু...হ্যাঁ, আমি আরও কল্পনা করছিলাম তুমি অন্য একাধিক পুরুষের সাথে সেক্স করছ, তারা তোমার শরীর তাদের যৌন চাহিদা মিটানোর কাজে ব্যবহার করছে, তুমি ওদেরকে ওদের সেক্সের চাহিদা মিটানোর জন্যে নিজের শরীরকে ব্যবহার করতে দিচ্ছ, এই চিন্তাটা আমার মনে আর শরীরে আঙন ধরিয়ে দিচ্ছিল, শুধু সেক্সের জন্যেই তুমি ওদের সাথে পশুর মত সেক্স করছো।"-- আমার গলা যেন ধরে এল কামনায়, আমার চোখে মুখে এক অন্য মাদকতা, মদের নেশার মত।

কুহি বেশ উদ্বিগ্ন বোধ করলো, কারণ তার স্বামীর চোখে মুখে যে মাদকতার, যে কামনা ছড়িয়ে আছে এই মুহূর্তে, সেটা ওর নিজেকে ও উত্তেজিত করে দিচ্ছিল বার বার। "জানু, তুমি জান আমি কখনও অন্য পুরুষের সাথে সেক্স করবো না...আমার একমাত্র তোমাকেই প্রয়োজন।" কুহি ভালবাসার গাঁড় স্বরে বললো, "কিন্তু তোমার জন্যে সেক্সি কাপড় পড়তে আমার কোন বাধাই নেই, তোমার জন্যে অন্য পুরুষদের মনে কামনার আঙন ধরতে আমার কোন বাধাই নেই, কিন্তু আমি আমার স্বামী, সংসার, বিয়ে নিয়ে খেলা করতে পারি না। তুমি ও যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তোমাকে নিয়েই আমার পৃথিবী।"

"আমি জানি, জানু। তোমার মতন সুন্দর, বুঝদার, শক্ত মনের মেয়েকে আমার স্ত্রী হিসাবে পেয়ে আমি সত্যি গর্বিত।" আমি কুহিকে ওর ঠোঁটে চুমু দিয়ে বললাম, "এবং আমি আমার বউকে পর পুরুষকে দেখাতে ভালোবাসি।" আমার গলা উত্তেজনায় পূর্ণ ছিল। আমি বেশ হালকা বোধ করছিলাম যে সবকিছু এখন খোলাখুলি হয়ে গেল।

কুহি যেন কিছুটা লজ্জা পেল, "জানু, আমরা দুজনেই ভাগ্যবান যে, আমরা আমাদেরকে পেয়েছি। আমার ভাবতেই ভালো লাগে যে, আমাদের সম্পর্ক এত গাঢ় যে আমরা যে কোন বিষয়েই মন খুলে একে অপরকে জানাতে পারি...এক জনের অন্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। চল বাসার ভিতরে যাই।"

গাড়ীর দরজা খুলে কুহি বের হয়েই বলল, "জানু, আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

আমি হেঁসে জবাব দিলাম, "জানু, তুমি আমাকে যে কোন কথাই জিজ্ঞেস করতে পারো।"

"তুমি নিজে কখন ও অন্য মেয়ের সাথে সেক্স করার চিন্তা করেছো কখন ও?" কুহি জানতে চাইলো।

"না, জানু, না, আমার চিন্তা কখনও সেদিকেই ছিল না। ওটা আমার মনে কখনওই আসে নাই। আমার যা প্রয়োজন তা তোমার কাছেই। তুমিই আমার একমাত্র নারী।" আমি হেঁসে বললাম।

"আমি জানি, তুমি আমাকে অন্য পুরুষের সাথে কল্পনা করতে পারো, কিন্তু আমি তোমাকে অন্য মেয়ের সাথে কখনই কল্পনা করতে পারবো না, বা আমি চাই ও না যে তুমি অন্য মেয়ের সাথে শোয়ার কথা চিন্তা করো। আমি তোমাকে বলে দিলাম কিন্তু!" কুহি ভালোবাসার দৃষ্টিতে বললো।

আমি আন্তরিকতার সাথে জবাব দিলাম, "জানু, এই নিয়ে তোমাকে কখনও চিন্তা করতে হবে না। I am a man of One woman."

কুহি যখন আমার সামনে দিয়ে বাসার দিকে হেঁটে যাচ্ছিল, তখন আমি ওর পিছন দিকে তাকিয়ে আবার ও গর্ব বোধ করলাম। এই টাইট জিপ্স আর গেঞ্জিতে কুহি যেন এক কামনার শিখা। ওর সর্ক কোমর, ফুলে উঠা নিতম্ব, গোল উঁচু পাছার দাবনা দুটি, বড় বড় গোল ফর্সা মাইদুটি, সর্বোপরি ওর ৩৯ বছরের পাকা টসটসে নরম গরম শরীর, এইসব দেখে আমার বাড়ী মহাশয় আবার ও যেন টনটন করে উঠলো। ও যে দুটো বড় বড় ছেলে মেয়ের মা, সেটা ওকে দেখে মনেই হয় না। এখন ও ওর বয়স ৩০ এর নীচে বলে চালিয়ে দেয়া যাবে। অন্য পুরুষের কুহির দিকে তাকিয়ে কি দেখে, কিভাবে কামনা অগ্নিতে জ্বলে, সেটা ভাবতেই আমার ভাল লাগছে।

ছেলে মেয়েরা আমাদের দেখে বেশ আনন্দিত। আমরা ওদের সাথে গল্প করতে লাগলাম। এখন আমরা দুজনেই নিখুঁত পিতামাতা। কুহিকে ছেলে মেয়ের সাথে মিশে ধৈর্য ধরে ওদের কথা শুনতে দেখে ভাল লাগলো। কুহির অনেক ধৈর্য, সে ছেলে মেয়েদের সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে, ওদের আদর আবদার, ওদেরকে সেটা দেয়ার চেষ্টা করে, যে কোন সমস্যা ওরা আমার থেকে কুহিকে বলতে বেশি সাচ্ছন্দ বোধ করে। কুহি সাথে ওদের এই রসায়ন আমাকে উৎফুল্ল করে। ওদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছিলাম। কিন্তু ওরা যেতে চাইলো না। বিকালে ওরা ওদের নানুর সাথে কুহির এর কাজিনের বাসায় যাবে। কুহির সেই কাজিনের বড় মেয়ের আবার বিয়ে কিছুদিন পরেই, তাই ওদের সাথে কেনাকাটা করতে যাবে, সেই আনন্দে ছেলে ও আজ বাসায় ফিরতে রাজি না, মেয়ে তো মোটেই না। অগত্যা আমরা দুজন হালকা নাস্তা করে নিজেদের বাসার দিকে রওনা দিলাম।

সেদিন রাতেঃ

রাতে খাওয়ার পরে আমি নিচতলায় ড্রয়িংরুমে বসে টিভিতে একটা ফুটবল খেলা দেখছিলাম। কুহি সব শুধিয়ে ওর রাতে সবার সময়ের পোশাক পড়ে আমার কাছে এসে বসলো। ওর পরনে ছিল একটা গাঁড়ি বেগুনি রঙের টপস, যেটা কাশের কাছে ফিতে দিয়ে আটকানো, আর ওটা লম্বায় শুধু মাত্র কুহি পাছা ছাড়িয়ে ১/২ ইঞ্চি নীচে নেমেছে। কুহি সুন্দর লম্বা মসৃণ পা, ওর নরম জাং দেখে ভাল লাগে। ওর টপসের উপরের অংশের দিকে তাকিয়ে বলে দেয়া যায়, যে সে টপসের নীচে ব্রা পড়ে নাই। ওর বড় বড় দুটি ব্রা ছাড়া ও অনেকটা উদ্ধত ভাবে দাড়িয়ে আছে, টপসের উপর দিয়ে ওর স্তনের বোঁটাটি ও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

আমাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, "এখন শুতে যাবা না, নাকি আর ও পরে যাবা?"

আমি ওর হট শরীরের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এই একটু পরেই যাবো, খেলাটা এখনই শেষ হয়ে যাবে।"

কুহি লজ্জিত ভাবে জানতে চাইলো, "কি দেখছ অমন করে?"

আমি হেঁসে জবাব দিলাম, "তোমার শরীর। তোমার মত মেয়ে আমার বৌ, এটা আমার মাঝে মাঝে বিশ্বাস হতেই চায় না।"

"বেশি পাকামো না করে শুতে আসো তাড়াতাড়ি। আমি বিছানায় গিয়ে বই পড়ছি, তুমি তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করে আসো...আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো"-বলে আমাকে একটা চোখ টিপ দিয়ে কুহি দোতলায় আমাদের বেডরুমের দিকে ওর পাছা দোলাতে দোলাতে চলে গেল। আমি পিছন থেকে ওর পাছার দুলুনি দেখতে লাগলাম।

কুহি যাওয়ার ২ মিনিট পরেই আমার মোবাইল বেজে উঠলো, আমি জানি রিঙের শব্দ কুহির কানে ও যাবে। ফোনের অন্য প্রান্তে অজিত। আমার শপিং ব্যাগ ওর ব্যাগের সাথে বদল হয়ে গেছে। সে এখনই এসে ওটা বদলে নিতে চায়। আমি ওকে বাসার ঠিকানা দিয়ে ওর ব্যাগটা বের করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ১৫ মিনিট পরেই আমার দরজায় কলিং বেল বেজে উঠলো। আমি উঠে দরজা খুলতে গেলাম। কুহি কলিং বেলের আওয়াজে, এত রাতে কে আসলো দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে নীচে আসলো।

কুহি যখন ড্রয়িং রুমে ঢুকল, ও খুব অবাক হয়ে গেল অজিতকে দেখে, আমি তখন অজিতের ব্যাগ ওর হাতে উঠিয়ে দিছিলাম। ওর পায়ের আওয়াজ শুনে আমরা দুজনেই দরজার দিকে তাকালাম।

অজিত ওর সামনে এক দীর্ঘাঙ্গি ফর্সা এলো চুলের এক পাকা টসটসে সুন্দরী যে কিনা রাতে শোয়ার একটা টপস পড়ে আছে, যার পুরো মসৃণ পা, খোলা বাহ, বুকের উপর বড় বড় দুটি জামুরা ঝুলছে দেখে, কামনার দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগলো। অজিত ওর চোখ এতটুকু না সরিয়ে যেন চোখ দিয়ে কুহিকে লেহন করতে লাগলো।

কুহির অজিতকে দেখেই মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিল, তারপর সে যখন ওর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে ওকে চাটছে দেখে ওর গা ঘিনঘিন করতে লাগলো। তারপর ও, এখন ও যদি লজ্জায় দৌড়ে ভিতরে চলে যায়, তাহলে এই লোকের দৃষ্টির জয় হয়ে যাবে, এই ভেবে, কুহি কোমরে হাত দিয়ে যথা সম্ভব শান্ত স্বরে জানতে চাইলো, "কি হচ্ছে এখানে?"

আমি বেশ আশ্চর্য হলাম কুহি অজিতে সামনে এই পোশাকে প্রায় নেংটো অবস্থায় এখন ও দাড়িয়ে আছে দেখে। আর অজিত আমার সুন্দরী বৌকে দেখে কি সুখ পাচ্ছে ভেবে আমার বাড়ায় আবার মোচড় দিয়ে উঠলো। আমার চোখে ও যেন কামনার আকাঙ্ক্ষা রূপ নিতে শুরু করলো।

"ওহঃ জানু! অজিতের ব্যাগ নীচে পড়ে গিয়েছিল তো, তাই ওর ব্যাগ ওর হাতে তুলে দেয়ার সময় আমি ভুল করে ওকে অন্য ব্যাগ দিয়ে ফেলেছিলাম। অজিত ওর ব্যাগ বদল করে নিতে এসেছিল"- এই বলে আমি অজিতের দিকে তাকালাম, অজিতের সেদিকে কোন খেয়াল নাই, সে নির্লজ্জের মত আমার বৌয়ের শরীরের সুখা চাখতে ব্যস্ত।

কুহি এই রুমে ঢুকান আগে আমি চেয়েছিলাম অজিতকে ওর ব্যাগ দিয়েই বিদায় করে দিব, কিন্তু এখন অজিতের কামনার দৃষ্টি দেখে আমার ইচ্ছে হচ্ছে অজিত যেন কিছুটা সময় আমাদের এখানে থাকে, আমার বৌয়ের দিকে ওর লোলুপ দৃষ্টি আরও বেশি করে দিতে পারে।

কোন কিছু চিন্তা না করেই আমি বলে ফেললাম, "অজিত, তুমি বেশ কিছুটা ড্রাইভ করে ব্যাগ নিতে এসেছো, কিছু পান করতে চাও?"

অজিত আর কুহি দুজনেই আমার কথা শুনে অবাক হয়ে চোখ বড় করে আমার দিকে তাকাল।

অজিত এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললো, "অবশ্যই দোস্ত, তুমি আমাকে বিয়ার খাওয়াতে পার। আছে তোমার স্টকে?" সে আবার কুহির দিকে তাকিয়ে রইল।

"জানু, তুমি আমাদেরকে দুটি বিয়ার এনে দিবে?"-এই বলে আমি অজিতকে সোফার দিকে টেনে নিলাম বসানোর জন্যে। আমি আমার নির্দিষ্ট ভালবাসার সোফায় (LoveSeat) গিয়ে বসলাম।

যদিও কুহি অজিতকে একটা বিয়ার দিয়ে ও আপ্যায়ন করতে চায় না, তারপর ও ওর স্বামীর সম্মানের কথা ভেবে সে ভিতরে গেল বিয়ার আনার জন্যে।

"দোস্ত, যদিও তোমার বউটা একেবারে একটা কুন্ডি, তারপর ও সে মারাত্মক হট মাল" অজিত নির্বোধের মত বলতে লাগলো, "ওকে দেখে তোমার সেই গার্লফ্রেন্ড জেনির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার বার বার। তোমার মনে আছে, একবার আমার বাড়া ওর গুদে ঢুকান পড়ে, ওর কাম খুদা যেন মিটছিলোই না। সে আরও সেক্স করতে চাইছিল বার বার। আমার এখন ও মনে আছে, জেনিকে দু পা ফাক করে আমার সামনে শুতে দেখে তুমি যে কি রকম উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলে! উফঃ কি হট ছিল ওই সময়টা!" অজিত আমার দিকে চোখ টিপে ইশারা করলো।

আমি মনে না করে পারলাম না, অজিত জেনিকে কিভাবে কি উন্মত্ততার সাথে প্রচণ্ড ও উত্তাল ভাবে, বেশ কিছুটা কষ্ট দিয়ে চুদেছিলো। জেনি এমন চোদন ওর জীবনে ও খায় নি। আমার মনে পড়ছিলো, জেনি কি রকম অস্বাভাবিক উত্তেজিত ছিল, অজিতের রাম চোদন খেয়ে ওর গুদের জল কতবার খসিয়েছিলো।

"কুহি ও দেখতে অনেকটা জেনির মত...সুন্দর চেহারা, বড় পাছা, তবে জেনির চেয়ে কুহির দুধগুলি অনেক বড় বড়, আর কোমরটা ও অনেক চিকন।" অজিত খুব স্বাভাবিক ভাবেই কুহি সম্পর্কে আমার ঘরে বসেই এই রকম বিশ্রী কথা বলছিল, যেন এটাই ভদ্রতা।

আমি চুপ করে বসেছিলাম আর অজিতের নাংরা কথাগুলি শুনছিলাম, আমার মনের ভিতর এক প্রচণ্ড আলোড়ন, এক ধরনের দ্বিধাচল চলছিলো। আমার খুব উত্তেজনা হচ্ছিলো, আবার সাথে সাথে আমার পেটের মধ্যে একটা গর্ভ তৈরি হচ্ছিল, এই অভদ্র লোকটাকে আমার ভালবাসার মানুষ, আমার সন্তানের মা কে নিয়ে এভাবে বিশ্রী আলাপ করতে দেখে।

যখনই আমি অজিতকে ড্রিংক এর অফার করলাম, তখনই ও বুঝে গেছে যে আজ রাত হয়ত সেই ২০/২২ বছর আগের রাতের মত কিছু একটা হতে পারে, যদি সে আমার স্নায়ুর সঠিক জায়গায় চাপ দিতে পারে। সে যে এটা বুঝেছে, সেটা আমি বুঝে আমার যেন হৃদপিণ্ডের গতি আরও বেড়ে গেল।

"একটা কথা বল আমাকে, দোস্ত, কুহি ও কি জেনির মত চোদন খেতে ভালবাসে?" অজিত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো। অজিত বুঝতে পেরেছে আমি যে বেশ উত্তেজিত, কিন্তু সেই উত্তেজনা কোন দিকে নিয়ে যাবে আমাদের সবাইকে, সেটা সম্পর্কে আমি যে অনিশ্চিত, সেটা ও বুঝে ফেলেছে। এই হিন্দু লোকটা একটা পাকা শয়তানের মত আমার স্নায়ুর সঠিক জায়গাগুলিতে চাপ তৈরি করতে লেগে গেলো।

"**Come on Qit**...তুমিই ভাল জানো। আমার স্ত্রী সম্পর্কে এই ধরনের প্রশ্ন আমাকে করা তোমার উচিত না" আমার গলা যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো।

"তুমি জানো...তুমি আমাকে বলতে চাও, তোমার স্ত্রী কি রকম হট। এটা জেনে তোমার ভাল লাগে যে তোমার সুন্দরী স্ত্রী একটা শক্ত তাগড়া বাড়াকে কিভাবে ভালবাসে, কিভাবে নিজের ভিতরে নেয়"- অজিত একটা পাকা লুচার মত করে বলতে লাগলো। "সেদিন জেনির ওই আচরণগুলি ও তোমার ভাল লেগেছিল, যে সে বিছানায় কিভাবে একটা পাকা খেলুড়ে মাগীর মত চোদা খায়।" অজিত জানে ওই স্মৃতিগুলি আমাকে আরও বেশি উত্তেজিত করবে। "তা, বল তোমার বৌ ও কি সে রকম আচরণ করে?" অজিত আবার ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো, যেন এই প্রশ্নের উত্তর সে আমার কাছ থেকে বের করবেই।

আমি ও ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জবাব না দিয়ে পারলাম না, "হ্যাঁ, সে বিছানায় খুব হট। আমার সাথে সেক্স করতে সে খুব পছন্দ করে। কিন্তু সে জেনির মত না।"

"চিন্তা কর না, সেটা আমরা তাড়াতাড়িই জানতে পারবো"-অজিত কুহিকে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেখতে দেখতে বললো।

"তো, কি জানতে পারবে তোমরা তাড়াতাড়ি?"- বলে কুহি অজিতকে ওর বিয়ার হাতে দিয়ে, আমার দিকে ফিরে আমার বিয়ারটা আমার হাতে দিল। "না, থাক বলতে হবে না...আমি জানতে চাই না...আমার ঘুম পাচ্ছে...আমি শুতে যাচ্ছি" কুহি চলে যেতে চাইলো, বুঝলো, প্রশ্নটা করে সে ভুল করে ফেলেছে।

কিন্তু আমি ওর হাত ধরে ফেললাম, "জানু, কিছুক্ষণ বসো না আমাদের সাথে, অল্প কিছুক্ষণ।"

কুহি দ্বিধা নিয়ে আমার দিকে একটু তাকিয়ে থাকলো, তারপর রাজি হয়ে আমার পাশে ঘনিত হয়ে আমার ভালবাসার সোফায় বসলো। সে বুঝতে পারছিলো, যে তার স্বামী তাকে দেখাতে চায় অজিতের সামনে।

"যেহেতু তুমি জানতে চেয়েছ, আমরা শপিং মলে যে কথা হয়েছিল আমাদের সেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, তোমার স্বামী চিন্তা করছিলো যে কি সঠিক?" অজিত নির্লজ্জ মিথ্যা কথা বললো, "আমি তাকে বলছিলাম যে, এটা বের করা খুব সহজ।"

"আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাই না...আমি এসব নিয়ে চিন্তা করি না"- কুহি শুধু চাইছিল অজিত যেন বিয়ার শেষ করে চলে যায়। কুহি এই অভদ্র ইতর লোকটার সাথে আবারও কথায় জড়াতে চাইছিল না, কারন সে বিশ্রী বিশ্রী ভাষায় কথা বলে। এদিকে অজিত আয়েস করে বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে কুহিকে ওর চোখ দিয়ে নেংটো করার প্রানপন চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো।

"উহঃ **Come On**...তুমি যেটা বিশ্বাস কর সেটার ব্যাপারে যে তোমার কনফিডেন্স নাই, এটা আমাকে বোলো না!" অজিত কুহির দিকে নিরব চেলেঞ্জ যেন ছুড়ে দিল, "তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি বেশ শক্ত, স্বাধীন টাইপের মেয়ে, যে মেয়ে নিজে যেটা বিশ্বাস করে সেটা প্রমান করতে পিছপা হয় না" অজিত খেলছে কুহিকে নিয়ে আমারই সামনে। আমি চূপ করে দেখে যাচ্ছি খেলা কোন দিকে এগোয়।

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি চিনি তোমাদের মত লোকদের, যাদের মাথা এত মোটা যে ওদের মাথায় কোন যুক্তি ঢুকে না।" কুহি বেশ বিরক্তির সাথে বললো।

"কিন্তু, আমি সত্যিই চাই যে তুমি আমাকে ভুল প্রমানিত করো...একবার তুমি আমাদেরকে ওই সব অন্তর্ভাস পড়ে এসে দেখাও যে, ওগুলি পরলে তোমার ভিতর কিছু হয় না"- ধূর্ত শিয়ালের মত অজিত আগাচ্ছে।

"তো তুমি কিভাবে প্রমান করতে চাইছো...অথবা বলতে হয়, আমি কি করলে তোমার মনে হবে যে তুমি ভুল?" কুহি যার পরনাই বিরক্ত লোকটার প্রতি।

"চিন্তা কর না, এটা বেশ সোজা," অজিত দাঁত বের করে বললো, "আমি দেখেছি জাভেদ তোমার জন্যে কি এনেছে। তুমি ওগুলি পড়ে আমাদের দুজনে সামনে আসো, তারপর আমরা দেখবো, তোমাকে দেখে আমাদের কি হয়, আর আমাদের দেখে তোমার কি হয়?"

"ভুলে যাও সব কিছু.....আমি তোমাদের সামনে প্রায় নেংটো অবস্থায় দাড়াই, আর তোমরা দেখে তোমাদের সুখ করে নাও, তাই না? সেটা হবে না" কুহি বিরক্তির সহকারে বললো, "তুমি একটা বিরক্তিকর অভদ্র লোক।"

"হে...এতখানি বিরুদ্ধে যাওয়ার বা আমাদের এভাবে অপমান করার কোনই দরকার নেই, যখন তোমার নিজের প্রতি নিজেরই কোন আস্থা নেই যে তুমি তোমার কথায় অটল থাকার জন্যে সেটা প্রমান করে দাও, তুমি জানো, আমি যা বলেছি সেটাই সবচেয়ে সহজ উপায় কে ঠিক, সেটা প্রমান করার" অজিত কিছুটা রাগের স্বরে বললো।

"যাই হোক.....আমি এখন শুতে যাচ্ছি।" কুহি কথা শেষ করে দিয়ে উঠে চলে যেতে লাগলো। যখন সে পিছন ফিরে চলে যাচ্ছিল, তখন অজিত কুহির শরীরের পিছন দিকটা দেখে নিজের জিভ চেটে নিলো আবারও।

অজিত আমার দিকে তাকালো, "আমার মনে হচ্ছে তুমি জানতে পারছো না, যে কে সঠিক। জানতে চাইলে তোমার স্ত্রীর তোমাকে হেল্প করা উচিত।" অজিত আমার দিকে ষড়যন্ত্রের দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুহির চলে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করলো, যেন সে বলতে চায় আমি যেন কুহির পিছনে যাই আর ওকে মানানোর চেষ্টা করি। অজিত পুরো বুকে গেছে যে, ওর জন্যে ওর কাজে আমি সাহায্য করবোই।

আমি উঠে কুহি পিছনে রান্নাঘরের দিকে গেলাম, কুহি সেখানে গিয়ে পানি খেয়ে তারপর উপরে যাবে।

"জানু.....সে তোমাকে সুযোগ দিচ্ছিলো ওকে চুপ করানোর জন্যে, যেন ও ভুল প্রমানিত হয়।" আমি বেশ সন্তুর্ণণে কথাটা তুললাম।

কুহি আমার দিকে ফিরে ওর কোমরে হাত দিয়ে বললো, "ও, তুমি তাই চাও? তুমি চাও যে আমি প্রমান করি ও ভুল?" কুহি বেশ রাগী গলায় বললো, "আমি জানি, তুমি সেটা চাও না, তুমি শুধু চাও আমি যেন ওই লোকের সামনে নিজের শরীর দেখাই, যাতে তুমি তোমার মনের বিকৃতি চরিতার্থ করতে পারো, তাই না?"

আমি ওর দিকে শয়তানি দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, "হ্যা...আমি তাই চাই কিন্তু তুমি ওকে ভুল প্রমানিত করো সেটা ও চাই। তারপর ওকে উত্তেজিত করে শক্ত বাড়া আর ওর ফুলে উঠা নীল বিচি নিয়ে ওকে বাসায় পাঠিয়ে দিবো, সেটাই ওর জন্যে শিক্ষা হবে।"

"আমি এই অভদ্র লোকটাকে একটু ও পছন্দ করছি না। অন্য কেও হলে হয়ত আমি এটা করতাম"-কুহি একটু দ্বিধা নিয়ে বললো। কুহি এখন বেশ শান্ত।

"তুমি ওই নির্বোধের কথা চিন্তা করো না, তুমি এটা করবে শুধু আমার জন্যে। প্লিজ, করো, তুমি জানো, আমি এটা খুব পছন্দ করবো।" আমি ভালবাসার সুরে ওকে বোঝাতে চাইলাম। "আর কাওকে উত্তেজিত করার জন্যে তাকে পছন্দ করতে হবে, এটা ঠিক না। বরং এটাই ভাল, তোমার ওর প্রতি কোন পছন্দ না থাকলে, তাতে ব্যাপারটা পুরোপুরি শারীরিক হবে, মনের দিক থেকে কোন আকর্ষণ রইবে না।" কুহি বুঝতে পারছিল আমার গলার স্বরে কিসের উত্তেজনা, কুহি তাড়াতাড়ি উল্টো দিকে ফিরে গেল আমার দিক থেকে, যাতে ও নিজে ও যে উত্তেজিত, সেটা যেন আমি না ধরতে পারি।

আমি পিছন থেকে ওর বগলের তলা দিয়ে দুই হাত ঢুকিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, আর ওর ঘাড়ে চুমু দিয়ে ওর বড় বড় দুইটা নিজের দুই হাতের মুঠোয় নিয়ে একটু চাপ দিলাম। কুহি উত্তেজিত হয়ে আমার দিকে হেলে গেল, ওর মুখ দিয়ে হালকা গোঙ্গানি ও শোনা গেল।

"এবং তুমি জান যে অজিত সঠিক কথাই বলছিলো শপিং মলে...অন্য পুরুষরা তোমার দিকে তাকালে, তোমার রূপের প্রশংসা করলে তোমার ভাল লাগে। অদ্ভুত অপরিচিত মানুষ, যাদের তুমি চেন না, তারা ও তোমার দিকে তাকায়, অজিতকে মনে কর ওই রকম অচেনা একটা লোক। যার মনে তোমার দেহের জন্যে কামনা ক্ষুধা জেগেছে, যে তোমার শরীরকে ছিঁড়ে খুঁড়ে তোমাকে ভোগ করতে চায়, যাদের চোখে তোমার দেহের জন্যে লোলুপ দৃষ্টি, সেই রকম অচেনা একজন লোক"- আমি ওর কানে ফিসফিস করে বলছিলাম।

আমি ওর ঘাড়ের আঁচল লততে চুমু দিতে দিতে কথাগুলি বলছিলাম। আমার একহাত দিয়ে ওর একটা দুধের বোতাকে মুচড়ে দিতে দিতে আরেকহাতে ওর টপসের ভিতর ঢুকিয়ে ওর পেট, নাভি, নাভির নিচের অংশ, ওর মসৃণ তলপেট, এর নিচে ওর কামানো গুদের বেদী হাতিয়ে হাতিয়ে, মুঠো করে ধরে আমার আঙ্গুল গিয়ে পৌঁছলো ওর গুদের ঠোঁট দুটির কাছে। আমার এই রকম আক্রমণে ওর শরীরে এমন উত্তেজনা জাগছিলো, যে যৌন আকাঙ্ক্ষা ওর পুরো মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

"তুমি এটা করবে জানু? করবে তো? স্বচ্ছ হালকা ব্রা পড়ে, পাতলা চিকন প্যানটি পড়ে ওর সামনে তোমার শরীরের গোপন জায়গাগুলি দেখাবে তো? ওই লোকটার সামনে আমাকে আমার বৌকে ভালভাবে দেখাতে দিবে তো, এমন লোক যাকে তুমি চিনোই না। তাও আবার ও একটা হিন্দু লোক। ওই হিন্দু অভদ্র কুৎসিত লোকটার সামনে তুমি নিজের শরীরের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি সম্পদ যা এত দিন আমি ছাড়া কেও দেখিনি, সেগুলি দেখাবে তো?" আমি ওর গুদকে মুঠো করে ধরে বার বার পাম্প করতে লাগলাম, হাতের আঙ্গুল দিয়ে।

আমার আক্রমণে আর কথায় কুহি যেন মোমের পুতুলের মত গলে গলে যাচ্ছিল। অজিত যে হিন্দু, সে কথাটি আমার মুখে শনার পরে ওর নিঃশ্বাস আরও ঘন হয়ে গেল, একটা হিন্দু পর পুরুষের সামনে নিজের শরীরকে উন্মোচন করতে হবে ভেবে ওর বুকের ধুকপুকানি যেন আরও বেড়ে গেল। "হ্যাঁ, আমি করব, আমি তোমার সব কথা রাখবো, তুমি যা চাও তাই হবে..." কুহি নরম স্বরে জবাব দিল।

আমাকে খুশি রাখতে চাওয়া আর ওর নিজের উত্তেজনা দুটো মিলে কুহিকে ওর রক্ষণশীল ধারণা আর ধর্মীয় চেতনা থেকে বের করে ফেললো। ওর হৃদপিণ্ড জোরে জোরে ধক ধক করছিলো, যখন সে হ্যাঁ বললো।

"তোমার সব চাওয়া আমি পূরণ করবো, তুমি শুধু খেয়াল রেখো ও যেন ওর সোফা থেকে না উঠে। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমি এই রকম একটা কাজ করবো, আমার নিজের ঘরে, নিজের স্বামীর সামনে, একটা পর পুরুষের লালসার জন্যে"- কুহি এক রাশ লজ্জা নিয়ে বললো।

"আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, জানু" আমি ওকে সামনে থেকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "শুধু একটু তোমার চুল ঠিক করে, একটা উঁচু জুতা পড়ে ওই ব্রা প্যানটিগুলি পড়ে এসো, পারলে একটু হালকা মেকআপ করে নিতে পার, আমি চাই তোমাকে দেখে যেন অজিত ভীমভী খেয়ে যায়, তোমাকে যেন পুরো আঙনের মত লাগে, যে লোকটাকে তুমি একদম চিন না, ওকে তোমার সব দেখাও, আমার সামনে। আর মনে রেখ ও একটা হিন্দু লোক"- আমি ফিস ফিস করে ওর কানে কানে বললাম। কুহি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললো।

"এখন চল, আমার সাথে, তুমি নিজের মুখে ওকে বল যে তুমি এটা করবে।" আমি কুহি কে বললাম।

অজিত খুব প্রত্যাশা নিয়ে ওর বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে জানে এই খেলায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। আমাকে কুহি সহ ফিরে আসতে দেখে ওর ঠোঁটের কিনারে একটা ক্রুর বাকা হাঁসি বের হলো। সাথে সাথেই ওর নজরে গেল কুহির মুখ রক্তিম হয়ে আছে, আর ওর দুধের বোটা দুইটা জামার উপর দিয়ে ঠেলে বের হয়ে আছে যেন।

অজিত বাকা হাঁসি কুহিকে যেন আরও ক্লান্ত করে দিল।

"ওকে, আমি এটা করবো, এবং তোমাকে চিরদিনের জন্যে চুপ করাবো"- কুহি বিরক্তির সাথে বললো, "কিন্তু তুমি তোমার সোফা ছেড়ে নড়তে পারবে না, পুরো সময়।" কুহি ওকে সাবধান করে দিলো।

"সেটা ঠিক আছে"- অজিত জবাব দিল, "তাহলে তোমাকে ওইসব পোশাক পড়া অবস্থায় দেখে আমাদের কি অবস্থা হয় সেটা জানার জন্যে, আমরা দুজনেই নেংটো হয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। তুমি জানো, এটাই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি জানার জন্যে, যে তোমার এই দেহ প্রদর্শনীতে আমাদের কিছু হচ্ছে কি না, ঠিক আছে?"

অজিতের কথা শুনে কুহি আশ্চর্য হয়ে গেল, কিন্তু বিপরীত কি বলবে সেটা যেন সে খুজে পেল না। তাই ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি দিল কুহি।

অজিত বেশ অবাক হল যে কুহি ওর এই অদ্ভুত প্রস্তাবে রাজি হলো দেখে। এরপর এক ধাপ এগিয়ে সে আবার একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়ে বসলো কুহি কে।

"তাহলে আমাদেরকে তোমার ওইসব শরীর আর কাপড় দেখিয়ে তোমার মধ্যে কি হচ্ছে সেটা আমরা জানবো কিভাবে, যেখানে আমরা উত্তেজিত হবো, কিন্তু উত্তেজনা প্রশমনের কোন ব্যবস্থা আমাদের থাকবে না"-অজিত ওর ফ্রুর্ চাল চালতে সুরু করলো।

"একমাত্র তোমার উত্তেজনাই প্রশমনের কোন ব্যবস্থা থাকবে না।" কুহি জবাব দিল, "আর তোমাদেরকে দেখিয়ে আমার মধ্যে কিছু হলে আমি তোমাদেরকে বলবো, আমার কি হচ্ছে।"

অজিত একটা চাপা হাঁসি দিয়ে বললো, "না, না, আমি মনে করি না এটা ঠিক হবে। আমি কিভাবে জানবো যে তুমি সত্যি কথা বলছো? আমার মনে হয় আমাদের যে কোন একজন তোমাকে স্পর্শ করে দেখবে যে তুমি ভিজে গিয়েছ কি না। এটাই নিশ্চিত হবার একমাত্র পথ"-অজিত প্রস্তাব করলো।

"না না...তুমি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আসলে তোমাকে কথা দিতে হবে যে তুমি সোফা ছেড়ে উঠবে না"- কুহি বেশ সঙ্কিত হয়ে বললো।

"ঠিক আছে, আমি তোমাকে স্পর্শ করবো না, বা এই সোফা ছেড়ে উঠবো ও না"- অজিত হতাশার কণ্ঠে বললো, "কিন্তু তোমার স্বামী তোমাকে স্পর্শ করবে, আর জাভেদ তোমার গুদ থেকে আঙ্গুল বের করার পর আমি দেখবো সেটা ভিজা কি না?"

"ঠিক আছে, কিন্তু জাভেদ তোমার সামনে আমাকে স্পর্শ করবে না"- কুহি বললো।

"এটা ঠিক না...এটা তো এখানেই হতে হবে...এক কাজ করতে পারো, জাভেদ যখন তোমার গুদে আঙ্গুল ঢুকাবে তখন তুমি আমার দিকে পিছন ফিরে থেকো, ঠিক আছে?" অজিত জানে, সে কুহিকে ধরে ফেলেছে।

কুহি রাজি হল না, তাই ওর মাথা দুপাশে নাড়ছিল, এবার আমি এগিয়ে গেলাম, "ঠিক আছে, জানু, তুমি ওর দিকে পিছন ফিরে থাকবে, আর আমি তোমার সামনে থাকবো, তাই ও কিছু দেখতে পাবে না, ঠিক আছে জানু?"- আমি কুহিকে রাজি করানোর জন্যে বললাম।

"ঠিক আছে...এটাই যদি তুমি চাও, তাহলে ওকে" কুহি আমার দিকে তাকিয়ে একটু নীমরাজি হয়ে বললো।

"তুমি জানো, তুমি যে ভুল, সেটা আমি তোমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারবো"- অজিত যেন আবারও চলেঞ্জ করলো।

"যাই হোক...সেটা তুমি কিছুক্ষনের মধ্যেই জানতে পারবে"-এই বলে কুহি দোতলায় চলে গেল। কুহি খুব উত্তেজিত বোধ করছে, সে ভুল প্রমানিত হবে কি না সেটা নিয়ে সে মোটেই চিন্তিত নয়। কুহি শুধু চায়, অজিত চলে যাক, যাতে কুহি আমার সাথে যৌনমিলন করতে পারে।

"তোমার ছেলে মেয়েরা ঘুমিয়ে গেছে?" অজিত জানতে চাইল।

"ওরা দুজনেই বাসায় নেই, ওদের নানার বাড়িতে বেড়াতে গেছে" আমি জানলাম।

"যাক তাহলে ভালই হয়েছে। শুন জাভেদ, তুমি ভাল করেই জানো, তুমি যদি সাহায্য করো তাহলে তোমার বৌকে অন্য লোক দিয়ে চোদানোর একটা বড় সুযোগ আছে আজকে তোমার। আমি জানি তুমি মনে মনে চাও যে তোমার বৌকে অন্য লোক চুদুক।" অজিত ধীরে ধীরে আমাকে বললো, "তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে নিজের ঘরে অন্য লোক দিয়ে ভোগ করতে দেখা খুব হট একটা ব্যাপার। তুমি খুব আনন্দ পাবে, যদি কুহিকে আমি চুদি, তাই না?" অজিত আবার ও আমার স্নায়ুর সঠিক জায়গায় চাপ দিতে শুরু করলো। অজিতের কথা শুনে আমার বাড়া আবার ও লাফিয়ে উঠলো।

"আমরা দুজনেই জানি, তুমি এটা চাও। তুমি চাও অন্য পুরুষ তোমার বউকে ভোগ করুক, তোমার বউয়ের গুদে মোটা বাড়া দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করুক, তারপর তোমার সুন্দরী বৌয়ের গুদে মাল ঢেলে ভাসাক, তাই না? তুমি মনে মনে এটাই কামনা কর, তাই না?" অজিত আবার ও বললো।

আমার গলা শুকিয়ে আসছিল, আমার বুকের ধুকপুকানি আর ও বেড়ে গেল, যখন আমার মুখ দিয়ে বের হল, "তুমি কি চাও, আমাকে কি করতে হবে?"

অজিত আবার ও ওর ফ্রুর্ হাঁসি দিয়ে বললো, "তুমি যখন ওকে স্পর্শ করবে, শুধু হালকা স্পর্শ করো না। কমপক্ষে দুইটা আঙ্গুল চুকিয়ে দিবে ওর গুদে, আর ওর গুদের ক্লিটটাকে ভাল করে রগড়ে দিও, ওকে আঙ্গুল চোদা করবে, আর ওকে ভালমত চুমু দিয়ে ওকে উত্তেজিত করে তুলতে হবে। তুমি জানো সে কখন ভিজে যায়, ওকে ভালমত আদর করে, ওকে আঙ্গুল চোদা করবে, যেন ও আমাদের দুজনের সামনে জল খসিয়ে ফেলে। বাকি কাজ আমি করবো, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে"- এটা আমার মুখ দিয়ে বের হল। আমার মনের বিকৃত কামনাগুলিকে অজিত এখন পুরো দখলে নিয়ে নিয়েছে, আর আমার মন ও তাতেই সায় দিচ্ছে।

"দেখ, আজ তুমি এক অন্য রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে। তোমার বউকে আমি কুত্তি বানিয়ে দিবো"-অজিত যেন খুব আত্মবিশ্বাসী।

দুজনেই কাপড় খুলে নেংটো হওয়ার কাজে লেগে গেলাম। আজ কি হতে যাচ্ছে ভেবে দুজনেই পুরো উত্তেজিত।

আমি অজিতের নেংটো শরীরের দিকে না তাকিয়ে পারলাম না, ওর সারা শরীর কালো কালো লোমে ভর্তি, ওর পেট, পা, নিতম্ব সব কিছু লোমে ভরা, এমনকি ওর পিছনের পীঠ ও ওর পাছার দাবনা দুইটি ও কালো লোমে ভরা। আমি অজিতকে আগে ও নেংটো দেখেছি, কিন্তু মনে করতে পারছি না, ওর গায়ে এত লোম ছিলো কি না। অজিত বাড়া মিশমিশে কালো, আর আকাটা হিন্দু ছেলেদের

বাড়া সুলভ করা হয় না), লম্বায় আমার বাড়ার চেয়ে ও প্রায় দু ইঞ্চি লম্বা হবে, কিন্তু খুব মোটা, মনে হচ্ছে আমার বাড়ার চেয়ে ওরটা প্রায় দিগুন মোটা। আর ওর বিচি দুটি ভীষণ বড়, আর যাঁড়ের বিচি যেমন ঝুলে থাকে, তেমনি অনেক বীর্ষ নিয়ে ও দুটি যেন জায়গায় দাড়িয়ে থাকতে পারছে না, নিচের দিকে নেমে গেছে।

আমি অজিতের বাড়া দেখতে দেখতে আমার নিজের বাড়ার মধ্যে ও একটা ভীষণ মোচড় অনুভব করলাম এই ভেবে যে, আজ আমার বৌয়ের গুদে একটা হিন্দু ম্লেচ লোকের আকাটা কালো কুচকুচে বাড়া ঢুকবে, এবং আমার বৌয়ের জীবনে এটা প্রথম অন্য ধর্মের লোকের বাড়া হবে। অজিতের বাড়টা এত মোটা ছিল যে আমার ভয় করতে লাগলো কুহি এই বাড়া গুদে নিতে পারবে কি না? এইসব চিন্তায় আমার বাড়া পুরো ঠাঠিয়ে বাড়ার মাথা দিয়ে মদনরস বের হতে লাগলো। আমার বুকের ধুকপুকানি আরও বেড়ে গেল, আমার পেটের ভিতর একটা চিনচিনে অনুভূতি আমার সমস্ত শরীর আর মনকে যেন আচ্ছন্ন করে দিতে লাগলো।

অজিত দেখে ফেলেছিল যে আমি ওর বাড়া পর্যবেক্ষণ করছি, তাই সে আবার ও একটা ফ্লুর হাঁসি দিয়ে বললো, "কিছুক্ষনের মধ্যেই এই বাড়া তোমার সুন্দরী বৌয়ের নরম গুদে পুরোটা সঁধিয়ে যাবে...আমি কুহিকে আমার মাগী বানিয়ে ছাড়বো...বিবাহিত সাদা খানকী হয়ে যাবে তোমার বৌ, তুমি তো তাই চাও, তাই না? আমার বাড়ার মাথায় তোমার বৌ বার বার ওর গুদের রস খসাবে, সেটা দেখতে তোমার ভাল লাগবে তাই না?" অজিত ওর মোটা বাড়াকে ওর মুঠোতে ধরে আমার দিকে বাড়ার মাথা তাক করে বলছিলো যেন ওর বাড়টাকে আমি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানালাম, কারণ আমার মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছিল না। আমরা দুজনে বসে কুহির নিচে নামার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দশ মিনিট পরেই আমরা দুজনেই সিঁড়ি দিয়ে কুহির নিচে নামার শব্দ শুনতে পেলাম। যখন সে ড্রয়িংরুমে ঢুকল তখন আমাদের দুজনেরই চোখের পলক পড়ছিল না ওকে দেখে। আমরা আমাদের সামনে যে এক কামনার দেবি দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে দুজনের বাড়ায় এক অস্থিরতা অনুভব করছিলাম যেন।

স্বচ্ছ বেবিডল ব্রাটি ওর বুকের বড় বড় দুটিকে অর্ধেকের মত ঢেকে রেখেছে, কিন্তু যেটুকু ঢেকে রেখেছে তা যেন আরও বেশি করে প্রকাশিত ব্রা এর স্বচ্ছতার জন্যে। আর নীচে যে পাতলা স্বচ্ছ চিকন অনেকটা বিকিনির মত প্যানটি কুহি পড়েছে তাও যেন যেটুকু ঢেকে রেখেছে, তার চেয়ে ও বেশি প্রকাশ করছে, এমনকি ওর গুদের ফুলো ঠোঁট দুটি ও যেন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে প্যানটির উপর দিয়ে। আর ওর খোলা পেট, গভীর নাভি, মসৃণ তলপেট যাতে অল্প চর্বি জমে ওটাকে আরও আকর্ষণীয় করে রেখেছে, সরু খোলা মসৃণ পা দুটি, নরম জাং- সবকিছু যেন ওকে যৌনতার রানী হিসাবে আমাদের সামনে ওকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিয়ের এত বছর পরে ও ওকে দেখে আমার বাড়ার মধ্যে এক উত্থাল পাখাল মোচড়ানী অনুভব করলাম।

কুহি যে ওর চুল বেধে পনিটেইল করে ঝুঁটি বেঁধেছে আর হালকা মেকাপ করে এসেছে, সেটা অজিতের বেশ পছন্দ হয়েছে বুঝা যাচ্ছে।

কুহি খুব অস্বস্তি বোধ করছিল একজন অপরিচিত মানুষের সামনে প্রায় উলঙ্গ হয়ে শরীর দেখানোতে, তাই সে অজিতের দিকে একটু ও না তাকিয়ে অজিতকে পিছনে রেখে আমার দিকে ফিরে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। আমার চোখে মুখে কামনার অগ্নি শিখা দাঁড় করে জ্বলতে দেখে কুহি নিজে ও যেন খুব বেশি কামাতুরা হয়ে যাচ্ছিলো।

"জানু, তোমাকে দেখতে একেবারে অল্পরার মত লাগছে...ঘুরে দাড়াও, অজিতকে দেখতে দাও, তোমার শরীরটা"--আমি বেশ জোরের সাথে উঁচু গলায় বললাম।

(((কুহি কিছুটা অনিচ্ছা সহকারে ঘুরে দাঁড়ালো এবং বিশাল দীর্ঘাসি অজিতের নেংটা শরীরের মুখোমুখি হল। কুহি বেশ অবাক হল, অজিতে শরীরে লোমের পরিমাণ দেখে, সে আগে কখনও এরকম লোমশ মানুষ দেখে নাই, তাছাড়া একটা হিন্দু কালো লোকের লোমশ শরীর দেখা ও ওর জন্যে জীবনে প্রথম।

কুহির মনোযোগ অনেকটা নিশ্চিতভাবেই অজিতের বাড়ার দিকে ও গেলো, কালো, ভীষণ শক্ত, আকাটা বাড়টাকে অজিত ধীরে ধীরে হাতের মুঠোতে নিয়ে উপর নিচ করে খেঁচছিলো। ওর খেঁচার তালে তালে ওর বাড়া মাথার উপরের কালো পাতলা আবরন সড়ে গিয়ে ওর বড় মোটা ভীক্ষ মুণ্ডিটা বের হয়ে পড়ছিল। কোন কিছুই চিন্তা না করেই কুহির মনে আমার বাড়ার সাথে অজিতের বাড়ার তুলনা চলে এসেছিলো। অজিতের বাড়া কুহির স্বামীর বাড়ার চেয়ে অল্পএকটু বড়, কিন্তু অনেক বেশি মোটা, এতো মোটা যে সেটা চিন্তা করেই কুহির গুদে ও যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। আর ওর বাড়ার গা বেয়ে মোটা মোটা শিরাগুলি যেন ওর বাড়ার চামড়া ফেটে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, ওর বিশাল একজোড়া বিচি ঠিক যেন যাঁড়ের বিচির মতই নিচের দিকে ঝুলে আছে, মানুষের বিচি যে এতো বড় বড় হয়, সেটা অজিতকে দেখেই কুহি বুঝতে পারলো।

কুহি যেন আভিভূত হয়ে পড়লো অজিতে বাড়ার সৌন্দর্য দেখে, ওর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে ওর গুদ দিয়ে কামরস বের হয়ে ওর গুদ যেন ভিজে গেল, কিছু না বুঝেই, ওর মনে আসলো, এই বাড়টাকে হাতে নিলে মুখে নিলে ওর কাছে কেমন লাগবে, কেমন সুখ পাবে সেই চিন্তা।))) ---এই কথাগুলি পরে আমি কুহির কাছে থেকে জেনে ওর মনের ভাবটা পাঠকের উদ্দেশ্যে তুলে ধরলাম।

অজিত বাড়া খেঁচতে খেঁচতেই জিজ্ঞাসা করলো, "কুহি, তোমার পছন্দ হয়েছে আমার বাড়া?"

অজিতের প্রশ্ন কুহিকে যেন ওর বর্তমানে ফিরিয়ে আনলো, সে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলো যে এই পাগলামি এখনই বন্ধ করা উচিত, কারণ সে খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল।

কুহি একটু পাশ ফিরে অজিতের দিক থেকে চোখ সরিয়ে বললো, "ওকে, তোমরা তোমাদের আনন্দ নিয়ে নিয়েছ।" কুহি একটু দ্বিধা করে লজ্জিত স্বরে বললো, "এবং আমি যে ভুল ছিলাম সেটা আমি স্বীকার করছি...ভাল সুন্দর অন্তর্ভাস পড়লে আমার ভাল লাগে...অন্য পুরুষদের উপর আমার শরীরের প্রতি আকর্ষণ দেখতে আমার ভাল লাগে...আমি উত্তেজিত বোধ করি...তুমি তোমার জায়গায় ঠিক ছিলে অজিত...এখন দয়া করে তুমি চলে যাও।"--এই বলে কুহি ওর দিক থেকে পুরো ঘুরে গেল।

"মনে হচ্ছে, তুমি আমাদের শক্ত বাড়া দেখে তোমার গুদ ভিজিয়ে ফেলেছো!"-অজিতের কানে যেন কুহির কথাগুলি ঢুকেই নাই, "কিন্তু আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে তোমার গুদ ভিজে গেছে কি না...আর এটা করার জন্যে তুমি রাজি ও হয়েছো, তাই না... তোমার গরম শরীর দেখে যে আমাদের বাড়া ঠাঠিয়ে গেছে সেটা তো তুমি দেখেছো, এবার আমাদেরকে ও তোমার গুদের রস দেখতে দাও..."-অজিত বেশ খোলাখুলিভাবেই বললো, "কি জাভেদ, তুমি রাজি তো?"

আমি তো এই প্রশ্নের জন্যেই সঙ্কিত হয়ে ছিলাম। আমি মনে মনে বেশ আতঙ্ক বোধ করছিলাম যে এই লোমশ পণ্ডি আমার স্ত্রীকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে, কিন্তু সেই সাথে আমার মনে এক চরম আনন্দ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও ডানা মেলে দিয়েছে।

কুহি আমার দিকে তাকাল। সে খুব ভিত ছিল যে আমি হয়ত অজিতের কথায় সায় দেব। কুহি যখন আমার দিকে তাকালো তখন আমার চোখে যে ক্ষুধা, যে কামনা, যে আকাঙ্ক্ষা ভেসে উঠেছিল সেটা দেখে কুহি খুব ঘাবড়ে গেলো।

আমি কুহির চোখে চোখ রেখে জবাব দিলাম অজিতকে, "ঠিক বলেছ তুমি, অজিত, আমাদের দেখতে হবে কুহির গুদ ভিজে গেছে কি না...জানু, তোমার গুদের রস অজিতকে দেখাবে বলেছিলে তুমি, সেটা তো ওকে দেখাতেই হবে, তাই না?" আমার কথায় কুহির সমস্ত শরীর যেন কেঁপে উঠলো, ঘটনা কোন দিকে যাচ্ছে ভেবে কুহি নিজে ও উত্তেজনার পারদে চড়ে উপরের দিকে উঠছিলেন।

কুহি ওর নীচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলো আমার কথা শুনে। এবার আমি উঠে দাড়িয়ে কুহির সামনে দাঁড়লাম। আমি ওকে আমার বাহুতে জড়িয়ে ধরে আমার দুই হাত পিছনে নিয়ে কুহির গোল বড় নরম পাছার দাবনার মাংসগুলিকে চিপে ধরে ওর গালে, মুখে, ঠোঁটে, গলায় চুমু দিতে শুরু করলাম।

আমি কাঁপা কণ্ঠে জানতে চাইলাম, "জানু, তুমি ভিজে গোছো?"

"হ্যাঁ, আমি ভিজে গোছি...অজিতকে বিদায় করে দাও, তারপর আমরা বেডরুমে যেতে পারবো"-কুহি ফিসফিসিয়ে জবাব দিলো।

"তুমি দেখেছো, তুমি ওর বাড়ার কি অবস্থা করেছে...এবার ওর কালো, মোটা হিন্দু বাড়াটা আমার সুন্দরী স্ত্রীর গুদের কি অবস্থা করেছে, সেটা তো ওকে দেখানো উচিত, তাই না?" আমার কাম মাখা জবাব শুনে আমার বাহুর ভিতরে কুহি ওহঃ করে একটা কাতরানির শব্দ করে যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো।

"না... জানু... না... এবার আমাদের থামা উচিত" কুহি যেন কাতর কণ্ঠে বলে উঠলো।

আমি এক হাত সামনে এনে পাতলা প্যানটির উপর দিয়ে কুহি গুদের নরম ফুলো ঠোঁট দুটিকে চিপে ধরলাম। গুদের উপরের প্যানটির অংশটি এখনই ভিজে রয়েছে, আর এটা প্রমাণ করে কুহি যৌনমিলনের জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত।

আমি কুহির চোখের দিকে তাকিয়ে ওর প্যানটির কিনার টেনে এক পাশে সরিয়ে দিলাম আর ওর মসৃণ, সেভ করা গুদটি আমার চোখের সামনে পূর্ণ রূপে ভেসে উঠলো। আমি আমার হাতের আঙ্গুল গুদের পাপড়ির উপর রেখে দু পাশে টেনে গুদটাকে মেলে ধরলাম, ওর ভঙ্গুরকুর বেশ ফুলে উঠে শক্ত ও স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছে। ওর ভঙ্গুরকুরকে নিজের দু আঙ্গুলে ফাকে রেখে ঘষা দিতেই কুহি কামখন গলায় গুলিয়ে উঠলো। কুহির শ্বাস গলায় আটকে ওর মুখ হ্যাঁ হয়ে গেল যখন আমি দুটো আঙ্গুল ঠেলে ঢুকিয়ে দিলাম ওর ফুলকটি গুদের একেবারে ভিতরে। আঙ্গুল দুটি এতো সহজে একেবারে গভীরে চলে যেতে দেখে কুহির উত্তেজনা কোন পর্যায়ে আছে সেটা আমি ভালভাবেই অনুমান করতে পারছি।

আমি কুহির চোখে চোখ রেখে আমার আঙ্গুল দুটি বের করে এনে আবার ও সজোরে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম যার ফলে কুহির গুদ যেন আমার আঙ্গুল কামড়ে ধরতে চাইলো, আর কুহি এখন পুরো শ্বাস ছাড়া হয়ে হাঁপাচ্ছে, ওর চোখ মুখে যৌন মিলনের কামনা আরও বেশি করে প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

"না, জানু, প্লিজ, এটা করো না...আমি পারছি না"-কুহি যেন শেষ আরেকটা চেষ্টা করলো।

"কেন জানু? তুমি তো আঙ্গুল চোদা খেতে খুব পছন্দ করো, তাই না?" আমি জবাব দিলাম। আমি আবার ও আঙ্গুল বের করে আবার ও ঢুকিয়ে দিলাম ওর আগ্রহী গুদের ফুটোর ভিতর। ওর মুখ হ্যাঁ হয়ে ও যেন বাতাস ছাড়া হয়ে গেছে এভাবে হাঁপাতে লাগলো। আমি আর অজিত দুজনেই ওর উত্তেজনার অবস্থা বুঝতে পারছিলাম। আমি ক্রমাগত আঙ্গুল ভিতর বাহির করতে করতে লাগলাম আর কুহি নিজের অজান্তেই পা দুটি কিছুটা ফাঁক করে দিলো যেন আমি আরও সহজেই ওকে আঙ্গুল চোদা করতে পারি।

অজিত আর বসে থাকতে পারল না। সে উঠে এসে পিছন থেকে দু হাতে কুহির কোমর জড়িয়ে ধরে ওর খোলা ঘাড়ে আর পিঠে চুমু খেতে শুরু করলো। অজিতের স্পর্শে কুহি চকিত হল কিন্তু ওকে বাঁধা দেবার শক্তি কুহির ভিতরে ছিলো না, কারণ আমিই ওকে এমনভাবে উত্তেজিত করে রেখেছি। কুহি আমার দিকে তাকালো, আমি মাথা নিচের দিকে নামিয়ে সম্মতি দিলাম, তারপর কুহি ঘাড় কাত করে অজিতের দিকে নিজের মুখ ঘুরালো। এমন উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যে ও কুহি বলছিল, "না অজিত...না...প্লিজ না...তুমি ওয়াদা করেছিলে...তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না"।

"আমি মিথ্যে বলেছিলাম..."-এই বলে অজিত নিজের ঠোঁট ঢুকিয়ে দিল কুহি নরম পেলব টসটসে ঠোঁটের গভীরে। অজিত ওর জিভ ঢুকিয়ে দিল কুহির মুখের ভিতরে, আর ওর একটা হাত পিছন থেকে স্বচ্ছ ব্রা এর উপর দিয়ে ওর ডান মাইটা খামচে ধরে ওর দুধের গোলাপি বোতাকে কুঁড়ে দিতে লাগলো। এদিকে আমার কাছ থেকে আঙ্গুল চোদা আর অজিতের কাছ থেকে চুমু, একহাতে দুধ টেপন, একহাতে পাহা টিপন খেয়ে কুহি যেন পাগল হয়ে উঠলো।

কুহি নিজেই এবার অজিতকে চুমু খেয়ে অজিতের মুখের ভিতর নিজের জিভ ঢুকিয়ে দিল, আর খনে খনে গোঙাতে লাগলো। দুজনের জিভ আর ঠোঁট ভিজে কামনা ক্ষুধা সিক্ত চুমুর শব্দে ঘর যেন ভরে উঠলো।

কুহিকে একটা অচেনা লোকের সাথে এভাবে সিক্ত ভেজা চুমু খেতে দেখে আমার উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল, আমি আরও জোরে জোরে কুহির গুদে আঙ্গুল চালাতে লাগলাম, ওর গুদ দিয়ে পচ পচ শব্দ বের হচ্ছেল আমার আঙ্গুল ঢুকানোর তালে তালে। কুহির দু হাত ছিল আমার মাথার দুপাশে, সেগুলি আমাকে যেন শক্ত করে ধরে রাখছিল, যেন ও পড়ে না যায়। আঙ্গুল চোদা খেয়ে কুহি হটাত শক্ত হয়ে আমার ঘাড় চেপে ধরে স্থির হয়ে ওর গুদের পানি ছেড়ে দিয়ে একটা বিশাল রাগমোচন করে ফেললো। আমি এবার কুহির গুদ থেকে আমার আঙ্গুল বের করে নিয়ে কুহির দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল আর হাতের তালুর ভেজা রসগুলি চেটে খেতে লাগলাম। কুহি ওর মাতাল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার আমি আমার ঘাড় থেকে কুহির হাত সরিয়ে দিয়ে সড়ে এসে সোফায় বসলাম। কুহি আমার দিকে তাকিয়ে ওর নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। যখন সে বুঝতে পারল আমি আজকে প্রথমবারে মত ওর বিবাহিত গুদকে একটা পর পুরুষের ভোগের জন্যে ছেড়ে দিয়েছি যে কিনা একজন হিন্দু, তখন একটা গা চমকানো শিরশিরে অনুভূতি যেন কুহির মস্তিষ্ক থেকে পিঠের মেরুদণ্ড বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেল।

"খেলাটা উপভোগ কর, বন্ধু"- অজিত বাকা হাঁসি দিল। অজিত পিছন থেকে কুহির দুধ দুইটা চেপে ধরে নিজের খাড়া বাড়া কুহির পাছার খাঁজে লাগিয়ে চাপ দিল। "আমি তোমার বৌকে চুদে মজা নিবো...চুদে ওকে আমার খানকী বানাবো"। কুহি আঁতকে উঠলো অজিতের অমার্জিত নোংরা কথা শুনে।

অজিত এবার ওর ব্রা খুলে ফেললো আর আমার দিকে নিষ্ফেপ করলো। তারপর সে হাঁটু গেড়ে বসে কুহির প্যানটি নামিয়ে খুলে ফেললো।

"বিবাহিত ঘরের বউদের প্যানটি খুলতে আমার খুব ভাল লাগে।" অজিত আমার দিকে ফিরে বললো।

"আরে শালা...এই কুন্তির পাছটার মত এমন সুন্দর গোল বড় পাছা আমি আমার জীবনে ও দেখিনি" অজিত আমাকে দেখিয়ে বলছিলো। কুহি অজিতের ঘাড়ে হাত রেখে নিজের পা উঠিয়ে ওকে প্যানটি খুলতে সাহায্য করছিল, "কুন্তির গুদ দিয়ে তো ঝর্না বইছে" অজিত বললো যখন সে প্যানটির ভিজে যাওয়া অংশ দেখলো।

"তো, নিজের বোয়ের কাপড় অন্য পুরুষকে খুলতে দেখে তোমার কেমন লাগছে?" অজিত একটা কুৎসিত হাঁসি দিয়ে আমাকে বললো।

"শালা...এই কুন্তির শরীরটা একটা গরম মাল...সব দিক দিয়ে একেবারে ফিট, দুটো বড় বড় ছেলে মেয়ে থাকার পর ও... শালা...একেবারে সমতল পেট, তলপেটে সামান্য চর্বি, বড় বড় দুধ, বড় গোল ছড়ানো পাছা, সরু কোমর, লম্বা মসৃণ পা, শরীরের চামড়া একেবারে মসৃণ...এই রকম শরীর তো ব্যবহার করতে হয় পুরুষদের বীর্য ফেলার ডাস্টবিন হিসাবে"- অজিত আমার বোয়ের রূপের প্রশংসা করছিল, "আহঃ... মেয়েদের কামানো, মসৃণ, ফর্শা গুদ খুব পছন্দ করি।"

অজিতের এহেন সতর্কভাবে কুহির দেহ দেখার মধ্যে কুহি নিজেকে পুরোপুরি অপদস্ত বোধ করছিলো। কুহির কাছে মনে হচ্ছিল যে সে যেন একটা মাংসের দলা, যাকে ভাল করে পরীক্ষা করে পুরুষের ভোগে লাগানো হবে। ওর কাছে অজিতের কথাগুলি অপমানকর মনে হলে ও কুহির গুদ দিয়ে বার বার তরল রস বের হয়ে প্রমাণ করছে যে ওর শরীরের জন্যে অজিতের এই কদর্ভতা বেশ যথার্থ।

কুহির শরীরের প্রশংসা করে অজিত ওকে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরল, অজিতের পেট কুহির পিঠের দিকে লাগছিল, আর অজিতের বাড়ার মাথাটা কুহির পাছার ফোলা অংশের সাথে চাপ খেয়ে ছিল। অজিতের শরীরের লোম কুহির শরীরে লাগায় ওর কিছুটা সুড়সুড়ি লাগছিল।

"অন্য পুরুষ তোমার নেংটো বোঁকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, এটা দেখতে তোমার ভাল লাগে, তাই না?" অজিত কুহির ঘাড়ের উপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো।

আমি বসে নিজের বাড়া আঙুতে আঙুতে খেঁচে দিতে দিতে নিজের বোঁকে পর পুরুষ দ্বারা ধর্ষিত হতে দেখছিলাম। কুহির ফর্শা শরীরের সাথে অজিতের কালো লোমশ শরীরের রঙের বৈপরীত্য আমার মনের উত্তেজনা বাড়িয়ে দিচ্ছিলো।

"হ্যা...নিজের বোঁকে পর পুরুষের হাতে তুলে দিতে আমার খুব ভাল লাগছে। নিজের বোঁকে পর পুরুষকে দিয়ে চোদাতে আমার খুব ভাল লাগবে... অজিত, তুমি চুদবে কুহিকে?" আমার কাঁপা কাঁপা গলা দিয়ে কি বের হল, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।

"অপেক্ষা কর, কিছুক্ষনের মধ্যেই তোমার বোঁয়ের নরম গুদে আমার কালো হিন্দু বাড়ার পুরোটা ঢুকিয়ে দিবো, তারপর দেখবে তোমার খানকী বোঁটা সুখের চোটে কেমন করে...তোমার বোঁকে কুন্তি বানিয়ে চুদবো আজকে"-অজিত বিশ্রী ভাবে জবাব দিল, "তোমার বোঁকে আমার বাড়ার মাথায় জল খসাতে দেখে তুমি পাগল হয়ে যাবে, বন্ধু।"

অজিত যখন কুহির গলা ও ঘাড়ে চুমু খেতে শুরু করলো, তখন কুহি যেন কাতরে উঠলো, "আমি তোমার বোঁয়ের শরীরে আমার নিশানা লাগিয়ে দিবো, সেখানে যত বার তোমার চোখ যাবে, তখনই তোমার মনে হবে, আমি তোমার বোঁকে কি করেছিলাম"-অজিত কুহির সরু লিকলিকে গলা এসে যেখানে ঘাড়ের সাথে মিলিত হয়েছে, সে জায়গায় দু ঠোঁট লাগিয়ে জোরে একটা চোষণ দিল যেন সে ভেম্পায়ারের মত কুহির শরীর থেকে সব রস টেনে নিবে। অজিত কুহির বড় বড় দুধগুলি দু হাতের মুঠোতে নিয়ে জোরে জোরে চিপে দিতে দিতে ওর ছোট ছোট বোঁটা দুটিকে কিছুক্ষণ পরে পরে মুচড়ে দিচ্ছিলো।

অজিতের নির্মম চোষণ আর টিপনে কুহি এবার বেশ জোরেই কাতরে উঠলো, ওর চোখে আর ও বেশি ঘোলাটে মাদকতা ভর করছিলো, আর গুদ দিয়ে ক্রমাগত রস যেন টপ টপ করে বাড়ে যাচ্ছিলো। অজিত যখন ওর মুখ সড়ালো তখন কুহির ঘাড়ের কাছে গাঁড় একটা দাগ পড়েছিল। নিজের বোঁয়ের শরীরে অন্য পুরুষের দাগ দেখে আমি যেন গভীর আত্ননাৎন করে বলে উঠলাম, "উহঃ!"

"খানকী...এবার তুই আমার বাড়ার যত্ন নেয়া শুরু কর"-অজিত বেশ ক্রুদ্ধতার সাথে কুহিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ওকে চেপে নীচে বসিয়ে দিল।

কুহি বেশ বাধ্যতার সাথে কার্পেন্টের উপর হাঁটু গুঁড়ে বসে ওর কোমল নাজুক হাতে অজিতে শক্ত, কালো, আকাটা ধোন নিজের হাতে নিল। সে ধীরে ধীরে ওর হাত দিয়ে বাড়াকে উপর নিচ করতে লাগলো, ওর হাতের মুঠোর বেড়ে অজিত পুরোটা বাড়া আসছিল না। কুহি বাড়ার গায়ের ভেসে উঠা মোটা মোটা রগগুলিকে নিজের আঙ্গুলে অনুভব করছিলো। কুহি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল অজিতের বাড়া হাতে নিয়ে, এই রকম বাড়া তার হাতে নেয়ার সৌভাগ্য আগে কখনো হয় নি। অজিত বাড়ার চামড়া কুহির হাতে যেন মখমলের মত নরম আর পাতলা মনে হচ্ছিলো।

অজিতের শক্ত কালো হিন্দু বাড়ায় আমায় বোঁয়ের হাত দেখে আমার বাড়া দিয়ে কিছুটা মদন রস বের হতে লাগলো। নিজের বোঁয়ের আঙ্গুলে আমাদের বিয়ের আংটি, আর গলায় বিয়ের চেইন আর হাতে অন্য পুরুষের বাড়া, এটা যে এতটা উত্তেজনাকর হবে আমার ধারণাই ছিলো না।

কুহি বাড়ার মাথার চামড়া সড়াতেই দেখলো ওটার ফুটো দিয়ে অল্প অল্প মদন রস বের হতে শুরু করেছে। "ওটা চেটে খেয়ে নে, কুন্তি"- বলে অজিত যেন কিছুটা হুংকার দিল।

অজিতের অমার্জিত, নিচু শ্রেণীর ভাষা আসলে কুহিকে ভিতরে ভিতরে আরো বেশি কামাতুরা করে দিচ্ছিলো। কুহি নিজের জিভ বের করে বাড়ার মাথা থেকে জিভের আগায় কাম রসের ফোঁটটাকে নিজের মুখে নিয়ে নিলো। তারপর সে বাড়ার মোটা মাথাটা নিজের মুখের ভিতরে ঢুকাতে শুরু করলো।

যখন কুহি অজিতের বাড়া পুরো দমে চুষতে শুরু করলো, তখন আমার নজর গেল কুহির গুদের ফুলে উঠা ঠোঁট দুটির উপরে, ও দুটি পুরো ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে মাঝে মাঝেই যেন দু এক ফোঁটা ওর গুদের ঠোঁট বেয়ে ওর জাং বেয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছে। এটা এতো কামাতুরা দৃশ্য, যে আমি নিজেকে আর নিয়ন্ত্রন করতে পারছিলাম না, আমাকে এখনই কুহির গুদ স্পর্শ করতে হবে।

আমি দ্রুতই নীচে নেমে হাঁটু গুঁড়ে বসে কুহির গুদের ঠোঁট দুটিকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে ওর গুদে বেশ কয়েকটা চাপ দিলাম। ভিজে গুদের ভঙ্গাকুরে আমার আঙ্গুল দিয়ে ঘষা লাগলাম। আমার হাত কুহির গুদে পড়তেই কুহি আবার ও বেশ জোরে কাতরে উঠলো। সে অজিতের বাড়া চুষা বন্ধ করে আমার দিকে তাকালো। ওর মুখ ভরা কামনা যেন আর ও বেড়ে গেল। ওর ঠোঁট থেকে দু ফোঁটা থুথু অজিতের বাড়ার উপর পড়লো। কোন কিছু চিন্তা না করেই আমি আগ্রাসীভাবে আমার ঠোঁট ঢুকিয়ে দিলাম কুহির ঠোঁটের ভিতরে আর আমার আঙ্গুল ঢুকে গেল কুহির গরম ফুলে উঠা গুদের ভিতরে।

কুহিকে বেশ জোরে চুমু খেতে খেতে আমি আবার ও কুহিকে আঙ্গুল চোদা করতে লাগলাম। আমি যেন প্রায় পাগলের মত কুহির ঠোঁট, জিভ, ঠোঁটের ভিতরে অংশ চুষে খেতে শুরু করলাম, যেখানে এম মুহূর্ত আগেও অন্য পুরুষের বাড়া ঢুকে ছিলো। এটা এতো বেশি উদ্দীপক ছিল যে, অতি দ্রুত কুহি দ্বিতীয়বারের মত রাগমোচন করলো আমার কাছে আঙ্গুল চোদা খেয়ে। সে বেশ জোরে ঘোঁত

ঘোঁত করতে করতে আমার আঙ্গুলের উপর নিজের গুদের রস দ্বিতীয়বারের মত ছেড়ে দিলো। কুহির গুদ দিয়ে এভাবে চিড়িক চিড়িক করে মাল বের হতে আমি এ জীবনে কখনও দেখি নাই। কুহি অজিতের বাড়া ছেড়ে দিয়ে অজিতের কোমর শক্ত করে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড সেই রস খসানোর চেউয়ের ধাক্কা নিজের শরীর দিয়ে সামলানোর চেষ্টা করলো। আমি ওর শরীর শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম, যেন সে কার্পেটের উপর পড়ে না যায়।

বেশ কিছু সেকেন্ড পরে কুহি যেন ওর রাগমোচনের উচ্চতা থেকে নীচে নেমে এলো, আমার দিকে খোলা খোলা চোখে তাকিয়ে বললো, "জানু, আমি তোমাকে ভালবাসি, I love U Sweet heart"- বলেই আমার ঠোঁটে একটা গাঢ় চুমু লাগিয়ে দিলো।

হঠাত অজিত কুহির পনি টেইল করার নরম সিক্তি চুলের গোছা নিজের হাতে ধরে ওকে বেশ জোরে টেনে আমার সাথে চুমু খাওয়াটা ভেঙ্গে দিল, "কুন্তি, তুই অনেক মজা নিয়েছিস, এবার আমার বাড়ার সেবা কর"- বলে অজিত যেন কুহির দিকে গরম চোখে তাকিয়ে খঁকিয়ে উঠলো। তারপর অজিত আমার দিকে একটা ক্রুদ্ধ শক্ত দৃষ্টি দিলো।

অজিত যেভাবে কুহির সাথে আচরণ করছে সেটা দেখে আমার ও রাগ উঠে গেছে, আমি ও একটা শক্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিলাম ওর দিকে।

কুহি আমাদের মধ্যের সমস্যাটা বুঝে ফেলেছিলো, তাই তাড়াতাড়ি বেশ ভগ্নস্বরে বললো, "জানু, ঠিক আছে, আমার কোন সমস্যা নেই, আমি ঠিক আছে, তুমি গিয়ে সোফায় বস।" কুহি বেশ জোরে শ্বাস নিচ্ছিলো। কুহির চেহারা দেখে আমি স্পষ্টতই বুঝতে পারছিলাম, অজিতের এই বাজে ব্যবহার ও বাজে ভাষা কুহির ভিতরে আর ও বেশি করে কামের সঞ্চার করছে। কুহি যেন এটাই চাইছে।

"এই খানকী, এবার দেখা আমাকে...তুই কিভাবে পুরুষদের বাড়া চুষিস"- অজিত ওর চুলের মুঠি ধরে রেখেই বললো।

কুহি অজিতের বাড়া আগা থেকে গোঁড়া পর্যন্ত বেশ কয়েকবার চেটে চেটে দিয়ে তারপর একটা বড় করে হ্যাঁ করে ওর বাড়ার মাথা নিজের মুখে ঢুকিয়ে নিল। অল্প অল্প করে একটু বেশি করে করে কুহি নিজের মুখে অজিতের বাড়া ঢুকাতে শুরু করলো, সাথে সাথে বাড়া মুখ থেকে বের করে প্রতিবার যখন আবার ও মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল, তখন যেন আরেকটু বেশি ঢুকিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলো। কুহির এই পর পুরুষের বাড়া চুষে সুখ দেয়াটা আমি বেশ গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম। আমি জানি, কুহি বাড়া চোষায় বেশ দক্ষ, আর সে এটা খুব পছন্দ ও করে, ও সব সময়ই ওর মুখে বাড়া ঢুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কুহি অজিতের বাড়ার অর্ধেকটা নিজের মুখে ভরে ফেলতে সক্ষম হল এবং সে আরও বেশি চেষ্টা করছিল যেন আরও বেশি বাড়া ঢুকিয়ে একেবারে ওর গলা পর্যন্ত নিয়ে যেতে। অজিত ও কুহির এই আচরনে বেশ সুখ পাচ্ছিলো।

"হ্যাঁ রে খানকী, বেশ্যা...এভাবে চুষতে থাক, ঠিক এভাবে...তুই আমার কালো হিন্দু বাড়া খুব পছন্দ করেছিস, তাই না, তুই একটা মাগী যে কিনা বিবাহিতা ঘরের বৌ...তাই না?" অজিত কুহির উপর গর্জন করছিলো, "পুরোটা ভরে নে তোর বেশ্যা মুখের ভিতরে"।

কুহি অজিতের বাড়া যেমন উপর নিচ করে চুষছিলো, তেমনি ওর হাতের সাথে ওর মাথা ও নড়ছিল, ধীরে ধীরে সে অজিতের পুরো বাড়াই নিজের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলতে সমর্থ হলো। আমি দেখলাম, কুহি বেশ কয়েকবার একটু কাশি দিয়ে নিজের গলার পেশিগুলিকে রিলাক্স করিয়ে নিয়ে অজিতের বাড়ার মাথাটা গলার ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করছিলো, আর ওর নিঃশ্বাস নাকে দিয়ে নিয়ে ও বের করে দিচ্ছিলো। অজিতের বাড়ার গোঁড়ায় কুহির নাক যখন গিয়ে ঠেকল, সেটা দেখে আমি নিজে ও আভিভূত হয়ে পরলাম, কুহি যে এটা করতে পারবে, এটা আমি ভাবতেই পারি নি। কুহির টিকালো, চোখা নাকের আগাটা গিয়ে অজিতের বাড়ার গোঁড়ার লোমের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিল।

"আরি শালা...এই মাগী তো এক বিখ্যাত বাড়া চুষানী...একেবারে খানদানি মাগী..." অজিত উৎফুল্লতার সাথে আমার দিকে তাকালো, "একেবারেই খারাপ না"।

এবার অজিত আবার ও কুহির চুলের মুঠি পিছন দিকে টেনে ওর মুখ থেকে নিজের বাড়া সরিয়ে দিলো। "তোর এমন সুন্দর মুখ...এই মুখকে মুখচোদা করতেই বেশি ভাল লাগবে।" অজিত বেশ আক্রমান্তক ভঙ্গিতে বললো, "আমার বাড়া থেকে তোর হাত সরিয়ে, আমার পাছার পিছনে ধরে রাখ। মুখ হ্যাঁ করিয়ে রাখ...আমি এখন তোকে মুখচোদা করবো" অজিত ঘোষণা করলো।

আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল এই ভেবে যে, অজিত আবার না জানি কি করে কুহির সাথে, তারপর ও আমি চুপ করে বসেই থাকলাম অজিত কিভাবে আমার বৌকে মুখচোদা করে সেটা দেখার জন্যে। ভিতরে ভিতরে আমার মনে কেন জানি কিছুটা ভাল লাগা ও ছিল, সেটা আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না।

অজিত যা বললো, কুহি তাই করলো, ওর দু হাত দিয়ে অজিতের লোমশ পাছার দাবনা দুটি বেশ সজোরে ধরে রাখলো।

অজিত কুহির চুলের মুঠি ভাল করে ধরে রেখেই, ধীরে ধীরে ওর মুখে নিজের পুরো বাড়া ভরে দিল, তারপর আবার ধীরে ধীরে ওটা বের করে নিল, বেশ কয়েকবার এই রকম করে তারপর অজিত ওর গতি বাড়িয়ে দিল, সে আরও বেশি আক্রমণাত্মক ভাবে কুহির মুখে ভচ করে বাড়া ভরে রেখে আবার এক টান দিয়ে বের করে ফেলতে লাগলো। অজিত কুহির মুখকে ঠিক একটা চোদার ফুটোর মত করে ব্যবহার করছিল।

অজিত যেন কুহির মুখকে ওর মোটা বাড়া দিয়ে নিম্পেষিত করে যাচ্ছিল। বাড়া গিয়ে ওর কণ্ঠ রোধ করে দিচ্ছিল, আর কুহির শ্বাস ও যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, যখনই অজিত বাড়া বের করছিল, কুহি একটু কাশি দিয়ে কিছুটা থুথু ফেলতে লাগলো, অজিত ও একটু পরই ওর বার বার করে নিচ্ছিল যেন কুহি শ্বাস নিতে পারে, তারপরই আবার ও জোরে ওর বাড়া ভরে দিচ্ছিল। অজিত একেবারে পণ্ডর মত কুহির মুখকে চুদে যাচ্ছিল, যার ফলে কুহির মুখ একেবারে লাল টকটকে হয়ে গেছে, ওর নাক ফুলে গেছে, চোখ বড় বড় হয়ে টপ টপ করে পানি বের হচ্ছে চোখের কোনো দিয়ে ওর গাল বেয়ে পড়ছে।

প্রথমে যখন কুহির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে নাক ফুলে যাচ্ছিল, আর ওর গলা দিয়ে গড়গড় শব্দ বের হচ্ছিলো, আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম যে কুহি খুব কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে না কুহির মোটেই কষ্ট বা খারাপ লাগছে না। একটা অজানা অচেনা লোকের আমার বৌকে বাজারের বেশ্যা মাগীর মত ব্যবহার করা দেখতে দেখতে আমি আমার বাড়া হালকা ধীরে ধীরে খেঁচে দিতে লাগলাম। অজিত আমার সন্তানের মাকে একটা দু পয়সা দামের রাস্তার মাগীর মত কষ্ট দিয়ে মুখচোদা করে যাচ্ছিল, যার সাথে ওর পরিচয় মাত্র আধা বেলার। আমার নিখুত ভদ্র, শিক্ষিত স্ত্রী একেবারে খানকী হয়ে যাচ্ছিলো। কুহির পুরো মুখ ওর থুথু আর অজিতের বাড়ার মদনরসে ভরে ওর গাল বেয়ে পড়ছিল, এটা দেখে আমি যেন আরও বেশি বিস্মিত হলাম।

"রাস্তার পয়সা দিয়ে ভাড়া করা মাগিদের চেয়ে ও তোমার বৌ বেশি ভাল করে বাড়ার সেবা করতে জানে...আমার জানা মতে ওই সবচেয়ে ভাল বাড়ী চুয়ানী এই দেশের...এমনকি সে জেনির চেয়ে ও ভাল..." অজিত আমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে কথাগুলি বলছিলো। "তোমার বৌয়ের চেহারার দিকে দেখ...ওকে একেবারে একটা নিচু জাতের চোদা খাওয়া গুয়ারের মত দেখাচ্ছে। সে নিজেকে আমার চেয়ে বড় ভদ্র বলে মনে করছিলো, আর এখন আমি ওকে ওর জায়গায় নিয়ে গিয়ে চুদছি, দেখেছো?" অজিত প্রতিহিংসা পরায়ণভাবে বললো।

এবার অজিত ওর বাড়ী টেনে বের করে নিল কুহির মুখের ভিতর থেকে আর আদেশ দিল, "খানকী, এবার আমার বিচি চুষে দে।" অজিত ওর বাড়ী উপরের দিকে টেনে ধরে রাখল, আর কুহি নিচু হয়ে বাড়ীর নীচে অজিতের বড় বড় দুটি বিচির খলের চামড়া নিজের জিভ দিয়ে, ঠোঁট লাগিয়ে চেটে চুষে দিচ্ছিল। কুহি পুরো বিচির খলে চাটার পরে একটা একটা করে ওর বিচি নিজের মুখের ভিতরে পুরো ঢুকিয়ে চুষে দিচ্ছিলো, আর এতে আরামের চোটে অজিত গুপিয়ে উঠলো।

কিছু সময় কুহিকে দিয়ে বিচি চুয়ানোর পরে অজিত ওকে থামালো, আর খেকিয়ে উঠে বললো, "আমার দিকে তাকা কুন্তি, তোর মুখ হ্যাঁ কর।"

অজিত যা বললো কুহি তাই করার জন্যে উপরের দিকে তাকিয়ে নিজের মুখ হ্যাঁ করে রাখল, আর অজিত নিজের গলা খাঁকারি দিয়ে ওর মুখ থেকে এক দলা থুথু আর কফ এনে কুহির মুখের ভিতরে নিচের দিকে ছেড়ে দিল।

আমি অজিতের এই নিচ কদর্য কাজ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, যেটা পরে আমাকে যেন স্থবির করে ফেললো, এটা দেখে যে, কুহি বিন্দুমাত্র বাঁধা না দিয়ে বা কিছু না বলে ওইগুলি ঢুক করে গিলে ফেললো।

"এই তো আমার ছোট্ট ভাল খানকী...এই খানকী আমার বাড়ী চুষে তোর ভাল লাগছে কি না বল আমাকে"-অজিত কুহিকে প্রশ্ন করে ওর দিকে তির্যকভাবে তাকিয়ে রইলো।

কুহি শুধু উপরের দিকে অজিতের মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলো, কিছু জবাব দিল না। অজিত চট করে ওর ডান গালে একটা চড় মারলো, যাতে ওর গাল সাথে সাথে লাল হয়ে গেল। কুহি তীব্র ব্যাথা যেন স্তম্ভ হয়ে গেল, কিন্তু রেগে যাওয়ার বদলে সে যেন নিজেকে অপদস্ত বোধ করছিল, যেটা ওর কামোত্তেজনা থেকে যেন আর ও বাড়িয়ে দিচ্ছিলো।

আমি নিজে ও স্তম্ভ হয়ে গেলাম আর খুব রেগে গেলাম। আমি বাড়ী খেঁচতে খেঁচতেই উঠে দাড়িয়ে গেলাম সোফা থেকে অজিতকে বাঁধা দেবার জন্যে। কিন্তু এর পরেই আমি যা দেখলাম সেটা আমাকে স্ট্যাচুর মত স্থির করে দিলো।

"এই মোসলমানী খানকী, আমার হিন্দু স্নেচ বাড়ী চুষে তোর ভাল লাগছে কি না বল?" অজিত আবার ও জানতে চাইলো।

কুহির নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস শব্দ হচ্ছিল, কিন্তু সে জবাব দিচ্ছিলো না। অজিত এবার ওর বাম গালে চড় মারলো আর ওই গাল ও লাল হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ, কিন্তু ওর গুদ বার বার মোচড় দিয়ে দিয়ে রস বের করতে লাগলো চড় খেয়ে।

আমি সামনে এগিয়ে বেশ ক্রুদ্ধভাবে "অজিত, তুমি এই সব এখনি বন্ধ কর" বলে খেকিয়ে উঠলাম।

কিন্তু অজিত পুরো পুরি শাস্ত, সে জবাব দিল, "ধৈর্য ধর বন্ধু, এই বোকো মাগীটা এই রকম ব্যথা আর কষ্টই পছন্দ করে। দেখো তোমার খানকী বৌয়ের দিকে, দেখো বাড়ী থেকে মাগীটা কি করছে?" অজিত যেন আরও বেশি অপদস্ততার সাথে জবাব দিলো।

কুহিকে ওর এক হাত দিয়ে নিজের গুদ মুঠো করে ধরে ওর একটা আঙ্গুল গুদের ভিতরে ভরে দিতে দেখে আমি যেন আবার ও স্তম্ভ হয়ে গেলাম। আমার বাড়ী আবারও একটা মোচড় দিয়ে উঠলো, আমি পিছনে গিয়ে নিজের সোফায় বসে পরলাম অনেকটা বজ্রাহতের মতো।

অজিত ওর চুলের মুঠি ধরে সামনে পিছনে বেশ কয়েকটা ঝাকি দিয়ে বললো, "বল আমার খানকী চুদি...বল...আমার বাড়ী তোর পছন্দ হয়েছে?"

"হ্যাঁ"-এবার কুহি জবাব দিল।

"হ্যাঁ কি রে কুন্তি? ...পুরো কথা বল...এমনভাবে বল যেন ওটা তোর মনে কি আছে সেটা প্রকাশ করে...আমাকে পরিষ্কার করে বল, আমার এই কালো মোটা হিন্দু বাড়ীকে তোর পছন্দ হয়েছে কি না?"-এই বলে অজিত কুহির ডান গালে আবার ও একটা চড় মারলো।

কুহি এতো বেশি অপদস্ত অপমানিত হয়েছে যে ওর আত্মসম্মান এই মুহূর্তে পুরোপুরি চলে গেছে। সে অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "হ্যাঁ, তোমার এই কালো মোটা হিন্দু বাড়ী আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি এটাকে ভালবাসি। আমি চাই এটা সব সময় যেন আমার মুখের ভিতরে থাকে।"

"বোকো খানকী, তোর মুখ খোল আবার...হ্যাঁ কর।"-অজিত আবারও খেকিয়ে উঠলো। কুহি বাধ্য মেয়ের মত হ্যাঁ করে নিজের মুখ খুলে দিল, অজিত আবার ও ওর গলা খাঁকারি দিয়ে বড় এক দলা কফ আর থুথু এনে কুহির মুখের ভিতরে ফেলে দিলো, কুহি লক্ষি মেয়ের মত গিলে নিল। অজিত এবার কুহির চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে সড়ে গিয়ে সোফায় ওর সেই আগের জায়গায় গিয়ে বসলো।

"তোর ওই গাধার মত মোটা পাছটা নিয়ে এদিকে আয়।" অজিত আদেশ দিল, "বিবাহিত মোসলমানী ঘরের খানকী চুদি মাগী, একেবারে কুন্তির মত, তোর হাতে পায়ে ভর করে হামাঙড়ি দিয়ে আমার কাছে আয়"- অজিত আমার গর্বিত স্ত্রীকে পুরো অপমানিত করে ফেলেছে।

কুহির শরীরের কামোত্তেজনা ওর বিচার বুদ্ধিকে প্রতিহত করে ফেলেছে। যেন ওর শরীরের নিজস্ব একটা মন আছে। সে অজিতের আদেশ মেনে হাতের কনুই আর পায়ের হাঁটুতে ভর করে ওর কাছে গেল আর অজিত বেশ অহংকারের সাথে সোফায় বসে রইলো।

"বোকা ভোদা চুদি খানকী, চূপ করে বসে আছিস কেন রে খানকী... আমার বাড়া চোষা শুরু করে দে।" অজিত কুহির গালে আরেকটি চড় দিয়ে আগ্রাসিভাবে আদেশ দিল। কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়েই কুহি অজিতের বাড়া মুখে ভরে নিলো। এবার কিছু সময় চুষার পরে অজিত কুহিকে ওর বিচি চুষতে আদেশ দিল। কুহি আর ও নিচু হয়ে অজিতের লোমশ কুচকে যাওয়া বিচির থলে চেটে চুষে দিতে শুরু করলো। বিচির থলের চারপাশে ওর কোমল জিভ বুলিয়ে দিয়ে এবার ওর একটা বিচি নিজের মুখের ভিতরে পুরো ঢুকিয়ে এমনভাবে চুষছিলো যে মনে হচ্ছিল অজিতের বিচি যেন একটা মজাদার কোন আইসক্রিম। উভয় বিচি চুষে দু'বিচির মাঝের দাগটাকে ও জিভ দিয়ে চেটে চেটে দিতে লাগলো।

অজিত আরামের চোটে বেশ জোরেই "ওহঃ" বলে গুপ্তিয়ে উঠলো। "ওহঃ জাভেদ, তোমার বৌ হচ্ছে এই দেশে সেরা বাড়া চুষানী খানকী। দেখ সে কত চেষ্টা করছে আমার বাড়া চুষার জন্যে। তুমি এমন একটা মাগী বিয়ে করেছে, যে কিনা বাড়াকে সত্যিকারেই ভালবাসে"-অজিত কুৎসিত ইঙ্গিত করে বললো।

"আর ও নিচে যা... মাগী আমার বিচির থলের নিচে যা।" কোন কিছু চিন্তা না করেই কুহি ওর মাথা আরও নিচু করে অজিতের বিচির থলের নিচের অংশে যে একটা মোটা দাগ পাহার দিকে গেছে, সেটাকে আর এর চারপাশের অংশগুলিকে চেটে দিতে লাগলো। অজিত ওর পাহাটাকে সোফার কিনারের দিকে এনে ওর পা দুটিকে উপরের দিকে তুলে কুহির কাজে সাহায্য করছিল। "আমার পাহাট চেটে দে, খানকী, ও আমার বিবাহিত মুসলিম ঘরের ভদ্র শিক্ষিত খানকী, আমার লোমশ ঘামে ভেজা পাহাট চেটে দে।" অজিত হিসিয়ে উঠলো।

অজিত এমন পজিসনে ছিল যে কুহির চোখের সামনে ওর পুরো পাহাট, পাহার খাঁজ আর পাহার ছেঁদা সব কিছুই উন্মুক্ত হয়ে গেল। কুহি বেশ আশ্চর্য হল যে অজিতের পাহাট তো পুরোটা লোমে ঢাকা, এমনকি ওর পাহার খাঁজ আর পাহার ফুটোটাও লোমে গিজগিজ করছে। কুহি আমাকে আবারও অবাক করে দিয়ে অজিতের পাহার খাঁজে ওর জিভ লাগিয়ে দিল।

"দোস্ত, তুমি কি রকম নোংরা একটা কুস্তিকে বিয়ে করে ঘরের বৌ করে রেখেছো, দেখছো?" অজিত আমার অবাক করা মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "কিন্তু তুমি ও জানো আর আমি ও জানি, যে এই খানকীটা এর চেয়ে ও বেশি নোংরা হতে পারবে।"-বলে সে যেন আমাকে ব্যথা দিতে চাইলো। অজিত কুহিকে দিয়ে কি করাবে চিন্তা করেই আমার হৃদয় কেঁপে উঠে পেটের মধ্যে একটা মুচড়ানী দিয়ে উঠলো। আমার মনের মধ্যে একটা শিশু যেন আমাকে ডাক দিয়ে উঠলো যেন আমি অজিতকে এখনি থামাই, কিন্তু আমার কামাতুর মন দেখতে চাইছিল যে আমার সতী সাধ্বী অতিশয় ভদ্র শিক্ষিত বৌ কতটা নীচে নিজেকে নামাতে পারে।

অজিত কুহির মাথার পিছনে হাত দিয়ে ওর নাক ঠেলে অজিতের পাহার ফুটোর কাছে ঠেলে দিল আর বললো, "আরে বোকা খানকী, আমার পাহার ছেঁদা চেটে দে...তোর মত খানকী দিয়ে পাহার ফুটো না চোষালে আমার ভাল লাগবে না...ভাল করে চুষে খেয়ে নে আমার পাহার ফুটো।" কুহির নাকে অজিতের পাহার ফুটোর নোংরা বিশ্রী গন্ধ লাগতেই কুহির কাছে খারাপ লাগার বদলে যেন ভাল লাগলো, তাই সে অজিতের পাহার ফুটোয় একটা চুমু দিয়ে ওর জিভ লাগিয়ে লম্বা একটা চাটান দিল। অজিত সুখে "উহঃ, চুষে দে, খানকী, চুষে দে" বলে কুহির মুখ ওর পাহার ফুটোর সাথে চেপে ধরলো। কুহি জোরে জোরে জিভ লাগিয়ে অজিতের পাহার ফুটো চেটে চুষে দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে জোরে জোরে চকাম চকাম শব্দে চুমু খাচ্ছিল অজিতের পাহার ফুটোকে, জিভের আগায় নিজের থুথু লাগিয়ে অজিতের পাহার ফুটোর ঠিক মাঝখানে জিভকে চোখা করে ঠেলে ভিতরে ঢুকানোর চেষ্টা করছিলো যেন।

"আমার জানা মতে তোমার বৌ হচ্ছে নোংরা খানকীদের মধ্যে সেরা...কোন মেয়ে আমার এই লোমশ কালা নোংরা পাহাট চেটে দেয় নাই আজ পর্যন্ত... তোমার বৌই প্রথম" অজিত কুহি মাথার পিছন থেকে হাত সরিয়ে বললো। অজিত হাত সরানোর পরে ও কুহি অজিতের পাহাট খাঁজ আর পাহার ফুটো চুষেই যাচ্ছিলো। "চাট খানকী, ভোদা চুদি বেশ্যা, চুষে খেয়ে ফেল আমার পাহার নোংরা ময়লা ফুটোকে, তোর নোংরা জিভ ঠেলে ঢুকিয়ে দে আমার পাহার ছেঁদার ভিতরে। সব ময়লা চেটে খেয়ে পরিষ্কার করে দে, নোংরা মুসলিম ঘরের বৌ।" অজিত আরামের চোটে যেন প্রলাপ বকছিলো।

যা ঘটছিল আমার সামনে তা দেখে আমি যেন আমার চোখকে বিশ্বাস করাতেই পারছিলাম না। কুহি ওর নিজের সব আত্মসম্মান খুইয়ে নিজেকে কত নিচে নিয়ে গেছে সেটা নিজের চোখের সামনে দেখা যেন আমার জন্যে এক দুঃস্বপ্ন। কুহি প্রচণ্ড আগ্রহের সাথেই নিজের দুই হাত দিয়ে অজিতের পাহার দু'পাশের মাংস সরিয়ে ধরে নিজের মুখ, ঠোঁট, জিভ, নাকের সংমিশ্রণে অজিতকে খুশি করানোর চেষ্টায় মত্ত। অজিত কুহির মুখের সেবা নিতে নিতে কুহিকে যত রকম নোংরা খারাপ নামে ডাকা যায় ডাকছিলো।

বেশ কয়েক মিনিট কুহির কাছ থেকে সেবা নিয়ে অজিত ওকে থামালো আর নিজের উঠে দাড়িয়ে গেল। অজিত নিচু হয়ে কুহির চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে ওকে বাঁকাতে বাঁকাতে বললো, "উঠে দাঁড়া খানকী মাগী, বড় ধামার মত পাহাট নিয়ে বসে আছিস কেন, তোর বড় পোঁদ নিয়ে উঠে দাঁড়া।"

কুহি বাধ্য মেয়ের মত পালন করলো। অজিত ওর চুলের মুঠি ধরে ওকে ব্যথা দিয়ে টেনে নিয়ে আসলো, ঠিক আমি যে বড় ভালবাসার সোফায় বসে আছি, ঠিক সেখানে আর কুহির মাথা ঠেলে সোফার সাথে লাগিয়ে দিল আমার বসা জায়গার ঠিক পাশে। কুহি যেন কিছুটা টালমাটাল হয়ে পরে গেল সোফার উপরে, ওর পা হাঁটু ভাজ হয়ে সোফার নিচে কার্পেটের উপর ছিল। ওকে দেখতে খুবই জ্বুরখুব মনে হচ্ছিল।

আমার সুন্দরী শিক্ষিত রুচিশীল সেক্সি বৌকে অন্য পুরুষ দাড়া এভাবে কষ্ট দেয়াকে দেখে আমার হৃদয় ভার হয়ে গেল, আমার দু'চোখ দিয়ে যেন ওর জন্যে সহমর্মিতা আর ভালবাসা ঝড়ে পড়তে লাগলো। কুহি কে ঠিক দোকানের একটা মাংস পিণ্ডের মত ব্যবহার করছে অজিত। কিন্তু যখন আমি ওর চোখে চোখে চাইলাম, সেখানে শুধু কামনা আর কামক্ষুধা ছাড়া আর কিছু ছিলো না। কুহি খুবই কামাতুরা হয়ে গেছিলো।

হঠাৎ অজিত নিচু হয়ে কুহির পাহার মধ্যে সশব্দে একটা থাপ্পড় মারলো। "কুস্তি, উঠে দাঁড়া, তোর পায়ে ভর দে, পা সোজা করে পীঠ কোমর ঝুকিয়ে দাঁড়া, আর তোর মুখ একদম সোফার কুশনের সাথে মিলিয়ে রাখবি" অজিত আদেশ দিলো।

কুহি ঠিক মত উঠেই দাঁড়াচ্ছিল, এর মধ্যেই অজিত প্রচণ্ড জোরে অনেক শক্তি দিয়ে কুহির পাহার আবার ও একটা চড় মারলো, কুহি একটা ত্রাহি চিৎকার দিল ব্যথায়, আর ওর পা টলে গিয়ে ও আবার ও কার্পেটের উপর পড়ে গেল। কুহির অবস্থা এতো টালমাটাল হয়ে যেতে আমি আগে কখনও দেখিনি। সারা জীবন আমি জেনে এসেছি কুহি অত্যন্ত উঁচু শ্রেণীর সুরকি সম্পন্ন আধুনিক ভদ্র মেয়ে। এমন এক জন মেয়ে যার নৈতিকতা অত্যন্ত উপরে আর ওর আত্মমর্যাদা ও অনেক উপরে। সবাই ওকে একজন ভাল স্ত্রী, ভাল মা এবং ভাল সামাজিকতার সদস্য হিসাবে জানতো। আমার মনে পড়ছে, যখন কুহির সাথে আমার সেক্সের সময়ে ও আমার বাড়া চুষে দিত তখন ও ওর ভিতরে সুরকির ছাপ দেখা যেত।

কিন্তু আজ রাতে একটা নিচু, কুরকি সম্পন্ন, বদমেজাজি লোক ওকে একটা রাস্তার বেশ্যার মত আচরণ করতে বাধ্য করছে। এই লোক ওকে অপদস্ত করছে আর সেগুলি সে বিনা বাঁধায় মেনে ও নিচ্ছে। সে ওকে চড় মারছে, থুথু দিচ্ছে, ওর চুল মুঠি করে ধরে ব্যথা দিচ্ছে কিন্তু সে ওকে থামানোর কোন চেষ্টাই করছে না। মনে হচ্ছে কুহির যেন এতটুকু আত্মসম্মান বা মর্যাদা ও আর অবশিষ্ট নেই।

অজিত যুঁকে আবার ও ওর মুখে একটা চড় দিল (এবার একটু আস্তে দিয়েছে)। "মাগী, তুই তোর বড় হোগা নিয়ে উঠে ও দাড়াতে পারছিস না, তোর পাছটার ওজন অনেক বেশি হয়ে গেছে।" অজিত ক্রুদ্ধভাবে বলে আবার ও একটা চড় মারল ওর গালে। অজিত আবার ও ওর চুল ধরে ওকে টেনে উঠে দাড় করাতে লেগে গেল। এতো মারের পরে ও কুহির মুখ থেকে কামভাব এতটুকু কমেনি।

অজিত ওর কোমর ধরে দাঁড় করিয়ে, পা দুটিকে সোজা করে ওর কোমর ঝুঁকিয়ে ওর মাথা কুশনের সাথে চেপে ধরলো, আর ওর ঘাড় কাত করিয়ে ওর মুখকে আমার দিকে ফিরিয়ে রাখলো। কুহির মুখ গাল একেবারে লাল হয়ে গেছে অজিতের মার খেয়ে। অজিত নিজে ওর পিছনে দাড়িয়ে ওকে চোদার জন্যে সঠিক পজিশন নিয়ে নিলো, অজিত ওর গুদে হাত দিয়ে দেখলো ওর গুদে জ্বলে ভেসে যাচ্ছে।

"আরে শালাঃ, তোর বৌ তো চোদা খাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেছে" অজিত আমাকে বললো, আর ওর মোটা বাড়া কুহির গুদ বরাবর সেট করে বাড়ার মাথা দিয়ে ওর গুদের ফাটলে একবার ঘষা দিয়ে ভীষণ জোরে একটা ঠাপ দিয়ে ওর বাড়া ঢুকিয়ে দিলো, কিন্তু যদি ও কুহির গুদে রসের অভাব ছিল না তারপর ও এতো মোটা বাড়ার মাত্র অর্ধেকটা ঢুকল যেন। অজিত বেশ ক্রুদ্ধতার সাথে আরেকটা পেলাই ঠাপ দিয়ে ওর তলপেট কুহির পাছার সাথে মিশিয়ে দিলো।

কুহির শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল ঠাপ খেয়ে, আর ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল। ওর হাত নিদারুনভাবে কোন অবলম্বন খুঁজছিলো। সে আমার একটা হাত পেয়ে ওটাকে জোরে চেপে ধরলো, আর আরেকহাত দিয়ে ওপাশের আরেকটি কুশনের কাভারের উপর নিজের হাতের আঙ্গুল মুঠি করে ধরলো। ওর জল খসে যাচ্ছিল, ওর রাগ মোচন হচ্ছিলো। ওর পা সটান হয়ে ওর কোমর আর শরীর কাঁপিয়ে বেশ কয়েকটা কাতরানি আর চিৎকার দিতে শুরু করলো। ওর শরীর ঝাঁকি দিতে দিতে ওর গুদ দিয়ে ফিনকির মত তরল রস পীচ পীচ করে বের হচ্ছিলো।

"ধাত্তেরি, মাগী, ঢুকানোর সাথে সাথে জল খসিয়ে দিলি" এই বলে অজিত জোরে ওর পাছার উপর আরেকটি চড় মারলো। কুহি ব্যথায় কেঁদে উঠলো, আর সাথে সাথে কাম সুখে একটা কাতরানি (জীব জন্তকে জবাই করার সময় যে রকম ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে তেমনি) দিয়ে উঠলো। কুহি নিজের মুখ নিজেই কুশনের সাথে চেপে ধরে গুদ দিয়ে চিড়ক চিড়ক করে রস বের করে দিতে লাগলো, প্রায় ২০/২৫ সেকেন্ড ধরে। ও আমার হাত এতো জোরে ধরে রেখেছিলো যে আমি ব্যাথা পাচ্ছিলাম, কিন্তু ওর কোন খেয়ালই ছিলো না।

ওর কাম রস অজিতের বাড়া বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় কার্পেটের উপর পড়তে লাগলো। ওর শরীরের কাঁপুনির কারণে ও যেন নিজের পায়ে ভর রাখতে পারছিলো না। অজিত ওকে বেশ শক্ত করে ধরে রাখছিলো, আর অনুভব করছিলো কুহির গুদ অজিতের বাড়াকে কিভাবে গুদের মাংসপেশি দিয়ে কামড়ে কামড়ে ধরছিলো।

"তোমার বৌয়ের গুদ আমার বাড়ার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো, দেখেছো?" অজিত আমার দিকে ওর ধূর্ত হাঁসি দিয়ে বললো। আমরা দুজনেই অবাক চোখে দেখতে লাগলাম, কিভাবে কুহির গুদের রস ফোঁটায় ফোঁটায় বেয়ে নিচে পরে কার্পেট ভিজিয়ে দিচ্ছিলো। প্রায় ২ মিনিট পর কুহির শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে এলো আর কুহি যেন কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারলো। অজিত এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ওর বাড়া কুহির গুদের ভিতরে রেখেই চুপ করে দাড়িয়ে কুহির জল খসানো প্রত্যক্ষ করছিলো। এবার সে ধীরে ধীরে ওর বাড়া টেনে এনে প্রায় গুদের বাইরে এনে দড়াম করে একটা ধাক্কা দিয়ে পুরোটা গেঁথে ভরে দিল কুহির রসালো ভেজা আগ্রহী গুদের শেষ মাথায়। অজিতের পাছা কুহির পাছার সাথে লাগতেই কুহির নিঃশ্বাস যেন আবারও বন্ধ হয়ে গেল, সে জোরে গুদিয়ে উঠলো, অজিতের পাছার চাপ খেয়ে। অজিত আবারও ধীরে বের করে এনে জোরে ধাক্কা দিয়ে সজোরে ঠেসে দিতে লাগলো কুহির গুদের ভিতর ওর মোটা কালো বাড়াটাকে। যতবার অজিত বাড়া টেনে বের করতে থাকে কুহি যেন কিসের প্রতিক্ষায় পিছন দিকে অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, অজিত ওকে একটা নোংরা চোখ টিপ মেরে সজোরে কুহির গুদ ভরে দিচ্ছিল আর কুহি যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিলো অজিত প্রতি ধাক্কায়।

এই রকম কিছুক্ষণ করার পর, অজিত এবার জোরে দ্রুত গতিতে কুহিকে চুদতে শুরু করলো। অজিতের তলপেট বার বার কুহির পাছার দাবনায় গিয়ে বাড়ি খাচ্ছিলো, আর থপ থপ ভত ভত শব্দে আমার পুরো বসার ঘর যেন ভরে গেল। ঘরের মধ্যে জোরে জোরে নিঃশ্বাস, ঠাপের শব্দ, গোঙ্গানির শব্দ, কাতরানির শব্দ, পাছায় চড় মারার শব্দ, আরামের চোটে অজিতের আহঃ উহঃ শব্দ, কুহির জোরে জোরে ফোঁপানির শব্দ-এই ছাড়া আর কোন শব্দ ছিলো না। কুহির মুখ পুরো হাঁ হয়ে যাচ্ছিল অজিত ভীষণ কড়া চোদন খেয়ে। অজিত ওকে পুরো বেশ্যার মতই চুদছিলো। আমি চুপ করে বসে দেখছিলাম অজিত কিভাবে আমার আদরের বৌকে ওর নিজের খানকী বানিয়ে চুদছে। আমি একটু নিচু হয়ে কুহির লাল গালে একটা মূদু হালকা চুমু দিলাম, আর কুহি যেন অজিতের ভীষণ চোদন খেয়ে নিজেকে হারিয়ে ফালতে লাগলো। কুহি ওর নিজের জীবনে কখনও আমার কাছ থেকে এভাবে পশুর মত হিংস্রতা নিয়ে চোদন খায়নি যেটা অজিত আজ ওকে দিচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কুহির গুদ যেন আবারও রস খসানোর জন্যে তৈরি হয়ে গেল, "থাম... অজিত... থাম... একটু থাম... অজিত আমাকে একটু বিরতি দাও... আমি আর পারছি না... থাম..." কুহি জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললো। "আহ... হ... হ... আহ... আমার আবার রস বেরিয়ে যাচ্ছে....." কুহি ঘোষণা করে একটু সড়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু অজিত ওকে এতটুকু ও নড়তে দিতে রাজি নয়। কুহি ওর মাথা তুলে অজিতের দিকে তাকানোর চেষ্টা করছিলো, কিন্তু অজিত ওর ঘাড় ধরে সোফার কুশনের সাথে ঠেসে ধরে রাখলো।

"ওরে বেশ্যা, খানকী, মাগি... চুপ করে থাক। তোর মুখ নিচে রাখ, তোর স্বামীর দিকে তাকা..."-এই বলে অজিত ওর ডান পা উঠিয়ে কুহির বাম গালের উপর চেপে ধরল, অজিত এখন এক পায়ে দাড়িয়ে চুদছিল কুহিকে। আমি কুহির পাশে বসে ওর একটা হাত ধরে কুহির উপর অজিতের পাশবিক আক্রমণ দেখতে লাগলাম।

অজিত ওকে একটু ও না থেমে কঠিনভাবে চুদে যাচ্ছিল। "জাভেদ, দোস্ত, তুমি এই বেশ্যাটাকে বিয়ে করেছো?... এ তো জেনির চেয়ে ও খারাপ... একটা রাস্তার দু টাকা দামের সস্তা বেশ্যা... মাগীর গুদে বাড়া ঢুকানোর সাথে সাথে রস ফেলা শুরু করে দেয়।" অজিত আমাকে একটা বাকা হাঁসি দিয়ে বললো। "এই মাগী, এই সস্তা মাংসের টুকরা, তুই তোর স্বামীকে বল, তুই কি" অজিত কুহিকে হুকুম দিল। কুহি একটু কাতরে উঠে বাধ্য মেয়ের মত আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি একটা বেশ্যা..."-এটা বলতেই আরেকটা রাগমোচন শুরু হয়ে গেল কুহির। আবার ও ওর শরীর ঝাঁকি দিয়ে দাতে দাঁত খিচে ধরে রস খসাতে খসাতে অজিতের দিকে নিজের পাছা নিজে নিজেই ঠেলে দিতে লাগলো।

"হ্যাঁ, তুই ঠিক বলেছিস, তোর মত খানকী শুধু একটাই কাজে লাগে, পুরুষরা ওদের মোটা ধোন এনে তোর গুদের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিবে... তুই একটা পুরুষদের বীর্য ফেলার ভাগ্য... একটা বোকা গর্দভ মাগী তুই"-অজিত নিজে ও যেন গুদিয়ে উঠলো। আমি বুঝতে পারলাম যে অজিতের ও মাল ফেলার সময় হয়ে গেছে।

হঠাৎ সে নিজের পা কুহির গালের উপর থেকে সরিয়ে নিলো, আর এক বাটকায় কুহির গুদ থেকে ওর বাড়া পুরো বের করে নিলো, দ্রুত এক হাতে কুহির চুলের মুঠি ধরে ওকে অনেকটা টেনে সোফা থেকে নীচে নামিয়ে দিলো। "হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়া খানকী... প্রথম মালটা আমি তোর মুখের ভিতরে ফেলবো... পুরোটা খেয়ে নিবি... খোল তোর মুখ খোল, হাঁ কর..." অজিত ওর ভেজা স্যাতস্যাতো বাড়াকে কুহির মুখের ভিতরে ভরে দিলো।

কুহি দেরি না করে মুখ খুলে দিলো, আর অজিতের বাড়ার মাথা ঢুকানোর সাথে সাথে অজিতের মাল পড়তে লাগলো। "বেশ্যা খানকী খা, আমার বাচ্চা তৈরি করার ফ্যাদাগুলি সব গিলে ফেল" অজিত কাম পাগল হয়ে বলতে লাগলো আর ওর তেজী বাড়ার গায়ের উপর ভেসে থাকা রগগুলো যেন টান টান হয়ে পুরো বাড়া ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে আমার ভালোবাসার নারীর গলার ভিতর ফ্যাদা উগড়ে দিচ্ছিলো।

আমি খুব আগ্রহ ভরে দেখছিলাম কিভাবে কুহি প্রানপন চেষ্টা করে ওর গলার পেশিগুলি দিয়ে অজিতের বীর্যের ধাক্কা ধরে নিজের পেটে ওগুলি চালান করে দিচ্ছিলো। আরও দেখছিলাম অজিতের বিচি জোড়া কিভাবে সংকুচিত প্রসারিত হয়ে ঠেলে ঠেলে বীর্য বের করছে। অজিত এতো বেশি পরিমাণ ফ্যাদা ফেলেছে যে কুহি গিলে যেন শেষ করতে পারছিলো না। বেশ কিছুটা মাল ওর মুখ থেকে বের হয়ে ওর চিবুক বেয়ে নামছিলো। কুহি বেশ কয়েকটা ঢোক গিললো অজিতের ফ্যাদা গিলার জন্যে। অজিতের মাল ফেলা শেষ হতেই অজিত বাড়া টেনে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে ওর নিজের সোফায় গিয়ে ধপাস করে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লো। ওর ও যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছিলো আর ঘামে ভিজে পুরো সপ সপ করছিলো অজিত।

"ওহঃ এই মাগী আমার বিচি খালি করে দিয়েছে।" অজিত যেন নিঃশ্বাস ফিরে পেয়ে বললো। আমাদের তিনজনের জন্যে এটা এক প্রচণ্ড রকম যৌন অভিজ্ঞতা ছিলো, বিশেষ করে কুহি আর অজিতের জন্যে। ওদের দুজনের আর কোন শক্তিই অবশিষ্ট ছিলো না।

কুহি কার্পেটের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লো, ও ওর একটা হাত ওর চোখের উপর দিয়ে রেখেছিলো। ওর সমস্ত শরীর ও ঘামে ভেজা ছিল, আর ওর শ্বাস এখন ও বেশ দ্রুত বেগেই বয়ে যাচ্ছে।

আমি নীচে নেমে কুহির কাছে গেলাম, আর ওর হাতটা চোখের উপর থেকে সরিয়ে দিলাম। কুহি আমার দিকে ভীষণ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ভাবে তাকালো। ওর দিকে তাকিয়ে ওর মুখ গাল যে কি পরিমাণ লাল হয়ে গেছে, সেটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওর চিবুকের কাছে তখন ও এক দলা বীর্য ও বীর্যরস লেগেছিল আর ওর ঠোঁটের উপরে অজিতে একটা বাল/লোম লেগে রয়েছে।

আমি ওই লোমটা সরিয়ে দিলাম ওর ঠোঁট থেকে। "তুমি ঠিক আছো, জানু" আমি অনেক আদরের সাথে জানতে চাইলাম, "তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।" সে আমার দিকে তাকিয়ে মূদু হেসে সম্মতি জানালো। ওর পনি টেইল করা মসৃণ ঘন কালো চুল একেবারে উসকো খুসকো হয়ে রয়েছে। আমি ওর মুখের উপর থেকে ওর সব চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে ওকে চুমু খাবার জন্যে মুখটা ওর কাছে নিলাম।

কুহি শঙ্কিত হয়ে আমাকে থামিয়ে দিল, "কি করছো জানু?...আমি পরিষ্কার না, দেখছ না...তুমি দেখনি ওই লোকটা কি করেছে!", সে খুব অপমানিত বোধ করছিলো।

"আমি পরোয়া করি না...আমি শুধু আমার বৌকে চুমু দিতে চাই।" আমি কামনা মাখা গলায় বললাম আর জোর করেই আমার ঠোঁট ডুবিয়ে দিলাম কুহির নরম পেলব উষ্ণ ঠোঁটের ভিতর। আমি বেশ আগ্রাসিভাবে ওকে চুমু খেতে খেতে ওর গায়ের উপর এসে গেলাম। কুহির ঠোঁট ও মুখের ভিতর থেকে অজিতের বীর্য আর বাড়ার স্বাদ পেয়ে আমার বাড়া মোচড় দিয়ে উঠলো। কুহি ওর দু পা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে জায়গা করে দিল, ওর হাত দিয়ে আমার বাড়া ধরে ওর ভেজা গুদের মুখে লাগিয়ে দিলো।

"আমাকে আদর করে তোমার ভালবাসা দাও, জানু" কুহি বেশ ফিসফিস করে বললো। আমি খুব কোমলভাবে আর অত্যন্ত আদরের সাথে আমার জীবনের ভালবাসার সাথে সঙ্গম করতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু আমি বেশি উত্তেজিত হয়ে থাকায় মাল ধরে রাখতে পারলাম না। দু মিনিটের মধ্যেই আমি ফ্যাদা ফেলে দিলাম কুহির নরম গরম গুদের ভিতর। "স্যরি, জানু...আমি বেশি উত্তেজিত হয়ে ছিলাম তো..." আমি যেন ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করলাম।

"তুমি মন খারাপ করো না...ঠিকই আছে...এটা নিয়ে চিন্তা করো না"-এই বলে কুহি আমাকে আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরে রাখলো। আমি ওর গায়ের উপর থেকে সড়ে গেলাম। অজিত ওর চেয়ারে বসে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলন দেখছিলো।

কুহি ওর গুদের নিচে হাত দিয়ে লজ্জিতভাবে উঠে দাঁড়ালো। আমার মাল কার্পেটের উপর পরে যাবে এটা কুহি চাইছিলো না।

"আমি পরিষ্কার হয়ে আসি, আর আমার কাছে ফোন করে জানতে হবে ওরা যুমিয়ে পড়েছে কি না"- সে অস্বস্তি সহকারে অজিতের দিকে না তাকিয়ে ভিতরের দিকে চলে যেতে লাগলো। আমার হৃদয় আবার যেন চিনচিন করতে লাগলো, এই ভেবে যে, আমার সন্তানের মায়ের উপর এতক্ষন কি বাড় বয়ে গেছে।

কুহির পাছা দুলিয়ে চলে যাওয়া আমরা দুজনেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। "তোমার বৌটা একদম গরম পাছার মাগী একটা...ওহঃ কি সুন্দর পাছা!" অজিতের গলায় কামনা ভরা ছিলো।

"তুমি সত্যিই খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছো অজিত"- আমি দাঁত চেপে বললাম, "তুমি ওকে মেরেছো? আজ পর্যন্ত আমি আমার বৌয়ের গায়ে কখনওই একটি আঘাত দেই নাই!"- আমি যেন কিছুটা তেড়ে আসলাম অজিতের দিকে।

"**Wow** পিছিয়ে যাও, দোস্ত, তুমি হয়ত খেয়াল করো নাই, যে ওই কুস্তীটা ওই মারটাই বেশ মজা নিয়ে উপভোগ করেছে।" অজিত সচকিত হয়ে সোজা বসে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "তাহাড়া, তুমি জানো যে আমি একটু কষ্ট দিয়ে চুদি মেয়েদেরকে। এবং আমি এটা করতেই পছন্দ করি।" সে আমার চোখে চোখ রেখে বলছিলো, "বিশেষ করে যখন আমি অন্য লোকের বৌকে চুদি। আমার মনে হয়, তোমার নিজের ও এটা করা উচিত, বুঝেছো তো, মাঝে মাঝে ওকে একটু কষ্ট দিয়ে চুদো, দেখবে তোমার ও ভাল লাগবে"- অজিত খারাপ ইঙ্গিত করলো।

"যাই হোক... তুমি চলে যাও এখন, তোমাকে তোমার গার্লফ্রেন্ডের কাছে যেতে হবে না?" আমি বেশ কড়া গলায় বললাম।

"হ্যাঁ, যেতে তো হবেই, আমি চলে যাব, কিন্তু যাওয়ার আগে তোমার বৌকে আরেকবার চুদতে হবে, এই রকম গরম মাল একবার চুদে মন ভরে না, সেটা তুমি ভাল করে জানো" অজিত আমার দিকে তাকিয়ে বললো। আমি কোন কথা বললাম না, কিন্তু অজিতের ইচ্ছা শুনে আমার বাড়া আবার খাড়া হতে শুরু করলো। "আর তোমার নোংরা খানকী বউটাকে আরেকবার চুদতে চাইলে তুমি কিছু মনে করবে বলে তো মনে হয় না। তোমার বৌকে আমার বাড়া দিয়ে গাঁথলে ও তুমি কিছুই মনে করবে না, সেটা আমি জানি।" অজিত বেশ নোংরা ভাবে বললো। আমরা দুজনেই আর কোন কথা না বলে কুহির ফিরে আসার প্রতিক্ষায় রইলাম।

কুহি প্রায় ২০ মিনিট পরে বসার ঘরে ফিরে আসলো। অজিতকে এখন ও বসে থাকতে দেখে সে বেশ অবাক হল। অজিতের নেংটো শরীর দেখে কুহির শরীরের একটা কাঁপুনি দিয়ে উঠলো যেন। কুহি পরিষ্কার হয়ে একটা ছোট টিলে গাউন পড়ে এসেছে, যেটা কি না ওর গুদের একটু নিচ পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেছে। ওর মুখ ও একদম পরিষ্কার আর চুলগুলি আঁচড়ে আবার ও পনি টেইল করে বাঁধা।

আমি লক্ষ্য করলাম ওর গালের লাল ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে। ওকে দেখতে আবারও লক্ষ্মী, ভদ্র ঘরের বৌয়ের মতই মনে হচ্ছে, আমি মনে মনে উত্তেজিত হলাম এই ভেবে যে, কিছু পরেই অজিত আবার ও কুহির অবস্থা কি জানি করে।

কুহি আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরে সরাসরি অজিতকেই জিজ্ঞেশ করবে চিন্তা করলো, "অজিত, অনেক রাত হয়ে গেছে...তোমার এখন চলে যাওয়া উচিত"-কুহির গলা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিলো।

"তোমার প্রেমিকের সাথে কথা বলার এটা কোন ভাষা হলো?...তোমার কাছে আমার প্রয়োজন শেষ হয় নি এখন ও, বুঝতে পেরেছো?" অজিত বেশ ক্রুদ্ধতার সাথে বলে উঠে দাঁড়ালো।

"তুমি তোমার মজা নিয়ে নিয়েছো, অজিত...এখন চলে যাও" কুহি হতাসভাবে বললো।

"আচ্ছা, আচ্ছা...আমার বাড়া গুদে নিয়ে তুমি মজা পাও নি, একথা আমাকে বলো না দয়া করে, বিবাহিত বেশ্যা মাগী।" অজিত হিসিয়ে উঠে কুহির কাছে এসে দাঁড়ালো। অজিতের মুখে আবারও বিশ্রী ভাষা শুনে কুহি খুব অপমানিত বোধ করলো।

"আমি তোমার মত ঘরের বউদেরকে খানকী বানাতেই পছন্দ করি, যাদের স্বামী আছে, ছেলে মেয়ে আছে, এদেরকে আমার বাড়ার নীচে এনে কষ্ট দিয়েই আমি আনন্দ পাই, তোকে আমি আজ রাতেই আরেকবার চুদবো। আর আজকের পরে ও মাঝে মাঝেই চুদে যাবো। কখনও বাঁধা দিবি না আমাকে।" অজিত যেন ঘোষণা দিচ্ছে আমার বৌকে নিয়ে সে কি করবে।

অজিত বাজে কথাগুলি শুনে কুহির শরীর আবার গরম হতে শুরু করে দিয়েছে। অজিত ওর গাউনের দড়ি খুলে দিয়ে গাউনের দু পাশ দুদিকে সরিয়ে দিল। কুহির গুদে চুলকানি শুরু হয়ে গেল, সে গাউনকে বিনা বাঁধায় নীচে পরে যেতে দিলো আর নিজে একরকম স্ট্র্যাচুর মত দাঁড়িয়ে রইলো যেন অজিতের আদেশের অপেক্ষায়।

"বসে যা আর আমার বাড়া পরিষ্কার করে দে"-অজিত এই কথা বলতে বলতে কুহিকে হাঁটু গেঁড়ে বসানোর জন্যে ওর ঘাড়ের দুই হাত রেখে চাপ দিলো। কুহি সাবধানে অজিত বাড়া মুখে ভরে নিলো। অজিতের বাড়ায় শুকনো, খসখসে সাদা রস লেগে ছিল। যদিও অজিতের নোংরা বাড়া মুখে দিতে কুহির খারাপ লাগছিলো, কিন্তু সে নিজেকে এতো নীচে নামিয়ে দিয়েছে ভেবে ওর শরীরে কামোত্তজনা জেগে উঠতে শুরু করলো আবার ও।

"আমার জাদুর কাঠিকে ভাল করে চেটে দে...পুরোটা চুষে পরিষ্কার করে দে।"-অজিত যা বলছিল কুহি তাই করছিল। সে জিত দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে এবার ভাল করে অজিতের বাড়া চুষতে লেগে গেল। এইবার অজিতের বলার আগেই কুহি বাড়া চুষতে চুষতে ওর বাড়ার নীচের বিচি গুলিকে ও চুষে দিচ্ছিলো।

অজিত আমার দিকে তাকাল, আর আমি ধীরে ধীরে আমার বাড়াতে আবার ও খেঁচে দিচ্ছিলাম। "তোমার বৌয়ের মুখটা অসাধারণ...এই মুখ দিয়ে সে আমাকে অপমান করেছিলো, এখন এই মুখেই সে আমার বাড়া ঢুকিয়ে বসে আছে...কি রকম খানকীকে তুমি বিয়ে করেছো বন্ধু !"- অজিত আমাকে বলতে লাগলো আর এদিকে আমার বৌ অজিতের বাড়া পুরোটা মুখে ঢুকিয়ে ওটাকে গলার ভিতরে চালান করে যাচ্ছিলো। আবার ও কুহির নাক গিয়ে ঠেকে গেল অজিতের বাড়ার গোঁড়ার বালের ভিতর।

"আমার বাড়া থেকে তোমার হাত সরিয়ে দে...আমি তোকে এখন মুখচোদা করব...তোমার মত বিবাহিত খানকীরা মুখ চোদা খেতেই বেশি পছন্দ করে" অজিত বলতে লাগলো।

অজিতের আদেশ মেনে ওর হাত সরিয়ে দিয়ে অজিতের পাছার দাবনায় হাত নিয়ে নিজের পুরো মুখ হাঁ করে দিল কুহি। অজিত দুই হাতে কুহির মাথা ধরে ধীরে ধীরে কুহিকে মুখচোদা করতে শুরু করলো। অচিরেই কুহির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ও বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো, আর কুহি বার বারই কাশি দিয়ে ও ওক ওক করে অজিতের মোটা বাড়া নিজের গলায় নিতে লাগলো। ওর মুখ দিয়ে থুথু বের হচ্ছিলো, আর ওর চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছিলো কিন্তু কুহি অজিতের এই আক্রমণ খামানোর এতটুকু চেষ্টা ও করলো না।

"আমি অন্যের বৌকে ওর ঘরেই ওর সামনে রেখে চুদতে ভালবাসি।" অজিত আমার দিকে তাকিয়ে কুহিকে মুখ চোদা করতে করতে বলছিল, "তাদেরকে খানকী বানিয়ে, নিজের ইচ্ছামত চুদতে পছন্দ করি। অন্যের ঘরের বৌকে বাজারের সস্তা বেশ্যা বানাতেই আমার আনন্দ।"

আমি কোন কথা না বলে বা অজিতের নোংরা কথার জবাব না দিয়ে নিজের বাড়া খেঁচতে খেঁচতে নিজের বৌয়ের গলার ভিতর পর পুরুষের বাড়ার আসা যাওয়া দেখতে লাগলাম। কুহিকে দেখতে একেবারেই একটা বাড়া থেকে মাগীর মত মনে হচ্ছিলো, যে কি না অজিতের কালো মোটা হিন্দু বাড়া খুব আগ্রহ নিয়ে নিজের গলায় ঢুকিয়েছে।

বেশ কয়েক মিনিট মুখ চোদার পরে অজিত থেমে গেল। অজিত কুহির মাথা ঝাঁকিয়ে জানতে চাইলো, "খানকী তুই, তোমার ওই নোংরা মুখে কালো মোটা হিন্দু বাড়া ঢুকিয়ে রাখতে খুব পছন্দ করিস, তাই না?" কুহি কোন উত্তর না দিয়ে অজিতের মুখের দিকে কাম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। অজিত চড় মারল কুহির গালে, কুহি যেন এই চড় খাওয়ার জন্যেই সাথে সাথে জবাবটা দেয় নাই। "বল আমাকে বোকা কুত্তি, মাগী, আমার হিন্দু বাড়া চুষতে তোমার ভাল লাগে?" অজিত আবার ও একটা চড় মারলো কুহির গালে।

"হ্যাঁ...পছন্দ করি" কুহি কাঁপা গলায় জানালো।

"পছন্দ করি, খানকী কি পছন্দ করিস, সেটা বল" অজিত আবার ও থাঙ্গড় মারলো।

"আমি হিন্দু মোটা বাড়া চুষতে পছন্দ করি, মুখের ভিতর ঢুকিয়ে রাখতে পছন্দ করি।" কুহির গলায় উত্তেজনা আর কামভাবে কাঁপছে যেন।

"চুষে যা আমার বাড়া, আর তুই যে কত বড় খানকী সেটা তোমার স্বামীকে বল...তোমার স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমার বাড়া খা...তুই যে রাস্তার বেশ্যাদের চেয়ে ও খারাপ সেটা তোমার স্বামীকে বল"- বলেই অজিত খুব দ্রুত কুহির দুই গালে একই সাথে দুটি চড় লাগালো। "আমি একটা বাজারের সস্তা বেশ্যা, দেখ জানু, দেখ, কেমন বেশ্যাকে তুমি বিয়ে করেছো"- কুহি যেন কাতরে কাতরে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, আর ওর দুই চোখ দিয়ে পানি টপ টপ করে ঝড়ে পড়ছিল ওর দুধের উপর। কুহির এহেন কথায় আমি কামাতুর হয়ে গুঙ্গিয়ে উঠলাম, আমার বাড়া দিয়ে যেন মাল এখন বেরিয়ে যাবে এমন মনে হচ্ছিল। কুহির গাল আবার ও লাল হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিকে ওর কোন জ্রক্ষেপই নেই। সে নিজেই বিস্মিত হচ্ছিল যে এই ধরনের মার আর খারাপ কথা ওর গুদের ভিতরে জ্বলুনি ধরিয়ে দিচ্ছিলো বার বার, সে যেন আরও বেশি মার আর বাজে কথা শোনার জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করছে।

কুহির কথা শুনে অজিত ও উত্তেজিত হয়ে পর পর দুবার কুহির সুন্দর মুখের উপর থুথু ছিটিয়ে দিল। "এই থুথু মুছবি না, চোদা শেষ হওয়ার আগে। তোমার মুখের দিকে তাকালে যেন তোমার স্বামীর ঘৃণা লাগে সেজন্যে তোমার মুখের উপর থুথু ছিটিয়ে দিলাম"- বলে অজিত কুহির চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে ওকে সাবধান করে দিলো।

কুহির যেন এতে কাম আরও বেড়ে গেল। সে আবার ও অজিতের বাড়া এক রকম টেনে নিজের মুখের ভিতর ভরে নিলো। ওর এখন কোন দিকেই খেয়াল ছিল না। কুহি শুধু মনে মনে একটাই জিনিষ চাইছিলো, তা হল ওর ভিজ, ক্ষুধার্ক, বিবাহিত গুদের ভিতরে অজিতের মোটা বাড়া। "আহঃ তোমার বৌটা একেবারে পাকা বাড়া চুষানী খানকী। এমন ভাল বাড়া চোষানী খানকী পুরো পৃথিবীতে আরেকটি আছে কি না আমার সন্দেহ আছে।" অজিত আমার দিকে তাকিয়ে বললো, সে কুহির বাড়া চুষা খুব ভালভাবে উপভোগ করছে, সেটা ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখেই বলে ফেলা যায়।

এভাবে বেশ কয়েক মিনিট কুহিকে দিয়ে বাড়া চুষিয়ে, "ওকে... থাম এবার... অনেক হয়েছে...উঠে দাঁড়া"-এই বলে অজিত কুহির চুলের মুঠি ধরে ওর মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ওকে টেনে তুলতে লাগলো। "আমি তোকে এখন চুদবো...যা গিয়ে তোর স্বামীর সামনে সোফার কিনারে হাঁটু পেঁড়ে তোর স্বামীর গায়ের উপর ঝুঁকে বস। তুই যখন তোর বিবাহিত গুদের ভিতর আমার বাড়া গ্রহন করবি, তখন যেন আমি দেখি যে তুই তোর স্বামীর চোখে চোখ রেখেছিস।" অজিত ওকে আমার দিকে ঠেলে দিলো।

কুহি লজ্জিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আমার সোফার কাছে এসে আমার ফাঁক করে ধরা দু পায়ের ঠিক মাঝে সোফার কিনারে ওর হাঁটু রেখে আমার কাধের উপর ঝুঁকে ওর কোমর আর পীঠ ঝাঁকিয়ে দিল। আমার ফুলে উঠা বাড়ার দিকে তাকিয়ে কুহির গুদ যেন আরও রস ছাড়লো, এই ভেবে যে ওর এই নির্লজ্জ লাম্পাট্য ওর স্বামী বেশ ভালভাবেই উপভোগ করছে। কুহির গাল লাল হয়ে আছে, গালে মুখে কপালে, গলায় অজিতের থুথু লেগে আছে, যেটা অজিত কুহিকে মুছতে মানা করে দিয়েছে। তারপর ও ওকে খুবই সুন্দর লাগছিলো। আমি আদরের সাথে কুহির মুখ ধরলাম আর ওকে বললাম, "আমার লক্ষ্মী জানু, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তুমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

"আমি ও তোমাকে অনেক ভালবাসি, আমার কলিজা"- বলে কুহি অজিতের নির্দেশ মত নিজের শরীরকে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, কখন অজিত ওর গায়ে চড়ে চুদে চুদে ওকে শেষ করে ফেলে। কোমরের কাছে বেঁকে, হাঁটুর উপর ভর দিয়ে আমার দু কাধে ওর দু হাত রেখে ওর নিজের দু পা ছড়িয়ে দিয়ে ওর গোল বড় পাছটাকে অজিতের দিকে ঠেলে দিলো।

অজিত নিজে ও যেন কাতরে গুসিয়ে উঠলো, যখন কুহির গোল বড় পাছার ছোট্ট ফুটোর একটু নিচে ওর ফুলো, পরিপুষ্ট, মাংসল, ভেজা গুদের কোয়া দুটি বেরিয়ে গিয়ে চোদা খাওয়ার আগ্রহে যেন তির তির করে কাঁপছে দেখতে পেল। এই ভদ্র মার্জিত মহিলা যেভাবে ওর কাছ থেকে চোদা খাওয়ার জন্যে গুদ মেলে দিয়েছে এটা দেখা ও খুবই উত্তেজনাঙ্কর অজিতের জন্যে। অজিতের যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে সে এই রকম সুন্দরী এক মহিলাকে তারই স্বামীর সামনে, তাদেরই বাসায় চুদতে পারছে। অজিতের মনে কোন অশ্রদ্ধাও ছিল না যে কুহি একটা ভদ্র, শিক্ষিত, রুচিশীল, সবার আদরের আর বিশ্বস্ত, কিন্তু সে নিজের মনের কাছে বেজায় খুশি যে সে এই মহিলার ভিতর থেকে একটা খানকীকে বের করে এনে দেখিয়েছে। সে জন্যে অজিত খুবই গর্বিত বোধ করছিলো।

আমাদের তিজনের জন্যেই এটা আমাদের নিজের ভিতরের নিজেকে জানার এক রাত।

"হ্যাঁ, আমার সোনা বৌ, তোমার শরীরকে ভাল মত পজিশন করে ধরো...ও যেন তোমার গুদকে ভালমত চুদতে পারে...তোমার নরম গুদকে মেল ধরে ওর হিন্দু বাড়াকে ভিতরে নাও...নিবে তো জানু?"-এটা বলে আমি কুহির মুখের ভিতর আমার ঠোঁট আর জিত ঢুকিয়ে দিলাম। আমার জিত নিজের মুখের ভিতরে নিয়ে কুহি একটা গোঙ্গানি দিয়ে নিজের গুদকে অজিতের দিকে একটু ঠেলে ধরলো। আমার বাড়ার মাথা দিয়ে মদনরস বের হচ্ছিলো যখন দেখলাম অজিতের বাড়া আবার ও আমার বোয়ের গুদে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

অজিত ওকে বেশ জোরে জোরেই চুদতে চুদতে ওর ফর্শা মসৃণ পাছার দাবনায় চটাস চটাস করে থাপ্পড় মারছিলো আর অজিতের তলপেট কুহির পাছার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থপ থপ শব্দ হচ্ছিলো।

অজিতের থাপ্পড় আর ঠাপ খেয়ে কুহি আমার চুমু ছেড়ে দিয়ে ব্যথায় কেঁদে উঠলো, সাথে সাথে ওর গুদ যেন অজিতের বাড়াকে চিপে চিপে ধরতে লাগলো। অজিত যেন এক ক্রুদ্ধ শয়তানের মত চড় মারতে মারতে কুহিকে কঠিনভাবে চুদতে থাকলো। কুহির মুখ হ্যাঁ হয়ে গেল আর ওর চোখ যেন ওর মাথার পিছনের দিকে ঘুরে গেল।

কুহির মুখের অভিব্যক্তির দিকে চোখ যেতেই আমার বাড়া আবার ও মোচড় দিয়ে উঠলো। আমার বসার ঘর শুধু ওদের দুজনের গোঙ্গানি আর কাতরানি শব্দ, কুহির পাছায় অজিতের চড়ের শব্দে ভরে ছিল, যেখানে আমার সন্তানের মা, আমার সুন্দরী, বিশ্বস্ত, আদরের স্ত্রীকে একটা অন্য ধর্মের কুৎসিত লোক ওর গায়ে চড়ে ওকে চুদছে।

অজিতের ক্রমাগত কঠিন চোদন খেয়ে কুহি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, কুহির শরীর শক্ত হয়ে, পাছা আর মাথা ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে ওর রাগ মোচন হতে থাকলো। ওর রস খসানোর চরম আনন্দে ওর হাতের আঙ্গুলের নখ দিয়ে আমার কাধ জোরে চেপে ধরে রাখল, আর গুদ ঝাঁক দিয়ে দিয়ে অজিতের বাড়া বেয়ে ফত ফত করে রস ছিতকে পড়তে লাগলো সোফা, কার্পেট আর আমার দু পায়ের উপর।

কুহি ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে চিৎকার করে সুখের ধাক্কা নিতে নিতে আমাকে বলতে থাকলো, "ওহঃ জানু... আমার স্বামী...আমার কলিজা... দেখ আমি আবারও রস ছেড়ে দিয়েছি তোমার বন্ধুর বাড়ার ধাক্কা খেয়ে...তুমি খুশি তো জানু...এটাই তো তুমি চেয়েছিলে...তোমার স্ত্রীকে তোমার বন্ধুর বাড়ার গুতা খাওয়াতে...ঠিক না জানু...তোমার বোয়ের গুদের কি অবস্থা করেছে তোমার বন্ধু!"।

"হ্যাঁ ... জানু... এটাই আমি চেয়েছিলাম...তোমাকে রস খসাতে দেখে খুব সুন্দর লাগছে...অন্য পুরুষের বাড়া দিয়ে তুমি রস খসাও...এটাই আমি চেয়েছিলাম... অজিতকে বল তোমাকে যেন আরও জোরে চুদে, তোমার গুদের রস যেন আবার ও বের করে দেয়, ওকে অনুরোধ করো জানু...ওকে বল...তুমি ওর হিন্দু বাড়া তোমার মুসলমান গুদে ঢুকিয়ে কেমন মজা পাচ্ছ...ওকে বল জানু...তোমার স্বামীকে সামনে রেখে তোমার গুদে যার বাড়া ঢুকে আছে ওকে জানাও তোমার ভাল লাগার কথা।"--আমি ও শ্বাস বন্ধ করে কুহিকে বললাম আর ওর গালে মুখে অজিত চুমু দিতে লাগলাম।

কুহি ঘাড় ঘুরিয়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, "অজিত, তোমার কালো মোটা হিন্দু বাড়া গুদে ঢুকিয়ে আমি খুব সুখ পাচ্ছি...তোমার বাড়া আমার গুদে ঢুকানো...এটাই চেয়েছিল আমার স্বামী...আমকে তুমি চুদে খানকী বানিয়ে দিয়েছো...আর ও জোরে আমাকে চুদে সুখ দাও, অজিত...আমার স্বামী এটাই চায়...আমার মুসলমান গুদে তোমার হিন্দু বাড়ার ফ্যাদা ঢেলে দিও...তোমার স্নেহ ফ্যাদা গুদে ভরে আমি অনেক শান্তি পাবো...আমার গুদের রস আবার খসবে...দাও...আরও জোরে দাও...আমাকে বাজারের মাগী বানিয়ে দাও..."- কুহি এক নাগাড়ে বলতে বলতে ওর রস খসার সময় বোধহয় আবার ও হয়ে এলো। এইদিকে অজিত আমার বোয়ের মুখের এই সব নাংরা কথা শুনে আর ও জোরে কুহির পাছার থাপ্পড় মারতে মারতে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চুদতে লাগলো। খুব কম সময়ের মধ্যে হয়ত ২ মিনিট হবে...এর মধ্যেই অজিতের থাপ্পড় খেতে খেতে আর আবোল তাবোল বকতে বকতে কুহি ওর সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে আবার ও গুদের রস খসিয়ে দিলো। আমি ওকে শক্ত করে ধরে ওর শরীরের কাঁপুনি আর ওর রস খসার ঝাঁকি নিজের শরীরের উপর নিয়ে নিলাম।

কুহি একটু স্থির হতেই অজিত এক টান দিয়ে ওর বাড়া বের করে নিয়ে কুহির চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে ওকে টেনে ফিচড়ে আমার কাছ থেকে নীচে কার্পেটের উপর নামিয়ে ফেললো। অজিত প্রায় ধাক্কা দিয়ে কুহিকে নিচে কার্পেটের উপর ফেলে দিল। কুহি এলোমেলো ভাবে অবিন্যস্ত হয়ে নীচে পরে রইলো। "খানকী মাগী, বেশ্যা...তোর হাঁটুতে ভর দিয়ে কুন্ডি পজিশনে উপর হ, মুখ নীচে দিয়ে পাছা ঠেলা দিয়ে উঁচু করে ধর।"- অজিত যেন ঝাঁকিয়ে উঠলো। কুহি বাধ্য মেয়ের মত অজিতের কথামত আসনে বসে অজিতের দিকে নিজের গুদ ঠেলে দিলো।

অজিত কুহির পায়ের দুই পাশে নিজের পা রেখে নিজের বাড়া নিজের হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে আমার দিকে তাকিয়ে একটা ক্রুর হাঁসি দিলো।

"আমি তোমার বৌকে কুন্তির মত চুদবো এবার...কুন্তির গুদে আশুন ধরলে কুন্তা কুন্তিকে যেভাবে চুদে, সেভাবে চুদে তোমার বৌয়ের গুদে আমার বাচ্চা দানির সব রস ঢেলে দিব।" অজিত আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, "এই খানকী নিজের স্বামীর ঘরের ছাদের নিচে আমার বাড়ার গুতা খাওয়ার জন্যে যেভাবে গুদ মেলে দিয়েছে, এটা আমি পছন্দ করি...তাও আবার নিজের স্বামীর সামনে।" অজিত যেন আমাকে উত্তেজিত করতে চাইছিলো, "আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আমার বাড়ার গুতা খাওয়ার জন্যে তোমার খানকী বৌ যেভাবে নিজেকে আমার সামনে মেলে ধরেছে, সেটা তুমি ও খুব পছন্দ করো, তাই না?"

অজিত একটু ঝুঁকে আগ্রাসীভাবে ওর শক্ত মোটা বাড়া কুহির উচিয়ে ধরা ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে, ফুলে উঠা গুদের ভিতরে এক ধাক্কাই চালান করে দিলো। কুহি, গুদে বাড়ার চাপ খেয়ে গুঙ্গিয়ে উঠলো, অজিতের হাতের থাপ্পড় পাছার উপর খেয়ে যোঁত যোঁত শব্দ করতে লাগলো।

"দেখো জাভেদ, দেখো তুমি, তোমার বৌয়ের গোলাপি লাল গুদের ঠোঁট দুটি কিভাবে আমার কালো আকাটা হিন্দু বাড়াকে চারদিক থেকে চেপে ধরে রেখেছে"- অজিত নিজের বাড়ায় কুহির গুদের কামড় খেয়ে কামাতুরা হয়ে আমাকে বললো, "আরে শালাঃ, দুটো বাচ্চা বিয়ানোর পরে ও এই মাগীর গুদ এতো টাইট থাকে কিভাবে?"

অজিত আবার ও পুরো উদ্যমে কুহির গুদ ফাটাতে লেগে গেল, আর কুহি ক্রমাগত গুঙ্গিয়ে গুঙ্গিয়ে নিজের ভাল লাগা জানাতে লাগলো আমাদের দুজনকেই।

"তোমার বৌকে বেশ্যার মত পর পুরুষের বাড়ার চোদন খেয়ে গোঙাতে আর কাতরাতে দেখতে তুমি খুব পছন্দ করো, তাই না, জাভেদ?" অজিত আবার ও আমার দিকে তাকিয়ে বললো। আমি মাথা নীচের দিকে ঝাঁকিয়ে ওর কথায় সাই দিলাম।

অজিত এভাবে একটু থেমে আবার ও জোরে জোরে চুদে কুহির গুদের জল আরেকবার খসিয়ে দিয়ে তারপর নিজের বিচির সবটুকু ফ্যাদা কুহির গুদের একেবারে গভীরে ঢেলে দিলো।

ওর বাড়ার মুখ দিয়ে যতক্ষণ ফ্যাদা চুইয়ে চুইয়ে কুহির গুদে পড়ছিল, ততক্ষণ অজিত ওর বাড়া ঠেসে ঢুকিয়ে রাখলো, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে অজিত ধীরে ধীরে ওর বাড়া বের করে আনল কুহির গুদ থেকে। কুহির শরীরে ও আর বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না, তাই সে ধীরে ধীরে পা ফাঁক করা অবস্থাতেই নিজের পেটের উপর নিজেকে মেলে দিয়ে উপর হয়ে শুয়ে পড়লো। ওর পা দুটি অনেক ফাঁক থাকার কারণে ওর গুদ দিয়ে যে অজিতের ফ্যাদা অল্প অল্প করে বেরিয়ে আসছে, সেটা খুব বিশ্রী ভাবে আমার ও অজিতের দুজনের চোখেই ধরা পড়লো।

"আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে...আমার গার্লফ্রেন্ড আমার জন্যে অপেক্ষা করছে...আমাকে যেতে হবে দোস্ত...তোমার বৌকে চুদতে দেয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ...কাল আমি তোমাকে ফোন করবো, তখন অনেক কথা হবে তোমার সাথে...আর তোমাদের দুজনেই আমার কাছে একটা Treat (আপ্যায়ন) পাওনা রইলে। ওটা কিভাবে শোধ করা যায় সে ব্যাপারে কাল তোমার সাথে কথা হবে। আর তোমাকে আবারও ধন্যবাদ। আমি তোমার কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ"-এই বলে অজিত ওর কাপড় পড়তে লাগলো। তারপর কুহির দিকে তাকিয়ে, "কুহি, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে আমার খুব ভাল লেগেছে...তুমি জাভেদের মত বুঝদার স্বামী পেয়েছ, এটা তোমার অনেক বড় সৌভাগ্য। পরে আবার কথা হবে তোমার সাথে, আজ রাতের মত আমি চলে যাচ্ছি।"-বলে আমার সাথে হাত মিলিয়ে আর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অজিত ওর কাপড় পরে বেরিয়ে চলে গেল।

আমি ওর পিছনে গিয়ে দরজা বন্ধ করার সময় অজিত আমাকে ফিস ফিস করে বললো, "দুটো কাজ আজ বাকি রয়ে গেল, একটা হলো কুহিকে দুধ চোদা করা, ওর দুধের উপর কিছু অত্যাচার করা আর আরেকটি হল কুহির পোঁদ মারা। আমি জানি দোস্ত, সামনের কোন ভাল দিনে আমাকে দিয়ে তুমি এই দুটি কাজ করিয়ে নিতে আপত্তি করবে না, তাই না, দোস্ত?"- বলে একটা শয়তানি হাসি দিয়ে অজিত বেরিয়ে গেল, আমি দরজা বন্ধ করে আবার ও বসার রুমে এলাম। কুহি এক চুল ও নড়েনি। আমি ওর পায়ের কাছে বসে ওকে ধীরে ধীরে চিত করলাম।

"তোমাকে দেখতে দাও আমায়, জানু"-বলে আমি উপর হয়ে কুহির ঠিক পিছনে শুয়ে পড়লাম। আমার মুখ ঠিক কুহির দু পায়ের মাঝে ছিলো। ভালভাবে ব্যবহার করা কুহির বিধ্বস্ত গুদটা আমার চোখের সামনে দেখে আমি ও এবার গুঙ্গিয়ে উঠলাম।

"ওহঃ আমার সোনা বৌ, আমার জানু...ও তোমাকে আচ্ছামত চুদেছে।"-আমার কামনামাথা গলা শুনে কুহি চোখ খুলে আমার দিকে তাকালো। কুহির গুদের সৌন্দর্যে আমি বিমোহিত হয়ে কামাতুর হয়ে পড়লাম, ধীরে ধীরে আমি মুখ নামিয়ে কুহির গুদের বেদির উপর একটা চুমু দিয়ে আমার জিভ ওর গুদে ফাটলে লাগিয়ে একটা চাটান দিলাম। কুহির গুদ ভর্তি অজিতের ফ্যাদা, ওর গুদের বাইরের ঠোঁট দুটি ও, ফ্যাদা বাইরে বেরিয়ে আসায় ভিজে আঠালো হয়ে আছে।

কুহি একটা গোঙ্গানি দিয়ে ওর পা দুটি আরও ফাঁক করে দিয়ে নিজের দু হাত আমার দিকে নিয়ে আমার মাথার পিছনে ওর হাত লাগিয়ে আমার মাথাকে ওর গুদের দিকে টেনে চেপে ধরে রাখলো। "অহঃ...আহঃ...জানু সোনা, খাও আমাকে...চুষে দাও আমার গুদকে। এটা তোমার বৌয়ের গুদ, জানু, ভাল করে চুষে দাও।" কুহির কথা শুনে সে যে খুব আরাম পাচ্ছে সেটা আমি বেশ বুঝতে পারলাম।

আমি ওর গুদের ঠোঁট, ওর ভঙ্গাকুর, ওর পাছার খাঁজ সব কিছু চেটে চুষে যত ময়লা ছিল সব পরিষ্কার করে দিলাম। এবার আমি ওর গুদের দুই ঠোঁট ফাঁক করে ধরে আমার জিভ ঠেলে ঢুকিয়ে দিলাম কুহির গুদের সুডঙ্গ পথে। আমার জিভের ঘষা আর চোষানী খেয়ে অল্প পরেই কুহি আবার ও ওর গুদের রস খসিয়ে দিলো। ওর শরীর বেঁকে গিয়ে কার্পেটের উপর নিজের হাতের নখ দিয়ে খামচে ধরে কুহি রাগমোচন করলো।

কুহির রস খসানোর পরে আমি উঠে ওর গায়ের উপরে উঠলাম, কুহি আমাকে একটা লজ্জিত আর দুঃখিত মাথা হাসি উপহার দিলো। আমি কুহির সারা মুখে, গলায়, ঘাড়ে চুমু খেয়ে ওর ঠোঁটে আমার ঠোঁট ডুবিয়ে দিলাম।

আমি ধীরে ধীরে অনেক অনেক আদর দিয়ে কুহিকে চুদতে শুরু করে দিলাম। এবার আমি কুহিকে অনেকক্ষণ চুদতে পারলাম।

এরপর দুজনে উঠে বেডরুমে যাওয়ার পরে কুহি সরাসরি বাথরুমে ঢুকে গেল। সে কিছুতেই গোসল না করে যেন বিছানায় আসতে পারছিল না। গোসল সেরে বিছানায় আসার পরে ও আমাকে জেগে থাকতে দেখে কুহি বেশ অবাক হল। ও ভেবেছিল আমি বোধহয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বো।

রাতে ঘুমতে যাবার আগে:

"তুমি ঠিক আছো তো জানু?" আমি বেশ চিন্তিত গলায় কুহির কাছে জানতে চাইলাম।

"আমি জানি না...নিজেকে আমার ভয়ংকর বলে মনে হচ্ছে"-কুহি যেন বুঝতে পারছে না ওর কি বলা উচিত। "তুমি আমাকে এসব ঘৃণ্য কাজ করতে দেখার পর আমাকে আর ভালবাসতে পারবে। আমন মনে হচ্ছে যেন আমার কোন সম্মান নাই, কোন আত্মমর্যাদা নাই। আমার নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ও নাই।"

"তোমাকে ভালবাসার জন্যে আমার কোন বাঁধা ছিলো না, আর ভবিষ্যতে ও থাকবে না... তোমার কাছে খারাপ লাগুক, তোমার কোন পরিতাপ থাকুক...এটা আমি চাই না।" আমি গভীর ভালবাসা থেকে কুহির কথার জবাব দিচ্ছিলাম, "আমি ঘটতে দিয়েছি বলেই...সব কিছু ঘটেছে...আমি এইগুলি অনেক আগেই খামিয়ে দিতে পারতাম...যদি আমি তাই চাইতাম...কারণ আমি তা থামাতে চাই নি...এবং আজ এই ঘটনা ঘটেছে এই জন্যে আমি খুব খুশি। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর আর সবচেয়ে গভীর অভিজ্ঞতা। আমি গুনতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছি, যে তুমি কতবার তোমার গুদের জল খসিয়েছো...আর তোমাকে গুদের জল খসাতে দেখাটা ও চরম আনন্দের একটা ব্যপার ছিলো...আর তুমি যে এভাবে এতো তিব্রতার সাথে তোমার গুদের জল খসাতে পারো, সেটা ও আমি তোমার সঙ্গে কাটানো ২১ বছর পরেই আজ জানতে পারলাম।"

কতবার কুহি নিজের জল খসিয়েছে সেটা ভাবতেই কুহির দু গাল লাল হয়ে ও যেন লজ্জায় এক অস্বস্তির মাঝে পড়ে গেল।

"আমি আমার বিয়ের ওয়াদা ভেঙ্গে ফেলেছি...আমি অন্য লোকের সাথে সেক্স করেছি...আজ না হোক, পরে যদি কোনদিন তুমি আমার এই ঘৃণ্য কাজের জন্যে আমার উপর রেগে যাও, বা মনে কষ্ট পাও?" কুহি চিন্তিত গলায় বললো।

"আজ যা ঘটেছে সেটার জন্যে আমার কখনওই কোন পরিতাপ বা রাগ হবে না, জানু...তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো...কারণ আমিই চেয়েছিলাম এটা ঘটুক"-আমি ওকে ওয়াদা দেয়ার চেষ্টা করলাম।

"আজ আমি যা ঘটিয়েছি তার জন্যে যদি তুমি কোনদিন অন্য কোন মেয়ের কাছে যাও, বা অন্য কারও সাথে সম্পর্ক করো?... জানু, আমি তোমাকে অন্য কোন মেয়ের সাথে শেয়ার বা ভাগ করে নিতে পারবো না..." কুহি ডুকরে কেঁদে উঠলো, ওর দু চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগলো।

আমি কুহিকে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে ওকে স্থির করার চেষ্টা করতে লাগলাম। "আমি তোমাকে আগে ও বলেছি...তুমি একমাত্র মহিলা যাকে আমি চাই...তোমাকে ছাড়া আমার আর কিছুই প্রয়োজন নেই...আমাকে অন্য মেয়ের সাথে ভাগ করে নেয়ার ব্যাপারে তুমি কখনই মনের মাঝে কোন রকম চিন্তা এনো না, লক্ষ্মীটি।"

"জানু, আমি তোমাকে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি...আমি তোমাকেই খুশি করার জন্যে ওর সামনে ওগুলি পড়ে যাওয়ার জন্যে মত দিয়েছিলাম...সেটা তোমাকে কি পরিমাণ উত্তেজিত ও কামাতুর করে তুলছিলো, সেটা আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম...কিন্তু তারপরই আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না...আমার এতো পরিমাণ অপরাধবোধ হচ্ছে যে কেন আমি ওকে আমার সাথে সেক্স করতে দিলাম" কুহি আমাকে বললো।

"জানু...তুমি তোমার মনের ভিতরে এতটুকু ও অপরাধবোধ রেখো না...জানু...আমিই তো তাই করেছিলাম যেন তুমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলো...কোন এক অদ্ভুত কারণে, যেটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না, আমি চেয়েছিলাম সে যেন তোমাকে চুদতে পারে।"-আমি কুহিকে জবাব দিলাম, "এটা আমাকে প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত আর কামাতুর করে ফেলেছিলো, যখন তুমি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে...এবং ওর সাথে সেক্সকে শুধু মাত্র একটা শরীরের ক্ষিদে পূরণের জন্যে ব্যবহার করেছো...তোমার ভিতরের যৌন চাহিদাকে পূরণ করেছো...পুরোপুরি আত্মসমর্পণ...এটাই আমাকেই বেশি কামাতুর করে তুলেছিলো প্রতি মুহূর্তে।"

"এখন ঘুমিয়ে যাও...আর মনে কোন পরিতাপ রেখো না...আমরা সবাই বেশ কিছুটা আনন্দ উপভোগ করেছি এটাই মনে রাখ...অজিত তোমাকে ব্যবহার করেছে এই কথা মনে স্থানই দিও না...বরং এটা মনে করবা যে আমরা আমাদের কিছু বিকৃত কামনা পূরণ করার জন্যেই অজিতকে ব্যবহার করেছি।"- আমি কুহিকে জড়িয়ে ধরে ওকে চুমু দিতে দিতে কথাগুলি বলছিলাম। কুহি যেন আমার কথায় বেশ আশ্বস্ত হল।

"তুমি খুব ব্যাথা পেয়েছো, তাই না...ও তোমাকে অনেকবার চড় মেরেছিলো"- আমি কিছুটা ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলাম।

"আমার গাল ব্যাথা করছে না...অজিত যখন আমাকে মুখে চড় মারছিল, তখন সে অনেক সতর্ক হয়ে আমি যেন ব্যাথা না পাই সেভাবে খুব অল্প শক্তি দিয়ে চড় মেরেছিলো। কিন্তু খুব সামান্য ব্যাথা পেলে ও একটা বাইরের লোক আমার স্বামীর সামনে আমাকে চড় মারছে এই অপমানের কারণে আমি যেন বেশি উত্তেজিত হয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার পাছা খুব ব্যাথা করছে আর খুব জ্বলছে কারণ পাছার মারগুলি অজিত বেশ ভাল শক্তি খরচ করেই মেরেছিলো"- কুহি লজ্জা মাখা কণ্ঠে জবাব দিলো।

"আচ্ছা...যখন সে তোমাকে প্রথম মারলো...তোমাকে চড় মারলো...আমি ওকে থামানোর জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিন্তু তারপরই আমি দেখলাম ওই মার তোমাকে কিভাবে কামাতুর করে দিচ্ছিলো...তাই আমি আর বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করি নাই।"- আমি বেশ দ্বিধা নিয়েই কুহিকে বললাম।

"জানু...দয়া করে আমরা এই ব্যাপারে আজ আর কথা না বলি...অনেক রাত হয়ে গেছে...চল ঘুমাই...কাল তোমার ছুটির দিন...অনেক কাজ আছে, মনে আছে?"- কুহি লজ্জা মাখাভাবে আমাকে মনে করিয়ে দিল যে কাল শুক্রবার। কিন্তু অজিত ওর সাথে কিভাবে ওর চুল টেনে, মাথা ঝাঁকিয়ে, চড় মেরে, পাছার থাপ্পড় মেরে, মুখে থুথু মেরে আর মুখের ভিতর থুথু আর কফের মিলিত মিশ্রণ ফেলে কিভাবে ওকে গিলতে বাধ্য করেছে সেগুলি মনে পড়তেই ওর বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল। আমি ওর বুকের সাথে আমার মাথা লাগিয়ে ওকে জড়িয়ে রাখছিলাম, তাই আমি বুঝতে পারলাম কুহির মনে কি কি কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

আমরা দুজনেই অনেক বেশি ক্লান্ত ছিলাম, তাই আর কথা না বলে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমের দেশে হারিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে:

পরদিন সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙলো, তখন কুহি আমার পাশে ছিলো না। আমি নিচতলার রান্নাঘর থেকে টুং টাং শব্দে বুঝতে পারলাম কুহি রান্নাঘরেই আছে।

পাঠকদেরকে আমার বাসা সম্পর্কে তেমন কিছু জানানো হয় নি তাই এখন আমার বাসা সম্পর্কে বলছি। আমার বাসায় দুজন ছুটা কাজের মহিলা আছে। ওরা দুজনেই সকালে এসে দুপুর পর্যন্ত থেকে তারপর চলে যায় আবার বিকালে এসে সন্ধ্যার একটু পরেই চলে যায়। এর মধ্যেই ওই দুজন ঘরের সব কাজ করে যায়। আর আমাদের বাসাটা একটা ডুপ্লেক্স বাড়ির মত কিন্তু আসলে তিন তলা। দোতলায় আমরা দুজনে থাকি, আমার পড়ার ঘর, দুটো মেহমানের জন্যে ঘর ও আছে, আর তিন তলায় আমাদের ছেলে মেয়েরা ওদের আলাদা আলাদা রুমে থাকে। একতলাটাই বেশি বড়, ওখানে বসার ঘর, ছোট একটা জিম, একটা পুল খেলার ঘর, রান্নাঘর, ডাইনিং রুম- এসবই আছে। বাসার সাথেই একটা ছোট **Swimming Pool** ও আছে। দুজন দারোয়ান আছে সামনের গেটে যারা পালাক্রমে আমার বাসা পাহারা দেয়। আর আমার বৌয়ের গাড়ীর জন্য একজন ড্রাইভার আছে, যে সকালে আসে আর রাতে যায়। আর আমার গাড়ী আমি নিজেই চালাই। একজন মালি প্রতিদিন বিকালে এসে আমার বাসার ভিতরে বেশ কিছু ফুল ও ফলের গাছ আছে সেগুলির যত্ন নিয়ে যায়।

আমি গোসল সেয়ে নীচের দিকে রওনা দিলাম। কুহি রান্নাঘরে কাজের মেয়েটার সাথে দাড়িয়ে দাড়িয়ে নাস্তা তৈরি করছে। কুহির দিকে তাকিয়ে আমি ওর রূপে যেন আবারও মুগ্ধ হয়ে গেলাম। যদি ও সে একটা টিলেচালা সেলোয়ার কামিজ পড়ে রয়েছে, কিন্তু সেটার উপর দিয়ে ও ওর আয়ত চোখ, সুন্দর মুখশ্রী আর একহারা দীর্ঘাঙ্গি গড়ন আর ওর টলটলে স্বচ্ছ সুন্দর হাঁসি যেন যে কোন পুরুষেরই আরাধ্য বস্তু। ওকে দেখেই যে কেও বলতে পারবে যে খুব ভাল আবেগময়, দায়িত্বশীল একজন স্ত্রী, সন্তানের কাছে একজন আদর্শ মা। কুহি নিজে ও যেন কাল রাতের ঘটনা মন থেকে প্রায় মুছে ফেলে আজ সকালে নিজের আগের জায়গায় ফিরে গেছে, সে এখন আর কাল রাতের মত একজন উচ্ছৃঙ্খল বাঁধনহারা মেয়ে নয়। ওর প্রতিটি নড়াচড়া আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে ও একজন সম্মানিত মা, একজন সম্মানিত ভদ্রমহিলা।

"ওহঃ জানু...তুমি উঠে গেছো, বসো, আমি এখনি নাস্তা দিচ্ছি।"- বলে একটা সুন্দর হাঁসি উপহার দিল কুহি আমাকে। আমি ও ওকে একটা প্রাপ্য হাঁসি উপহার দিয়ে খাবার টেবিলে বসে আজকের পত্রিকা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলাম। আমরা দুজনে বেশ চুপচাপভাবেই নাস্তা সেয়ে নিলাম। নাস্তা শেষ করে আমি আমাদের শোবার ঘরে চলে গেলাম। কুহি আমাদের দুজনের জন্যে দু মগ কফি নিয়ে একটু পরেই এসে ঢুকলো। আমার হাতে কফির মগ ধরিয়ে দিয়ে কুহি আমার পাশে বিছানার উপর বসে পড়লো।

"জানু...আমাদের সব ঠিক আছে তো?" কুহি যেন কিছুটা ভয় নিয়ে আমার কাছে জানতে চাইলো।

"আমরা দুজন একদম ঠিক আছি জানু, আমরা দুজনেই খুব ভালবাসি একে ওপরকে, এবং এতো বেশি বিশ্বাস করি দুজন দুজনকে যেটা আসলে পরিমাপ করা সম্ভব নয়"- আমি বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে জবাব দিলাম। "তুমি ও কি তাই মনে করো না?"

"আমি ও তাই মনে করি...জাস্ট আবারও একটু নিশ্চিত হয়ে নিলাম"- কুহির মুখে হাসির সাথে একটা অপরাধবোধ ছায়া ফেলে আছে।

"তোমার গলার কাছের দাগটা এখনও দেখা যাচ্ছে"- আমি ওর গলার কাছে অজিতের দেয়া দাগটার দিকে তাকিয়ে বললাম।

"হ্যাঁ...আমি বসে কাজ করার সময় কাজের মেয়েটা দেখে ফেলে আমার কাছে জানতে চাইছিল যে কিভাবে এই দাগ হলো।"- কুহি একটু ভয়ে ভয়ে বলছিলো। "আমি ওকে বলেছি যে কাল রাতে একটা পোকা কামড় দিয়েছিল, তারপরই এই জায়গাটা এই রকম হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছো...একটা ভীতিকর, বাজে বড় পোকা কামড়ে দিয়েছিল তোমাকে"- এই বলে আমি মুচকি হেসে কুহির টিকালো চোখা নাকটা একটু চেপে দিলাম। সাথে সাথেই কুহির হাত এসে আমার বাড়ার উপর পরলো, আমার বাড়া দাড়িয়ে গিয়েছিলো। কুহি ওটাকে মুঠোর ভিতর শক্ত করে ধরলো। আমি এক হাত বাড়িয়ে কাপড়ের উপর দিয়েই কুহির একটা বড় মাই আমার হাতে চেপে ধরলাম।

"জানু, তুমি সকাল বেলাতেই এতো উত্তেজিত হয়ে আছো কেন? জানো না ঘরে কাজের লোক আছে"-কুহি আমার দিকে ওর দুই হাঁসি দিয়ে বললো। "তোমাকে রান্নাঘরে দেখেই আমি উত্তেজিত হয়ে গেছিলাম। তুমি এতো সেন্সিটিভ"- আমি কুহির ঘাড়ে চুমু খেয়ে বললাম, "তুমি এই সেলোয়ার আর কামিজের নীচে কি ব্রা, প্যানটি পড়েছো?"

"সব সময় ঘরে যে ধরনের ব্রা পড়ি সেগুলি"- কুহি জানালো।

"শুন, আমি চাই তুমি এখনি এই গুলি খুলে ফেলবে, আর কাল রাতে অজিতের সামনে যেইগুলি পড়েছিল, সেই গুলি পড়ে থাকবে আজ সারাদিন। তোমার কামিজের নীচে ওগুলিই থাকবে, অন্য কিছু নয়।" আমি ওর মাই টিপে ওর কোমল ঠোঁট দুটিতে একটা লম্বা চুমু খেয়ে বললাম।

"কিন্তু এখন ঘরের অনেক কাজ আছে তো, আর জিসান আর আরিবা একটু পরেই এসে পড়বে, আম্মু ওদের দিয়ে যাবে বলেছে।" কুহি বাঁধা দিতে চাইলো।

"কিছু হবে না। তোমার কাপড় খুলে কি কেও দেখতে যাবে যে তুমি কি পড়েছো? আর ভিতরে সেন্সিটিভ ব্রা প্যানটি পড়ার কারণে তুমি সারাদিন নিজের শরীরে উত্তেজনা অনুভব করবে...আমার ও এটা দেখতে ভাল লাগবে...পাল্টে ফেল জানু...এখনি পড়ে ফেলো"- আমি কুহিকে আবার ও চুমু খেয়ে বললাম।

কুহি আমার কথা মত উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাড়িয়ে ওর কামিজ আর সেলোয়ার খুলে কাল রাতের ব্রা প্যানটি পড়ে নিল। "এখন থেকে যখনই তুমি বাইরে যাবে সবচেয়ে সেন্সিটিভ পোশাক পড়ে বাইরে যাবে, আর তোমার এই ধরনের যত ব্রা প্যানটি আছে এগুলিই পড়ে বের হবে, ঠিক আছে তো জানু সোনা?"- আমি কুহিকে আদেশ দিলাম।

"কিন্তু জানু, তোমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, ওরা এখন অনেক কিছু বুঝে, ওদের সামনে বেশি সেন্সিটিভ পোশাক পড়া ঠিক হবে না।"-কুহি যুক্তি দেখালো।

"জানু...ছেলে মেয়েরা যদি বুঝে ফেলে ও তারপর ও তুমি এই ধরনের পোশাকই পরবে। ওরা বুঝলে ও কোন ক্ষতি নেই। আজ রাতে তোমার কাজিনের মেয়ের গায়ে হলুদে যখন যাবে তখন খুব টাইট ফিট একটা জিপ্সের প্যান্ট আর একটা বড় গলার টপস পড়ে যাবে। বিয়ে বাড়িতে তোমার যত গুনগ্রাহী আছে, ওদেরকে তোমার রূপ যৌবন দেখিয়ে পাগল করে দিবে।" আমি বেশ কামাতুর গলায় বললাম।

"জানু...যদিও কাল রাতে যা হয়ে গেছে তা আমি পছন্দ করি নাই...কিন্তু এর ফলে তোমার আমার মাঝে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, সেটা আমার ভালই লাগছে। আমি এই রকম উত্তেজিত আর কামাতুর অনেকদিন হই নাই...এটা যেন একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আমাদের দুজনের সম্পর্কে আরও কাছে এনে দিয়েছে, তাই না জানু?"- কুহি নরম গলায় বললো।

"হ্যাঁ...আমি ও এটাই মনে করি..."- আমি সত্যি স্বীকার করে নিলাম, "কাল রাতে যা হয়েছে সেটা আমার খুব ভাল লেগেছে...আমরা যে এতো খারাপ হয়ে গেছি সেটাই আমার বেশি ভাল লাগে...আমরা যে আমাদের মনের কামনার কাছে, দেহের ক্ষুধার কাছে পুরো পুরি আত্মসমর্পণ করেছি, এটা ভেবেই আমার ভাল লাগে...তোমার ও খারাপ হতে ভাল লাগে, তাই না, জানু? যে লোক তোমার স্বামী না, সেই সব লোকদের কাছে চোদা খেয়ে তুমি ওদের দেহের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে চাও, তাই না? তুমি তোমার শরীর ওদেরকে দিয়ে ব্যবহার করতে চাও, তাই না? তুমি ওদের কাছে নিজেকে খানকী হিসাবে মেলে ধরতে চাও?" আমি কাম উত্তেজনায় বলতে লাগলাম।

"হ্যাঁ, জানু...এই জন্যেই আমি এটা করেছি...যদি ও এটা ঠিক না, কিন্তু তোমাকে উত্তেজিত করতে আমার ভাল লাগে...আমি তোমার জন্যেই খানকী হতে চাই, তোমার আদরের খানকী।" কুহি উত্তেজিত গলায় বেশ লজ্জা মাখা কণ্ঠে বললো।

"আমি চাই, তুমি খারাপ হও, অনেক খারাপ...সত্যিকারের খারাপ মেয়েছলে" আমি আমার বাড়া কাপড়ের উপর দিয়ে কুহির গুদের উপর চেপে ধরে বললাম।

"জানু...তোমাকে একটু বাইরে যেতে হবে...একটা ওষুধ নিয়ে আনতে হবে ওষুধের দোকান থেকে। ওই যে রাতে সেঙ্গ করার পরে সকালে খেতে হয়, এই রকম একটা ট্যাবলেট নিয়ে আসতে হবে।" কুহি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব আন্তরিকভাবে বললো, "যদি ও আমার এখন নিরাপদ সময় চলছে, কিন্তু আমি রিস্ক নিতে চাই না।" কাল রাতে আমরা দুজনেই ভুলে গেছি যে আমাদের দু সন্তান হওয়ার পরে আমি খুব গোপনে ভ্যাসেকটমি করিয়ে নিয়েছিলাম যাতে কুহিকে কোন পিল খেতে না হয়, আর কাল রাতে কুহি অজিতের বাড়ার মাল সরাসরি গুদে নিয়েছে, আমাদের কারোরই মনে ছিল না অজিতকে ওর মাল বাইরে ফেলতে বলার জন্যে।

অজিত কুহিকে প্রেগন্যান্ট করে ফেলতে পারে এটা ভেবে আমি প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত হয়ে এক টানে আমার পরনের কাপড় খুলে কুহির সেলোয়ার খুলতে শুরু করলাম। দ্রুত হাতে কুহির পরনের নীচের অংশের কাপড় খুলে আমার বাড়া টেনে নিয়ে একটানে কুহির গুদের ভিতর আমার বাড়া ভরে দিলাম, আর কুহির গালে মুখে চুমু দিতে শুরু করলাম।

কুহি অবাক চোখে আমার কাজ কর্ম দেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো, সে বুঝতে পারলো যে অন্য পুরুষ ওকে গর্ভবতী করে ফেলতে পারে এটা ভেবে আমি এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছি।

"আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, তুমি এতটা বিকৃত আর উদ্ভট মানুষ হয়ে গেলে কিভাবে...অন্য পুরুষ আমাকে গর্ভবতী করে ফেলতে পারে এটা ভেবে তুমি এতটা উত্তেজিত হয়ে গেছো"- কুহি আমার প্রতি অভিযোগ করছিলো, কিন্তু ওর গুদ আমার বাড়াকে কামড় দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সে ও এটা ভেবে প্রচণ্ড কামাতুর হয়ে গেছে।

"আমার কি সমস্যা হয়েছে সেটা আমি জানি না...কিন্তু অন্য পুরুষ তোমার গুদে ফ্যাদা ঢেলে তোমাকে গর্ভবতী করে ফেলেছে, এটা ভেবে আমি খুবই উত্তেজিত"- আমি কুহিকে একটা শয়তানের মত হাঁসি দিয়ে বললাম আর জোরে জোরে কুহিকে চুদতে শুরু করে দিলাম।

"তুমি খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছ...তুমি জান এটা চিন্তা করা ও খুব খারাপ...আমার ভাল মন এসব কিছু থেকে দূরে পালিয়ে যেতে চায়, কিন্তু আমি তোমার জন্যে খুব খারাপ হতে ও রাজি" কুহি আমার জোরে জোরে ধাক্কা আনন্দের সাথে গুদে নিতে নিতে বললো।

"শুন, জানু, আজ রাতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে, তুমি জিপের প্যান্ট পড়ো না। তোমাকে যে একটা নতুন লেহঙ্গা কিনে দিয়েছিলাম বিয়েতে পড়ার জন্যে, সেটা পড়ো। আর তোমার কয়েকটা প্যানটি আছে না, যে ওই গুদের ফুটোর কাছে কাঁটা, মানে তোমার ওই যে Grochless প্যানটি গুলি থেকে একটা পড়বে। অনুষ্ঠানের যে কোন এক সময় আমি তোমাকে কোন এক চিপায়, বা কোন এক রুমে নিয়ে চুদবো। বাড়ি ভর্তি লোকের মধ্যে, চুপি চুপি আমি তোমাকে চুদে তোমার গুদে মাল ফেলবো, তুমি গুদ ভর্তি ওই মালগুলি নিয়ে পুরো অনুষ্ঠান শেষ করবে, তারপর আমরা বাসায় আসবো।"-আমার মনের মধ্যে শয়তানি বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

কুহি অবাক চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, "জানু, এই পাগলামিটা করো না। যে কেও যে কোন সময় দেখে ফেলতে পারে। আর ওই লেহঙ্গাটা আজ পড়ে ফেললে, বিয়ের দিন কি পড়বে? আর এই রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে Grochless প্যানটি পড়ে থাকা যায় না। আমি খুব লজ্জা পাবো, জানু, আমাকে তুমি লজ্জা দিও না মানুষের সামনে। যে কোন সময় আমরা ধরা খেয়ে যেতে পারি।" কুহি অনুনয়ের গলায় আমাকে যুক্তি দেখাতে লাগলো।

"শুন, জানু, আমি যা বলেছি তোমাকে তাই পড়তে হবে, বিয়েতে পড়ার জন্যে তোমাকে আরেকটা শাড়ি কিনে দিবো। কিন্তু বিয়ে বাড়িতে আজ তোমাকে আমি চুদবোই। আর ওই প্যানটি ও তুমি পড়বে। আজ অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি তোমার সাথে যা করবো সেটা ভেবে তুমি সারাক্ষণ কামার্ত হয়ে থাকবে। এক ফাকে খুব দ্রুত আমি তোমাকে চুদে দিবো। আমার মাল তোমার গুদের ঠোঁট বেয়ে তোমার জাং দিয়ে গড়িয়ে পড়বে, আর তুমি সেটা ঢেকে লেহঙ্গা পড়ে ঘুরে বেড়াবে, মেহমানদের সামনে, চিন্তা করো কি রকম উত্তেজনার আঙনে আমরা দুজনে জ্বলবো।" আমি পাল্টা যুক্তি দেখালাম কুহিকে। কুহির মুখ আমার কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। কুহি বুঝলো যে আমি যা বলেছি, সেটা ওকে করতেই হবে, আর এই রকম একটা ঘটনা ওকে যেন আরও বেশি কামাতুরা করে দিলো।

আরও কিছু সময় ধরে আমি কুহিকে চুদলাম, আর চোদা শেষে কুহির গুদে মাল ফেললাম।

এর কিছু পরেই আমাদের সন্তানরা এসে গেল ওদের নানার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে। আমরা দুজনেই আবার ওদের সাথে বসে গল্প করতে লাগলাম, আজকের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে কে কি পড়ে যাবে, কখন যাবে। আমার ছেলে জিসান খুব ধীর স্থির, একেবারে আমার মত। বেশি কথা বলে না, কোন কিছু নিয়ে খুব বেশি আগ্রহ বা উৎসাহ দেখানো ওর ধাঁচে নেই। কিন্তু মেয়েটা হয়েছে একেবারে ব্যতিক্রম, খুব চঞ্চল, যদি ও এখন ও মাত্র কলেজে পড়ে সে, কিন্তু ওর কথা বার্তা কাজ কর্ম দেখে ওকে যে কেও ক্লাস সিক্সের (৬) বাচ্চার সাথেই তুলনা করবে। জিসান বরাবরই লেখাপড়ায় মেধাবী, ওকে আমাদের দুজনেরই কখনও পড়তে বসার জন্যে বলতে হয় না। কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে হয়েছে জ্বালা, একদমই পড়তে চায় না, সারাক্ষণ দুষ্টিম, খেলাধুলা, টিভি আর ইন্টারনেট নিয়ে পড়ে থাকতেই সে বেশি পছন্দ করে। তবে একটা ব্যাপারে ভাই বোনের মধ্যে একটা মিল আছে, জিসান দিন দিন যেমন এক সুন্দর সুপুরুষ হয়ে উঠছে তেমনি আরিবা ও দিন দিন রূপে সৌন্দর্যে শরীরের বাড়ন্ত গড়নে তর তর করে বেড়ে উঠছে।

সন্তানদের কাছে পেয়েই কুহি যেন ওর পুরনো মাতৃরূপে ফিরে গেল, এই মুহূর্তে ওকে দেখে কেও বলতে পারবে না যে কাল রাতে ওর উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে। আমি বসে বসে আমার মেয়ের সাথে টুকটাক কথাবার্তা বলতে বলতে আড়চোখে কুহিকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। এবার আমি উঠে অফিসে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম, যদিও আজ আমার অফিস বন্ধ কিন্তু কিছু জরুরি কাজ আমার সব সময়েই থাকে এই ছুটির দিনে ও, কারন বেশিরভাগ বিদেশী ক্লায়েন্টদের সাথে মীটিং বা কোন নতুন টেকনোলজির প্রদর্শনগুলি আমি সাধারণত এই দিনেই করি। এই জন্যে আমার অফিসে কিছু লোককে এই ছুটির দিনে অফিস করতে হয় আমার সাথেই, যদিও সন্তানের অন্য কোন দিনে ওরা সেই ছুটিটা নিয়ে নেয়। আমি রেডি হয়ে ছেলে আর মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে, কুহির গালে চুমু খেয়ে বেড়িয়ে পরলাম অফিসের উদ্দেশ্যে।

আমি অফিসে পৌঁছে একটা মিটিং ছিল ওটা শেষ করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম এমন সময়েই আমার মোবাইলে অজিতের ফোন আসলো। আমি একটু ইতস্তত করে তারপর ও গুটা ধরলাম।

"হ্যালো"।

"হ্যালো, দোস্ত, কেমন আছো তুমি? সব ভালো তো?"

"সব ভালো, অজিত, তুমি কেমন আছো?"

"খুব ভালো দোস্ত, কাল রাত ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত, এমন সুখ আর আনন্দ আমি কোনদিন পাই নি, তোমাকে আবারও ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে ফোন করলাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ, তোমাকে।"

"অজিত, তোমাকে ও ধন্যবাদ, কিন্তু কাল রাতের ব্যাপারে আমি তোমার সাথে এই মুহূর্তে কোন কথা বলতে চাই না।"

"দোস্ত, তোমার কথায় মনে হচ্ছে কাল রাতের ঘটনায় তুমি খুব মাইন্ড করেছো, কিন্তু এটা তো মিথ্যা কথা, আমি জানি ওটা তুমি খুব উপভোগ করেছো, যাই হোক, আমি তোমাদের দুজনকে নিয়ে একদিন কোন এক রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে চাই, তাই তোমাকে ফোন দিলাম। কারণ কাল রাতের জন্যে তোমরা দুজনেই আমার কাছে একটা ট্রিট পাওনা রয়েছে, আর তাছাড়া এতদিন পরে তোমার সাথে আমার দেখা, সেটা সেলিব্রেট করতে হবে না, তুমি বল, আজ রাতে আসতে পারবে?"- অজিত যেন আমার কথায় কোন পান্ডা না দিয়েই বেশ বিশ্বাসের সাথে বললো।

(শালাঃ একেবারে আমার গাঁড়ায় গিয়ে হাত দেয়, তাই ভাললাগার কথা বাদ দিয়ে আমি জবাব দেয়ার চেষ্টা করলাম)

"অজিত, আজ আমাদের একটা বিয়ের দাওয়াত আছে, রাতে আমরা ওখানেই খাবো, আর আমি জানি না, কুহি তোমার সাথে আবারও দেখা করে ডিনার করতে আগ্রহী হবে কি না? তাই এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারছি না"- আমি যুক্তি দেখতে চেষ্টা করলাম।

"আরে দোস্ত, কুহি রাজী হয়ে যাবে, তুমি রাজী হলেই, আর তা না হলে, তুমি বললে আমিই ওকে রাজী করাই, কি বলো?" অজিত ফোন একটা ক্রুর হাঁসি দিয়ে বললো।

"অজিত, আমাকে একটু সময় দাও, আর এই মুহূর্তে আমি চাই না যে তুমি কুহির সাথে আবার ও দেখা করো, আর তুমি ভাল করে শুনে রাখো, আমার অনুমতি ছাড়া তুমি আমার বাসার কাছে ও যাবা না।" আমি অজিতকে বেশ কড়া গলায় বললাম।

"ওহঃ দোস্ত, আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি সত্যিই আমার উপর রেগে আছো, নাকি রেগে থাকার ভান করছো!" অজিত বেশ হতাশ গলায় বললো, "ঠিক আছে, আমি তোমার অনুমতি না নিয়ে তোমার বাসায় যাবো না, কিন্তু আমি কুহির সাথে ফোনে কথা তো বলতে পারি, আমার জানা দরকার কুহি ও কি আমার উপর রেগে আছে কি না, তুমি কুহির ফোন নাম্বারটা দাও আমাকে।"

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম, বুঝতে চাইলাম, যে কুহির ফোন নাম্বার অজিতকে দেয়া ঠিক হবে কি না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, কুহি অজিতের সাথে ফোনে কথা বলবে।

"আরে দোস্তঃ তুমি এত চিন্তা করছো কেন, ফোনে তো মানুষ কথা বলার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে না, তাই না? দাও, ওর ফোন নাম্বারটা দাও, আমি ওকে ফোন করে কাল রাতের জন্যে একটা ধন্যবাদ দিয়ে ওকে ডিনারের জন্যে আমন্ত্রণ জানাবো। তারপর কুহি আসতে রাজী হলে আমার সবাই সামনের কোন এক দিনে একসাথে ডিনার করবো, রাজী না হলে তো কিছু করার নাই। আর তুমি কুহির নাম্বার না দিলে আমাকে তো তোমার বাসায় গিয়েই কুহির অনুমতি আদায় করতে হবে, তাই না?"- অজিত বেশ হালকা গলায় আমাকে যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করলো, সে যেন ধরেই নিয়েছে যে আমি ওকে কুহির নাম্বার দিবো। অজিত যেন আমাকে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি ও দিয়ে দিল, যে আমি যদি কুহির নাম্বার না দেই, তাহলে সে বাসায় চলে যাবে।

আমি কুহির নাম্বার অজিতকে দিয়ে দিলাম।

"শুন, অজিত, বাসায় আমার ছেলে মেয়েরা আছে, তুমি প্লিজ কথাবার্তা সাবধানে বলো, আর কুহিকে তুমি জোর করবে না ডিনারের জন্যে।" আমি অজিতকে সাবধান করতে চাইলাম।

"তুমি চিন্তা করো না, আমি জানি তোমাদের দুটো উপযুক্ত বাচ্চা আছে, কিন্তু সাথে সাথে তোমার এমন একটা খানকী বৌ আছে, যে কিনা পর পুরুষের জোর খাটানোকেই ভালবাসে, সে প্রমান তো তুমি কাল রাতেই পেয়েছো। আর আমি জানি, কুহির সাথে আমার ফোনে কথা বলাটা ও তুমি খুব ভালভাবেই উপভোগ করবে। তাহলে এখন রাখছি, বন্ধু। পরে কথা হবে।" অজিত বেশ হালকা গলায় বললো।

অজিত ফোন রেখে দেয়ার পরে ও আমি ফোন কানের সাথেই লাগিয়ে রেখে ভাবছিলাম, অজিত কুহিকে কি কথা বলবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি ভাবলাম যে আমি কুহিকে ফোন করে জানিয়ে দেই যে অজিত ওকে ফোন করবে, তারপর আবার ভাবলাম যে অজিতের ফোনটা কুহির কাছে একটা সারপ্রাইজের মতই থাকুক। আমি বিকালে গিয়ে জেনে নিবো ওদের মধ্যে কি কথা হল। অজিতের ফোন পাওয়ার পর থেকে আমি যেন আর কাজে মন বসাতে পারছিলাম না। যাই হোক অল্প কিছু কাজ সেরে আমি ও টার দিকে বাসায় ফিরে আসলাম।

পথে পথে আসতে আমার মনের ভিতর নানা রকম চিন্তা ভাবনা চলছিলো, অজিত কুহির সাথে কথা বলে যদি রাজী করিয়ে ফেলে, তাহলে তো আমাদেরকে ওর দাওয়াতে যেতে হবে, আর অজিত যেই রকম ধূর্ত, চালাক ও কথায় পটু তাতে দাওয়াতে গিয়ে ও অজিত হয়ত কুহিকে কোন না কোনভাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে। আজ অজিতের কথায় মনে হচ্ছে অজিতের সাথে আমাদের এই ধরনের ঘটনা শুধু মাত্র গতকাল রাতেই শেষ হয়ে যায় নি, সামনের দিনগুলিতে ও অজিত কুহিকে বার বার ভোগ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে, যদি ও আজ আমি ওকে আমাদের বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছি, কিন্তু অজিতের যে আকর্ষণ কুহির প্রতি তৈরি হয়েছে, তাতে সে আমাকে **Convince** করিয়ে কোন এক সময় আবার ও বাসায় ঢুকে যাবে। অজিতের দিক থেকে ও পুরো ঠিক আছে, কারণ

ওর নিজের একটা ভাঙ্গা বিয়ে ও মেয়েদের নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার পর, কুহির মত উচ্চশিক্ষিত, সুন্দরী ঘরের বৌ কে ভোগ করতে পারা ওর কাছে যেন একটা স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নের সেরা অংশটা হচ্ছে, কুহিকে ও submissi ve বানিয়ে নিজের ইচ্ছেমত ব্যবহার করা। তাই খুব সহজে সে কুহিকে ছাড়তে চাইবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু আমার দিক থেকে আমি কি চাই। আমি নিজের মনের সাথে বোঝাপড়ায় লেগে গেলাম যে সত্যি আমার মন কি চায়। একটা ব্যাপার আমি বেশ নিশ্চিত যে গতকাল রাতের মত অজিত যদি কুহিকে আবার ও ব্যবহার করে (Rough Dominating Sex) বা এর চেয়ে বেশি কিছু ও করে আমার শরীর সব সময়ই সেখানে সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। কিন্তু আমার মন কি চায়, আমার মন কি চায় যে আমার ভালবাসার মানুষ, আমার সন্তানের মা কে একটা ধূর্ত শিয়ালের মত ভিন্ন জাতের একটা লোক এভাবে বার বার ব্যবহার করুক? আমি বুঝতে পারছি না, সব চিন্তাভাবনা যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, কোন যুক্তি কাজ করছে না মাথায়। আর ও একটা ব্যাপারে আমি পুরো নিশ্চিত যে কাল রাতের ঘটনা আমার ও কুহির কাছে একটা দুঃস্বপ্ন নয়, একটা রোমাঞ্চকর, সুখময় স্মৃতি হিসাবেই থাকবে, তাহলে আমি আর কুহি দুজনেই কি এই রকম সুখকর স্মৃতি আরও পেতে চাইবো না? আর কুহি কি চায়? যদিও আমি জানি যে কাল রাতের ঘটনার পর থেকে কুহি খুব লজ্জিত আর অপরাধবোধ ওকে ঘিরে আছে, কিন্তু এটা ও তো সত্যি যে কুহি, আমার সাথে ওর বিবাহিত জীবনের ২১ টি বছরে এই রকম সুখ কখনও পায় নি। সে ও কি এই সুখ আবার ও চাইবে? এভাবে না রকম চিন্তা আমার মনকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিলো, যাই হোক এসবের মধ্যেই আমি বাসায় পৌঁছে গেলাম।

কুহি না খেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো, যদিও ছেলে মেয়েরা দুপুরের খাবার শেষ করে যার যার নিজ রুমে চলে গিয়েছিলো। আমাকে দেখে কুহি যেন একটা লাজুক হাঁসি দিলো, আমি ও বুঝতে পারলাম, অজিত নিশ্চয় কুহিকে ফোন করেছিলো আর সেটা নিয়ে কুহি মনে মনে বেশ লজ্জা পাচ্ছে। আমি কুহির লাজুক হাঁসি বেশ আনন্দের সাথেই গ্রহণ করলাম। অল্প কিছু কথার মধ্যেই আমরা দুজনে খাবার শেষ করলাম। তারপর আমি আমার বেডরুমে গিয়ে টিভি ছেড়ে বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় পা ছড়িয়ে বসলাম। প্রায় ২০ মিনিট পরে সব কিছু গুছিয়ে কুহি ও বেডরুমে ঢুকল। আমার পাশে এসে গা ঘেঁষে বসলো। আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাঁসি দিয়ে বললাম, "এবার বলো, আমার দুষ্ট বৌটা এমন লজ্জা পাচ্ছে কেন? কি হয়েছে?"

"আগে বলো, অজিতকে আমার ফোন নাহার কে দিয়েছে, তুমি?"-কুহি পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চাইলো।

"তার মানে হচ্ছে, অজিত তোমাকে ফোন করেছিলো?"-আমি ও জবাব না দিয়ে আবার পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

"জানু, অজিতের কথা মনে হলেই আমি নিজের কাছে নিজেই এতো বেশি লজ্জিত হয়ে যাই, যে আমার বিবেকবোধ কাজ করে না।"-কুহি খুব নিচু স্বরে জবাব দিল, "হ্যাঁ...ও আমাকে ফোন করেছিলো, যদিও আমি ওর কাছে জানতে চাইছিলাম যে ও কোথা থেকে আমার ফোন নাহার যোগাড় করলো, কিন্তু অজিত জবাব দেয় নি, তবে আমি ধারণা করেছিলাম যে অজিত তোমার কাছ থেকেই আমার নাহার নিয়েছে।"

"হ্যাঁ, আমিই ওকে নাহার দিয়েছি, ও আমাদেরকে ডিনারের দাওয়াত দিতে চায়, আমি রাজী হই নি, আর আমি ও বলেছিলাম, যে তুমি রাজী হবে না।"- আমি স্বীকার করে নিলাম, "তবে আমি ওকে বেশ কড়া করে এই বাসায় আসতে নিষেধ করে দিয়েছি, ও মেনে নিয়েছে। ও কখন ফোন করেছিলো?"

"আমি গোসল করতে যাবো, ঠিক তার আগ মুহূর্তে... আমি ফোন নিয়েই বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিলাম।" কুহি যেন আরও বেশি লজ্জিত হয়ে বললো, "কিন্তু জানু, আমি যে তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারি নি, আমি ওর কথায় রাজী হয়ে গিয়েছি, বলেছি তুমি যদি রাজী হও, তাহলে আমরা দুজনে যাবো ওর ডিনারে।"

আমি মূদু হেসে বললাম, "তুমি যদি রাজী হয়েই থাকো, তাহলে তো আর কিছু করার নেই, আমাদের যেতেই হবে। বলার সাথে সাথে রাজী হয়েছো নাকি ও তোমার সাথে অনেক জোরাজুরি করেছিলো?"

"তুমি তো ভালো করে চিনো অজিতকে, ও কি রকম নাছোড়বান্দা টাইপের লোক... আমি না বলছিলাম ওকে, কিন্তু সে আমাকে ওর কথার জালে জড়িয়ে আমার মুখ থেকে হ্যাঁ বের করিয়ে ছেড়েছে। পাকা ২৫ মিনিট সে আমার সাথে কথা বলেছে। ফোন রাখতেই চায় না, কত রকম উল্টা পাল্টা কথা বলেছে সে আমার সাথে...পরে আমি যখন রাজী হলাম তারপর সে ফোন রেখেছে..."- কুহি বেশ ইতস্তত করে আমাকে বলছিল, "আরও বলেছে যে সে মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করবে"- কুহি মাথা নিচু করে ফেললো।

আমি কুহিকে এক হাত দিয়ে কাছে টেনে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে নিলাম। "ঠিক আছে, আমরা যাবো অজিতের দাওয়াতে।"- এই কথার সাথে সাথে আমার ও কুহির দুজনের শরীরেরই যেন একটা বিদ্রুৎ খেলে গেল। অনাগত সন্তানবনায় আমার দুজনেই যেন কেঁপে কেঁপে উঠলাম।

"ওর সাথে কথা বলতে তোমার ভালো লেগেছে?" আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জানতে চাইলাম।

"ও তো প্রথমে ভাল ভাল কথা বলে, এর পরে শুরু হয় যতসব নোংরা নোংরা বিদ্রুপ কথা..."-কুহি যেন প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দিতে চাইলো না।

"জানু...আমি জানতে চাই...ওর সাথে কথা বলতে তোমার ভাল লেগেছে কি না?" আমি কুহির চোখে চোখ রেখে নরম গলায় জানতে চাইলাম। কুহি একটু চুপ করে থেকে ওর মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে উপর নিচ করে আমাকে ওর জবাব জানালো।

আমি কুহির কপালে একটা বড় করে চুমু খেয়ে বললাম, "তাহলে ওর সাথে কথা বোলো...ও যখনই ফোন করবে, ভাল করে ওর সাথে কথা বোলো।"- আমি একটু আদেশের সুরে কুহিকে বললাম, "মনে রেখ, তোমার গুদে আমারটা ছাড়া একমাত্র অজিতের বাড়া ঢুকেছে...ওই যে বলে না অনেকে দ্বিতীয় স্বামী...ওই রকম মনে করো..."-আমি যেন অনেকটা নিজেকেই নিজে বললাম।

কুহি যেন আমাকে ভাল করে দেখে নিয়ে আমার মুখ আর গলার কামুকতাকে চিনে নিতে চাইলো, "আমি ওর সাথে কথা বললে তুমি খুশি হবে?"- আমি আবারও লম্বা একটা চুমু কুহির কপালে ঝাঁক দিয়ে বললাম, "খুশি হবে...সত্যিই খুশি হবে...জানু...তবে ও যেন কখনও হটহাট করে এই বাসায় চলে না আসে...আসার আগে যেন অবশ্যই আমার অনুমতি নিয়ে তবুই আসে...বাসায় কাজের লোক আছে, ছেলে মেয়েরা আছে...ওদেরকে লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি অজিতের সাথে কথা বোলো...ঠিক আছে...জানু...?"

কুহি যেন আমার কথায় আর ও গলে গলে আমার শরীরের সাথে নিজেকে মিলিয়ে দিচ্ছিলো। যদি ও আমরা দুজনে চুপ চাপ বসে ছিলাম, কিন্তু দুজনের মনেই নানা রকম প্রশ্ন, নানা দ্বিধা, নানা রকম সংকোচ, নানা ভাবনা চলতে লাগলো।

সেদিন রাতে বিয়ে বাড়ির ঘটনাঃ

সন্ধ্যার কিছু পরে কুহি আর আরিবা বের হয়ে গেল **Beauty Parlour** এর উদ্দেশ্যে কুহির গাড়ী নিয়ে। ওরা ওখান থেকেই সেজে গুজে বিয়ে বাড়িতে যাবে। রাত প্রায় ৯ টার দিকে আমি আর জিসান আমার গাড়ী নিয়ে বিয়ে বাড়িতে গেলাম। যদিও তখন ও কুহি ওখানে পৌঁছে নি। আমি সবার সাথে মিশে গিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলাম, জিসান ওর সম বয়সীদের ভিড়ে মিলে গেল। যাদের বাড়িতে গেলাম উনি হচ্ছেন কুহির খালাতো বোন, যদিও কুহির চেয়ে বয়সে উনি অনেক বড়, দুলাভাই খুব মিশুক মানুষ, উনি **Cargo** ব্যবসার সাথে জড়িত, আমার সাথে খুব খাতির, জানতে চাইলো তার শ্যালিকা টিকে কোথায় ফেলে এসেছি।

আমি বললাম, "কুহি তো আজকে ওর রূপের আঙন ছড়িয়ে দিবে এই বাড়ির সবার উপরে, তাই একটু সাজগুজু করতে গেছে, চলে আসবে কিছুক্ষনের মধ্যেই।"

দুলাভাই এক গাল হাসি দিয়ে বললো, "আমার শ্যালিকার তো রূপের অভাব নেই, আজ এই বিয়ে উপলক্ষে যদি কিছুটা আঙন আমরা সবাই পাই, তাহলে তো মন্দ হয় না।"

উনাদের দুই ছেলে আর এক মেয়ে, মেয়ে বড়, সেই মেয়েরই আজ বিয়ে। বড় ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আর ছোট ছেলে মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছে। ছেলে দুটি আবার কুহির খুব ভক্ত, ওদের বাসায় আসলে সারাক্ষণ খালামনি, খালামনি করে কুহিকে মাথায় তুলে রাখে, কতরকম যে আবদার ওদের কুহির কাছেই, নিজের মা বেশ রাগী বলে অনেক গোপন কথা বা ইচ্ছার কথা ও নিজের মা কে না বলে কুহিকে বলে, যেন কুহি ওদের মা কে বুঝিয়ে মানিয়ে নিতে পারে। কুহি ও কখনও ওদেরকে নিজের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে নাই আজ অবধি। উনাদের বাড়িটা ও আমাদের মতন ডুব্লেক্স টাইপের বাড়ি, যদি ও ওটা আসলে তিন তলা বাড়ি। আমি প্রতি তলায় গিয়ে গিয়ে প্রতি রুমে ঢুকে আমার আজ রাতের অভিসারের জন্যে জায়গা দেখে নিতে লাগলাম। ছাদের চিলেকোঠায় দু পাশে দুটো রুম আছে, যদিও ওগুলি বাইরে থেকে আটকে রাখা আছে, কিন্তু দরজায় কোন তালা নেই। আমার মনে হল, ছাদই হয়ত আজকের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হবে আমার ও কুহির জন্যে।

বাসার সামনে কিছুটা খালি জায়গার মধ্যে স্টেজ করা হয়েছে, সেখানে নানা রকম গান বাজনা চলছে, সামনে কিছু দর্শকের জন্যে আসন পাতা আছে। আমি সেখানে বসে দুলাভাইয়ের সাথে নতুন বরের ব্যাপারে এটা সেটা আলাপ করছিলাম। প্রায় মিনিট ২০ পরে কুহির গাড়ী ঢুকলো বিয়ে বাড়িতে। আমরা যেখানে বসে ছিলাম ঠিক তার পাশেই গাড়ী দুকার রাখা ছিলো। ড্রাইভার আগে বের হয়ে এগিয়ে এশে কুহি যেখানে বসে আছে সেই দরজা খুলে দিলো। কুহি ওর লেহেঙ্গা কিছুটা উঁচু করে ধরে ওর পা মাটিতে রাখলো। কুহি খুব কমই হাই হীল জুতা পড়ে, আজ লাল রঙের একটা **Strap** দেয়া উঁচু জুতো পড়েছে, যার হীল কমপক্ষে ২.৫ ইঞ্চি তো হবেই। গাড়ী থেকে বের হয়ে কুহি যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন ওকে দেখে আমি আর দুলাভাই তো টাক্কি খেয়ে গেলামই, সাথে সাথে ছোটো বড়, জওয়ান, বুড়ো যা লোকজন ছিল প্যান্ডেলের আশেপাশে, সবাই যেন কোন এক অপরূপ অপরূকে দেখলো, এমনভাবে তাকিয়ে রইলো।

আয়ত কাজল দেয়া চোখ, টিকালো নাক, গালের উপরের অংশে কিছুটা লাল আভা, চোখের পাপড়ি মাশকারা দেয়া, লম্বা চিকন হরিন গ্রীবা, লেহেঙ্গার উপরের অংশে যে রাউজের মত একটা হাতা কাঁটা চোলি পড়েছে সেটার গলার দিকের অংশটা এতো বড় করে কাঁটা যে ফর্শা সাদা গলা আর বুকের উপরের অংশ ছাড়া ও ফুলে উঠা দুধের খাঁজ প্রায় ২ ইঞ্চির মত প্রকাশিত হয়ে আছে। সেই চোলিটা আবার ঠিক ওর দুধের নীচের দিকের অংশ যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেই জায়গায় গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। তারপর পুরো পেটের উপরের অংশ, পেট, নাভি আর নাভির নিচে প্রায় ৩ ইঞ্চির মত হবে পুরো খোলা। খোলা পেট আর নাভির ঠিক একটু উপরে ওর কোমরে সোনার বিছা আটকানো, যেটা ওর ফর্শা রক্তমাভাব পেটের সৌন্দর্যকে আরও বেশি কামনার বস্তু করে তুলেছে। লেহেঙ্গার সামনে যে ওড়না থাকে সেটা ভাজ করে বাম কাধের উপর দিয়ে এনে ঠিক বাম দুধের উপর দিয়ে নিচে নামিয়ে লেহেঙ্গার নিচের অংশে ক্লিপ দিয়ে আটকানো যাতে ওটা পরে না যায়, আর ওড়না ও কাধের কাছে ক্লিপ দিয়ে আটকানো, আর কোমরের বিছাটা ওড়নার উপর দিয়ে আটকানো, তাই বিছাটা খুব আকর্ষণীয় হয়ে ফুটে উঠেছে। লেহেঙ্গার নিচের ঢোলা অংশ ওর পায়ের গোড়ালির ঠিক ২ ইঞ্চি আগেই শেষ হয়ে গেছে। মাথার চুল ওর সামনের দিক থেকে মাথার দু পাশ দিয়ে বেনির মত করে পিছনের দিকে টেনে এনে ফুলিয়ে বড় করে খোঁপা বাঁধা। দু কানে দুটো বড় ব্লুমকা। চোলির উপরের অংশটা হাতের কাছে বেশ বড় করে কাঁটা, তাই হাত উপরের দিকে তুললেই পুরো কামানো বগল তো দেখা যাবেই, হাত নিচে নামানো অবস্থাতে ও দুধের উপরের দিকের ফুলে যাওয়া অংশটুকু যেন ওই একটু ফাঁকা খালি জায়গা পেয়ে বেড়িয়ে পড়তে চাইছে।

"ওহঃ মাগো, এ তো একেবারে জাম্বাতের ছরপরি, শ্যালিকা আজ তো তুমি আঙন লাগিয়ে দিয়েছে"-দুলাভাই স্বভাবসুলভ হাসি দিয়ে কুহিকে অভ্যর্থনা করলেন। গাড়ীর ওপাশ দিয়ে বেড়িয়ে আমার মেয়ে আরিবা ও মায়ের মতই একটা লেহেঙ্গা পড়ে সোজা আমার কাছে এসে জানতে চাইলো, ওকে কেমন লাগছে। আমি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ওর কপালে চুমু দিয়ে একটু প্রশংসা করে দিতেই এক ছুটে ও বাড়ির ভিতরে চলে গেলো ওর সমবয়সীদের সাথে দেখা করার জন্যে। আমার চোখে মুগ্ধতার দৃষ্টি দেখে কুহি যেন কিছুটা লজ্জা পেয়ে গেল।

আমি কাছে গিয়ে ওর কানে কানে বললাম, "জানু, তোমাকে তো একেবারে বোম্বের নায়িকা আয়েশা টাকিয়্যার মত লাগছে, আজ না জানি কি ঘটে এই বাড়িতে!" আমার কথা শুনে কুহি যেন কেঁপে উঠলো আসন্ন ঘটনার কথা মনে করে। ওর মনে ঠিক কি কল্পনা চলছে, সেটা আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু কুহি যে বড় কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক, সেটা ওর চোখ মুখ বলে দিচ্ছে। আমি এসে আমার আগের জায়গায় বসলাম, আর দুলাভাই কুহির হাত ধরে ওকে ভিতরে নিয়ে যেতে লাগলো। কুহি যখন আমার দিকে পিছন ফিরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো, তখন ওর পিছন দিকটা দেখে আমার শরীরে খুব উত্তেজনা বোধ করলাম। চোলির পিছন দিকটা উপরের দিকে একটা চিকন সুতো দিয়ে এপাশ ওপাশ বাঁধা, পুরো পীঠ খোলা, চোলির নিচের দিকে বেশ চিকন একটা বর্ডারে মাত্র দুটি ছক দিয়ে আটকানো। পুরো পীঠ খোলা থাকার পরে লেহেঙ্গার নীচের ঘাগড়াটা এমন জায়গায় গিয়ে শুরু হয়েছে, যে মনে হচ্ছে কুহি বড় উঁচু পাহার দাবনার মাঝের গভীর খাঁজটা যেন অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। কুহির রূপ দেখে আমি নিজেই যেন নতুন করে আমার ২১ বছরের ঘরপীর প্রেমে পড়ে গেলাম, আর বাড়ির ভিতরের লোকজনের না জানি কি অবস্থা!

আমি ওখানেই বসে ছিলাম, একটু পরেই আমার শুরুর এসে বসলেন আমার পাশে, আমরা দুজনেই টুকটাক কথা বলছিলাম। এর কিছু পরেই প্যান্ডেলের স্টেজে কনে নিয়ে আসা হলো, কুহি ও আসলো ওর সাথে, স্টেজে কনের ঠিক পাশেই কুহি বসেছিলো, সব লোক স্টেজের কাছে যেয়ে কনে দেখতে আর ছবি তুলতে, ভিডিও করতে লাগলো, ফটোগ্রাফার ব্যাটা দেখলাম কনের চেয়ে কুহির দিকেই ক্যামেরা তাক করে দিচ্ছে বার বার। আর মঞ্চের কাছে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের চোখ ও যে কনের দিকে না তাকিয়ে বারবার ড্যাভড্যাভ করে কুহির সৌন্দর্য চাখতে ব্যস্ত, সেটা একরকম না দেখেই বলে দেয়া যায়। কুহির বোনের ছেলে দুজনই বোনকে মেহেদি লাগিয়ে কুহির পিছনে গিয়ে স্টেজে বসে গেল। ওরা দুজনে পিছন থেকে কুহির কানে কানে একটু পর পর কি কি যেন বলে যাচ্ছে সেগুলি জোরে গান বাজার কারণে এতো দূর থেকে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। তবে কুহি বারবারই ওদের কথা শুনে হেসে উঠেছে, কখনও মুচকি হেসে জবাব দিচ্ছে। যদিও কনের ভাই হিসাবে ওদের আজকে অনেক কাজ থাকার কথা, কিন্তু ওরা দুজনে সেসব না করে কুহির পিছনে বসে কুহির গলায়, কাধে হাত দিয়ে দিয়ে দুইমি খুনসুটি করায় ব্যস্ত।

মেহেদি লাগানোর কাজ চললো রাত প্রায় ১০ টা পর্যন্ত, তারপর আমরা সবাই খেতে গেলাম, বুফে খাবার পরিবেশন তাই ঝামেলা নেই, খাবার নিয়ে কুহি আমার পাশেই এসে বসলো। আমি আসে পাশে কোন মানুষ না দেখে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুহিন আর রেজা, তোমার পিছনে বসে তোমাকে বার বার কি বলছিলো যে তুমি এতো হাসছিলে?" দুঃখিত, পাঠকগণ, কুহির বোনের ছেলে দুটোর নাম আপনাদের জানানো হয় নি। বড় জনের নাম তুহিন আর ছোট জনের নাম রেজা।

আমার কথা শুনে কুহি বললো, "ওরা দুজনে যা দুঃস্থ হয়েছে না, আমাকে বার বার বলছিলো, আজকে আমাকে খুব হট লাগছে, চোলিটা নাকি খুব সুন্দর, নিচের লেহেঙ্গাটা নাকি আরেকটু নিচে পড়া উচিত ছিলো... এই সব দুঃস্থ কথাবার্তা।" কুহি মুচকি হেসে বলছিলো, "তুহিনটা বেশি দুঃস্থ, বার বার পিছন দিক থেকে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে পিঠে আর কোমরে সুড়সুড়ি দিচ্ছিলো। আজকে নাকি আমাকে ওর গার্লফ্রেন্ড হিসাবে পেতে ইচ্ছা করছে। একটু পরে যখন ডি জে গান হবে, আমি ওর সাথে নাচবো কি না, এই সব কথা।"

"তাই নাকি? ওই বাচ্চা ছেলে দুইটা ও কি ওদের সেক্সি খালার প্রেমে পড়ে গেল না কি?"- আমি কৌতুকভরে জানতে চাইলাম। "দেখো, এক সাথে এতো প্রেমিক সামলাতে পারবে তো তুমি?"

"তুহিন আমি আসার পর থেকে আমার পিছনে আঁঠার মত লেগে আছে, এখন তুমি পাশে আছো দেখে আসছে না কাছে, ওটা বেশ লাভুক ছিলো, আজ কোথা থেকে এতো কথা আর দুঃস্থ শিখলো, বুঝলাম না।"- কুহি যেন কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করলো। "তবে তুহিন খুব লক্ষ্মী ছেলে, কোন কথা বললেই শুনে। তবে রেজা ও দুঃস্থ কম না। আর তুমি তো জানো ওরা দুজনেই আমার ভীষণ ন্যাওটা, ওদের মা কে খুব ভয় পায়, তাই সব আবদার আমার কাছেই। কিন্তু তুমি কি তুহিন কে দেখে জেলাস ফীল করছো না তো?"-কুহি একটু বাঁকাভাবে আমাকে উত্বেজিত করার চেষ্টা করলো।

"তা তো একটু হচ্ছেই, অল্প বয়সী দুটো জওয়ান ছেলে আমার সুন্দরী বোয়ের দিকে এভাবে নজর দিলে, আমার বো কে নিজের গার্লফ্রেন্ড বানাতে চাইলে, কিছুটা ঈর্ষা তো মনে এসেই যায়।"- আমি ও হালকা রসিকতার মাঝে মজা নেয়ার চেষ্টা করলাম, "তবে ওরা যত চেষ্টাই করুক, আজ রাতে তোমার গুদে আমার মালই তো পড়বে, তাই ওরা তোমাকে যতই ফুলানোর চেষ্টা করুক, শেষ ফলটা তো আমার ভাগেই পড়বে, সেটাই আমার সান্ত্বনা।"-আমি কুহিকে একটু পরে কি হবে সেটা মনে করিয়ে দিলাম।

কুহি আমাকে একটা তেংচি কেটে খাবারের প্লেট নিয়ে অন্যদিকে চলে গেল, ঠিক তুহিনের কাছেই। এবার তুহিন আর কুহি মুখোমুখি বসে খাবার খেতে খেতে কথা বলছে, আমি দূর থেকেই বেশ দেখছিলাম, তুহিনের চোখ কুহির চোলির উপরের অংশে ঠিক ওর দুধের খাঁজ বরাবর। জওয়ান ছেলেরা যেমন কচি মেয়েদের বুকের দিকে ড্যাভ্যাভ্যা করে তাকিয়ে দেখে, তুহিনের চাহনিটা ঠিক তেমনই।

খাওয়ার পরে সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিল কারণ এরপর ডি জে দিয়ে গানের অনুষ্ঠান শুরু হবে, সেটা চলবে গভীর রাত পর্যন্ত। গান শুরু হতেই স্টেজের সামনে সব যুবক বৃদ্ধ, পুরুষ মহিলা এক সাথে যে যেভাবে পারে নাচতে শুরু করে দিলো, একটা চটুল হিন্দি গান চলছিলো তখন। তুহিন যেন এক প্রকার জোর করেই কুহিকে টেনে এনে নিজে ও নাচতে শুরু করলো, আর কুহি ও যেটুকু পারে হাত পা ছড়িয়ে, কোমর ঘুড়িয়ে নাচতে শুরু করে দিল। নাচার সময় তুহিন বার বার কুহির শরীরের খোলা যত জায়গা আছে সামনে, পিছনে সবখানে হাত দিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টায় লেগে গেল। আর একটু দূর থেকেই দেখছিলাম সেগুলি। আমার ছেলে জিসান আমার মত, এইসব নাচানাচির মধ্যে নেই, তবে আমার মেয়ে আছে, আরিবা ও খুব ধুমিয়ে নাচছে। একটা গান শেষ হলে সবাই যেন একটু থামে, তারপর আবার আরেকটা গান শুরু করে, আর সবাই মিলে আবার ওই গানের তালে তালে নাচা। প্রায় ৩০ মিনিট যাবার পরে আমি ওদের সবাইকে নিচে রেখে বাড়ির ভিতরে গিয়ে তিনতলার ছাঁদটা দেখে আসলাম। না ছাদে কেও নেই। ছাদের রুম দুটি আগের মতই আছে। আমি ছাদের দরজা ছিটকানি লাগিয়ে দিয়ে নিচে নেমে আবার ও মঞ্চের কাছে গিয়ে দেখছিলাম। কুহি অনেকন নাচার ফলে বেশ ক্লান্ত হয়ে গেছিলো, তাই মঞ্চের কাছ থেকে সড়ে এসে আমার পাশে একটা চেয়ারে বসে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নিলো। আমি ওকে বললাম ছাদের রুম দুটোর কথা। কুহি একটা লাভুক হাঁসি দিয়ে বললো যে সে একটু ক্লান্ত, আর ও কিছুক্ষণ গান চলুক, তারপর ও যাবে। অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিতেই তুহিন এসে আবার ও কুহিকে ধরে নিয়ে গেল আমার পাশ থেকে নাচার জন্যে। এবার কিছুটা ধীর লয়ের Couple টাইপের রোমান্টিক গান চলছিলো, যাদের জুটি নেই তারা নিজে নিজে আর যাদের জুটি আছে ওরা সঙ্গীকে নিয়ে রোমান্টিকভাবে কোমরে হাত লাগিয়ে নাচছিলো। এসব করতে করতে রাত প্রায় ১২ টা বেজে গেল। কুহি আমার পাশে এসে আবারও বসলো। কিছুক্ষণ হালকা কথার পরে আমি ওকে উপরে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করলাম। কুহি চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিতে চেষ্টা করলো, কে কোথায় আছে। "যাক, তুহিনটা কাছে নেই, চল, এই ফাকে যাওয়া যাক, নয়তো, ও এসে আবার আমাকে ধরে নিয়ে যাবে নাচতে, তখন আমার বুড়া খোকাটার কি হবে গো...চু...চু...চু..."- কুহি যেন আমাকে কিছুটা উকে দেয়ার চেষ্টা করলো।

আমরা দুজনে আর ও ৫ মিনিট অপেক্ষা করে সুযোগ বুঝে চুপি চুপি তিনতলার ছাদের দরজার কাছে গেলাম। আমি কিছু আগে দরজা লাগিয়ে গিয়েছিলাম, এখন দেখছি দরজার ছিটকিনিটা খোলা। আমার সন্দেহ হলো যে অন্য কেও ছাদে আছে। আমি কুহিকে আমার হাতের আঙ্গুল দিয়ে চুপ থাকতে বলে ওকে ওখানেই দাঁড়ানোর ইঙ্গিত করে ছাদের দরজা খুলে ছাদে গেলাম, ছাদে কেও নেই, কিন্তু দুটো রুমের একটা তে আলো জ্বলছে, রুমের পাশের জানালার একটা কাঁচ খোলা পেয়ে পর্দা কিছুটা সরিয়ে আমি উকি দিতেই যেন থমকে গেলাম। ভিতরে কম্পিউটারে একটা খারাপ নোংরা ছবি (XXX) চলছে আর তার সামনে একটা চেয়ারে বসে এক মনে বাড়া খিচছে কুহির আদরের বোনের ছেলে তুহিন। তুহিন আমার দিকে পাশ ফিরা, তাই ওর চোখে মুখে স্পষ্ট যৌন কামনা দেখা যাচ্ছিলো, আর মুখে ও কি যেন বকবক করছিলো একটু পর পর বিরবিরিয়ে, সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। আমি বুঝতে পারলাম, জওয়ান ছেলে, ওর খালার পোশাক দেখে খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, তাই বাড়ার জ্বলুনি কমানোর জন্যে এখানে এসে বাড়া খিচতে লেগে গেছে।

কুহির বোনের ছেলেকে এভাবে দেখে আমার মধ্যে রাগের সঞ্চার হোল, কারণ ওর জন্যেই কুহিকে আমি আজ এই বাড়িতে চুদতে গিয়ে বাঁধা পেলাম, কিন্তু সেই রাগ যেন আমার মুহূর্তের মধ্যে পানি হয়ে গিয়ে আমার শরীরে যেন কামের একটা হলকা আঙনের স্রোত বয়ে গেল, যখন আমার নজর পড়লো তুহিনের হাতের মুঠোয় ধরা বিশাল এক অজগর সাপের দিকে। "ওহঃ, মাগোঃ, Wow..."-এই তিনটি শব্দ আমার মুখ দিয়ে যেন নিজের অজান্তেই অক্ষুটে বেড়িয়ে গেল। তুহিনের বয়স কত হবে... এই বড়জোর ২৩ বা ২৪, কিন্তু এই টুকু ছেলের হাতের মুঠোয় বিশাল বড় এক ধোন দেখে আমার চোখ যেন ওটা থেকে সড়ছিলোই না। তুহিনের বাড়া মনে হয় কম করে হলে ও লম্বায় ১২ ইঞ্চির মত হবে, মাথার মুণ্ডিটা ইয়া বড় বিদেশী পেয়াজের মত, বেশ সাদা ফর্সা বাড়ার গায়ের রঙ, মুণ্ডিটার চারপাশটা যেন ব্যাঙের ছাতার মত ফুলে আছে, আর বাড়টা ঘেরে মোটা ঠিক যেন অজিতের বাড়ার মতই। আমি কি করবো ভবে পাচ্ছিলাম না, তারপর ভাললাম, কুহিকে ডেকে দেখাই ওর বোনের ছেলের কাজ।

আমি ছাদের দরজার কাছে এসে কুহি কে হাতের ইশাড়াই চুপ করে উপরে উঠে আসার জন্যে ইঙ্গিত দিলাম। কুহি উঠে আসতেই আমি ছাদের দিক থেকে ওই দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম। যাক বাবা বাচ্চা গেল, এখন চট করে যে কেও আর ছাদে উঠে যেতে পারবে না, আর যদি কেও এসেই টোকা দিয়ে দরজা খুলতে বলে, আমি ওকে বলবো যে, কুহির বেশ মাথা ধরেছে, তাই ওকে একটু বিশ্রাম করানোর জন্যে আমি এখানে নিয়ে এসেছি। এসব কথা মনে মনে ভাঁজতে ভাঁজতে আমি কুহির হাত ধরে ওকে তুহিনের রুমের জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে চুপ করে কোন কথা না বলে ভিতরের দিকে তাকাতে বললাম। কুহি পর্দা সরিয়ে ভিতরে তাকাতেই যেন আমার মত কারেন্টের ধাক্কা খেল। ওর মুখ দিয়ে কিছু একটা শব্দ বের হয়ে যাচ্ছিলো, টের পেয়ে আমি ওর মুখে আমার হাত দিয়ে চাপা দিলাম আর একটু মুচকি হাঁসি দিয়ে চুপ করে ভিতরে দেখতে বললাম। এবার আমরা দুজনেই ভিতরের কাজ কর্ম দেখতে লাগলাম, তুহিনের কাণ্ড কারখানা দেখে কুহি যেমন অবাক হয়েছে, তেমনই ও শরীরের দিক থেকে খুব উত্তেজিত ও হয়ে গেছে তুহিনের হাতে ধরা বিশাল বাড়ি দেখে। কম্পিউটারে যে ছবি চলছিলো, সেখানে এক মধ্যবয়সী বড় স্তনের অধিকারী একটা মেয়েকে হাত পা বেঁধে অল্প বয়সী একটা ছেলে বাড়ি চুষাচ্ছে। পর্দার ওই ছেলোটর বাড়ি ও তুহিনের বাড়ার কাছে কিছু নয়।

কুহি যেন দেখতে দেখতে কামে পাগল হয়ে যাচ্ছিলো, ওর একটা হাত ওর অজান্তেই লেহেঙ্গার নিচ দিয়ে ওটাকে উপরের দিকে উঠিয়ে নিজের গুদের ভিতর চলে গেল। আমার চোখ ও তুহিনের বাড়ি আর মনিটরে চলা ছবির দিকেই ছিল। হঠাৎ করেই তুহিন বেশ জোরে জোরেই, "ওহঃ খালামনি, তোমাকে দিয়ে এভাবে বাড়ি চোষাতে পারলে আমার কি যে ভাল লাগতোঃ, তোমাকে চুদে আমি

অনেক সুখ দিবো, আমার লক্ষ্মী সেক্সি খালামনি, আমার বাড়া মুখে ঢুকিয়ে নাও...."- বলে একটু জোরে জোরেই বাড়া খিঁচতে লাগলো। তুহিনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়া কুহির নাম শুনে আমরা দুজনেই দুজনের দিকে চমকে তাকালাম। এই ছেলে তাহলে কুহিকে নিয়ে ফ্যান্টাসি করে, আর কুহির কথা ভেবেই বাড়া খিঁচছে মাল ফেলার জন্যে। তখনই আমার চোখ গেল কুহির একটা হাত কোথায়। আমি চট করে ওর হাত অনুসরণ করে দেখলাম যে ওর হাতের দুটি আঙ্গুল ওর গুদের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে আছে, আর ওর গুদ বেয়ে রস যেন ওর জাং বেয়ে গড়িয়ে পড়বে, এমন অবস্থা।

আমি চট করে কুহিকে হাতে ধরে টেনে ওই রুম থেকে দূরে ছাদের অন্য এক কিনারের দিকে টেনে নিয়ে গেলাম যেন কিছুটা জোর করেই। "দেখেছো, তোমার বোনের ছেলের কাজ, সে তোমাকে কল্পনা করে বাড়া খেঁচছে"- আমি ওখানে গিয়ে প্রথম এই কথাটি বললাম কুহিকে।

"উফঃ...ছেলেটা এতো খারাপ হয়ে গেছে...ভাবতেই পারছি না...ও আমার সাথে সাথে থাকে, দুষ্টমি করে...গায়ে হাত দেয়, এটাকে আমি ভেবেছিলাম মায়ের প্রতি ছেলের ভালবাসা, কিন্তু সেই ছেলে কি না এমন করছে?...উফঃ আমি আর কিছু ভাবতেই পারছি না...কি করবো আমরা এখন..."- কুহি মাথা নিচু করে ছাদের ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে যেন আমার কাছে নয়, নিজেকে নিজেই বলছে।

"আর তুমি ওর বাড়া দেখে গুদে আঙুলি করছিলে কেন?"-আমি যেন কুহির ভিতর থেকে কোন সমাধান খুঁজছি।

কুহি আমার প্রশ্ন শুনে যেন লজ্জা পেল। "উফঃ ছেলেটার বাড়া দেখেছো, কি বিশাল...ওহঃ মাগোঃ..."- কুহি যেন আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাইলো, ও অনেক জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলো, শ্বাস নেয়ার সময় ওর নাকের দুপাশের পাটা যেন ফুলে ফুলে উঠছিল।

"তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও"-আমি আবার ও কুহির কাছে জানতে চাইলাম, এবার যেন একটু কড়া গলায়।

"আমি ওর বাড়া দেখে উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম...এমনিতেই আমি গরম হয়ে ছিলাম, তুমি আমাকে ছাদে এনে চুদবে বলে...তারপর এই সব দেখে আমার মাথা গুলিয়ে গেছে...চল...আমরা চুপি চুপি নীচে নেমে যাই।"- কুহি যেন এবার কিছুটা ধাতস্ত হয়ে বললো।

আমি একটু চুপ করে থেকে ভাবলাম আমাদের কি করা উচিত, চুপি চুপি চলে যাওয়া উচিত নাকি নিচে গিয়ে ওর মা কে ডেকে এনে এসব দেখানো উচিত, নাকি তুহিনের খেলাটা শেষ হলে ওকে আমাদের বুঝিয়ে বলা উচিত নাকি অন্য কিছু করবো। আমার মন এক রকম কথা বলে, মস্তিষ্ক অন্য কথা বলে, আর এসব দেখতে দেখতে আমার ফুলে উঠা ঠাঠানো বাড়া যেন অন্য কথা বলে। কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

"জানু, তোমার বোনের ছেলে তোমাকে চুদতে চায়, আর তুমি ও ওর বাড়া দেখে উত্তেজিত, তাই এখন আমরা ওই জানালার কাছে যেয়ে তুহিনের বাড়া খেঁচা দেখতে দেখতে চোদাচুদি করবো। আর আমাদের চোদাচুদি আর তুহিনের বাড়া খেঁচা শেষ হলে তুমি ভিতরে গিয়ে ওকে ভালমত বুঝিয়ে বলবে যে ও যা করছে সেটা করা ঠিক না, ওর এভাবে ভাবা উচিত না, কি পারবে না?" আমি কুহিকে কাছে টেনে ওর গালে আর ঘাড়ো চুমু দিতে দিতে বেশ ধীরে ধীরে জবাব দিলাম। আমি জানি কুহি **Counselling** এ খুব দক্ষ, ও কথা বলে মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে বুঝাতে বেশ পারঙ্গম, তাই ইচ্ছে করেই এই কাজটা ও ওকে দিয়েই করাতে চাইছি।

কুহি যেন আমার কথা বুঝতেই পারে নি, তাই ও "চল, আমরা নিচে চলে যাই"- বলে আবার ও আমার দিকে তাকালো। ওর চোখ মুখ এখনও যেন লাল।

"আমি কি বললাম, তুমি শুন নি।"-আমি আবারও ধীরে ধীরে বললাম। এবার যেন কুহি বুঝতে পারলো আমি একটু আগে কি বলেছি। ও যেন কিছুটা হতবিহবল হলে গেলো, "কি বলছো, এখন আমরা ওর রুমের সামনে গিয়ে সেক্স করবো, ও যদি আমাদের দেখে ফেলে, আর পরে ও যদি আমি ওকে এসব কথা বুঝিয়ে বলি সে কি আমার কথা শুনবে, ওর চোখ মুখের অবস্থা তুমি দেখোনি, ও তো এখন কামে অন্ধ হয়ে আছে।"-কুহি পাল্টা যুক্তি দিল, "এর চেয়ে এটাই ভালো যে, আমরা এখন থেকে চুপি চুপি চলে যাই, আর আমরা যে কিছু দেখেছি, সেটা ওকে বলে জানানোর প্রয়োজন নেই"

"কিন্তু, আমি তো তোমাকে এখন না চুদে এখন থেকে যাবো না। আমরা যেটা করতে এসেছি, সেটা শেষ করে তবেই যাবো, আর তুমি যদি ওকে এই ব্যাপারে কিছু বলতে না চাও, তাহলে ঠিক আছে, আমি তোমাকে জোর করবো না...কিন্তু আমি জানি তুমি ওকে যে কোন কিছু বললে সে শুনবে, কারণ ও তোমাকে খুব মানে...তোমাকে মনে মনে কামনা করলে ও তুমি যে ওর কাছে শ্রদ্ধার পাত্র সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। তাই ওর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই, আমরা যে ওর ব্যাপারে জানি সেটা ওকে জানানো উচিত, আর ও যেন এসব চিন্তা থেকে সড়ে আসে সে জন্যে উপদেশ দেয়া উচিত।"- আমি ঠিক কথাটাই কুহিকে বলতে চাইলাম।

"ঠিক আছে, আমি ওকে বুঝাবো, কিন্তু তুমি ও আমার সাথে থাকবে তাহলে"-কুহি যেন মেনে নিল আমার কথা এমন ভঙ্গিতে বললো।

"আমি সামনে থাকলে ও বেশি অস্বস্তিবোধ করবে, তাই আমার মনে হয় তুমি একা একা বুঝালে বেশি ভালো হবে। এমনি তুমি ওকে বলতে পার যে আমি ও এটা জানি, আর তাই আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি ওকে বুঝানোর জন্যে।"- আমি ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম।

"সেটা আমি ও বুঝছি, কিন্তু ওর মত জওয়ান একটা ছেলের সাথে এক রুমে বসে কথা বলতে গেলে যদি অন্য কিছু হয়ে যায়..."-কুহি খুব লাজুক মুখ করে বললো, "কারণ, কাল রাতের পর এখন আর আমি নিজের উপর পুরো বিশ্বাস রাখতে পারছি না জানু, তাই তুমি সামনে থাকলে আমি ভরসা পাবো, ওকে আরও বেশি বিশ্বাস নিয়ে বুঝাতে পারবো।"-কুহি মাথা নিচু করে বললো।

আমি বুঝতে পারছিলাম কুহির মনে কিসের দ্বিধা। তাই এই ব্যাপারে বেশি জোর করতে চাইলাম না।

"ঠিক আছে, এখন চল, জানালার কাছে গিয়ে তুমি উপর হও, আমি পিছন থেকে তোমাকে চুদবো, আর চোদার পরে তুমি যদি চাও যে আমি ওর সামনে থাকি, তাহলে আমি যাবো তোমার সাথে"-এই বলে আমি কুহিকে নিয়ে আগের জায়গায় জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। কুহি জানালার রড ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে কোমর বেঁকিয়ে পাছা আমার দিকে ঠেলে ওর দু পা ফাঁক করে দিল। আমি পিছন থেকে ওর লেহেঙ্গার নীচের অংশ ওর কোমরের উপরে উঠিয়ে দিলাম, আর কুহির বড় বিশাল পাছা আমার চোখের সামনে উন্মুক্ত হোল। আমি একটু ঝুঁকে দেখে নিলাম যে তুহিন এখন ও বসে একমনে বাড়া খিঁচছে আর টিভির ভিতর এখন ওই হাত পা বাঁধা মহিলাকে ওই ছেলেটা ডগি স্টাইলে চুদছে আর এদিকে আমি ও কুহিকে পিছন থেকে চোদার জন্যে প্রস্তুত। আমি দেরি না করে আমার প্যান্টের চেইন খুলে আমার ঠাঠানো বাড়া কুহির **Gochless** প্যানটির গুদের মুখের ফাঁকা জায়গা দিয়ে কুহির গুদের মুখে সেট করলাম।

কুহির গুদের রসে ওর গুদের মুখ পর্যন্ত ভিজে আছে, বাড়ার মাথায় আঠালো রসের অস্তিত্ব আমি গুদে ঢুকানোর আগেই পেলাম। বুঝতে পারলাম কুহি ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত হয়ে আছে, আমি দেরি না করে চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম কুহির গুদে। কুহি যেন ওর রসসিক্ত গুদের ভিতরে গরম বাড়ার ঢুকা টের পেয়ে আহঃ করে একটা চাপা শব্দ করে উঠলো। আমি চট করে খেমে গেলাম। আর ফিস ফিস করে ওকে বললাম, "জানু, একদম শব্দ করা যাবে না। নয়ত ও টের পেয়ে যাবে আমাদের কথা।"

আমার কথা শুনে কুহি ওর ওড়নার একটা অংশ টেনে নিয়ে নিজের মুখে ঢুকিয়ে দিল, আমি বুঝলাম আমার বুদ্ধিমত্তি বৌ এই মুহুর্তে চোদা খাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে আছে, কিন্তু মুখে এতক্ষন আমার সাথে চং করছিল। এবার আমি জোরে জোরে কুহিকে চুদতে শুরু করলাম। আর কুহি গুদে আমার বাড়ার ঘাই নিতে নিতে চোখ দিয়ে নিজের বোনের ছেলের বাড়ী খিঁচা দেখছিলো।

"অজিত, তোমাকে একেবারে খানকী বানিয়ে দিয়েছে, কিভাবে নিজের বোনের ছেলের বাড়ী খিঁচা দেখছে তুমি? বোনের ছেলের বাড়ী দেখে লোভ হচ্ছে তোমার, তাই না? শুধু, অজিতের বাড়ী তোমার গুদের চুলকানি কমবে না, তাই না?"- আমি কুহিকে চুদতে চুদতে ফিস ফিস করে বলছিলাম। সাথে সাথে কুহি গুদের মাংসপেশি দিয়ে আমার বাড়ার মাথায় একটা কামড় দিয়ে যেন আমার কথার জবাব দিল, কারন ওর মুখে কাপড় গোঁজা।

আমার কথা যে কুহির গুদে আরও বেশি আশ্রয় জালিয়ে দিয়েছে সেটা বেশ টের পেলাম। ঘপাঘপ চুদতে লাগলাম আমার খানকী বউটাকে। অল্প কিছুক্ষণ চুদে আমি কুহির গুদে মাল ফেলে দিলাম, আর বাড়ী ওভাবেই রেখে সামনে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করলাম ভিতরে কি হচ্ছে। তুহিন ওর বাড়ীকে খুব জোরে জোরে খিঁচছে এখন, মনে হয় ওর ও মাল ফেলার সময় হয়ে গেছে। আমি ধীরে ধীরে কুহির গুদ থেকে বাড়ী বের করে নিলাম। সাথে সাথে কুহি দু পা এক করে ফেললো আর কোমর থেকে ওর লেহেঙ্গার কাপড় নিচের দিকে নামিয়ে দিল। নিজের মুখে গোঁজা কাপড় বের করে যেন একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, "জানু, ও বোধহয় এখন মাল ফেলবে।"

আমি আর কুহি দুজনেই জানালায় চোখ রাখলাম। মনিটরের ছবিতে ওই ছেলেটা ও মনে হচ্ছে ওই মহিলার গুদে মাল ফেলবে, আর তুহিন ও জোরে জোরে বাড়ী খিঁচতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তুহিন "নাও গো খালামনি...তোমার রসালো গুদে আমার ফ্যাদা পেতে নাও...ভালো করে ভরে নাও...তোমার গুদ ভরে যাবে আমার ফ্যাদায়...আহঃ আহঃ...ওহঃ খালা...তোমাকে চুদতে কি আরাম!"- এই সব কথা বলতে বলতে গল গল করে ফ্যাদা ঢালতে লাগলো, ওর সামনে একটা তোয়ালে পাতা ছিল, সেখানে ভলকে ভলকে গরম তাজা সুজির পায়ের পড়তে লাগলো।

নিজের বোনের ছেলের মাল ফালানো দেখতে দেখতে কুহি আমাকে কাছে বেশ জোরে চেপে ধরছিলো, আমি বুঝতে পারলাম, তুহিনের সাথে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যকার বিকৃত কামনা যেন কুহির মনে ও কিছুটা ছাপ ফেলে দিয়েছে, তাই কুহি যেন গুদে আমার ফ্যাদা নিয়ে আবার ও গরম হয়ে উঠছে।

তুহিনের মাল ফালানো শেষ হতেই আমি কুহিকে রুম থেকে দূরে ছাদের কিনারে নিয়ে গেলাম। ভাবলাম তুহিন পরিষ্কার হয়ে বের হলেই আমাদের দেখে যখন চমকে যাবে, তখন ওকে কাছে ডেকে নিয়ে সব বুঝিয়ে বলবো। এই ফাকে কুহি ও একটু ধাতস্ত হয়ে নিতে পারবে। নীচে এখন ও বেশ জোরে সোরেই গান বাজনা চলছিল।

প্রায় মিনিট ৫ পরে রুমের দরজা খুলে তুহিন বের হলো, আর দূর থেকেই আমাদের দেখে কাছে আসতে লাগলো, কিন্তু যতটা চমকে যাবে ভেবেছিলাম, তেমন যেন মনে হলো না। তুহিন বেশ স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কাছে এসে একটা অপ্রস্তুত হাঁসি দেয়ার চেষ্টা করে বললো, "খালামনি, তোমরা কি করছো এখনে? কখন এসেছো?"

"এই তো তুহিন, কিছুক্ষণ আগেই এসেছি, তোমার খালামনির নিচে ভাল লাগছিলো না, কিন্তু তুমি না নিচে নাচের ওখানে ছিলে, তুমি উপরে একা একা কি করছো?"- কুহির হয়ে আমিই জবাব দিলাম আর পাল্টা আক্রমণ করলাম তুহিনকে।

"হ্যাঁ, তুই উপরে কি করছিলি?"- কুহি ও যেন কিছুটা কপট রাগের স্বরে জানতে চাইলো তুহিনের কাছে।

"নিচে ভালো লাগছিলো না, তাই উপরে এসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম"-তুহিনের ঠোঁটে কেমন যেন একটা হালকা দৃষ্টমীর হাঁসি।

"বিশ্রাম করছিলে না অন্য কি করছিলে, তা আমরা জানি, আমরা সব দেখেছি"-কুহি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো।

"সব যখন জানো, আর সব দেখেছো তাহলে আর জানতে চাইছো কেন?"-এবার তুহিন নিচের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, ওর মুখে যেন আমরা কিছুটা লজ্জার ছায়া দেখতে পেলাম।

কুহি ওর কাছে যেয়ে ওর কাছে হাত রেখে অন্য হাত ওর মাথার চুলগুলিকে কিছুটা পিছনের দিকে ঠেলে বললো, "দেখ, তুহিন, তুই এখন বড় হয়ে গিয়েছিস, তুই যা করছিলি সেটা তোর জন্যে ঠিক, এই বয়সে সব ছেলেরাই এগুলি করে, কিন্তু তুই আমাকে, তোর খালাকে নিয়ে ফ্যান্টাসি কেন করিস? তুই জানিস না, এগুলি অনেক বড় পাপ? পৃথিবীতে কত সুন্দর সুন্দর অল্প বয়সী মেয়ে আছে, তুই তাদেরকে কল্পনা করতে পারিস, আমি তোর খালা, তোর মায়ের বোন, মায়ের মতই, তুই কিভাবে এই নোংরা কাজ করতে পারলি, আমি তোকে কত ভালো জানি, তোদের নিয়ে আমার মনে কত গর্ব, আর তুই কি না আমাকে তোর যৌন উত্তেজনার সামগ্রী মনে করিস? ছিঃ, তুহিন...ছিঃ..."-কুহি বেশ ভালভাবেই ওর **Coupling** শুরু করলো। তুহিন ছুপ করে মাথা নিচু করে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"তুই আমার লক্ষ্মী ভালো ছেলে ছিলি, আমি চাই, তুই যা করেছিস সেটা ভুলে যাবি, আবার তুই আমার লক্ষ্মী ছেলে হয়ে যাবি, তাহলে আমি ও এই কথা মনে রাখবো না, আর তুই ও তোর মন থেকে আমাকে নিয়ে সব নোংরা ভাবনা মুছে ফেলে...দেখ তোর খালু ও তোকে কত পছন্দ করে, আমাদের চোখে তুই নিজেকে ছোট করে ফেলিস না। তোকে মনের দিক থেকে নিচে নামতে দেখলে আমাদের খুব কষ্ট হবে...সেটা তুই বুঝিস না? মনে থেকে সব নীচতা দূর করে দে, তাহলে আজকের ঘটনা ও আমরা ভুলে যাবো।"- কুহি বলতে লাগলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তুহিন মাথা নিচু করেই বললো, "খালামনি, আমি জানি এটা অনেক বড় পাপ, আর আমি সেই পাপের মধ্যেই ডুবে আছি, ছোটবেলা থেকেই আমি তোমাকে মনে মনে খুব পছন্দ করতাম, ধীরে ধীরে সেই ভাললাগা যৌনতার দিকে ঘুরে যায়, ওই যে তোমরা জানো তো **Cadbus Complex** এর কথা, আমার মনে সব সময় ওই রকম চিন্তাই চলে, আমি অনেক চেষ্টা করেছি যেন আমি এসব চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি, কিন্তু সেটা আজ ও সম্ভব হয় নি, আমি ইন্টারনেট ঘেঁটে জেনেছি, এই ধরনের কামনা যদি একবারের জন্যে হলেও পূরণ করা যায়, তাহলেই এটা দূর করা সম্ভব, নাহলে আমার মনের এই বিকৃতি আমি চাইলেও মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারবো না।"- তুহিনের চোখ দিয়ে পানি বের হতে শুরু করলো, আর ও ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে বলছিলো, "তোমাকে আমি মনে মনে কামনা করি সেটা যেমন ঠিক, তেমনি তোমাদের দুজনকেই আমি অনেক অনেক শ্রদ্ধা ও করি, তোমরা আমাকে যা বলবে আমি মেনে চলার চেষ্টা করবো অবশ্যই, কারণ তোমাদের চোখে আমার জন্যে ঘৃণা আমি সহিতে পারবো না, আমি জানি না আমি কতটুকু সফল হবো, কিন্তু আমি তোমাদের কথা রাখার জন্যে আশ্রয় চেষ্টা করবো। কারণ তুমি ভালোই জানো যে, অবদমিত কামনা মানুষের ভিতরে কি প্রভাব তৈরি করে। তোমাকে আমি কতটা ভালোবাসি সেটা আমি তোমাকে বলার সাহস কোনদিন পাই নি, তাই আমার মনে সান্ত্বনা ছিল যে যে কথা আমি তোমাকে বলতেই পারি না, সেটা পাবার আশা কিভাবে করবো, কিন্তু আজ যখন তুমি জেনে গেলে, এখন আমার ভিতরের কামনা যেন আরও বেড়ে গেল, তুমি বল আমি কিভাবে নিজেকে সামলাবো এখন?"- তুহিন বর বর করে কেঁদে দিল।

ওর কান্না শুনে কুহি যেমন বিচলিত হয়ে উঠলো, তেমনি আমি ও বেশ উদ্ভিন্ন হয়ে পরলাম। এতো বড় একটা ছেলের মনে ভিতর কি অবস্থা চললে এমনভাবে কাঁদতে পারে, সেটা ভাবছিলাম। কুহি ওকে নিজের বুকের সাথে জাপটে ধরে নিজে ও যেন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলছিল, "ছিঃ...আমার সোনা ছেলে... কাঁদে না...তুই কান্না থামা...নাহলে আমি ও কেঁদে দিবো...তুই জানিস না আমি তোকে নিজের ছেলের মত ভালোবাসি...চুপ কর... কাঁদিস না।"- কুহি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওর চোখের কোনার পানি মুছতে মুছতে বললো।

কিছু পরে দুজনেই শান্ত হয়ে এলে তুহিন বললো, "খালামনি, তুমি আমার উপর রাগ করো না...আমি ভালো হতে চেষ্টা করবো, তুমি আমাকে খারাপ ভাবলে আমার খুব কষ্ট হবে। আমি এগুলি মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করবো, আমি তোমাকে কথা দিলাম..."-এখন ও তুহিনের কান্না যেন পুরো থামেনি।

আমি কোন কথা না বলে চুপ করে ভাবতে চেষ্টা করলাম তুহিনের বলা একটু আগের কথাগুলি। মনে হচ্ছিলো, তুহিনের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলে আমরা ভালো কাজ করিনি। ওর ভিতরটা ঘাঁটানো আমাদের উচিত হয় নি।

"খালামনি, একটা ব্যাপার তোমাদের জানা উচিত বলে আমি মনে করি, তোমরা ছাদে আসার পর থেকে যা কিছু করেছে আর বলেছো, আমি সব কিছুই দেখেছি আর শুনেছি ও।"- তুহিন একটু স্থির হয়ে বললো, "তোমরা দেখো নাই যে ছাদে ৮ টা ভালো মানের সি সি ক্যামেরা লাগানো আছে, এইগুলির সব Connection আছে আমার রুমের ভিতর, ওখান থেকে আমি তোমাদের সব কথা শুনে ফেলেছি আর দেখেছিও। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তোমরা জানো না ছাদের ক্যামেরার কথা। ওগুলি কিছুদিন আগেই আক্সু লাগিয়েছে, ওগুলি একেবারে নাইট ভিসন ক্ষমতার, একদম অন্ধকারে ও সব দেখা যায়।"- তুহিনের মুখে এই কথা শুনে আমাদের দুজনের চোখ ঘুরতে লাগলো, ছাদে লাগানো ক্যামেরার উপর। আমরা তো জানতামই না, এইগুলির কথা। একটা ক্যামেরা ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের মাথার উপরে আছে, আর তুহিনের রুমের জানালার কাছে যেখানে দাড়িয়ে আমি কুহিকে চুদছিলাম তার এক হাত দুইই ছিল আরেকটা ক্যামেরা। আমাদের দুজনের শরীর যে শিউরে উঠলো তুহিনের কথা শুনে।

কুহি যেন লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে চাইলো আর আমি ও বেশ হতবিহবল হয়ে পড়লাম তুহিনের কথা শনার পরে। তুহিন আমাদের অবস্থা বুঝতে পারলো, "না, খালামনি, খালু, আপনারা চিন্তা করবেন না, আমি আজকের রাতের সব রেকর্ড মুছে দিবো, যেন কেও জানতে না পারে আপনাদের আর আমার মধ্যকার কথা। খালামনি, আমি তোমাকে অনেক শ্রদ্ধা করি, তোমাকে আমি কারো সামনে কখন ও ছোট করতে চাই না। তুমি আমার গুরুজন, তোমাদের ছোট করলে আমি নিজে ও যে ছোট হয়ে যাবো, আমি সব রেকর্ড মুছে দিবো"- তুহিন আমাদের অভয় দেয়ার চেষ্টা করলো, "এইগুলি কিছুদিন আগে আক্সু লাগিয়েছিল বাড়ির কাজের লোকদের উপর নজর রাখার জন্যে। তুমি তো জানো, আমাদের কতবার কতকিছু চুরি গিয়েছে, সেই জন্যে।"

তুহিনের কথা শুনে আমি যেমন নিশ্চিত হলাম তেমনি তুহিনের ভিতরের ভালো দিকটা ও বেশ ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করলাম। কুহি এই কথা শুনে বেশ খুশি হয়ে তুহিনের গাল, কপালে বেশ কয়েকটা চুমু লাগিয়ে দিল। "ও আমার লক্ষ্মী ছেলে...আমি জানি তুই খুব ভালো, আর আমাকে খুব মানিস...আমি ও তোকে অনেক পছন্দ করি রে বাবা...তোর ভিতরের এই ভালোটাই তোকে সব কাজে জয়ী করে দিবে...বুঝতে পারছিস..."- এই বলে কুহি তুহিনের মাথায় আবার ও হাত বুলিয়ে দিলো।

"ওই রুমে চলো, এখনি তোমাদের সামনে আমি ওগুলি সব মুছে দিবো"- বলে তুহিন কুহিকে নিয়ে ও ঘরের দিকে যেতে লাগলো। আমি ও ওদের সাথে গিয়ে ওই রুমে ঢুকলাম। তুহিন যেই চেয়ারে বসে হাত মারছিলো, তার পাশেই মাটির উপরে আরেকটা কম্পিউটার আর মনিটরের ছাদের ক্যামেরাগুলির ছবি দেখা যাচ্ছিলো। তুহিন নীচে বসে আমাদের সামনেই দুটো ক্যামেরার ফুটেজ থেকে রাত ১১ টার পর থেকে এখন পর্যন্ত সব ফুটেজ কেটে নিয়ে মুছে দিল। সব কাজ শেষ করে ও যেন একটা তৃপ্তির হাঁসি নিয়ে উঠে দাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "কি...এবার সবাই নিশ্চিত তো?" আমি ওকে কাছে টেনে ওর কপালে একটা চুমু দিয়ে বললাম, "তুহিন তুই একটা ভালো ছেলে, আমি জানতাম তো ভিতরে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু থাকতে পারে না।"

কুহি ও ওর গালে একটা চুমু দিয়ে বললো, "আমার সোনা ছেলে...তুই কিন্তু এখন থেকে তোর বয়সী মেয়েদের দিকে নজর দিবি, তাহলে ধীরে ধীরে আমার কথা ভুলে যাবি...তোর না একটা গার্লফ্রেন্ড আছে? ওর সাথে তুই সেক্স করিস না...?"

কুহির কথায় তুহিন যেন আমার সামনে খুব বিরত বোধ করলো, তারপর ও একটু মুচকি হাঁসি দিয়ে বললো, "ও আছে...আমরা সব কিছুই করি...কিন্তু আমি কেন যেন কোন কিছুতেই উৎসাহ পাই না...তবে তুমি চিন্তা করো না...আমি তোমাকে যে কথা দিয়েছি সেটা রক্ষার জন্যে সব রকম চেষ্টাই করবো, সফল হবো কি না, জানি না, তবে চেষ্টা করবো।"

"তুহিন তুমি চেষ্টা করতে থাকো, আমাদের দুজনের দিক থেকে যদি কিছু করার মত হয় তাহলে আমি তোমাকে জানাবো, এখন আপাতত তুমি একাই চেষ্টা করে যাও, বাকিটা ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো হবে। আমরা এখন নীচে যাই, তুমি ও চল আমাদের সাথে।"- এই কথা বলে আমি কুহির হাত ধরে বের হয়ে যাচ্ছিলাম। ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই তুহিন পিছন থেকে বললো, "খালামনি, অজিত কে?"

কুহি যেন থমকে দাড়িয়ে গেল পিছন থেকে তুহিনের কথা শুনে। আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না কি উত্তর দিবো, কিন্তু আমার বুদ্ধিমতি বৌ আমাকে যেন উদ্ধার করলো এই প্রশ্নের জবাব দেয়া থেকে। "উনি তোর খালুর এক বন্ধু, কিন্তু তুই ওই কথা ভুলে ও কাওকে বলবি না, ঠিক আছে তো আমার সোনা ছেলে...তুই কাওকে ওই কথা বললে তোর খালামনির সব সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে...তুই কি সেটা চাস?"

"না, খালামনি...ধরো আজকের পর থেকে ওই নাম যেন আমি ও কখনও শুনই নাই।"- তুহিন আশ্বস্ত করলো।

আমরা তিন জনেই নিচের দিকে নেমে গেলাম। এতক্ষনে আমার যেন সময়ের হুঁশ হলো, কারণ রাত প্রায় ২ টা বেজে গেছে। আমাদের চলে যাওয়া উচিত। নিচে নামতেই তুহিনের আঁকু আমাদের পাকড়াও করলো, উনি সহ সবার কাছে কুহির অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে রেহাই পেলাম। আমার মেয়ে নাচতে নাচতে অস্থির হয়ে এখন বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। কিন্তু ছেলে একটু ফাঁক পেয়েই বসার ঘরের একটা সোফার উপর শুয়ে এক কাট ঘুম দিয়ে ফেলেছে।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ছেলেকে ঘুম থেকে উঠিয়ে, মেয়ে আর কুহিকে নিয়ে আমি আমার গাড়িতে গিয়ে বসলাম। কুহির ড্রাইভারকে ওর গাড়ী খালি চালিয়ে নিয়ে আসতে বলে আমরা চলতে শুরু করলাম।

বাসায় এসে একটু ফ্রেস হয়ে আমি আমাদের বেডরুমের বিছানায় বসে কুহির আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আর তুহিনের সাথে যেসব কথাবার্তা হলো সেগুলি মনে মনে ভাবছিলাম। কুহি গোসল সেরে একটু দেরিতেই আসলো বিছানায়। ও বুঝতে পারলো আমার মাথার ভিতর আজ রাতের কথা ঘুরছে। "কি ভাবছো, তুহিনের কথা?"- কুহি যেন আমার মনের কথাটি বুঝে ফেলেছে।

"হ্যাঁ..."-আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম। "ভাবলাম, ছেলেটাকে বুঝিয়ে পথে আনবো। কিন্তু উল্টো অনেকটা ব্লাকমেইলের মত হয়ে গেল ব্যাপারটা। ও আমাদের সেন্স করা দেখে ফেলেছে, আবার আমাদের কথা ও শুনে ফেলেছে, অজিতের কথা যেন গেছে"-আমি বেশ চিন্তিত ভঙ্গিতে কুহির মুখের দিকে তাকালাম।

"কিন্তু... ও খুব ভালো ছেলে। দেখলে না ও আমাদের সামনেই সব মুছে ফেলেছে... আর আমাদের দুজনকে অনেক সম্মান করে..."- কুহি যেন অতটা চিন্তিত নয় এমনই মনে হলো আমার কাছে।

"দেখো... জানু...ও ভালো ছেলে সে ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে তোমাকে নিয়ে Fantasy করে, সে আমাদেরকে সেন্স করতে দেখে ফেলেছে, অজিত তোমাকে খানকী বানিয়ে দিয়েছে-এ কথা আমার মুখ থেকে শুনেছে...এখন যদি ও সে ওগুলি মুছে ফেলেছে, কিন্তু ওর মনের ভিতর থেকে তো কিছুই মুছেনি...তুহিন কিন্তু একটা কথা বলেছে, তোমার মনে আছে কি না যে ওর মনে যে Fantasy কাজ করছে তোমাকে নিয়ে সেটা যদি একবারের জন্যে হলে ও পূরণ করা যায়, তাহলেই নাকি ওর মন থেকে তোমাকে ভুলে সস্তব...এই কথার কি অর্থ তুমি বুঝতে পারছো। মানে ও বুঝতে চাইছে সে চেষ্টা করলে ও তোমাকে নিয়ে কল্পনা করা বন্ধ করতে পারবে না, তাই যদি একবার হলে ও ওর চাওয়া পূরণ করা যায় তাহলে সে হয়ত এটা নিয়ে বেশি ভাববে না।"- আমি কথাগুলি খুব গুছিয়ে কুহির মাথায় ঢুকিয়ে দিলাম।

কুহি যেন আবারও অনেক হতাশ হয়ে বললো, "তাহলে আমরা কি করবো? ওর কল্পনা পূরণ করা মানে তো ওর সাথে সেন্স করা। সে আমার বোনের ছেলে...নিজের ছেলের মত...এটা তো মহাপাপ...এটা তো অজাচার, অগম্য গমন...অজিতের সাথে আমাদের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তুহিনের সাথে তো আছে...কিভাবে আমি ওর চাহিদা পূরণ করার জন্যে নিজের শরীর ওর হাতে তুলে দিবো?"- কুহির কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো, ওর দুই চোখের কোনে পানি জমা হতে শুরু করেছে কিন্তু ওর চোখে যেন আমি কামনার ছবি দেখতে পেলাম।

আমি নিজে ও কুহির কথা শুনে নিজের শরীরে কামার্ত বোধ করছিলাম। অবৈধ সম্পর্কের প্রতি আমাদের মানব জাতির আকর্ষণ সেই আদি কাল থেকেই। অনেকে মনে মনে এসব কল্পনা করে, কিন্তু মুখ দিয়ে বের করে না। কিন্তু সেইসব কথা যদি কোনভাবে মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় তাহলে সেই কথার উপর মাটি চাপা দেয়ার চেষ্টা কোন কাজেই আসে না। ছাইচাপা আগুনের মত সেগুলি ধীরে ধীরে ফুটফুট করে জলতে জলতে এক সময় এক বিশাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়। তাই তুহিন যেমন কুহির প্রতি নিজের আকর্ষণের কথা আমাদের সামনে প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি, তেমনি কুহির চোখে মুখে ও আমি যেন তুহিনের প্রতি ভালবাসা, মমতা, যৌন আকর্ষণ সব কিছুই একসাথে দেখতে পাচ্ছি। ওর মাতৃমন চায় তুহিনকে বুঝিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসতে, কিন্তু ওর ভিতরের নারী মন চায় অবৈধ সম্পর্কের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে। এই দু দিকের রসি টানাটানির ভিতরে আমি কোনপক্ষে থাকবো, এটা নিয়ে ভাবতে হবে।

আমাদের মনের ভিতর যে পশুসত্তা লুকিয়ে আছে, সেটা যেমন পশুর মত মাতৃগমন করতে চায়, তেমনি আবার মানব সত্তা চায় যে সভ্যতার বিধি নিষেধ মেনে চলতে। সেই পশু মন কোন কিছু ভালো খারাপ নিয়ে কোন যুক্তি মেনে চলতে চায় না, সে শুধু চায় নিজের কামনা চরিতার্থ করতে। সেখানে কোন যুক্তিই খাটে না, সে শুধু বুঝে পুরুষ নারীর মধ্যকার চিরায়ত আকর্ষণ। নারী তার যৌনাঙ্গ মেলে ধরবে আর পুরুষ সেটা নিজের সমস্ত পৌরুষ দিয়ে ভোগ করবে, সেখানে যেন ভোগের মাঝেই প্রকৃত সুখ। গতকাল রাতে অজিতের সাথে হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা আর তুহিনের সাথে ওর চাওয়া মোতাবেক যৌন মিলন, দুটি পুরো ভিন্ন ব্যাপার। একটি যেন সময়ের চাওয়া আর আরেকটি যেন নিজেকে অবৈধ সঙ্গমের জন্যে প্রস্তুত করে ধীরে ধীরে সমাজের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে আগুনে ঝাপ দেয়ার মত একটা ব্যাপার। আমি মনে মনে জানি, আমি যদি চাই, তাহলে কুহি এই আগুনে ঝাপ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না, এমনই আমার প্রতি ওর ভালবাসা আর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু আমি কি চাই? আমি জানি প্রতিটি ঘটনারই, একটা ঘটনা পরবর্তী মোড় আছে, তাই কুহির সাথে তুহিনের কিছু একটা ঘটে গেলে, তারপর আমাদের জীবনে সেটা কি প্রভাব বিস্তার করবে সেটা নিয়ে ও চিন্তা করতে হবে, কারণ সর্বকিছুর উপরে আমরা দুজনেই দুটি ছেলে মেয়ের পিতা-মাতা, একটা সমাজের প্রতিষ্ঠিত সদস্য- তাই আমার মনের চাওয়া স্থির করাটা যেন খুবই দুরূহ হয়ে উঠেছে। আমি চিন্তা করলাম, আজ অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, ভালো হবে যদি আমি এইগুলি নিয়ে পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবি, তাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কুহিকে নিজের বুকের দিকে টেনে নিয়ে, "শুভরাত্রি, জানু...এখন ঘুমাও...পরে কথা বলবো"-এই বলে নিজেকে ঘুমের দেশে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করলাম।

এর পরে আমাদের নিস্তরঙ্গ জীবনঃ

পরদিন বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল দুপুরে, সকাল থেকে আমরা সবাই ওখানেই ছিলাম। বেশ ভালভাবেই বিয়ের কাজ শেষ হলো, আমরা সন্ধ্যার কিছু পরে বাড়ি ফিরে আসলাম। এর পরের দিন আবার বৌভাতের অনুষ্ঠান ছিল রাতে একটা **Convention Center** এ, সেটা ও বেশ ভালভাবেই শেষ হল। এই দু দিন তুহিন কুহিকে একটু ও বিরক্ত করেনি বা বিন্দুমাত্র অস্বস্তিকর কোন কথা বা চাহনি ছাড়াই সব কিছু শেষ হলো। আমরা দুজনেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ও কাজের মাঝে যেন ডুবে যেতে লাগলাম। এর দুদিন পরেই আমার ছেলের পরিষ্কার ফল প্রকাশ হলো, জিসান খুব ভালো রেজাল্ট নিয়ে পাশ করেছে, তাই এরপরের কাজ হল ওকে ভালো একটা **University** তে ভর্তি করিয়ে দেয়া। এই ফাঁকে একদিন আমরা চারজন রাতে বাইরে খেতে গিয়েছিলাম, জিসানের ভালো রেজাল্টের উপলক্ষে। জিসানের রেজাল্ট নিয়ে কুহি খুব উচ্ছ্বসিত ছিল, তাই কুহি আমাকে চাপ দিচ্ছিলো যেন আমি জিসানকে একটা আলাদা গাড়ী কিনে দেই। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

আমার নিজের গাড়ীটি আমার শ্বশুরের কিনে দিয়েছিল, আর কুহির গাড়ী ও শ্বশুরের এক বন্ধুর কাছ থেকে আমি আর শ্বশুরমশাই দুজনে মিলে পছন্দ করেই কিনেছিলাম। কিন্তু যেহেতু অজিতের সাথে আমার পরিচয় আছে আর সে গাড়ীর দোকানের সেলসম্যান, তাই জিসানের গাড়ীটি আমি অজিতের কাছ থেকেই কিনার চিন্তা করছিলাম। সেই চিন্তা থেকে আমি একদিন অজিতের শোরুমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অজিত আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠে দাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো। পরে জানলাম যে, সে ওখানের সেলসের প্রধান। আমি ওকে গাড়ী কিনার ব্যাপারে আমার আগ্রহের কথা জানালাম। অজিত প্রায় ২০ মিনিট আমার সাথে গাড়ী নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন আর পরামর্শ দিয়ে, আমাকে নিয়ে কিছু ভালো মডেলের গাড়ীর দেখানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালো। এই সময়ের মধ্যে অজিত আমার কাছে কুহিকে নিয়ে একটি কথা ও জানতে চায়নি। আমি বেশ অবাধ হচ্ছিলাম ওর আচরণে। যাই হোক, বেশ কিছু ভালো গাড়ী দেখলাম এর মধ্যে ৩ টি গাড়ী আমি পছন্দ করে ফেললাম। সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কুহি আর জিসানকে নিয়ে অন্য একদিন এসে এই ৩ টার মধ্যে যে কোন একটা গাড়ী আমরা ফাইনাল করে ফেলবো। আমরা আবার অজিতের চেয়ারে এসে বসলাম। অজিত আমার জন্যে কফি আনিয়েছিল, দুজনে বসে গাড়ী নিয়েই এটা সেটা কথাবার্তার ফাঁকে কফি পান করছিলাম।

"তোমার সুন্দরী হট বৌটা কেমন আছে, জাভেদ?"-একেবারেই অপ্রত্যাশিত ভাবে আচমকাই প্রশ্নটা করলো অজিত, একেবারে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে। অজিত যেন ইচ্ছে করেই কুহিকে ওর নামে না ডেকে আমার বৌ বলে সম্বোধন করলো।

"সে ঠিক আছে..."-আমি অল্প কথায় জবাব দেয়ার চেষ্টা করলাম।

"আর কোন নতুন **Adventure** যুক্ত হয়েছে তোমাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে?"-অজিত যেন বেশ আন্তরিকভাবে জানতে চাইলো।

"না...অজিত...আমরা ও রকম **Adventure** প্রিয় দম্পতি নই..."-আমি বেশ শান্তভাবেই জবাব দেয়ার চেষ্টা করলাম, যদিও অজিতের সামনে কুহির কথা উঠতেই আমি ভিতরে উত্তেজনা অনুভব করছিলাম, আর সে উত্তেজনা আমার গলার স্বর দিয়ে ঢেকে রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

"এটা ঠিক না...জাভেদ...তুমি ভালো করেই জানো যে তোমরা দুজনেই খুব বেশি **Adventure** পছন্দ করো..."- অজিত বেশ দৃঢ়তার সাথে বলছিলো, "আর তোমার বৌ সে কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রবলভাবে **Kinky**... বিকৃতি ও **Rough** আচরণ সে খুবই ভালবাসে...তাই তোমাদের আরও বেশি বেশি **Experiment** করা উচিত...এতদিন এগুলি ওর ভিতরে চাপা পড়ে ছিলো...তোমার উচিত সেগুলিকে আরও বেশি বেশি করে বাইরে বের করে আনা...তুমি ওকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিলেই দেখবে যে সে কি রকম আচরণ করে...আর ওর ওই সব **Perversi on** তুমি বেশ ভালভাবেই উপভোগ করতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস...কি ঠিক বলেছি না।"-অজিত যেন আমাকে কথা দিয়ে **Tease** করছিলো।

"কিন্তু এই সব **Experiment** করতে গেলে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আঘাত আসতে পারে...তাই এসব থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?"-আমি ও বেশ দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলাম।

"জাভেদ...তুমি একেবারে পুরনো মন মানসিকতার লোকদের মত কথা বলছো, সেক্স একটা আর্ট আর উপভোগের বিষয়...এটা একটা আশুন...এটাকে যত তুমি হাওয়া দিবে এটা তত ছড়াবে, তত বেশি তুমি এর কাছ থেকে উত্তাপ পাবে...তুমি এসব চিন্তা বাদ দিয়ে সেদিন রাতের কথা চিন্তা করো...আমি নিশ্চিত...সেদিন রাতে আমি চলে যাওয়ার পরে তুমি আবার ও তোমার বৌকে উপভোগ করেছে...আমি আরও বেশি নিশ্চিত যে সেদিনের মত উত্তেজনা আর কামনার আশুনের তোমরা দুজনে কোন দিনও পুড়ো নাই...তাহলে কেন পরিবার আর সমাজের দোহাই দিচ্ছ...তোমাদের দুজনের অবচেতন মনেই সেই ধরনের কামনা আছে..."-অজিত আমার সাথে কথা নিয়ে খেলছে। "আর তোমার বৌ...সে তো আশুনের গোলা...আমি এতো সেক্সি গরম মাল আমার জীবনে কখনও দেখি নাই...তার আরও বেশি সুখ পাওয়ার অধিকার আছে তোমার কাছে...এটা কি তুমি অস্বীকার করবে?"- অজিত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো।

অজিতের চোখে চোখ রেখে ভিতরে ভিতরে আমি যেন আরও বেশি ম্লিয়মাণ হয়ে যাচ্ছিলাম। ও যেন আমার ভিতরের অবচেতন মন থেকে সব **Perversi on** ওর চোখের দৃষ্টি দিয়েই বের করে নিবে। "আমি জানি... কুহি একজন প্রচণ্ড স্পর্শকাতর ও আবেগময় মহিলা...ও আরও বেশি কিছু **Deserve** করে...কিন্তু তুমি কি পরামর্শ দিচ্ছে...আমাদের কি করা উচিত?"-আমি যেন কিছুটা বোকাম মত অজিতের কাছে জানতে চাইলাম।

"অনেক কিছুই করার আছে কুহিকে নিয়ে...কিন্তু তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তুমি কতটুকু ওকে মানসিক সহায়তা দিবে..."-অজিত যেন জানে কুহিকে নিয়ে কি করা উচিত...এমন গলায় বললো, "তোমাদের জন্যে আমার ডিনারের দাওয়াত অপেক্ষা করছে। তুমি সহায়তা করলে সেদিন ও অনেক কিছুই হতে পারে।"

"ঠিক আছে...আমি সাহায্য করবো, কিন্তু সেদিন তুমি ঠিক কি করতে চাও...সেটা বুঝলাম না"- আমি যেন কিছুটা মন্ত্রমুগ্ধের মত অজিতকে আমার সম্মতি দিয়ে দিলাম।

"ওটা নিয়ে তুমি ভেবো না...আমি জানি ওকে নিয়ে কিভাবে খেলতে হবে...তোমরা কবে আসবে ডিনারের দাওয়াতে?"-অজিত একটা ক্রুর হাঁসি দিয়ে বললো আমাকে।

"সামনের সপ্তাহের ছুটির দিনে করা যায়..."- অজিতের কথা শনার পরে আমি যেন এর চেয়ে বেশি অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।

"ওকে...দোস্ত...তাহলে নেক্সট শুক্রবার সন্ধ্যার পরে দেখা হচ্ছে...আমি তোমাদের দুজনকে আমার গাড়িতে করে তুলে নিবো তোমাদের বাসা থেকে...**It would be an wonderful night...I promise...**"- অজিত উঠে এসে আমার হাতে হাত মিলিয়ে আমাকে বৃকে জড়িয়ে ধরে বললো।

"আমি কাল বা পরশু কুহি আর আমার ছেলেকে নিয়ে আসবো গাড়ী ফাইনাল করার জন্যে..."-বলে আমি ও অজিতের রুম থেকে বের হলাম।

বাসায় ফিরে সেদিন রাতে আমি কুহিকে জানালাম যে আমি অজিতের কাছে গিয়েছিলাম জিসানের জন্যে গাড়ী কিনতে। কুহি মনে মনে বেশ অবাধ হলো যে গাড়ী কিনতে অজিতের কাছেই যেতে হবে কেন? আমি ওকে বললাম যে আগামিকাল বিকালে আমি অফিস থেকে ফিরে ওকে আর জিসানকে নিয়ে গাড়ী ফাইনাল করতে যাবো। কুহিকে নিয়ে কি কি কথা হল অজিতের সাথে সেটা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলাম, কুহি ও আগ বাড়িয়ে জানতে চায়নি যে অজিত ওর কথা জানতে চেয়েছে কি না।

গাড়ী কিনতে আমাদের অভিযানঃ

পরদিন বিকালে আমরা তিনজন আমার গাড়ী নিয়ে সন্ধ্যার কিছু পরে অজিতের শোরুমে গেলাম। অজিত আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল। কুহি চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো যেন অজিতের সাথে চোখাচুখি না হয়ে যায়। জিসান খুব উৎফুল্ল ওর গাড়ী কিনা নিয়ে। অজিত ওদের দুজনকে নিয়ে গাড়ী দেখাতে লাগলো যদিও ওখানে অজিতের বেশ কয়েকজন সহকর্মী ছিল দেখানোর জন্যে। গতকাল আমি যে ৩ টা গাড়ী পছন্দ করে গিয়েছিলাম, সেগুলি দেখলো ওরা। কুহি আর আমি দুজনেই জিসানের পছন্দের উপর গুরুত্ব দিচ্ছিলাম, কারণ গাড়ী সে চালাবে। জিসান একটা লাল রঙের গাড়ী পছন্দ করলো, আমি আর কুহি দুজনেই ওর কথায় সাই দিয়ে অজিতকে বললাম ওটা ফাইনাল করে ফেলার জন্যে। অজিত তখন ওর এক সহকর্মীকে বললো জিসানকে নিয়ে পরীক্ষামূলক ড্রাইভ দিয়ে আসার জন্যে। ওর ওই গাড়ী নিয়ে শহরের বাইরে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে সব কিছু টেস্ট করে আসবে। ওদের ফিরে আসতে প্রায় ২/৩ ঘণ্টা লাগবে, তাই আমি অজিতকে বলে দিলাম যেন ওই ছেলেরা জিসানকে আমাদের বাসায় নামিয়ে দিয়ে আসে আর আমরা এখান থেকেই বাসায় চলে যাবো। কুহি আর আমি অজিতের চেয়ারে এসে বসলাম আর জিসান আর ওই ছেলেরা বেরিয়ে গেল টেস্ট ড্রাইভ করার জন্যে।

আমরা রুমে এসে বসতেই একটা পিওন ছেলে এসে হালকা নাস্তা আর কফি দিয়ে গেল। অজিত ওকে বলে দিল যেন কেও ওকে ডিস্টার্ব না করে, আর নিজে উঠে গিয়ে ওর রুমের দরজা বন্ধ করে দিলো। ওকে রুমের দরজা বন্ধ করতে দেখে আমি আর কুহি দুজনেই যেন একটু শিউরে উঠলাম। কুহি এখন ও অজিতের দিকে না তাকিয়ে কফির মগ হাতে তুলে নিলো।

অজিত ওর চেয়ারে বসে সরাসরি কুহির চোখের দিকে তাকালো। "কুহি...কেমন আছে তুমি? আমাকে ভুলে যাও নি তো?"-অজিতের চোখে মুখে দৃষ্টমীর হাসি।

কুহি অজিতের দিকে না তাকিয়ে বেশ নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল, "আমি ঠিক আছি। ভুলে গেলে কি আজ দেখা হত? আর তুমি হচ্ছে জাভেদ এর বন্ধু, সে তোমাকে মনে রাখবে, তুমি তো আমার বন্ধু নও, তাই আমি তোমার কথা মনে রাখা তো অবান্তর, তাই না? তোমার খবর কি?"

"আমি ও ঠিক আছি...তোমাকে অসম্ভব মোহনীয় লাগছে, তবে সেটা তোমার ভালো পোশাকের জন্যে নয়, সত্যি বলতে কি, তোমার অসাধারণ শরীরের কারণেই তোমাকে এতো কামুক লাগছে...কি বোলো জাভেদ, ঠিক না?"- অজিত যেন ওর চোখ দিয়ে কুহিকে ধর্ষণ করতে শুরু করে দিলো। "তোমার শরীর এতো হট যে, কাপড় পড়া না থাকলে তোমাকে আরও বেশি কামুক কামুক মনে হয়।"

"হ্যাঁ, অজিত...আমার বৌয়ের শরীরটা আসলেই অসাধারণ, যে দেখে সেই ওকে মনে মনে কামনা করতে থাকে...আর তুমি হচ্ছে সেই ভাগ্যবান, যে আমার বৌকে নেংটো করে ভোগ করতে পেরেছো...ওর শরীর সত্যিই খুব কামুক।"- আমি অজিতের কথার সাথে সাই দিয়ে নিজে ও কুহির রূপের প্রশংসা করতে করতে বললাম। কুহি খুব লজ্জা পাচ্ছিলো, অজিত ও আমার মুখে ওকে প্রশংসা করতে শুনে, সাথে সাথে ওর নিজের ভিতর আত্মবিশ্বাস বাড়ছিলো।

"জানু...তুমি আমাকে লজ্জা দিচ্ছে"- কুহি যেন ভিতরে ভিতরে গলে যাচ্ছে। ওর গাল চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে।

"আমি তোমার কি, সেটা মনে হয় তুমি জানো না, তাই না? ভালো করে শুনে রাখো, জাভেদ তোমার স্বামী কিন্তু আমি তোমার শরীরের মালিক, তুমি আমার দাসী...আমার কথা মত চলাই তোমার কাজ, এখন বোলো, তোমার গুদের খবর কি?"-ওর কথা শুনে আমি আর কুহি দুজনেই চমকে উঠলাম, আমার বাড়াই একটা মোচড় দিয়ে উঠলো, আর কুহির গুদে ও একটা শিরশিরে অনুভূতি ছড়িয়ে গেল।

"অজিত...আমরা তোমার অফিসে গাড়ী কিনতে এসেছি, তোমার বাজে কথার জবাব দেয়ার জন্যে নয়..."- কুহি প্রথমে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলে ও নিজেকে সামলে নিল।

"আরে...জাভেদ...এই মাগীটা বলে কি? এই মাগী...তোকে যা জিজ্ঞেস করেছি, তার উত্তর দে...তোর গুদের মালিক তোকে প্রশ্ন করছে...সোজা কথায় জবাব দিবি...নাহলে এখানেই তোর গুদে আমার শাবলটা পুরে দিবো...শালী...আমার সামনে যখন তুই থাকবি তখন তুই আমার বাঁধা মাগী, বুঝেছিস?"-অজিত চট করে ওর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ ক্রুদ্ধ গলায় বললো।

কুহি অজিতের আচরণ দেখে যার পর নাই বিস্মিত, অজিত যে নিজের অফিসে বসে কুহির সাথে এই রকম ভাষায় কথা বলতে পারে, এটা যেন ওর কল্পনার ও বাইরে। ও চট করে আমার দিকে তাকালো। "ওর কথার উত্তর দাও, জানু"-আমি বেশ নির্লিপ্তভাবে নিয়ে বললাম।

কুহির যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমি ওকে অজিতের নোংরা কথার জবাব দেয়ার জন্যে বলেছি। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। অজিত বেশ রেগে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওর চুলের মুঠি নিজের বাম হাতে ধরে ওকে বেশ জোরে টেনে চেয়ার থেকে দাড়া করিয়ে দিল, আর ডান হাতে ওর গালে একটা চড় মারলো, "খানকী, বেশ্যা...আমার কথার জবাব দেয়ার জন্যে তোর স্বামী আদেশ করেছে, তারপর ও তুই চুপ করে আছিস? আমাকে কি তোর ভালো স্বামীর মত মনে করিস তুই, বল, তোর গুদের খবর বল...আমার বাড়ার জন্যে কান্না করে?...আমাকে মিস করিস?"-অজিত ওর চুলের মুঠি ধরে বাঁকাতে বাঁকাতে ওর অন্য গালে আরেকটি চড় মারলো।

কুহি ভাবতেই পারছিল না যে ওরা একটা শোরুম গাড়ী কিনতে এসে অজিতের এমন আচরণের মুখোমুখি হবে আর আমি চুপ করে ওর অপমান আর অপদত্ত হওয়া বসে বসে দেখবো। সে বুঝতে পারলো, যে আমি ওকে কোন রকম সাহায্য করবো না, তাই সে অজিতের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললো, "আমার গুদ ভালো আছে... হ্যাঁ... আমি তোমাকে মিস করি..."।

"তাহলে চুপ করে দাঁড়িয়ে না থেকে বেশ্যা মাগীদের মত আমার বাড়া বের করে চুপে দিচ্ছিস না কেন?"-বলে অজিত কুহির চুলের মুঠি চেপে ধরে ওকে নীচের দিকে হাঁটু গেঁড়ে বসানোর জন্যে চাপ দিল। "প্লিজ...অজিত...না...এরকম করো না...এখানে সম্ভব নয়...এটা একটা শোরুম...প্লিজ...এরকম করো না...জাভেদ...তুমি ওকে কিছু বোলো না..."- কুহি অজিতের কাছে নরম গলায় অনুনয় করতে লাগলো আর আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কুহি ভিতরে ভিতরে নরম হয়ে গিয়েছিলো অজিতের মুখে খারাপ কথা শুনে আর ওর বাজে ব্যবহারে, তাই ও নরম গলায় অজিতের কাছে যেন ভিক্ষে চাইছিলো আর আমি যেন ওকে সাহায্য করি সেই কামনা করছিলো। কিন্তু এই মুহূর্তে কুহিকে কোন রকম সাহায্য করতে আমার ইচ্ছে করছিলো না। আমার ভিতরের ইন্দ্রিয় ভোগবাসনা যেন কুহির অজিতের হাতে অপদত্ত হওয়াই দেখতে চাইছিলো।

"জানু...অজিত যা বলে কর, রুমের দরজা বন্ধ আছে, কেও জানবে না..."- আমি বেশ হালকাভাবে কুহিকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম।, "ওর মোটা বাড়াটা ভালো করে চুষে দাও...তুমি তো ওর বাড়া খুব পছন্দ করো, তাই না? **Suck his black fat dick, baby and swallow his cum.** অজিতের বাড়ার মজাদার ফ্যান্ডা খাবার জন্যে তোমার যে খুব ইচ্ছা করছে, সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি...দেখি করো না, জানু...আমার বন্ধুর মোটা সাপটাকে তোমার মুখে ভরে ওটা থেকে সব বিষ বের করে নাও"

"না...এটা সম্ভব না...প্লিজ...আমাকে এভাবে নিচে নামিয়ে না...আর কত অপমান করবে আমায়...প্লিজ আমি তোমার কথা শুনবো পরে, অজিত...আমি পারবো না এসব করতে এখন..."- কুহি এর পরেও কখনও অনুন্নয় আর কখনও একটু রাগ দেখাবার চেষ্টা করছিলো। অজিতের রাগ বেড়ে যাচ্ছিলো কুহির কথা শুনে।

সে চট করে কুহির চুলের মুঠি ধরে ওকে ঘুড়িয়ে সামনের টেবিলের উপর ঝুঁকিয়ে দিল, আর "খানকী মাগী...নখরামি করছিস...আজ তোর পাছা বেতিয়ে তোর সব নখরামি তোর পোঁদের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিবো..."-বলে কুহিকে পুরো উপর করে দিলো টেবিলের উপরে। কুহি এখন টেবিলের উপর ঝুঁকে ছিল আর ওর দুধ টেবিলের গ্লাসের সাথে লেগে ছিলো। অজিত ওর টেবিলের উপর থেকে একটা স্ট্রলের স্কেল (মাপকাঠি বা মাপদণ্ড-১২ ইঞ্চি লম্বা একটা টুকরা) তুলে নিয়ে এক হাত দিয়ে কুহির চুলের মুঠি ধরে রেখে ওকে টেবিলের সাথে চেপে রাখছিলো আর অন্য হাতে স্কেল নিয়ে কুহির পাছায় চটাস চটাস করে বাড়ি দিতে লাগলো। কুহির ব্যথায় অপমানে লজ্জায় যেন নিজেকে টেবিলের সাথে মিশিয়ে প্রতিটি বাড়ির সাথে সাথে কেঁপে কেঁপে উঠে চাপা স্বরে ওহঃ ওহঃ করে শব্দ করতে লাগলো।

প্রায় ৫/৬ টি বাড়ির পরেই কুহি "প্লিজ থামো...অজিত...আমি সব কথা শুনবো...প্লিজ থামো" বলে অনুন্নয় করতে লাগলো। অজিত থেমে গিয়ে স্কেল নিজের হাত থেকে রেখে দিল টেবিলের উপর। এদিকে অজিতের মার খেয়ে কুহির গুদ দিয়ে কল কল করে রস বেরিয়ে ওর প্যানটি ভিজিয়ে ফেলেছে, আর এখন ওর প্যান্টের উপর দিয়ে ও ভিজা প্যানটির ভিজে যাওয়া জায়গা বুঝা যাচ্ছিলো। অজিতের চোখ সেদিকে গেল।

"দেখো জাভেদ...তোমার বৌ...এতো অল্প মার খেয়েই গুদ দিয়ে পানি ছেড়ে দিয়েছে...ওর গুদের কাছে প্যান্টের অংশটা ভিজে গেছে, দেখো..."- বলে গুদের কাছে প্যান্টের ভিজে যাওয়া অংশটা অজিত হাত দিয়ে ডলে দিতে দিতে আমাকে দেখার জন্যে ইশারা করলো। আমি বসে থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম কুহির পরনের প্যান্টের ভিজের যাওয়া অংশ। আমি একবার দরজার দিকে তাকলাম আরেকবার কুহির গুদের দিকে, মনে ভয় হচ্ছিলো যে যদি কেও এসে দরজা খুলতে বলে তাহলে কি হবে? অজিতের হাতে কুহির মার খাওয়া দেখে আমি নিজে ও যেন কিছুটা হতবিহবল হয়ে গিয়েছিলাম।

অজিত যেন স্কুলের মেয়েদেরকে টিচার যেভাবে অন্যান্য করলে শাস্তি দেয়, সেভাবে কুহির পাছায় স্কেল দিয়ে পিটালো। আমার কুহির জন্যে বেশ কষ্ট লাগছিল, কিন্তু আমি জানি কুহি, অজিতের এই মার অনেকটা নিজের ইচ্ছা থেকেই খেলো, আর এই মারের কারণে ওর শরীর এখন খুব কামতেজিত হয়ে আছে। কিন্তু অজিত এখানে এই শোকর্মে বসে কুহিকে দিয়ে আর কি কি করাবে সেটা বুঝতে পারছিলাম না আমি।

আমি উঠে এসে কুহির পাশে দাঁড়িয়ে ওর পাছায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম যেখানে অজিত স্কেল দিয়ে মারলো এতক্ষন। আর কুহির মুখ টেনে নিয়ে ওর গলায় ঘাড়ে চুমু দিতে দিতে বললাম, "জানু...আমার লক্ষ্মী সোনা বৌ...অজিতের বাড়া চুষে দাও না...দেখো না ও কি রকম উত্তেজিত হয়ে আছে তোমাকে দেখার পর থেকে...ভালো করে চুষে দিও, যেন ও অনেক আরাম পায়...ঠিক আছে?"- আমার আদর আর কথায় কুহি যেন কামে পাগল হয়ে গেল, দ্রুত আমাকে বেশ কয়েকটি চুমু দিয়ে বললো, "তোমার বন্ধুর বাড়া চুষে দিলে তুমি খুশি হবে?"। আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানালাম।

কুহি চট করে ফ্লোরে হাঁটু গেঁড়ে বসে গেল, আর অজিতের প্যান্টের বোতাম খুলে, চেইন খুলে ওর বিশাল বড় কালো আকাটা হিন্দু বাড়াটা বের করলো, বাড়াটা পুরো ঠাঠিয়ে শক্ত আছে, "ওহঃ..."- বলে একটা শব্দ কুহির মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল অজিতের বাড়া দেখার পরে, কুহি এক হাতে বাড়া ধরে বাড়ার মাথা নিজের মুখে ভরে নিলো আর অন্য হাত দিয়ে অজিতের বিচি টিপে টিপে মালিশ করে দিতে শুরু করলো।

"আহঃ...বন্ধু...তোমার বৌয়ের মুখটা যেন গরম...তেনি আঁখের রস বের করার মেশিন...আমার বাড়া থেকে সব রস নিংরে টেনে বের করে নিবে যেন...আহঃ...এই রকম মাগীকে দিয়ে বাড়া চুষিয়ে অনেক সুখ...চুষে দে ভালো করে... আমার বাড়া চুষে তোর স্বামীকে সুখ দে..."-অজিত আরামে গোঙাতে গোঙাতে বলছিলো, "দোস্ত, তোমার খানকী বৌটা হিন্দু লোকদের আকাটা বাড়া খুব পছন্দ করে...ওর জন্যে আরও কিছু এই রকম আকাটা মোটা বাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, কি বলো তুমি?"- অজিত আমার দিকে তাকিয়ে বোললো।

"সেই দায়িত্বটা আমি তোমার ঘাড়েই দিলাম...তুমিই যোগার করে দিও, কুহির গুদের জন্যে মোটা হিন্দু লোকের বাড়া"-আমি অজিতকে যেন অনুরোধ করলাম, আর আমার কথা শুনে অজিত যতটুকু খুশি হয়েছে, তার চেয়ে ও বেশি কামার্ত হয়ে গেছে কুহি নিজে। ওর স্বামী একটা পর পুরুষকে অনুরোধ করছে সে যেন আর ও কিছু মোটা আকাটা হিন্দু বাড়া যোগার করে দেয় তার গুদের জন্যে, এটা যে আমার বিকৃত মনের শুদ্ধ কামনা, সেটা চিন্তা করেই কুহি যেন আমার কথার উত্তরে ওর সম্মতি জানালো, "ওহঃ জানু!" বলে একটা শব্দ করে।

কুহি খুব প্রানপন চেষ্টায় অজিতের বাড়া অল্প অল্প করে প্রায় পুরোটাই মুখের ভিতরে গলার ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো, আর অজিত আহঃ উহঃ করে আরামের শব্দ করতে লাগলো। আমি কুহির পিছনে বসে ওর ঘাড়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম আর ওর বুকের বড় বড় দুধ গুলি শার্টের উপর দিয়ে অল্প অল্প করে টিপছিলাম। কিছু পরে আমি ধীরে ধীরে কুহির শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করলাম। সব বোতাম খুলে ফেলার পরে আমি হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে ওর ব্রার হুক খুলে দিলাম। ওর বড় বড় ডুমো ডুমো মাই দুটিকে ব্রা এর খাপ থেকে বের করে মুক্ত করে দিলাম। এতে অজিতের নজর পরে গেল কুহির দুধের উপর। "জাভেদ...দোস্ত...আজ তোমার বৌকে মাই চোদা করবো...সেদিন মাগীর মুখ আর গুদ চুদেছি...আজ ওর দুধ চুদবো।"- বলেই অজিত এক টানে কুহির হাত আর মুখ থেকে নিজের বাড়া ছাড়িয়ে নিলো।

আমাকে বললো ওর মাই দুটিকে এক সাথে করে চেপে রাখতে। আমি পিছন থেকে কুহির বগলের দুই পাশ দিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে ওর মাই দুটিকে এক সাথে চেপে ধরলাম একটির সাথে আরেকটি। অজিত ওর মুখ থেকে এক দলা থুথু নিয়ে ঠিক ওর মাই দুটির মাঝে ফেললো। আমাকে বললো ওর থুথুগুলি কুহির বুকের মাঝখানে আর দুই দুধের মিলনস্থানে মেখে দিতে। অজিতের মুখের থুথু নিজের হাতে নিয়ে নিজের বৌয়ের বুকে আর দুধের ফাঁকে মাখতে আমি কিছুটা ইতস্ততবোধ করছিলাম, তারপর ও অজিতের কথা মত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওই থুথুতে কুহির দুধের ফাঁক পর্যাপ্ত পরিমাণ পিছল না হওয়াতে অজিত আবার ও আরেকদলা থুথু ঢাললো, আমি সেগুলি ও মেখে দিলাম। এবার আমি কুহির দুধ দুইটা এক সাথ করে চেপে ধরলাম আর অজিত নিজের মোটা বাড়া নিচ থেকে কুহির দুধের ফাঁকে চালান করে দিল।

কুহি কখনও ভাবেনি যে এই ভাবে ও অজিতের কাছে এই শোরুমে বসে দুধচোদা খাবে, আর আমি ও কখনও কুহিকে এইভাবে চুদি নাই, তাই কুহি আজ এক অন্য রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে, এই ভেবে কুহির গুদ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বের হতে লাগলো। ওর চোখ মুখে কে যেন কামনামন্দির এক ছবি এঁকে দিয়েছে। ওর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে ওর নাক যেন ফুলে লাল হয়ে গেছে। অজিত এক হাতে কুহির চুলের মুঠি ধরে রেখেই ধীরে ধীরে নিজের বাড়ি একবার উপরের দিকে ঠেলে কুহির খুঁতনির কাছে নিয়ে আসছে, আরেকবার নিচের দিকে টেনে ওর দুধের ফাঁকে বাড়ার মাথাকে লুকিয়ে ফেলছে। ধীরে ধীরে ঠাপ শুরু করলো অজিত। অজিত অন্য হাত দিয়ে কুহির সুন্দর মুখে হাত বুলিয়ে ওর চোখ, কান, নাক, গাল, ঠোঁট, চিবুক ছুয়ে ছুয়ে দিতে দিতে কুহিকে বিভিন্ন খারাপ নামে গালি দিতে শুরু করলো। আর প্রতিটি গালির সাথে সাথে কুহির শরীর যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

"দোস্তু, তোমার গরম বোঁটার দুধ দুইটা এতো বড় কেন? এতো বড় দুধেল গাই আমি কখনও চুদি নাই, আহঃ তোমার বোঁয়ের দুধ দুইটা কি নরম, আমার বাড়ি যেন গলে যাচ্ছে এতো নরম দুধের ফাঁকে ঢুকে..."-অজিত ওর ক্রুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেই যাচ্ছে, আর এই কথায় কুহির গুদ দিয়ে গল গল করে রস বেরিয়ে ওর জিপের প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলছে। অজিত হঠাৎ ওর হাত দিয়ে কুহির গলা চেপে ধরলো, আর অন্য হাতে ধরা ওর চুলের মুঠি ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে একটু দ্রুত বেগে ঠাপ শুরু করলো। অজিত কুহির গলা চেপে ধরার কারণে কুহি একটা কাশি দিয়ে উঠলো, আমার মনে হচ্ছিলো যে কুহির বোধহয় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তাই আমি অনুরোধের ভঙ্গিতে অজিতকে বললাম, "অজিত ওর গলা থেকে হাত সরো, ওর কষ্ট হচ্ছে"। অজিত একটা ক্রুর হাঁসি দিয়ে বললো, "কষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা তোমার বেশ্যা বউটাকে জিজ্ঞেস কর"।

আমি কুহির মুখের দিকে তাকালাম, সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা অভয়ের হাঁসি দেয়ার চেষ্টা করলো, আর মাথা দুদিকে ঝাঁকিয়ে ওর যে কষ্ট হচ্ছে না সেটা বুঝিয়ে দিল। "আমার এই হিন্দু বাড়ার জন্যে তোমার বৌ যে কোন কষ্ট স্বীকার করতে রাজী আছে, বুঝতে পারছো?"-বলে আমার দিকে একটা শয়তানের হাঁসি নিক্ষেপ করলো অজিত। "কি রে মাগী, তোর স্বামীকে বল, আমার বাড়ি পাওয়ার জন্যে তুই কতটুকু কষ্ট করতে রাজী আছিস?"- অজিত কুহির দিকে তাকিয়ে একটা বাঁকা হাঁসি দিয়ে বললো।

কুহিকে চুপ করে থাকতে দেখে অজিত ঠাস করে কুহির গালে একটা থাপড় মারলো। চড় খেয়ে কুহির গাল লাল হয়ে গেল, আর মুখ দিয়ে একটা "উহঃ" কষ্টসূচক শব্দ বের হল। কুহি মাথা নিচু করে ওর একটা হাত নিয়ে গেল জিপের প্যান্টের উপর দিয়ে ঠিক ওর গুদের কাছে, মুঠো করে গুদ ধরার চেষ্টা থেকে বুঝা গেল, চড় খেয়ে কুহির গুদ দিয়ে কিভাবে রস বরছে। কুহির কাছ থেকে জবাব না পেয়ে অজিত কুহির অন্য গালে ও একটা চড় মারলো। কুহি আরও জোরে ওর গুদ মুঠি করে ধরল কিন্তু অজিতের কথার জবাব দিল না। এবার অজিত ক্রমাগত কুহির দুই গালে চটাস চটাস করে চড় মাড়তে মাড়তে বলতে লাগলো, "খানকী বেশ্যা, বল তোর স্বামীকে, যে আমার বাড়িকে তোর কেমন পছন্দ, আমার বাড়ি দেখলে যে তুই আর স্থির থাকতে পারিস না, সেটা তোর স্বামীকে খুলে বল, আমার বাড়ার জন্যে তুই কতটুকু নিচে নামতে পারিস, জানিয়ে দে তোর স্বামীকে"- দুই গালে ক্রমাগত চড় খেয়ে কুহির দুই গাল লাল হয়ে উঠলো, ওর দু চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি বের হচ্ছিলো, আর ওর নাক ফুলে গিয়ে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছিলো। আর অজিতের অশালীন ক্রুর বাক্যবাণ কুহিকে যেন আরও বেশি অপমানিত, অপদস্ত করার পাশাপাশি আরও কামোত্তেজিত করে দিচ্ছিলো। আমার ভালবাসার নারী, আমার সন্তানের মা কে এভাবে অন্য পুরুষের হাতে লাঞ্চিত হতে দেখে আমার হৃদয় কেঁদে উঠলো যেন।

আমি বুঝতে পারলাম কুহি অজিতের কথার জবাব দিবে না, অজিত ওকে যতই মার দিক না কেন। তাই আমি নিজেই কুহির কানের কাছে আমার মুখ নিয়ে ফিসফিস করে ওকে বললাম, "জানু, লক্ষ্মী সোনা, অজিতের বাড়ি তোমার খুব পছন্দ, তাই না? বোলো আমাকে"। কুহি যেন আমার আদরে গলে গিয়ে বরবার করে কেঁদে দিল, আর কান্না কণ্ঠে জবাব দিল, "হ্যাঁ, জানু, তোমার বন্ধুর বাড়ি আমি খুব পছন্দ করি, ওর মোটা হিন্দু বাড়টাকে দেখলে আমার গুদ দিয়ে রস বড়তে শুরু করে... আমি পাগল হয়ে যাই..."-কুহি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছিল, "ওর বাড়ি গুদে পাওয়ার জন্যে আমি একদম নিচে নেমে যেতে পারি...আমার কোন সম্মান নেই...আমি একটা নিচু জাতের বেশ্যা হয়ে যাই...এরপর ও কি তুমি আমাকে ভালবাসবে?"

"ভালবাসি জানু...আমি তোমাকে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি...আর তুমি যতই নিচে নামো না কেন, তুমি তো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ..."-আমি কুহির কানের লতিতে চুমু খেয়ে বললাম, "অজিতের বাড়ি যখন তোমার এতো পছন্দ, তখন এটাকে তুমি তোমার গুদের ভিতরেই সব সময় রেখো, আমি এতটুকু রাগ করবো না।" আমি দুই হাত কুহির দুধের পাশ থেকে সরিয়ে কুহির চোখের জল মুছে দিলাম। অজিতের বাড়ার দু পাশ থেকে দুধের চাপ সড়ে যাওয়ায় ওটা যেন স্প্রিংয়ের মত লাফ দিয়ে কুহির মুখের সামনে নাচতে লাগলো। অজিত আমার আর কুহির মুখের সংলাপ আর আদর ভালবাসা দেখতে দেখতে নিজের মনে যেন আত্মতৃপ্তি পাচ্ছিলো। ও বুঝতে পেরেছে যে, কুহি এখন পুরোপুরি ওর মাগী হয়ে গেছে, তাই ওকে দিয়ে সে যা খুশি করতে পারবে, আর আমি ও যে কোন কাজে সানন্দে সাহায্য দিবে।

অজিত আবার কুহির চুলের মুঠি ধরেই ওর মুখে ঠেসে ওর মোটা ধোনটা ঢুকিয়ে দিল, আর ধীরে ধীরে কুহিকে মুখচোদা করতে লাগলো। কুহি ওর দুই হাত অজিতের পিছনে নিয়ে ওর পাছার মাংস খামচে ধরে নিজের মুখের ভিতর পুরো বাড়ি ঢুকিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি উঠে গিয়ে আবার চেয়ারে বসে দেখতে লাগলাম অজিত আমার বোঁকে নিয়ে আর কি কি করে। অজিত ধীরে ধীরে শুরু করলে ও পরে ওর গতি বাড়তে লাগলো। কুহি অজিতের ঠাপের তালে একটু অভ্যস্ত হয়ে নিয়ে নাক ফুলিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে অজিতের বাড়ার আক্রমণ নিজের গলার ভিতরে নিচ্ছিলো। অজিত আহঃ উহঃ করে জোরে জোরে বাড়ি ঠেসে দিতে লাগলো কুহির নরম গরম মুখ আর গলার ভিতর। এ এক অসাধারণ দৃশ্য আমার চোখের সামনে যেন ধীরে ধীরে ডানা মেলছিলো। অজিতের ঠাপের তালে ওকঃ ওকঃ করে শব্দ হচ্ছিলো কুহির মুখ থেকে আর কুহির মুখের লাল ও অজিতের বাড়ার মাথার মদন রস মিলে মিশে কুহির ঠোঁটের কিনার দিয়ে গড়িয়ে পরছিলো।

অজিত নিজে ও বেশ উত্তেজিত হয়েছিলো এভাবে নিজের চেয়ারে বসে আমার সামনে আমার স্ত্রীকে দিয়ে বাড়ি চুষাতে চুষাতে, তাই সে কিছু পরেই গুঞ্জিয়ে উঠে কুহির গলার ভিতর সজোরে নিজের বাড়ি ঠেসে ধরে ফ্যাদা ফেলতে শুরু করলো। কিন্তু পুরোটা কুহির গলার ভিতর না ফেলে অজিত নিজের বাড়ি কুহির মুখ থেকে বের করে নিয়ে ওর গাল, কপাল আর চোখের উপর ও বেশ কিছুটা ফ্যাদা ঢেলে দিল। মুখের ভিতরের ফ্যাদাগুলি কুহি ঢক করে গিলে নিল। আমি ভালো করে কুহিকে দেখতে লাগলাম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে এখন পুরো ফ্যাদাখেকো খানকীদের মত লাগছিলো। ওর ঠোঁটের উপর পাতলা দুটি ফোঁটা, এক গালে বড় বড় দুটি ঘন দলা আর ছোটো ছোটো বেশ কয়েকটি পাতলা ফোঁটা, ওর কপালের উপর বড় একটা ঘন দলা আর নাকের উপর ও দুটি পাতলা ফোঁটা বীর্ষ মেখে আছে। ওর চোখ দুটি ফোলা ফোলা, নাক ও ফুলে আছে, চোখের দুই পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া পানি সরু রেখা। এক কথায় অর্ধ এক দৃশ্য। অজিত হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের চেয়ারে এসে বসলো।

টিস্যু বস্ত্র থেকে একটা টিস্যু নিয়ে নিজের বাড়ি মুখে প্যান্টের ভিতর ঢুকিয়ে নিলো। কুহি ওর দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল টিস্যুর জন্যে। "এই মাগী, তোর মুখের উপরের এই ফ্যাদাগুলি মুছবি না। এই গুলি মুখের উপর নিয়েই তুই এখান থেকে যাবি।" - অজিতের কথা শুনে কুহির চোখ বড় হয়ে গেল আর আমার মুখ দিয়ে যেন কথা বের হচ্ছিলো না অজিতের এমন অদ্ভুত আদেশ শুনে। নিজের ভিতরে একটা অজানা শিরশিরে অনুভূতি আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল যেন।

"অজিত, এগুলি মুখের উপর নিয়ে আমরা কিভাবে এখন থেকে বের হবো? কি বলছ তুমি?"-আমি একটু রাগী গলায় বলার চেষ্টা করলাম, "এই রুমের ভিতরে কি হয়েছে সেটা বাইরের কেও জানে না, কিন্তু বাইরের লোকের সামনে তুমি আমার স্ত্রীকে অসম্মান করতে পারো না"-আমি একটু অসহায়ের মত বললাম, "প্লিজ, এগুলি মুছে ফেলতে দাও"।

অজিত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, "ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো, আমার ফ্যাদার বড় বড় টুকরাগুলি তোমার বৌকে গিলে ফেলতে দাও, কিন্তু বাকি ছোট আর পাতলা ফোঁটাগুলি থাকবে, ওগুলি মুছতে পারবে না।" অজিতের কথা শুনে কুহি কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাচলে ও আমি বুঝতে পারছিলাম, যে কেও কুহির মুখের দিকে ভালো করে তাকালেই ওর মুখে যে পুরুষ মানুষের বীর্য লেগে আছে, সেটা সহজেই বুঝতে পারবে। আমি উঠে কুহির মুখের উপর থেকে বড় বড় ফ্যাদার টুকরাগুলি আঙ্গুলের মাথায় করে মুহির মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম, কিন্তু তারপর ও ওর মুখে বেশ ভালো পরিমাণ বীর্য ছিলো। অজিত চুপ করে বসে আমি যে আঙ্গুলে করে অজিতের ফ্যাদার টুকরাগুলি কুহিকে খাওয়াচ্ছিলাম সেটা দেখে মিটিমিটি হাসছিল।

"এবার তোমার সুন্দরী বৌকে তুমি বাড়ি নিয়ে যেতে পারো, আজকের মত তোমার বৌয়ের গুদের কুটকুটানি তোমাকেই মিটাতে হবে, আজ আর আমার বাড়ি তোমার বৌয়ের গুদে ঢুকবে না।"- অজিতের শ্লেষ মিশানো নোংরা কথাগুলি শুনে কুহির বুকের ধুকধুক বেড়ে গেল, ও যেন অপমানে আর লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে রইলো। আমি ও যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম এই ভেবে যে যাক অজিত আজকের মত কুহিকে মুক্তি দিলো। আমি এরপর অজিতের সাথে গাড়ী ডেলিভারি নিয়ে আরও দু-একটি কথা শেষ করছিলাম, এর মধ্যেই ইন্টারকমে অজিতের ফোন বেজে উঠলো। অজিত ফোনে কার সাথে যেন আমাদের সাথে যে গাড়ীর ডিলটা হচ্ছে তার কথা বললো, আর আমরা যে ওর রুমে বসে আছি সেটা ও জানালো। ফোন রেখে যেন কিছুটা খুশির সাথে অজিত আমাদের জানালো যে ওর বস অফিসে এসেছে, আমাদের সাথে কথা বলা ও পরিচিত হওয়ার জন্যে এখনই এই রুমে আসছে।

আমি আর কুহি দুজন পরস্পরের দিকে তাকালাম, দুজনের বুকের ভিতর যে ধুকপুকানি আর ভয় ও উৎকর্ষার একটা চোরো স্রোত বয়ে যাচ্ছে, সেটা দুজনেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু সেই সাথে আমার বাড়ার মধ্যে এক অজানা সুখের অনুভূতি ও যেন ছড়িয়ে পড়ছিল আমার শরীরের ভিতর সেটা আমি বেশ ভালো করেই টের পাচ্ছিলাম। অজিতের বস কুহির দিকে তাকিয়ে কি ভাববে, বা ওর বসের সামনে অজিত কুহির সাথে আবার কিছু করে ফেলে কি না, সেই ভয়ে আমি আর কুহি দুজনেই তটস্থ হয়ে গেলাম। আমি গলা খাঁকারি দিয়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে কিছুটা অনুনয়ের সুরেই বললাম, "উনার সাথে আমরা অন্য একদিন দেখা করি...বুঝতেই পারছো, কুহির চোখ মুখের অবস্থা এখন ভালো না...এভাবে উনার সাথে দেখা করাটা ভালো হবে না..."।

অজিত উঠে এসে আমার কাঁধ চাপড়ে বললো, "দোস্ত, উনি এখন এসে পড়বেন, পাশেই উনার চেয়ার। আর তুমি এতো চিন্তা করছো কেন? আমার তো মনে হয় কুহিকে এই অবস্থায় আমার বসকে দেখাতে তোমার ভালোই লাগবে। আর তোমার খানকী বৌ ও নিজের খানকীপনার চিহ্ন অন্য পুরুষদের দেখিয়ে মজাই পাবে, দেখে নিও"- অজিত যেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে আমাদের দুজনকেই অভয় দেয়ার চেষ্টা করলো। আমি বুঝতে পারলাম অজিত এখন অন্য লোকের সামনে আমার বৌকে নিজের মাগী হিসাবে প্রদর্শন করে সুখ নিতে চাইছে।

অজিতের কথা শেষ না হতেই ওর বস এসে দরজায় টোকা দিলেন। অজিত দরজা খুলে দিয়ে ওর বসকে অভিবাদন জানালো। অজিতের বস প্রায় ৫০ উর্ধ্ব বয়সের বিশাল দেহের অধিকারী পাকা চুলের একজন বয়স্ক মানুষ। "স্যার, এ হচ্ছে আমার কলেজ জীবনের পুরনো বন্ধু জাভেদ, আর এ হচ্ছে আমার বন্ধুর সুন্দরী গুণবতী স্ত্রী কুহি, অবশ্য কুহি এখন আমারও বন্ধু হয়ে গেছে। আর এ হচ্ছে আমার বস, এই শোরুমের মালিক জনাব বলদেব।"

বলদেব হাত বাড়িয়ে আমার সাথে হাত মিলালেন আর কুশলাদি জানতে চাইলেন। আমি ও সাদর সন্তোষ করে উনার কুশলাদি জানতে চাইলাম। তারপর উনি কুহির দিকে ফিরে দু হাত জোড় করে নমস্কার জানালো। কুহি ও প্রতি উত্তর করলো। "মিসেস জাভেদ, আপনার চোখ মুখের অবস্থা এমন লাগছে কেন? আপনি ঠিক আছেন তো? অজিত, তুমি ওদেরকে ঠিকমত আপ্যায়ন করছো তো?" অজিতের বস বেশ উদ্বিগ্ন মুখে জানতে চাইলেন।

আমি উত্তর দেয়ার আগেই অজিত ওর বসের দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপ মেরে বললো, "স্যার, আমি ঠিক মতই আপ্যায়ন করেছি। কুহি একটু চোখে মুখে পানি দিয়েছিলো, তাই এমন লাগছে, আপনার চিন্তা করার কোন কারণ নেই। আর কুহি আমার বন্ধুর মত, আপনি ওকে কুহি বলেই ডাকতে পারেন।"- এই বলে অজিত আবারও ওর বসকে একটা চোখ টিপ দিলো। কুহি যদিও মুখ নিচু করেছিলো, কিন্তু অজিত আর ওর বসের চোখে চোখে কথা আমার চোখে ঠিকই ধরা পরলো।

"আচ্ছা...আচ্ছা...তাই বোলো...বসুন, বসুন আপনারা"- বলে অজিতের বস আমাদেরকে সোফার দিকে এগিয়ে গেল। অজিত চট করে ওর বস যেই সোফায় বসেছে সেটার দিকে কুহিকে ঠেলে দিল, আর নিজে আমার সোফায় এসে আমার পাশে বসলো। "কুহি, আপনি তো মারাত্মক রকমের সুন্দরী। আর আপনি অজিতের ও বন্ধু জেনে খুশি হলাম। জাভেদ, আপনি তো মহা ভাগ্যবান, এমন সুন্দরী বৌ পেয়েছেন"-বলদেবের চোখ কুহির উপর থেকে যেন সড়ছেই না, "তা উনাদের গাড়ী পছন্দ হয়েছে?"

"জি স্যার...ওদের ছেলের জন্যে গাড়ী কিনছেন তো তাই রাশেদ কুহির ছেলেকে নিয়ে টেস্ট ড্রাইভে গেছে।"- অজিত জবাব দিল।

"কুহি, আপনার ছেলে? আপনার ছেলের গাড়ী চালানোর বয়স হয়েছে?"-বলদেব বেশ অবাক হয়ে চোখ বড় করে জানতে চাইলো। "জি...আমার বড় ছেলের বয়স ১৯"-এবার কুহি জবাব দিলো।

"হে ভগবান...আপনার ছেলের বয়স ১৯, কিন্তু আপনাকে দেখে তো বয়স ৩০ এর নিচে লাগছে। সত্যি বলতে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আপনার এই বয়সের একটা ছেলে আছে। জাভেদ সাহেব, আপনার স্ত্রী সত্যি অসাধারণ শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী। আমার খুব হিংসে হচ্ছে আপনার কপাল দেখে...আপনি কি করেন?"-বলদেব জানতে চাইলো।

আমি আমার পরিচয়, আমার শ্বশুরের পরিচয় দিলাম। উনি আমার শ্বশুরকে এক নামেই চিনতে পারলেন। কথায় কথায় বলদেব জানালেন যে উনার দাদা একজন জমিদার ছিলেন, দেশভাগের সময় উনারা এই দেশে থেকে যান, এর পর উনার বাবা এই দেশে বিভিন্ন ব্যবসা শুরু করেন, উনার মা ছিলেন ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব স্টেট এর, তাই পাঞ্জাবী রক্ত উনার শরীরে, এখন এই দেশেই বিয়ে করেছেন। এতো কথা চলা কালে উনার চোখ খুব কমই কুহির উপর থেকে সড়ছিলো। সুযোগ পেলেই উনি কুহির রূপের প্রশংসা করছিলেন বাবে বাবে। উনার বড় বড় দুই চোখ বার বার কুহির বুকের দিকে তাক করেছিলো। অজিত ও আমি দুজনেই ওর বুড়ো বসের চোখে কুহির প্রতি মুগ্ধতা আর কামনা লক্ষ্য করছিলাম। এবার আমি উনার কাছে আজকের জন্যে উঠার অনুমতি চাইলাম।

"জাভেদ সাহেব, আপনার তে ঠিক মত আপ্যায়ন করতে পারলাম না, আরেকদিন আসবেন দয়া করে, এক সাথে বসে লম্বা গল্প করবো।"-এই বলে উনি পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে কুহির দিকে এগিয়ে দিলেন, "কুহি, আপনি এটা দিয়ে মুখ মুছে ফেলেন।" কুহি ইতস্তত করছিলো উনার কাছ থেকে রুমাল নিতে কিন্তু অজিত একটা চোখ টিপ মেরে মুচকি হেসে ওর বসকে বললো, "স্যার, আপনিই মুছে দেন না, আমার বন্ধু কিছু মনে করবে না" অজিতের কথায় কুহি যেন কেঁপে উঠলো, আর ওই বুড়ো লোকটা আমার সুন্দরী স্ত্রীর মুখে হাত লাগাবে চিন্তা করেই আমার বাড়ী একটা মোচড় দিল। বলদেব একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিজের এক হাত দিয়ে কুহির চিবুক ধরে অন্য হাতে রুমাল এগিয়ে নিয়ে কুহির কপাল, গাল, নাক, ঠোঁটে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে আন্তে আন্তে কুহির মুখ থেকে অজিতের বীর্যের ধারা মুছতে লাগলেন, আর লম্বা একটা আন নিয়ে বুঝতে পারলেন, এগুলি পুরুষ মানুষের বীর্য। উনি যে শব্দ করে লম্বা আন নিয়েছেন, সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারলাম। এরপরেই উনার ঠোঁটের কিনারে একটা বাঁকা হাঁসি ধরা পরলো।

"জাভেদ সাহেব, আপনার স্ত্রীর রূপ দেখে আমি বিমোহিত হয়ে পড়েছি, আমি যদি আপনার স্ত্রীর এই রসালো টসটসে ঠোঁটে একটা চুমু খাই, আপনি কি খুব রাগ করবেন?"-অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অজিতের বস আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো। কুহি ও আমার দুজনের শরীর যেন কেঁপে উঠলো বলদেবের এমন আচমকা অভূত প্রস্তাব শুনে। একটা বয়স্ক বৃদ্ধ লোক আমার সুন্দরী স্ত্রীকে প্রথম দেখাতেই চুমু খেতে চাইছে, আবার তার জন্যে অতি বিনয়ের সাথে আমার কাছে অনুরোধ করছে, ব্যাপারটা বুঝতেই আমার যেন বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেলো, আমি কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। আমি কিছু বলার আগেই অজিত একটা মুচকি হাঁসি দিয়ে বললো, "অবশ্যই খেতে পারেন, আমার বন্ধু খুব উদার প্রকৃতির, ও এগুলিতে কিছু মনে করে না, আমি তো ওর সামনেই সব সময় ওর বৌকে চুমু খাই, দেখেন..."- এই বলে অজিত এগিয়ে এসে কুহির ঠোঁটে আলতো করে একটা চুমু দিলো।

আমি বুঝতে পারলাম অজিত আমাকে ও কুহিকে অপদস্ত করার জন্যে এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাবে না, তাই সে সুযোগের পুরো সদব্যবহার করার জন্যে এই কাজটা করলো। একটা বয়স্ক হিন্দু বাপের বয়সী লোক আমার সামনে আমার স্ত্রীকে চুমু খাবে, এত ভাবতেই আমার বাড়ী প্যান্টয়ের উপর দিয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেল। কুহির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেছে, আর ওর গুদ দিয়ে যে বর্ণা বইছে সেটা ওর কিছুটা কুকড়ীয়ে ঝুঁকে দাঁড়ানো অবস্থা দেখে আমি বুঝতে পারলাম।

অজিত কথা ও কুহিকে আমার সামনে ঠোঁটে চুমু খাওয়া দেখে বলদেব যা বুঝার বুঝে ফেললেন, উনি এবার দুই হাতে কুহির দুই গাল ধরে নিজের পাকা মোচাড়া নিয়ে কুহির ঠোঁটে উনার পান খাওয়া লাল ঠোঁট ডুবিয়ে দিলেন। আমি আর অজিত বিস্ময়িত চোখে ওর বসের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। কুহির ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে নিজের ময়লা নোংরা মুখের জিভটা ও ঢুকিয়ে দিলেন কুহির মুখের ভিতরে, আর আমার আদরের বৌ ও নিজের দু ঠোঁট দিয়ে এই বুড়ো লোকটার জিভকে আর ঠোঁটকে চুষে দিতে লাগলো। বলদেব চুমু খাওয়া অবস্থাতেই ওর বাম হাত কুহির কোমরে রেখে ওকে নিজের দু বাহুপাশে আবদ্ধ করে রাখলেন। আমি বেশ অসহায়ের মত দেখছিলাম বলদেবের চুমু খাওয়া। চুমু খেতে খেতে বলদেব কুহির ঠোঁট থেকে নিজের ঠোঁট উঠিয়ে নিচ্ছিলেন না, আমার মনে হচ্ছিলো যেন ওরা অনন্তকাল ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে রেখেছে, তাই আমি একটু জোরে গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলাম, আর সামনে এগিয়ে গিয়ে কুহির একটা হাত ধরলাম। এবার যেন বলদেব সন্নিহিত ফিরে পেলো। নিজের ঠোঁট কুহির ঠোঁট থেকে উঠিয়ে কুহির কোমর ছেড়ে দিয়ে কিছুটা সড়ে দাঁড়ালেন।

"কুহি, আপনার মত সুন্দরীর সংস্পর্শ এতো অল্প সময়ের জন্য পেলেন মন ভরে না। প্লিজ, একদিন সময় করে আসবেন।"-এই বলে কুহির একটা হাত নিজের হাত তুলে নিল। কুহি যেন বলদেবের হাতের মধ্যে কাঁপছে, তারপর ও মাথা নেড়ে বললো, "জি, আজ তাহলে আসি।"- বলে নিজের হাত টেনে নিলো বলদেবের হাত থেকে।

আমি অজিতকে কাল গাড়ী পাঠিয়ে দিতে বলে কুহির হাত ধরে রুম থেকে বের হলাম। অজিত আমাদের সাথে এগিয়ে গিয়ে গাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিলো, কুহিকে সসম্মানে গাড়ীর দরজা খুলে দিলো। কুহি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে গেলো। আমি গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসলাম। অজিত কুহির পাশে দাঁড়িয়ে বললো, "দোস্ত, আমার বস তো কুহির রূপে ফিরা হয়ে গেছে। একদিন উনাকে নিয়ে আসি তোমার বাসায়, কি বল?"-অজিত কুহির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো। "অজিত আমরা এই ব্যাপারে পরে কথা বলবো, ঠিক আছে"- বলে আমি গাড়ী চালু করলাম।

"জান, তুমি ঠিক আছো?"-আমি কুহির দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলাম। "হু..."-বলে কুহি যেন ওর ধ্যান ভঙ্গ করে জবাব দিল।

"জান...আমাকে তুমি কোন আশুনে বাঁপ দিতে বলছো, বুঝতে পারছো?"-কুহি যেন কিছুটা আনমনে প্রশ্ন করলো।

"আমি জানি, জান...আমি তোমার পাশে আছি সবসময়...আমি সব সামলে নেব...এ নিয়ে তুমি চিন্তা করো না...তুমি শুধু সুখ নাও...আর আমাকে ও সুখ দাও..."-আমি কুহিকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করলাম, "যে অজানা সুখের সন্ধান আমরা দুজনে পেয়েছি, সেটা ভোগ না করে আমরা কেওই এখন পার পাবো না, তাই ভয়কে জয় করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা আমাদের দুজনেরই"। এক বাক্যে আমি কুহিকে আমাদের সামনের দিনগুলির জন্যে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে আহ্বান করলাম। আমাদের মনের ভিতর সামনের দিনগুলির অজানা ঘটনা দুজনে যেন কাপিয়ে দিচ্ছে মনে মনে। বাসায় পৌঁছানোর একটু পরেই আমার ছেলে এসে উপস্থিত। সে টেস্ট ড্রাইভে খুব সন্তুষ্ট, আমি ওকে জানালাম যে, কালই ওর গাড়ী চলে আসবে।

সেদিন রাতে কুহিকে চোদার সময় লক্ষ্য করলাম যে আমার চোদায় ওর গুদের জল খসে নি। তাই চোদার পরে ওর গুদে আঙ্গুল দিয়ে চুদে ওর রস খসলাম। বুঝতে পারলাম যে অজিত যে ওকে গরম করে দিয়ে আজ চুদলো না, এতে ওর ভিতরে খুব হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। যদি ও সন্ধ্যার ঘটনা নিয়ে রাতে আমি বা সে দুজনেই কোন কথা বলি নাই। কিন্তু তারপর ও অনেক কথা যেন নিজেদের মধ্যে বলা হয়ে গেল, কুহির অতৃপ্তি দেখে।

পরদিন এর ঘটনাঃ

পরদিন ছেলে গাড়ী পেয়ে গেল, খুব খুশি, সন্ধ্যার পরে নতুন গাড়িতে করে আমরা সবাই এক Resturent এ খেতে গেলাম। অনেক আনন্দ করে রাতে বাসায় ফিরে আসলাম। রাতে ঘুমানোর সময় কুহিকে কেন যেন কিছুটা চিন্তিত লাগছিলো। বিছানায় আসার পরে আমি জানতে চাইলাম, "জানু, তোমার কি হয়েছে, তোমাকে বেশ চিন্তিত লাগছে?"

কুহি একটা ম্লান হাঁসি দিয়ে বললো, "জান, আজ সকালে তুহিন ফোন করেছিলো...কদিন পর ওর জন্মদিন...এটা সেটা কথার পরে ও জানতে চাইলো আমি ওর জন্মদিনে কি উপহার দিবো...আমি বললাম তুই কি চাস বল, আমি তোর খালুকে বলে সেটাই দিবো...ও বললো, আমি এমন একটা জিনিষ চাই, যেটা শুধু তুমিই আমাকে দিতে পারো, অন্য কেও পারবে না দিতে, তুমি দিবে

তো?...আমি বললাম, তুই বল কি চাস, আমি চেষ্টা করবো...এর পর ও কি বললো শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল"-এই টুকু বলে কুহি থামলো। আমি বেশ উদ্বিগ্ন মুখে জানতে চাইলাম, "কি চাইলো তুহিন?"

কুহি মাথা নিচু করে বললো, "ও চায় ওর জন্মদিনে আমি ওকে একটা লম্বা চুমু খেতে দিবো...একেবারে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মত...শুনে আমার মাথায় আঙুন ধরে গিয়েছিলো...আমি বললাম, তুহিন তুই কি বলছিস?"- এই পর্যন্ত বলে কুহি থামলো, ওর চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে সকালের কথা বলতে গিয়ে।

আমি বুঝতে পারছিলাম যে তুহিনের কুহিকে নিয়ে যে মোহ কাজ করছে, সেটা থেকে বের হবার চেষ্টা সে করবেই আর আমরা ও ওকে কথা দিয়েছিলাম যে আমরা ওকে এই ব্যাপারে সব রকম সাহায্য ও করবো। আমি বললাম, "এরপর তুমি ওকে কি বলেছ?"

"আমি ওকে বলেছি, এই ব্যাপারে ওর সাথে আমি পরে কথা বলবো...এই বলে ফোন রেখে দিয়েছি"- কুহি জানালো।

"দেখো, সেদিনের ঘটনার পরে ওর কাছে আমরা দুজনেই অপরাধী হয়ে আছি...তাহাড়া ও খুব ভালো ছেলে আর মনে মনে তোমাকে কামনা করে কারণ তুমি সত্যিই এক কামনার দেবী"-আমি আমার মত দেয়ার চেষ্টা করলাম। "তোমার মত সুন্দরী মহিলাকে চুমু খাওয়ার লোভ ওর মত কচি বয়সের ছেলের থাকতেই পারে...তাই আমার মনে হয় ও যা চায় তোমার সেটা পূরণ করা উচিত"-আমি বেশ ভেবেচিন্তে আমার মত দিলাম।

আমার কথা শুনে কুহির চোখ বড় হয়ে গেল, "আমি জানতাম, তুমি এই কথাই বলবে...তাই আমি ওকে সাথে মানা করে দেই নি...বলেছি পরে জানাবো"- কুহি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "তুমি সত্যিই চাও আমি ওকে চুমু খাই?"

আমি মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে কুহির কথার জবাব দিলাম। "কিন্তু চুমু খেতে গিয়ে ও যদি আমার গায়ে হাত দেয়, আরও বেশি কিছু করতে চায়, তখন?"-কুহি বেশ চিন্তা ভাবনা করেছে এ ব্যাপারে সেটা ওর কথায় বুঝা যায়।

"চোদা বাদে ও যা চায়, তুমি সব করবে"-আমার মুখ দিয়ে সাথে সাথে জবাব বের হয়ে গেলো যেন তীরের গতিতে, আর সাথে সাথে আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল উপর থেকে নিচের দিকে, আমার মুখ দিয়ে কি কথা বের হোল, সেটা আমি নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার বাড়া ভিষনভাবে ফুলে উঠে গর্জন করতে লাগলো, আমার কান দিয়ে যেন আঙনের ঘোঁয়া বের হতে লাগলো, বুকের হৃদপিণ্ড জোরে জোরে ধকধক করতে লাগলো, গলা জিহবা শুকিয়ে এলো।

কুহি কেমন যেন নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মনে হয় ও বুঝতে পারে নি আমি ওকে কি বলেছি। আমি ওকে নিজের বুকে টেনে এনে ওর কপালে ঠোঁটে চুমু খেলায় আর ওর খোলা চুলের গোছায় নিজের হাত ডুবিয়ে বিলি কেটে দিতে লাগলাম। কুহি যেন আস্তে আস্তে বুঝতে পারলো যে আমি ওকে কি বলেছি। আর ওর শরীরে কেও যেন আঙুন ঢেলে দিলো, ওর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে কামনা ওর চোখে ভর করলো। কুহি যে ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে গেছে, সেটা আমি স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম। আমি তৈরি হলাম কুহির শরীরে প্রবেশ করার জন্যে। কুহির শরীরের প্রবেশ করার পর দুজনেই চুপ করে যৌন মিলন করছি, হঠাৎ আমার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপলো, "জানু...ওকে এখনি ফোন করো, আর ওকে জানাও যে ও যা চায় তুমি করবে।"

"এখন?...কাল সকালে জানাবো..."-কুহি বেশ অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দিল।

"না, কাল না...এখনই...আমি তোমার শরীরে ঢুকা অবস্থাতেই তুমি ওকে জানাও..."-আমি বেশ জোরের সাথে আত্মবিশ্বাস নিয়ে জবাব দিলাম, "ও যদি জানতে চায়, তুমি এখন কি করছো, তাহলে আমরা কি করছি এখন সেটা ও ওকে বলবে..."

"ওহঃ...খোদা...ও আমার আল্লাহ...তুমি এতো বিকৃত হয়েছো কিভাবে?"- কুহি যেন একটা আত্মচিন্তা করে উঠলো। আমি যেন এতে আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে গেলাম। আর আমার কথা শুনে কুহি ও যে কি পরিমাণ গরম হয়ে গেল সেটা ওর গুদ দিয়ে আমার বাড়া কামড়ানো দেখে আর ওর গুদে রসের স্রোত অনুভব করেই আমি বুঝতে পারলাম। কুহি ভালো করেই জানে যে আমাদের এসব করা উচিত নয়, কিন্তু সাথে সাথে আমার কথার মাঝের নোংরামি আর ভাললাগাকে সে গভিরভাবেই উপলব্ধি করেছে পেয়েছে, তাই আমাকে খুশি করার জন্য সে অনেক বড় বড় অন্যান্য ও করে ফেলতে পারে অনায়াসেই।

আমি মোবাইল এগিয়ে দিলাম কুহির দিকে, "ফোন লাউডস্পীকারে দিয়ে কথা বলো..."-কুহি যেন উত্তেজনায় পাগল হয়ে যাবে। ফোন হাতে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজের ভিতরে দ্রুতবেগে প্রবাহিত হরমোনের মাত্রা একটু কমিয়ে নিয়ে কুহি ডায়াল করলো তুহিনের নাম্বার। আমি একটু থেমে থেমে হঠাৎ হঠাৎ জোরে একটা ধাক্কা দিতে লাগলাম কুহির গুদের ভিতর। ওদের দুজনের সংলাপ নিচে দিলামঃ

তুঃ হ্যালো খালামনি। (একটু উদ্বিগ্ন গলায়)

কুঃ হ্যালো, তুহিন...(একটু থেমে)... তুই কেমন আছিস?

তুঃ খালামনি, তুমি নিশ্চয় এতো রাতে আমি কেমন আছি সেটা জানতে ফোন করো নি। কি হয়েছে বলো? তুমি ঠিক আছো?

কুঃ আমি ঠিক আছি (একটু থেমে)...সকালে তুই যে ফোন করেছিলি...সেটা নিয়ে কথা বলার জন্যে।

তুঃ হ্যাঁ খালামনি...(বেশ উৎফুল্ল গলায়)...বলো...তুমি দিবে তো আমাকে গিফটটা?

কুঃ কিভাবে দেই তোকে তোর গিফট? তুই বুঝিস না...আমি তোর মা এর বোন। এটা যে অজাচার, পাপের কাজ বুঝিস না। সেদিন তুই না আমাকে বললি তুই এসব ভুলে যাবার চেষ্টা করবি...কিন্তু আজ আবার এটা কি বললি?

তুঃ ভুলে যাবার অনেক চেষ্টাই করেছি, কিন্তু পারছি না তো, তোমাকে তো বললাম সেদিন, যে এই কামনা একবারের জন্য হলেও যদি পূরণ করা না যায়, তাহলে এই মোহ থেকে বের হবার সারা জীবনের জন্য কোন পথ নেই। আমি তোমার কাছে আমার পুরো কামনাকে পূরণ করতে বলি নাই তো, শুধু একটা চুমু চেয়েছি। তবে পুরোটাই তোমার ইচ্ছের উপর ছেড়ে দিয়েছি আমি, তুমি ইচ্ছা হলে দিবে, না হলে দিবে না, আমি তোমাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করবো না। তাই তুমি শুধু হ্যাঁ বা না বলো, দয়া করে আমাকে যুক্তি বা পাপের ভয় দেখিয়ে না, প্লিজ।

কুহি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। আমি ওকে ইশারা দিলাম ওর সম্মতি আছে এটা বলার জন্যে।

কুঃ হ্যাঁ, আমি দিবো তোকে। আমি রাজী...(আমি সাথে সাথে বেশ জোরে গদাম করে একটা ধাক্কা দিলাম কুহির গুদে).....ওহঃ ওহঃ...আমার সোনা ছেলে, তুই তোর খালামনিকে ভালো করে চুমু খেতে পারবি তোর জন্মদিনে। তোর চাওয়া আমি পূরণ করবো।

তুঃ কি হল খালামনি?(উদ্ভিন্ন স্বরে)...কি হয়েছে তোমার?

(আমি কুহিকে ইশারা দিলাম আমি যে ওকে চুদছি সেটা বলার জন্যে, ওর মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল, কিন্তু চোখে কামনা যেন ঠিকরে ঠিকরে বেরুচ্ছে)

কুঃ তোর খালু...আমাকে ব্যাথা দিচ্ছে, তাই উহঃ করে উঠেছি।

তুঃ খালু তোমাকে ব্যাথা দিয়েছে...কিভাবে? খালু কি এখন ও জেগে আছে? তুমি খালুর পাশে বসে আমার সাথে কথা বলছো?(বেশ জোরে শ্বাস নিতে নিতে)...ওহঃ আল্লাহ...তুমি খালুকে বলে দিয়েছো আমার কথা?

কুঃ নির্লজ্জ ছেলে...হ্যাঁ বলে দিয়েছি...তোর খালুই বলেছে তুই যা চাস তোকে দিতে...তোর যেমন লজ্জা নেই, তেমনি তোর খালুর ও কোন লজ্জা নেই, আমার বুকের উপর উঠে আমাকে যা করছে তোর খালু...ওহঃ মাগো...আমি মরে যাচ্ছি।

(কুহি এক রকম জোরে কাতরে উঠলো, আর ওর গুদ দিয়ে আমার বাডাকে কামড়ে কামড়ে ধরে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো, ওর চোখ মুখ বন্ধ হয় আহঃ আহঃ করতে করতে ও গুদের জল খসিয়ে দিল আমার বাডার মাথায়।)

তুঃ ওহঃ মাগো, খালু তোমার বুকের উপর...কি করছে খালু তোমাকে??কি হল তোমার...তোমাকে কি মারছে খালু? কি হল বল...খালামনি (তুহিন যেন জবাব জানার জন্যে অপেক্ষা করতে পারছে না)

প্রায় ২০ সেকেন্ড চুপ থেকে কুহি যেন ওর শ্বাস ফিরে পেল।

কুঃ আমি ঠিক আছে রে...তোর খালু আমাকে চুদছে...আর তোর সাথে এসব কথা বলতে বলতে আমি আমার গুদের জল ছেড়ে দিলাম এই মাত্র।

(আমি আবার ধীরে ধীরে বাড়া ঢুকাতে বের করতে লাগলাম।)

কুঃ সোনা...তোর সাথে কথা বলতে বলতে আমি খুব গরম হয়ে গিয়েছিলাম।

তুঃ ওহঃ খালামনি...তোমাকে খালু চুদছে আর তুমি আমার সাথে কথা বলছো...এতো সুন্দর যৌন কামনা উদ্বেককারী দৃশ্য যদি আমি নিজের চোখে দেখতে পেতাম! খালু কি করছে এখন, বলো না...আমাকে...?

কুঃ ওহঃ আমার সোনা ছেলে... তোর খচ্চর খালুটা ওর বাড়া দিয়ে আমার গুদে ধীরে ধীরে ঠাপ মারছে। তোকে চুমু খাওয়ার দিনে তোর খালু সামনে থাকলে তোর ভালো লাগবে, নাকি না থাকলে ভালো লাগবে?

তুঃ খালু সামনে থাকলে ভালো লাগবে...আমি এখন কি করছি জানো? আমি তোমার সাথে কথা বলতে বলতে আমার বাড়া খেঁচছি। ওহঃ খালামনি, ফোনে কথা বলতে বলতে আমি ও খুব উত্তেজিত হয়ে আছি। আর এই মুহূর্তে খালু তোমার গুদে ঠাপ মারছে শুনে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি নিজেই তোমাকে ঠাপ মারছি...ওহঃ খালামনি...তোমার গুদটা না জানি কতই সুন্দর আর কতই না নরম আর গরম, আমার বাড়া ঢুকাতে পারলে আমার না জানি কেমন লাগতো! উহঃ খালামনি, আমি তোমাদের দুজনকে অনেক অনেক ভালোবাসি।

কুঃ এই দুষ্ট ছেলে...তোকে আমি শুধু চুমু খেতে দিবো বলেছি...অন্য কিছু দিবো বলি নাই তো...তাই অন্য কিছু পাওয়ার জন্যে স্বপ্ন দেখা বন্ধ কর।

তুঃ চুমু খাওয়ার সময় আমাকে তোমার শরীর ধরতে দিবে না? ছেলেরা চুমু খাওয়ার সময় প্রেমিকাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে ওর দুধ টিপতে টিপতে চুমু খায়, তুমি জানো না? খালামনি, খালুকে বলো না তোমার দুধ দুটো একটু জোরে চিপে দিতে এখনই, প্লিজ বলো না...

(আমি চট করে দুই হাত দিয়ে কুহির বড় বড় দুধ দুইটাতে জোরে চিপ দিলাম আর ওর বোঁটা দুটিকে একটু মুচড়ে দিলাম। কুহি আরামে ওহঃ মাগো বলে যেন একটা শীৎকার দিয়ে উঠলো।)

তুঃ কি হলো খালামনি? কিসের শব্দ?

কুঃ তোর খালু জোরে আমার দুধ চিপে দিয়ে আমার দুধের বোঁটা দুটিকে মুচড়ে দিয়েছে, আমি খুব ব্যথা পেয়েছি। ওহঃ...

তুঃ ওহঃ খালামনি, আমার যে কি ভালো লাগছে তোমাদের দুজনের সাথে এসব কথা ফোনে বলতে! তুমি খালুকে একটু জোরে জোরে ঠাপ মারতে বলো না তোমার গুদে, আর ফোনের স্পিকারটা একটু তোমার গুদের কাছে ধরো, যেন আমি খালুর শরীর যখন তোমার শরীরের সাথে ধাক্কা মারবে, সেই শব্দ শুনতে পাই...প্লিজ বলো না...আমার লক্ষ্মী খালামনি।

(কুহি ফোন আমার হাতে ধরিয়ে দিল। আমি এক হাতে ফোন কুহির তলপেটের উপর রেখে জোরে জোরে গদাম গদাম করে ঠাপ মারতে শুরু করলাম। আমি নিশ্চিত যে তুহিন বেশ ভালভাবেই ঠাপের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, আর সাথে সাথে কুহির মুখ দিয়ে বের হওয়া গোঙানির শব্দ ও শুনতে পাচ্ছে)

তুঃ আহঃ... খালামনি...তোমার নরম ফুলো গুদের বেদীতে খালুর তলপেট আছড়ে পড়ার শব্দ কি সমধুর। তুমি খুব সুখ পাচ্ছ তাই না খালামনি, খালু তোমাকে চুদছে আর তুমি আমার সাথে কথা বলছো...আমি জানি খালু ও খুব সুখ পাচ্ছে আমাকে গুনিয়ে গুনিয়ে তোমাকে চুদতে, তাই না?

কুঃ হ্যাঁ রে সোনা ছেলে আমার...তোর খালু আর আমি দুজনেই খুব নোংরা একটা সুখ পাচ্ছি...আমরা দুজনেই খুব নোংরা রে...তুই চুমু খেতে খেতে তোর খালুর সামনে আমার শরীরের কোথায় কোথায় হাত দিবি...বল না? আমাকে নিয়ে তোর মনের ভিতর কি কি নোংরা ইচ্ছে আছে তোর খালুকে বল...তোর খালু হয়ত তোর আরও দু একটা ইচ্ছা পূরণ করে দিতে পারে।

তুঃ ওহঃ আমার লক্ষ্মী আদরের খালামনি...আমার ইচ্ছে আছে আমার পুরো বাড়া তোমার মুখ আর গলার ভিতর ঢুকিয়ে তোমাকে মুখচোদা করার, আরও ইচ্ছে আছে তোমার বিশাল উঁচু পোঁদের ফাঁকে নাক ঢুকিয়ে ড্রান নেয়ার, আর পোঁদ চেটে দেয়ার... আরও ইচ্ছে আছে তোমার সারা শরীরে পেশাব করার, আর তুমি নিজে যখন পেশাব করবে তখন তোমার গুদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখার...খালুকে জিজ্ঞেস কর আমাকে এসব করতে দিবে কি না?

(কুহি আমার দিকে তাকালো আর আমি ঠাপ থামিয়ে ওকে ইঙ্গিত দিলাম যে তুহিন সব করতে পারবে ওর সাথে, শুধু চুদতে পারবে না।)

কুঃ ও আমার সোনা ছেলে...তোর খালু বলেছে তোর সব ইচ্ছে পূরণ করতে আমাকে, শুধু তোর বাড়াটা আমার গুদে ঢুকাতে পারবি না, এছাড়া তোর বাকি সব ইচ্ছে পূরণ করতে...ওহঃ আমি তো সুখে পাগল হয়ে যাচ্ছি...আমার গুদে দিয়ে আবার ও রস বেরিয়ে যাবে রে...ওই বদমাশ ছেলে, তুই আমার সাথে এসব করলে আমি তো সুখে পাগল হয়ে যাবো রে...আমার গুদ দেখাবো তোকে আমি...ওহঃ...আমি কত খারাপ...আমার বোনের ছেলেকে আমার গুদ মেলে দেখাবো...উফঃ...কি যে হচ্ছে আমার ভিতর...তুহিন...তোর বাড়ার মত এতো বড় বাড়া আমি কখনও চোখে দেখি নাই...তোর বাড়টা দেখতে ভিষন ইচ্ছে করছে এখনই...ও মাগো...আমার গুদ দিয়ে বেরুচ্ছে...আহঃ...আহঃ...ওহঃ...উফঃ...আমি শেষ হয়ে গেলাম রে...তুহিন আমাকে ধর।

(কুহি গুদের জল খসছে এমন সময় ফোন কেটে গেল...আমি আবার ডায়াল করতে যাবো, তার আগেই দেখি আমার মোবাইল এ মেসেজ এর রিং বেজে উঠলো। আমি হাত বাড়িয়ে দেখলাম যে তুহিন একটা SMS পাঠিয়েছে আমার মোবাইলে। খুলে দেখলাম তুহিন ওর বাড়ার ছবি তুলে পাঠিয়েছে। আমি ওটা কুহিকে দেখালাম, কুহি "ওহঃ মাগো...কি বিশাল বাড়া আমার বোনের ছেলেটার!" বলে মোবাইলের স্ক্রিনে চুমু খেল। আর কুহির মোবাইল হাতে নিয়ে ওর গুদে আমার বাড়া ঢুকানো অবস্থাতেই একটা ছবি তুলে তুহিনের মোবাইলে পাঠিয়ে দিলাম। প্রায় ২০ সেকেন্ড পরে কুহির মোবাইলে তুহিনের ফোন বেজে উঠলো। আমি রিসিভ করে লাউডস্পিকার অন করে কুহির হাতে দিলাম)

কুঃ হ্যালো...বাবা সোনা আমার...তোর বাড়টা এতো বড় কেন? উফঃ...মাগো...আমার গুদ কেনম যেন করছে রে সোনা...তোর বাড়টা ধরতে খুব ইচ্ছে করছে...আমি তোর বাড়ায় চুমু দিয়ে দিয়েছি রে বাবা...আমি খুব খারাপ হয়ে গেছি রে...তোর খালামনি খুব নোংরা হয়ে গেছে...

তুঃ ওহঃ খালামনি, তোমার গুদে খালুর বাড়া ঢুকানো ছবিটা ও খুব সুন্দর, আমি তোমার গুদে অনেকগুলি চুমু দিয়েছি...তুমি রাগ কর নাই তো, খালামনি?

কুঃ না রে বোকা ছেলে...না রাগ করবো কেন? তুই আমার গুদ দেখতে দেখতে তোর বাড়া খিচে ফ্যাদাগুলি ফেলে দে।

তুঃ কিন্তু আমি তো ফ্যাদা ঠিক তোমার মুখের উপর ফেলতে চাই, আর তোমার মুখের ভিতরে...এটা ও আমার একটা গোপন ইচ্ছা। তোমার মুখের উপর ফ্যাদা ফেললে তুমি কি খুব রাগ করবে, খালামনি?

কুঃ নাহঃ...তোর উপর আমি রাগ করতে পারি...তুই আমার লক্ষ্মী সোনা ছেলে...

(আমি কুহিকে কানের কাছে ফিসফিস করে বললাম ও যে তুহিনের ফ্যাদা গিলে নিবে সেটা যেন তুহিনকে জানায়)

কুঃ তুহিন বাবা...তোর খালু চায় আমি যেন তোর বাড়ার ফ্যাদাগুলি সব গিলে খেয়ে নেই...তুই ও কি তাই চাস? তোর খালামনির গলার ভিতর তোর এই বড় তাগড়া বাড়ার ফ্যাদা ঢালতে?

তুঃ হ্যাঁ খালামনি...আমি তাই চাই...আমি জানি তুমি আমার কোন আশা অপূর্ণ রাখবে না...আর আমার খালু যে আমাকে এতো ভালবাসে সেটা আজ আমি বুঝতে পারলাম...খালু তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ...খালামনি...তোমার বিশাল উঁচু পোঁদের উপর আমার খুব লোভ...গুদ মারতে দেবে না, সেট না হয় মেনে নিলাম কিন্তু তোমার পোঁদে আমার বাড়া ঢুকাতে দিবে তো? খালুকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কিন্তু আগেই বলেছো, গুদ মারা ছাড়া অন্য সব কিছু করতে দিবে...

(তুহিনের কথা শুনে কুহির গুদে যেন একটা বিদ্যুৎ ঝিকি মেরে উঠলো আর আমার পিঠের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল...ওহঃ কুহির বোনের ছেলে ওর পোঁদ মারবে, যেখানে আমি নিজে কখনও ঢুকি নি, সেখানে ও ঢুকতে চায়...আহঃ আমার শরীরের কামোত্তোজনা যেন বহুগুন বেড়ে গেল তুহিনের এই নোংরা আবদার শুনে।)

কুঃ তুহিন তুই এতো নোংরা কেন রে বাবা...পোঁদে কেও বাড়া ঢুকায়? ছিঃ ছিঃ...ওটা ময়লা জায়গা না...তোর খালুর বাড়াই আমার পোঁদে কোনদিন ঢুকাতে দেই নি...তোকে কিভাবে দিবো? না...না...ওটা হবে না...

(আমি কুহির কানের কাছে ফিসফিস করে বললাম, "ওকে বলো যে আমি রাজী, ও তোমার পোঁদ মারতে পারে।" কুহি আমার মুখ থেকে এই কদর্য কথা শুনে যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো। আমাকে বললো, "আমি ভীষণ ব্যথা পাবো যে, আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমরা দুজনে সুখ নিতে চাও?" আমি দাঁত কিড়মিড় করে ওকে সজোরে ধমকে উঠলাম, "চুপ...ওকে বলো যে আমি চাই ও যেন তোমার পোঁদ ভালো করে চুদে দেয়।" আমার কথা স্পষ্টতই তুহিনের কানে ও চলে গেছে। ও চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলো ওর প্রিয় খালামনির মুখ থেকে এই কথা শনার জন্যে)

কুঃ উফঃ কি নোংরা তোরা...উহঃ...তুহিন তুই আমার পৌঁদ মারলে তোর খালুর আপত্তি নেই, কিন্তু বাবা আমি অনেক কষ্ট পাবো যে, আমি শুনেছি প্রথম প্রথম পৌঁদ মারতে গেলে খুব কষ্ট হয়...আমাকে কষ্ট দিয়ে তুই সুখ পেতে চাস?...আর তোর এতো বড় বাড়া ঢুকবে না আমার ছোট্ট ফুঁটায়...বাবা, লক্ষ্মী সোনা আমার, ওটা বাদ দে...

তুঃ না খালামনি, আমি তোমার এই কথাটা রাখতে পারবো না, আর খালু শুধু আমাকে অনুমতিই দেয় নি, উনি বলেছেন যেন আমি ভালো করে তোমার পৌঁদ চুদে দেই, তাই না...ওহঃ আমার যে কি খুশি লাগছে, আমার আদরের প্রিয় খালামনির উল্টানো কলসির মত ভরাট পৌঁদে আমার বাড়া প্রথম ঢুকবে। আহঃ...খালামনি, আমি যদি পৌঁদ মারার সময় তোমাকে মামনি বলে ডাকি, তোমার আপত্তি আছে? আমার ইচ্ছে করছে যেন আমি পৌঁদ মারার সময় তোমাকে মা বলে ডাকবো, আর তুমি আমাকে বোনের ছেলে না নিজের ছেলে বলে ডাকবে...আমার খুব ভালো লাগবে।

(তুহিনের অভূত আবদার শুনে আমি ও কুহি দুজনেই চমকিত হয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কুহি আমার চোখে দিকে ১০ সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে নিজে থেকেই তুহিনের আদ্যারের জবাব দিয়ে দিল।)

কুঃ ঠিক আছে, তুহিন...তুই আমাকে অন্য সবার আড়ালে মা বলে ডাকতে পারিস। কিন্তু তোর এই ইচ্ছে হলো কেন রে? তুই কি তোর মা কে নিয়ে ও কল্পনা করিস নাকি?

তুঃ না খালামনি, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে কিছুই কল্পনা করি না। কিন্তু আমার এক ঘনিষ্ঠ ছোট ভাই, এই ধরনের কল্পনা করে...আর সে আমার সাথে এই ব্যাপারটা একবার শেয়ার করেছিলো, তাই মনে হলো, তোমাকে মা বলে ডাকলে কেমন লাগে, সেটা পরীক্ষা করতে হবে।

কুঃ সে কে, ওর নাম বল আমাকে...

তুঃ আমার জন্মদিনের রাতে আমি তোমাকে তার নাম বলবো, এর আগে নয়। কারন ওটা শুনে তুমি খুব বিস্মিত হবে।

(আমি এবার জোরে জোরে ঠাপ মারতে শুরু করলাম, কারন মাল আর ধরে রাখতে পারছিলাম না। কুহি বুঝতে পারলো যে আমি এখন মাল ফেলবো)

কুঃ তুহিন বাবা রে...তোর খালু আমাকে কি ভীষণভাবে চুদছে...এখনই আমার গুদ ভর্তি করে ফ্যাদা ঢালবে আমার গুদে...তুই ও তোর বাড়ার ঘন ক্ষীরগুলি নিংড়ে বের করে দে...আহঃ আমার গুদ আবার কেন জানি মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে...ওহঃ মাগো...এক রাতে আমার গুদের জল আর কতবার খসবে...আহঃ...উফঃ...

(আমি মাল ফেলার সময় এবার সরাসরি তুহিনের সাথে কথা বলতে চাইলাম।)

আমিঃ তুহিন, তোর খালামনির মুখের ভিতরে তোর মাল ঢেলে দে, তোর খালামনি, বাড়ার মাল খেতে খুব ভালবাসে।

(আমার কথা টেলিফোনে সরাসরি শুনে এবার তুহিন ও যেন আর মাল ধরে রাখতে পারলো না।)

তুঃ আহঃ...খালামনি, তোমার গলার ভিতরে ফ্যাদা ঢালছি, খালু, আমার মাল গুলি গিলে নিতে বলেন খালামনিকে...উফঃ...এভাবে ফোন সেল করতে এতো সুখ, আর যখন আমি সত্যি সত্যি খালুর সামনে খালামনির গলার ভিতর আমার ময়লা ফ্যাদাগুলি ঢালবো, তখন না জানি কত সুখ পাবো, আহঃ...ঢেলে দিলাম...গিলে নাও...খালামনি...খালুর কথা মত সবটুকু চুষে খেয়ে নাও...

(আমি বাড়া ঠেসে ধরে ওহঃ ওহঃ করতে করতে ফ্যাদা ঢালতে শুরু করলাম, কুহি ও ওর জল আবার খসিয়ে দিল, আর ওদিকে তুহিন ওর বাড়ার ফ্যাদা ঢাললো। বেশ কিছুক্ষণ আমরা সবাই চুপ করে নিজ নিজ রাগমোচনের সুখ নিলাম। প্রায় মিনিট খানেক পরে কুহি প্রথম কথা বলে উঠলো।)

কুঃ তুহিন...বাবা...এবার পরিষ্কার হয়ে য়ুমুতে যা। আমি ফোন রাখছি।

তুঃ ওহঃ খালামনি ও খালু, তোমাদের দুজনকে আমার অন্তঃস্থল থেকে গভীর ভালবাসা জানাচ্ছি, আর আমি তোমাদের দুজনের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম আজকের এই চমৎকার অভিজ্ঞতার জন্যে। খালু, প্লিজ...আমার খালামনির যত্ন নিও, রাখছি।

কুহি ফোন কেটে দিল। আমি কুহির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনেকগুলি চুমু খেললাম। এরপরে উঠে দুজনে পরিষ্কার হয়ে নিদ্রা দেবীর কোলে ঢলে পড়লাম।

অজিতের সাথে ডিনারঃ

আগেই কথা ছিলো যে অজিত সেদিন সন্ধ্যায় ওর গাড়ী নিয়ে আসবে, আর আমাদেরকে বাসা থেকে তুলে নিবে। বিকালেই আমার ছেলে জিসান আর মেয়ে আরিবা ওদের নানার বাসায় চলে গিয়েছিলো। আমি সন্ধ্যায় কিছু আগেই বাসায় ফিরে আসলাম, এর মধ্যে কুহি পার্লারে গিয়ে ভালো করে সেজে এসেছে, এখন ও শুধু কাপড় চেঞ্জ করে নিবে যাওয়ার আগে। আমি জানতে চাইলাম ও কি পরে যাবে অজিতের দাওয়াতে।

"কি পড়ে গেলে তোমাদের ভাল লাগবে, বলো, সেটাই পড়ে যাবো...শাড়ি পড়বো, নাকি টপস আর প্যান্ট পড়বো?"-কুহি আমার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

"আমার পছন্দ শাড়ি, কিন্তু আমার মনে হয় সেদিন বিয়ে বাড়ির লেহেঙ্গাটা পড়ে গেলেই অজিত বেশি খুশি হবে, তোমার কি মত? সেদিন ওই লেহেঙ্গাতে তোমাকে একেবারে পরীর মত লেগেছিলো।"- আমি বললাম।

"অজিতকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবো?"- কুহি মুখে দুস্তমির হাঁসি দিয়ে বললো।

"প্লিজ..."- আমি ও মনে মনে এটাই চাইছিলাম।

কুহি ফোনে অজিতের সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে জানালো যে অজিত ও লেহঙ্গার পক্ষেই মত দিয়েছে, কিন্তু ওকে ব্রা, প্যানটি কিছুই পড়তে মানা করেছে। "অজিত কি তোমাকে কিছু বলেছে?"- কুহি জিজ্ঞেস করলো।

"না তো...কোন ব্যাপারে?"-আমি একটু অবাক হলাম।

"না...মানে...ও কি শুধু আমাদের নিয়ে রেস্টুরেন্টে যাবে, খাবার খাবে, নাকি ওর মনে অন্য কিছু আছে? তুমি বোঝো তো, ও সব সময় হঠাৎ উল্টা পাল্টা কিছু করে ফেলে...আজ ও যদি..."- কুহি একটু উদ্বিগ্ন মুখে বললো।

"শুন, জানু...ও উল্টাপাল্টা যাই করে না কেন, সেটা তো তোমার আমার ভালোই লাগে...আজ ও যদি ও কিছু করে করবে, তুমি মনে মনে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকো, আমি নিশ্চিত যে ও তোমাকে শুধু হোটেল নিয়ে খাইয়ে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ছেড়ে দিবে না...হয়ত ও রাতে আমাদের সাথে এই বাসায় ও আসতে পারে...আমি ঠিক জানি না...ও আমাকে কিছু বলে নাই...তবে তোমার প্রস্তুত হয়ে থাকা ভালো।"- আমি কুহিকে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলাম, "আর আমি জানি তুমি ও মনে মনে ওর কাছ থেকে সেই রাতের মত একটা ভীষণ কড়া সেন্সর আশা করো, তাই না? সেদিন ওর অফিসে ও তোমাকে না চোদায় তুমি বেশ কষ্ট পেয়েছো মনে মনে, সেটা আমি ও জানি আর অজিত ও জানে...আমার মনে হয় ও আজ সেটা পূরণ করে দিবে।"

"উফঃ...আজ যে কি হবে...আমার খুব টেনশন হচ্ছে...অজিতের সাথে খেতে যাবো ভেবে আমি সকাল থেকেই গরম হয়ে আছি...ও তো আমাকে সব সময় অপমান আর অপদস্ত করার চেষ্টা করে, ভয়টা সেজনেই।"- কুহি লাজুক হাঁসি দিয়ে যেন নিজেকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করলো।

"ও তোমাকে অপমান আর অপদস্ত করলে যে তোমার ভালো লাগে, আর তুমি আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে যাও, সেটা অস্বীকার করছো কেন?...ও তোমাকে মারলে আমার মনে কষ্ট লাগে...কিন্তু তুমি যে সেটা উপভোগ করো, সেটা তো সত্যি।"- আমি জানতে চাইলাম।

"জানু, আমি জানি না...অজিত আমার মনের ভিতরের কোন দরজা খুলে দিয়েছে, কিন্তু আমি নিজেই তো জানতাম না যে কেও আমাকে গালি দিলে, অপমান করলে, অপদস্ত করলে, চুল টেনে মারলে, আমার শরীর আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে যাবে..."-কুহি বলছিলেন, "তুমি আমাকে কখনও মারা তো দূরে থাকুক, কখনও আমার চুল ধরে ও একটা টান দাও নি...ওই নোংরা লোকটা সেদিন আমার ভিতরের একটা জানোয়ারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু তোমার এই রূপকে দেখতে আমার ভালোই লাগছে...বিশ্বাস করো, ও তোমাকে কষ্ট দিলে, আমার খুব কষ্ট হয়, একটা অজানা কষ্টের অনুভূতি এসে আমার গলা চেপে ধরে, কিন্তু যখন দেখি সেই কষ্ট তোমার শরীরের আঙুন বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর তুমি সেটা সুখ হিসাবে নিচ্ছে, তখন আমি নিজেও উত্তেজিত হয়ে যাই।"-আমি মনের কথাটা জানালাম কুহিকে।

কুহি উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার চোঁটে একটা লম্বা চুমু দিয়ে বললো, "আমার মনে হয় আজ ও অজিত আমাকে অনেক কষ্ট দিবে। কিন্তু ও আমাকে ব্রা প্যানটি পড়তে মানা করলো কেন? বাইরের মানুষের সামনে ওগুলি পড়া না থাকলে আমার খুব অস্বস্তি হয়।"

"আমার মনে হয়, যতক্ষণ আমরা বাসার বাইরে থাকবো,ও যেন তোমার গুদ আর দুধ সব সময় হাতের কাছে পায়...কোন বাঁধা না থাকে, সে জন্যে ওগুলি পড়তে মানা করেছে।"-আমি মুচকি হেসে বললাম, "ও হয়ত যখন তখন তোমার দুধ টিপবে বা গুদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিবে...উফঃ...খুব ভালো হবে, তাই না?"-আমি কুহিকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করলাম আসন্ন সুখ সম্ভাবনার কথা শুনিয়ে।

রাত প্রায় ৯ টার দিকে অজিত ফোন করলো যে সে বের হচ্ছে, ১০ মিনিটের মধ্যে আমার বাসায় এসে পড়বে। আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। কুহিকে সেদিনের লেহঙ্গায় আজ ও অসাধারণ সুন্দর লাগছিলো। ১০ মিনিট পরে অজিতের গাড়ী আমার বাসার সামনে হর্ন বাজালে, আমরা দুজনে বের হলাম। অজিত গাড়ী থেকে বের হয়ে আমার দুজনকে অভিবাধন জানালো আর আমাদের দুজনের সাথে হাত মিলালো, "ওহঃ ভগবান, **U look Ravi shi ng**, কুহি তোমাকে অনিন্দ্য সুন্দরী লাগছে। আমি তো তোমার প্রেমে পড়ে যাবো আজকেই, তখন আমার গার্লফ্রেন্ডের কি হবে আর তোমার স্বামীরই বা কি হবে। উফঃ...তোমার রূপে তো আজ আমি পুরো ঘায়েল হয়ে যাবো।"

অজিত মুখে স্তম্ভিতবাক্য শুনে কুহির গাল লাল হয়ে উঠলো, ও মাথা নিচু করে লজ্জিত হাঁসি দিয়ে বললো, "যাহ্ দুঃ, তোমাকে আমার প্রেমে পড়তে হবে না...তুমি থাকো তোমার ওই গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে আর আমাকে ও আমার স্বামী আর সন্তানদের কাছেই থাকতে দাও...তোমার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে আসলে না কেন, আজ পরিচিত হতাম।"

"ও একটু অফিসের কাজে ঢাকার বাইরে গেছে আজ ও দিন হলো, ও **NGO**তে চাকরি করে তো, তাই টুর করতে হয় প্রায়ই।"- অজিত আমার দিকে ফিরে বললো, "দোস্ত, আজকের জন্যে গাড়ীটা তুমিই চালাও, আর আমি তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে পিছনে বসে মজা করি, ঠিক আছে তো?"- বলে ওর গাড়ীর চাবি আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি ওটা নিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে গেলাম, আর অজিত পিছনের দরজা খুলে কুহিকে ভিতরে ঢাকার জন্যে আহবান করলো। কুহি উঠে বসার পরে, অন্য পাশের দরজা দিয়ে ঠিক আমার পিছনে অজিত উঠে কুহির গা ঘেঁষে বসে ওর কাধের উপর হাত দিয়ে নিজের কাছে টেনে নিলো।

আমি কোন দিকে যাবো জানতে চাইলাম, আর ও কোন রেস্টুরেন্টে আমাদের নিয়ে যাবে সেটা ও জানতে চাইলাম। অজিত বললো, "দোস্ত, এই রেস্টুরেন্টটা নতুন হয়েছে, উত্তরার শেষ দিকে, তুমি উত্তরার দিকে যাও, সেক্টর ৫ এ যেয়ে আমাকে বলো, তখন আমি দেখিয়ে দিবো।"

আমি জানতে চাইলাম ওটা কি ধরনের রেস্টুরেন্ট। অজিত জবাব দিল, "ওটা একটা কাপল টাইপের রেস্টুরেন্ট, ছোট ছোট বৃথ করা আছে, চারদিক ঢাকা, আধো আলো আধো অন্ধকারে ছেলে মেয়েরা এক একটা বৃথে ঢুকে প্রেম করতে করতে সেন্সর ও করে ফেলে, কারন ওটা খুব **Secured** আর ওখানের কর্মচারীরা ও সেটা জানে, বুথের ভিতরে যে যা ইচ্ছা করছে, ওরা দেখতে আসে না, খুব জোরে লাউড ভলিউমে ইংলিশ গান বাজে, প্রেম ও সেন্সর এক সাথে করার একেবারে সঠিক জায়গা। ওরা শুধু খাবারের দামটা নেয় একেবারে গলা কেটে, তবে খাবার ও বেশ ভালো। আমি ওখানে বৃথ সংরক্ষিত করে রেখেছি। চিন্তা করো না, দোস্ত, অনেক মজা হবে ওখানে।"

অজিতের কথা শুনে আমি ও কুহি দুজনেই যেন ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠলাম, কারন এই ধরনের **Couple** টাইপের রেস্টুরেন্টে এক বুথের অতিথিরা কে কি করছে, সেটা অন্য বুথের কেও জানতে পারে না। আমি যদি ও এই ধরনের রেস্টুরেন্টের কথা শুনেছি, কিন্তু কখনও এসব জায়গায় ঢুকি নাই। একটা অজানা আতঙ্ক ভর করলো আমার মনে। "দোস্ত, তুমি গাড়ী আস্তে আস্তে চালাও, আমাদের কোন তাড়া নেই, আমাকে একটু সময় দাও তোমার বৌকে ভালো করে দেখার জন্যে।"- অজিত আমাকে যেন আদেশ দিল। "অজিত কি গাড়ীর ভিতরেই কিছু করতে চাইছে?"- আমি নিজের মনকেই প্রশ্ন করলাম। এবার আমি লক্ষ্য করলাম যে অজিতের গাড়ীর সামনের কাঁচ বাদে বাকি কাচগুলি সব কালো, তার মানে বাইরে থেকে কিছু দেখা যাবে না, তবে ভিতর থেকে সব দেখা যাবে।

আমি গাড়ী চালাতে শুরু করলাম। আমি রেয়ারভিউ মিররটা সেট করে নিলাম যাতে পিছনে কুহির সাথে অজিতের কাজকর্ম ভালো করে দেখতে পারি। পিছনে অজিত কুহির ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে গভীর চুমু খেতে শুরু করলো, অজিতের এক হাত কুহির কাঁধে আর অন্য হাত দিয়ে কুহির পনি টেইল করা চুলের গোছা ধরে আগ্রাসী ভঙ্গিতে কুহিকে চুমু খাচ্ছিলো অজিত। কুহি যেন একটা আরামের শব্দ করে একটু গুঙ্গিয়ে উঠলো। বেশ কিছুক্ষণ কুহির ঠোঁট চুষে তারপর কুহিকে ছাড়লো। "ওফঃ...দোস্ত তোমার বৌটার মুখটার প্রশংসা করতেই হয়, এমন গরম চুমু খায় যে মনে হয় আমার নিজের ঠোঁটই গলে যাবে। She has some fine luscious lips."

"তুমি আমার কথামত ব্রা প্যানটি পড়ো নাই তো, কুহি?"- অজিত কুহির দিকে তাকিয়ে বললো। কুহি ঘাড় নেড়ে না বললো। "শুভ লক্ষ্মী মেয়ে...এই তো কথা শুনতে শুরু করেছে। এবার বাধ্য মেয়ের মত তোমার ব্লাউজের হুকগুলি খুলে ফেলো। আমাকে তোমার বড় বড় দুধের ফ্যান্টারি দুটি দেখাও, আর সারা পথ তোমার দুধদুটি খোলাই রাখবে। দেখো তোমার ও ভাল লাগবে।"-অজিত স্নিহা দিয়ে বললো।

"এখন...এখানে...রাস্তার মানুষ দেখবে তো? পরে দেখো অজিত।"- কুহি কিছুটা আপত্তির সুরে বললো। অজিত ঠাস করে একটা চড় মারলো কুহিকে, "এক কথা যেন দুইবার বলতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখো কুহি, আর এই গাড়ীর বাইরে থেকে কেও তোমাকে দেখবে না, কিন্তু ভিতর থেকে তুমি সবাইকে দেখবে। আর একটা কথা ও না বলে হুকগুলি খুলে ফেলো, তোমার বড় বড় দুধের দর্শন করে আমি আর তোমার স্বামী দুজনেই ধন্য হই।"-অজিত বললো।

কুহি চড় খেয়ে নিজের গালে একটু হাত বুলিয়ে হুক খুলতে শুরু করলো, ধীরে ধীরে কুহির বুক অনাবৃত হচ্ছিলো, আর রাস্তা দিয়ে কত মানুষ আর গাড়ী চলে যাচ্ছিলো। সব কটি বোতাম খুলে কুহি ব্লাউজের দুই পাট দুদিকে সরিয়ে দিলো, অজিত ওর জিভ দিয়ে একটা আনন্দসূচক ঠাঃ শব্দ করে উঠলো, "ওয়াও, ওয়াও...কি সুন্দর জিনিষ, এমন সুন্দর জিনিষ কেও কাপড় দিয়ে লুকিয়ে রাখে! তুমি কি বল দোস্ত, এসব জিনিষ মানুষকে দেখিয়ে ওদের মুখের লাল ঝড়তে হয়, তাও তো এখন আমরা দুজন ছাড়া আর কাউকে দেখাতে পারলাম না।" অজিতের কথা শুনে কুহি যেন আরও বেশি লজ্জা পেল, আমি আয়নায় দেখছিলাম কুহির অপরূপ দুধের সৌন্দর্য, সলপ আলো আধারিতে একটা মেয়ে বুকের বাঁধন খুলে নিজের স্বামী আর স্বামীর বন্ধুর সামনে নিজের সুন্দর মসৃণ কোমল পুষ্ট বুকজোড়া যেভাবে প্রদর্শন করছে, তাতে শিরহিত না হয়ে পারা যায় না। কুহির নিঃশ্বাস ও ঘন হয়ে বড় বড় হয়ে গেছিলো।

"এবার তোমার বাম পা ওদিকে সরিয়ে আর ডান পা আমার রানের উপর রেখে তোমার লেহেঙ্গাটাকে কোমরের উপর উঠিয়ে পা দুটি ফাঁক করে তোমার গুদের ফটলটা দেখাও, সুন্দরী"- অজিত আদেশ দিল। কুহি একবার চট করে আমার দিকে তাকালো, আমি মৃদু হাঁসি দিয়ে মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে ওকে আশ্বস্ত করলাম। কুহি ঠিক অজিতের কথামত বাম পা দুই সরিয়ে ডান পা অজিতের বাম রানের উপর রেখে ধীরে ধীরে ওর লেহেঙ্গার নিচের অংশটুকু উপরের দিকে উঠাতে লাগলো। অজিত যেন হ্যাঁ করে দেখছিলো কুহির ধীরে ধীরে খুলে দেয়া যৌনতার গোপন জায়গাগুলির দিকে। আমি গাড়ীর গতি আরও স্লো করে দিলাম আর রাস্তার একেবারে বাম দিক দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ী চালাতে লাগলাম, কারণ আমি যদি জোরে গাড়ী চালাই তাহলে আমরা ১৫ মিনিটের মধ্যে উত্তরা পৌঁছে যাবো। তাই আমি রাস্তার মধ্যে আমার দীর্ঘ ২১ বছরের সংসার জীবনের ঘরগীকে আমার বন্ধুর দ্বারা গোপনাস্থ খুলে দেখানোর এই দৃশ্যকে একটু বেশিক্ষণ ধরে দেখার আশায় আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম।

পুরো কাপড় কোমরের কাছে উঠিয়ে কুহি নিজের পাছা একটু আলগা করে বসার সিটের সামনের দিকে ঠেলে দিল, আর নিজের পীঠ সিটে হেলান দিয়ে এলিয়ে দিল পিছনের দিকে, যেন আমাদের দুজনের সামনে ওর দুধ আর গুদ উন্মুক্ত করে দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে আমাদেরকে দেখাচ্ছে, ওর চোখে মুখে এই মুহূর্তে কোন লজ্জা নেই, যা আছে তা হলো বিশ্বস্ত কামনা। "আহঃ...বন্ধু, তোমার খানকী বৌটা কিভাবে গুদ মেলে দিয়েছে আমার সামনে, দেখেছো!"- অজিত একটা আনন্দসূচক শব্দ করে বললো।

"অজিত দেখো, ভালো করে দেখো, যা, এই জীবনে আমি ছাড়া আর কোন পুরুষের সামনে উন্মুক্ত হয় নি, তাই তোমাকে দেখাচ্ছে আমার আদরের জানটা। ভালো করে দেখে নাও।"- আমি যেন কিছুটা মন্ত্রমুগ্ধের মত করে বলে উঠলাম, "তোমাকে দেখানোর জন্যেই আমার বউটাকে এতো সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে এসেছি।"-আমার ভিতরে কুহির প্রতি গভীর ভালবাসা থেকেই কথাগুলি যেন আপনা আপনি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"আচ্ছা, তাই নাকি, দোস্ত, তুমি তোমার বৌকে দেখাতে চাও মানুষকে...বিশেষ করে আমাকে...ওয়াও...ওয়াও...আমি তোমার এই পরিবর্তনে খুব খুশি..."-অজিত বেশ জোরে সহাস্যে বললো, "শুধু আমাকেই দেখাবে, নাকি অন্য লোকদেরকে ও তোমার বৌয়ের রূপ যৌবন দেখাতে চাও?"- অজিত কুহির চোখের দিকে তাকিয়ে আমার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলো।

"অন্য লোকদের ও দেখাতে চাই..."-আমি জবাব দিলাম, "ওর এতো রূপ, অন্য কেও দেখলে ও সেটা কমে যাবে না, তাই না জানু..."। কুহি আমার কথা শুনে কিছুটা চমকিত হয়ে আমার দিকে তাকালো, কিছু বললো না। অজিত ওর গুদের বেনীতে হাত দিল, কুহি আহঃ করে একটা বড় নিঃশ্বাস ছাড়লো, "দেখেছো, বন্ধু, তোমার খানকী বৌটার গুদে পর পুরুষ হাত দিলে, মাগীটা সুখের চোটে কিভাবে কাতরে উঠে...মাগীটা পুরো গরম হয়ে আছে, কি রে মাগী, গুদে খুব চুলকানি, তাই না? তোর স্বামী তোর গুদে কুটকুটানি পুরো মিটাতে পারে না, তাই না?"- অজিত যেন আমাকে আর কুহিকে ওর কথা দিয়ে অপদস্ত করা শুরু করলো, "সে জন্যেই তুই আমার সামনে গুদে খুলে দিয়েছিস? তোর স্বামীর সামনে পর পুরুষ দিয়ে গুদের চুলকানি মিটাতে চাস?"

"হ্যাঁ, তাই চাই, দাও, চুলকানি মিটিয়ে দাও। উফঃ... অজিত... আমি খুব গরম হয়ে গেছি..."- কুহি কামনা ঘন দৃষ্টিতে অজিতের দিকে তাকিয়ে রইলো। "আচ্ছা...আর সহ্য হচ্ছে না...তা এখন এই গাড়ীর মধ্যে রাস্তার উপর কি করতে চাস?...জাভেদ, তোমার খানকী বউটাকে নিয়ে কি করা যায় এখন, মাগী তো কাম ক্ষুধায় পাগল হয়ে গেছে..."- অজিত যেন আমার কাছে পরামর্শ চাইছে এমন ঠাট্টার সুরে বললো।

"বন্ধু অজিত...আমার বৌটা তো কামে পাগল হয়ে গেছে, ওর গুদে এখন একটা বাড়ার দরকার..."-আমি বেশ চিন্তিত ভঙ্গিতে বললাম, "আমি তো তোমার গাড়ীর ড্রাইভিং নিয়ে ব্যস্ত, তুমি যদি চাও আমার গাড়ীটা ড্রাইভ করতে পারো। তোমার মোটা স্টিয়ারিংটা আমার বৌয়ের গুদে ঢুকিয়ে একটু ড্রাইভিং করতে পারো"- আমি কুহির দিকে ইঙ্গিত করে বললাম।

"ঠিক আছে বন্ধু, তুমি আমার গাড়ী চালাও, আমি দেখি তোমার এই তেজি কৃতি টাকে বাগে আনতে পারি কি না। কুত্তীটার শরীর গরম হয়ে গেছে"-এই বলে অজিত নিজের কোমর ওর সিটের একদম কিনারে এনে নিজের প্যান্ট জাপিয়া খুলে নিচের দিকে নামিয়ে দিল, কুহির চোখ অজিতের বাড়ার দিকে নিবিষ্ট হয়ে ছিল, অজিতের মোটা কালো বাড়াটা এর মধ্যেই ঠাট্টায়ে গেছে, ওটা যখন স্প্রিংয়ের মত লাফ দিয়ে জাপিয়ার ভিতর থেকে বের হয়ে নড়তে লাগলো, কুহি হাত বাড়িয়ে ওটাকে খপ করে ধরে ফেললো, ওর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে ওর বুক প্রবল বেগে উঠানামা করছিলো।

"এই কুন্তি, আমার বাড়াটাকে তোর গুদে ঢুকাবি নাকি?...পছন্দ হয়?"- অজিত কুহিকে ওর মুখের খারাপ ভাষা দিয়ে আরও বেশি উত্তেজিত করতে চাইছিলো, "তোর স্বামীর সামনে পর পুরুষের বাড়া গুদে ঢুকাতে তোর লজ্জা হয় না রে বেশ্যা... মাগী... চুতমারানি... গুদমারানি..."। কুহি অজিতের কথা শুনতে শুনতে ওর বাড়াটাকে নিজের দু হাত ধরে ওটার গোঁড়া থেকে আগা পর্যন্ত ওর কোমল আঙ্গুলগুলি দিয়ে বেটন করে ধীরে ধীরে খেঁচে দিচ্ছিলো। "তোর স্বামীকে বল, তুই কি? আর আমার বাড়া কেন তোর লাগবে, সেটা বুঝিয়ে বল, আমার সামনে?"-অজিত হুংকার দিল কুহির চুলের মুঠি ধরে ওর দিকে একটা অগ্নি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে।

"জান, আমি একটা বেশ্যা, মাগী...তোমার বন্ধুর বাড়া এখনই আমার গুদে না ঢুকলে আমি পাগল হয়ে যাবো। ওটাই আমার গুদের সুখের কাঠি"-কুহি যেন ওর ধরা গলায় আমাকে বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠছিলো।

"ওই বেশ্যা মাগী, তোর স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমার কোলে চড়ে আমার স্টিয়ারিঙটা তোর গরম ফুটোর মধ্যে ভরে নে, আয় কোলে উঠে আয়"- বলে অজিত কুহিকে আহবান করলো। কুহি ওর পায়ের জুতো খুলে নিজের লেহেঙ্গার কাপড় উপরের দিকে উঠিয়ে অজিতের দিকে ঘুরে আমার দিকে পিছন ফিরে অজিতের কোমরের দুই পাশে দুই পা রেখে ওর কোলে চড়লো। অজিতের বাড়ার মাথা ওর গুদের নরম বেদীর সাথে লাগতেই ও যেন আর স্থির থাকতে পারছিলো না, "আহঃ"-বলে একটা আরামের শব্দ করে উঠলো, আমি বুঝতে পারলাম যে অজিতের বাড়া কুহির গুদের ঠোঁটের সাথে হয়ত মিলিত হয়েছে। কুহি এক হাত দিয়ে অজিতের বাড়া ধরে নিজের গুদের মুখে লাগিয়ে ওহঃ বলে একটা সুখের শব্দ করে উঠলো, আর ধীরে ধীরে কোমর নিচের দিকে চাপ দিয়ে অজিতের কোলে চড়ে নিজের রসসিক্ত গুদে পুরো বাড়া ভরে নিলো।

"আহঃ বন্ধু, তোমার বৌয়ের গুদটা এতো গরম আর এতো টাইট হয়ে আছে, এই কদিন তুমি মনে হয় চুদতে পারো নাই তোমার বৌকে?"- অজিত আমার কাছে জানতে চাইলো।

"আমি ও ওকে প্রতিদিন চুদি, কোন দিন দুই বার ও চুদি, কিন্তু ওর গুদের গরম কমে না"- আমি একটু বাঁকা হাঁসিতে জবাব দিলাম, "মনে হয় ওর গুদ তোমার বাড়া ছাড়া ঠাণ্ডা হবে না...প্লিজ অজিত, বন্ধু আমার, আমার বৌকে একটু ভাল করে চুদে দাও"- আমি বেশ অনুনয়ের ভঙ্গিতে অজিতকে বললাম।

"কিভাবে, বন্ধু, এভাবে গাড়ীর ভিতর, রাস্তা দিয়ে মানুষ গাড়ী যাচ্ছে, এভাবে কি ভালো করে চোদা যায়?"- অজিত বেশ হতাশ স্বরে বললো, "তোমার বৌকে নিজের গুদের জল খসিয়ে তাড়াতাড়ি সড়ে যেতে বলো আমার গায়ের উপর থেকে, রেস্টুরেন্টের বুথে ঢুকান পরে আমি ওকে ভাল করে চুদে ওর গুদের চুলকানি কমিয়ে দিবো।"

"তাহলে...রেস্টুরেন্টে পৌছা পর্যন্ত তোমার বাড়াটা আমার গুদের ভিতরেই থাক?"- কুহি যেন মামার বাড়ির আবদার করলো অজিতের কাছে।

"না...আমি বেশ্যা মাগীদেরকে নিজের মুড অনুযায়ী চুদি...এখন আমার তোকে চোদার মুড নেই..."- অজিত বেশ ক্রোধ স্বরে বললো, "শুধু তোর স্বামী আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু বলে আমি তোকে আমার বাড়ায় চড়ে গুদের জল খসানোর জন্যে দিয়েছি...তাড়াতাড়ি জল খসিয়ে আমার বাড়া থেকে তোর নোংরা গুদটা সরিয়ে নিয়ে যা...কুন্তি শালী একটা...রাস্তার কুন্তিরা যেমন কুন্তাদের কাছে চোদা খাবার জন্যে রাস্তায় উপরে গুদ খুলে দেয়, তেমনি তুই ও একটা রাস্তার নেড়ি কুন্তি...তাড়াতাড়ি তোর ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত ভোদাটা সরিয়ে নে"- অজিত যেন কিছুটা হুংকার দিয়ে উঠলো।

অজিত আমাকে আর কুহিকে অপমান করে বলা এইসব কথাগুলি শুনে কুহি যেন কামে আরও পাগল হয়ে গেল, জোরে জোরে অজিতের বাড়ার উপর উপর নিচ করে নিজের গুদের সুখ নিতে লাগলো। "অজিত...একটু আমার দুধ দুইটা টিপে দাও না, তাহলে আমার রস তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে"- কুহি কাতর কণ্ঠে অজিতের কাছে দুধ টিপা খাওয়ার জন্যে ভিক্ষা চাইতে লাগলো, আমার উচ্চ শিক্ষিতা বৌ যে এভাবে রাস্তার উপর অজিতের কাছে দুধ টিপা খাবার জন্যে অননয় বিনয় করবে, সেটা আমার কল্পনাতে ও ছিলো না।

"মাগী...আমাকে কি তুই তোর আদরের স্বামীর মত পেয়েছিস, যা ইচ্ছে করিয়ে নিবি?"- অজিত ক্রুর গলায় হুংকার দিল, "আমার হাত দিয়ে দুধ টিপা খেতে চাস, আচ্ছা... দিচ্ছি তোকে...এখনই তোর চাওয়া পূরণ করে দিচ্ছি"- এই বলে ওর সমস্ত শক্তি দিয়ে কুহির দুধের উপর ঠাস ঠাস করে থাপ্পড় মারতে লাগলো, নরম ফর্সা দুধের উপর অজিতের কঠিন হাতের থাপ্পড় খেয়ে কুহি ব্যাথায় ককিয়ে উঠলো, আমি তাড়াতাড়ি গাড়ীর ভিতরে সিডি প্লেয়ারে গান চালিয়ে দিলাম একটু জোরে যেন বাইরের মানুষ কুহির আর্ত চিৎকার না শুনে। অজিত কুহির দুই দুধের উপর থাপ্পড় মারতে লাগলো, ওর দুধের বৌটা মুচড়িয়ে মুচড়িয়ে টেনে টেনে ওকে ব্যাথা দিতে লাগলো। আর কুহি ব্যাথায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিল, কিন্তু সে ঠাপ মারা একটু ও বন্ধ করে নি। অজিত থেমে থেমে কুহির দুধের উপর মার দিতে দিতে ওকে নানা রকম বিদ্রী ভাষায় গালাগাল দিয়ে যাচ্ছিলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই কুহি শরীর কাঁপিয়ে অজিতকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নিজের গুদের জল বের করে দিল।

কুহির শরীর সঙ্গম আনন্দের পরে একটুখানি স্থির হতেই অজিত ওকে হুকুম করলো সড়ে যাওয়ার জন্যে। কুহি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু কষ্টে যেন নিজের শরীর সরিয়ে অজিতের পাশে বসলো। অজিত আবার হুংকার দিয়ে উঠলো, "এই কুন্তি, আমার বাড়া কে সাফ করে দিবে...চুতমারানি, তোর ভোদার কুটকুটানি কমিয়েছিস আমার বাড়া দিয়ে, এখন এটাকে সাফ করবে কে, তোর মা?...খানকী..."

কুহি অজিতের হুংকার শুনে একটু ও সময় অপচয় না করে অজিতের কোলের কাছে মাথা নিয়ে অজিতের বাড়া নিজের মুখে ভরে নিয়ে চুষে দিতে শুরু করলো। অজিত যেন রাজা মহারাজার মত গাড়ীর সিটের উপর দুই দিকে নিজের দুই হাত মেলে দিয়ে আমার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কথা বলতে লাগলো। একটু পরে অজিত আবার হুংকার ছাড়লো, "হয়েছে, বহুত চুষেছিস, সড়ে যা এখন...মাগী...বাড়া দেখলে তো হুঁশ থাকে না...কখন মুখে ঢুকাবি, কখন গুদে ঢুকাবি, সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে যাস, তাই না?...সড়ে যা, আর টিস্যু দিয়ে আমার বাড়া ভাল করে পরিষ্কার করে দে।"- কুহি টিস্যু বস্ত্র থেকে টিস্যু নিয়ে পরম যত্ন সহকারে অজিতের বাড়া সুন্দর করে মুছে দিলো আর নিজের গুদ ও মুছে নিলো, অজিত ওকে বাড়া জাঙ্গিয়ার ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে বললো, কুহি অনিচ্ছা সহকারে সেটা ও করলো।

কুহির দুধ এখনও ব্লাউজের বাইরে আর পা দুদিকে ফাঁক করে বসে লেহেঙ্গা এখন ও কোমরের উপরে উঠানো। অজিত কুহির দিকে তাকিয়ে বললো, "কি রে মাগী, তুই চাস যে আমি তোকে আমার বাড়া দিয়ে ভাল করে চুদি, তাই না?"। কুহি মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে ওর সম্মতি জানালো। অজিত বললো, "আমার বাড়া দিয়ে যদি ভালো করে চোদা খেতে চাস, তাহলে তোকে খুব খারাপ একটা কাজ করতে হবে, করতে পারবি?"- অজিত কুহির চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো। কুহি একটু ইতস্তত করে জানতে চাইলো কি কাজ করতে হবে ওকে? আমি ও অজিতের কথা শুনে কিছুটা বিস্মিত হলাম যে সে কুহিকে দিয়ে কি ধরনের নোংরা কাজ করাতে চায়।

"শুন, রাস্তায় সিগনালে অনেক ভিক্ষুক ভিক্ষা করে না, সামনের সিগনাল থেকে তোর স্বামীকে বলবি যে কোন একটা জওয়ান লোককে বেছে নিতে..."-অজিত ওর মনের ভিতরের নোংরা প্ল্যান আমাদের সামনে উন্মুক্ত করতে শুরু করলো, " তোর স্বামী ওই ভিক্ষুককে বলবে যেন সিগনাল পার হয়ে কিছুটা সামনে আসে, তাহলে ওই ব্যাটাকে ১০০০ টাকা দিবে, তারপর গাড়ী সিগনাল পার করে একটু নিরিবিলি জায়গা দেখে রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখবে, তারপর ওই লোক যখন আমাদের গাড়ীর কাছে আসবে, তখন তুই তোর ও পাশের দরজা খুলে দিয়ে টেনে লোকটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিবি খুব তাড়াতাড়ি করে (এই পর্যন্ত শুনেই আমার আর কুহির চোখ কপালে উঠে গেছে), তারপর লোকটা ভিতরে ঢুকার পরে ওই ব্যাটার দুই হাত নিয়ে এক হাত তোর দুধে লাগিয়ে দিবি, আর আরেকহাত তোর গুদের ফুঁটায় লাগিয়ে দিবি (ওহঃ মাগো, অজিত যে কি ধরনের নোংরা প্ল্যান করছে কুহি কে নিয়ে, আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো)। তারপর ওই ভিক্ষুককে কিছুক্ষণ তোর দুধ আর গুদ হাতাতে দিয়ে তারপর তোর স্বামীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওই লোকটাকে দিয়ে দিবি, তারপর ওকে বের করে দিবি গাড়ী থেকে, আর আমরা চলে যাবো আমাদের নির্ধারিত গন্তব্যে...কি করতে পারবি? তাহলে আমার বাড়ার কঠিন চোদন খেতে পারবি, নইলে নয়, ভেবে চিন্তে নে তাড়াতাড়ি।"

আমি অজিতের প্রস্তাব শুনে কি বলবো, খুব রাগ দেখাবো, নাকি ব্যাপারটাকে হালকা করে হেসে উড়িয়ে দিবো, ভেবেই পাচ্ছিলাম না। "অজিত...কি ধরনের নোংরা প্রস্তাব তুমি করেছে, তুমি নিজে বুঝতে পারছো?"- আমি গাড়ী রাস্তার পাশে সাইড করে থামলাম, আর পিছন ঘুরে অজিতের দিকে তাকিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, I like to show off my beautiful wife, but its not with some beggars? and thats not just show off, its actually a touching for that beggar. তুমি কিভাবে এই নোংরা প্রস্তাব করলে আমার মাথায় ঢুকছে না! তোমার নিজেরই তো কুহির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার কথা যে সে তোমার সাথে যৌন সঙ্গম করে আনন্দ পায়, তাই তুমি বার বার ওর শরীরের উপর নিজের বাহাদুরি খাটাতে পারছো, সেখানে তুমি কিনা এমন ভাব করছো যে তোমার সাথে যৌন সঙ্গম না করলে কুহির জন্যে উপযুক্ত সঙ্গীর অভাব হয়ে যাবে? তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? জানু, আমরা কি বাসায় ফিরে যাবো?"-আমি কুহির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, কারন এতক্ষন ধরে আমরা দুজনে অজিতের সাথে থেকে যেই রকম উত্তেজনা আমাদের ভিতরে ছিল, সেটা পুরোই যেন গায়েব হয়ে গেছে, আমি ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড রেগে গেছি, কিন্তু রাগ হলে ও রাগ দেখানো আমার ধাঁচে নেই, তাই অজিতকে আমি ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবেলা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কে জানতো ঠাণ্ডা মাথায় অজিতের সাথে কথা বলার চেষ্টাই আমার পরবর্তী জীবনের জন্যে একটা বড় ভুল হিসাবে পরে আমার কাছে প্রমাণিত হবে।

অজিত আমার কথা শুনে মিটিমিটি হাসছিলো, কিন্তু কুহি নিজে ও যেন কিছুটা হতবিহবল হয়ে পড়েছে, কারন সে বুঝতে পেরেছে যে আমি খুব রেগে গেছি, তাই সে কি করবে, বা কি বলবে, বুঝতে পারছিলো না। "শুন বন্ধু..."- অজিত আমার কাঁধে হাত রেখে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "তুমি স্বীকার করেছে যে তুমি তোমার স্ত্রীকে পর পুরুষদের সামনে প্রদর্শন করতে পছন্দ করো, কিন্তু এটা তো মিথ্যা কথা, বা আমি বলতে পারি যে এটা পুরো সত্য কথা নয়...কারন তুমি তোমার স্ত্রীকে পর পুরুষ দিয়ে ভোগ করাতে ও পছন্দ করো, এটা শুধুমাত্র দেখানো বা প্রদর্শন করা নয়। এর চেয়ে ও বেশি কিছু। তোমার স্ত্রীকে যদি আমি ভোগ করতে পারি, তাহলে অন্য কেও করলে ও তোমার আপত্তি নেই, সেটা ও আমি পুরো নিশ্চিত...তাহলে তোমার রাগ কি ওই লোকটা ভিক্ষুক বলে, সে জন্যে?"- অজিত আমার সাথে কথা দিয়ে খেলছে।

"শুন, বন্ধু, ওই লোকটা একটা নিচু শ্রেণীর লোক বলেই, তুমি দেখবে যে ওই লোক যখন তোমার বৌকে স্পর্শ করবে, সেটা তোমার মনে নিজে তোমার বৌয়ের সাথে সঙ্গ করার চেয়ে ও বেশি সুখ দিবে, কারন এটা খুব নিচু শ্রেণীর বিকৃতি, আর যৌন সুখের বেলায় যত বিকৃতি তত বেশি সুখ, তত প্রবল উদ্দিপক সুখ, এই সোজা কথাটা তুমি বুঝতে পারছো না? আর তোমার বৌয়ের দিকে তাকাও, সে আমার বাড়ী গুদে না নিয়ে থাকতে পারবে না, এটা আমি নিশ্চিত, একটা কথা মনে রেখো, তোমার বৌয়ের শরীরের উপর আমার ও অধিকার আছে, সেটা তোমার চেয়ে বেশি না কম, সেই তর্কে আমি যাবো না, কিন্তু কুহির উপর আমার যে অধিকার আছে, সেটা তুমি আর তোমার বৌ দুজনেই মনে মনে ভাল করে জানো। তাই শুধু শুধু আনন্দ নষ্ট করো না...এই কাজটা করলে আমি তোমার বৌকে একটা প্রচণ্ড সুখের চোদন দিবো, আর সেই সুখ থেকে তুমি নিশ্চয় তোমার স্ত্রীকে বঞ্চিত করতে চাইবে না, কারন ওর যেই রকম পশুর মত চোদা দরকার, সেটা তুমি ওকে দিতে পারবে না, ওটা আমার বাড়ী ছাড়া আর কারো কাছে পাবে না তোমার বৌ...দেখো, তোমার বৌয়ের চোখে মুখে কি রকম প্রচণ্ড কামক্ষুধা, তুমি এখান থেকে যদি এখন ফিরে যাও, আমি আর তোমাদের দুজনের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবো না...আর তাছাড়া ওই ভিক্ষুক লোকটা তোমার আমার অচেনা, তাই তোমাদের দুজনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও হুমকির মুখে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই...আমি বেশ ভেবে চিন্তেই তোমার বৌকে এই কাজ করতে বলেছি...এখন তোমাদের দুজনের সিদ্ধান্ত...আমি এটা নিয়ে আর কোন কথা বলবো না..."- শেষের কথাগুলি অজিত বেশ ক্রুদ্ধ স্বরেই বলেছিলো।

অজিতের দীর্ঘ ভাষণ শুনে আমি ও যেমন দোটারানার মধ্যে পড়ে গেলাম, তেমনি কুহির মুখের দিকে তাকিয়ে সে যে বেশ চিন্তিত, সেটা ভালো করেই বুঝতে পারলাম। সুতো টানাটানির কোন দিকে আমি টান দিবো, সেটা নিয়ে আমি বেশ সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেলাম। একটু আগে ও আমি অজিতের প্রস্তাবকে একটা বাজে প্রস্তাব বলে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, কিন্তু অজিতের যুক্তি শুনে ও ওর নিজের উপর আত্মবিশ্বাস দেখার পরে আমি কি সিদ্ধান্ত নিবো সেটা নিয়ে দোটারানায় পরে গেলাম। হ্যাঁ, আমি মনে মনে ঠিকই চাইছিলাম যে কুহিকে পর পুরুষ দিয়ে ভোগ করাতে, কিন্তু অজিত যে কুহির উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে, সেটা আমি মেনে নেই কিভাবে? আর একটা ভিক্ষুক আমার স্ত্রীর শরীরে হাত দিবে, আমি সেটাকে উৎসাহ দিবো, ব্যাপারটা মেনে নিতে আমার মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল মন মানসিকতার বেশ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আরেকটা কথা, কুহি কি চায়, সেটাই তো এখনও জানা হলো না। কুহি কি অজিতের কাছ থেকে সঙ্গ না পেয়ে বা অজিতের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে কষ্ট পাবে, সেটা জানাই যেন এখন প্রধান দায়িত্ব। অজিত সামনে না থাকলে এই প্রশ্ন কুহিকে করা কোন ব্যাপার ছিল না, কিন্তু অজিতের সামনে কুহির সাথে এটা নিয়ে কথা বলা বেশ অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার। কিন্তু আমার কাছে এই মুহূর্তে কোন উপায় নেই, কুহির মনে কি চলছে সেটা জানা খুব প্রয়োজন এই মুহূর্তে।

কিন্তু আমি কিছু জানতে চাওয়ার আগেই কুহি নিজে থেকেই অজিতকে খুব নরম গলায় বললো, "অজিত, তুমি আমার স্বামীর বন্ধু, এখন তুমি আমার ও বন্ধু হয়ে যাচ্ছ ধীরে ধীরে, এই একটা নোংরা কাজ আমি না করলে তুমি জাভেদের সাথে, আমার সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না, এটা কেমন কথা? আমি যে ধরনের কাজ জীবনে কখনও করি নি, সেই কাজ ও তুমি বলাতে আমি নির্দিধায় করেছি, হয়ত সামনের দিন গুলিতে ও তুমি আমার কাছে আমার সীমানার বাইরের অনেক কাজই করিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু এখানে রাস্তার উপর একটা ভিক্ষুকের সাথে এসব না করলে হয় না? প্লিজ...অজিত...চল...আমরা ডিনার করতে বেরিয়েছি...ডিনার করে বাসায় যাই... হ্যাঁ...একটা কথা আমি অস্বীকার করবো না যে তোমার বাড়ী গুদে নেয়ার জন্যে আমি খুবই উদগ্রীব এবং আগ্রহী...তোমার সাথে সঙ্গ করার জন্যে অনেক খারাপ কাজ ও আমি করতে পারি যেটা আমার স্বামী মেনে নিবে, কিন্তু আমার স্বামী যেটা মেনে নিবে না, সে কাজ আমি কখনও করবো না...এটা তুমি ভালো করে জেনে রাখো..."- কুহি খুব ভালভাবে ওর অবস্থান আমার ও অজিতের কাছে নরম গলায় দৃঢ়ভাবে বুঝিয়ে দিল।

"কুহি, তোমার যদি আমার বাড়ার প্রতি আগ্রহ থাকে আর আমার কাছ থেকে চোদন খেতে চাও, তাহলে আমি যা বলেছি সেটা তোমাকে করতেই হবে, আর তোমার স্বামী যদি তোমাকে সত্যিই গভীর ভাবে ভালবাসে, আমার মনে হয় তোমাকে তোমার পাওনা সুখ উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে পিছপা না হওয়াই ওর উচিত হবে"- অজিত ও বেশ ক্রুদ্ধস্বরে জবাব দিল, " আমি আর কোন যুক্তি দিতে রাজী না, তুমি এটা করবে কি না তাই বলা, only Yes or No, not hi ng el se'।

কুহি আর অজিত দুজনেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো যেন আমার মুখ থেকেই ওরা দুজনে শেষ জবাবটা শুনতে চায়। আমি এমন দোটানার মধ্যে জীবনে আর কখনও পড়ি নাই, তাই এখান থেকে কিভাবে বের হবো সেটা যেন স্থির করতে পারছি না। কুহি অজিতের সাথে সেন্স করতে ভালবাসে, কিন্তু আবার আমার মতকে প্রাধান্য দিবে, আর কুহি যদি অজিতের কথা না শুনে তাহলে অজিতকে হারাতে হবে আমাদের দুজনকেই, কিন্তু আমরা দুজনেই যে নিষিদ্ধ সুখের সন্ধান পেয়েছি অজিতের মাধ্যমে, সেটাকে জলাঞ্জলি দেয়ার মত মানসিক দৃঢ়তা এই মুহূর্তে আমাদের দুজনের কারোই আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এর চেয়ে ও বড় একটা কথা আছে যে, কুহির কথার মাঝে বুঝা গেছে যে অজিত ওকে যা করতে বলেছে, সেটা করতে ওর তেমন কোন আপত্তিই নেই, যদি আমি মানা না করি। এর মানে হচ্ছে কুহি তৈরি রাস্তার মাঝে একটা ভিক্ষকের সাথে এসব করার জন্যে! ওয়াও, আমি মনে মনে কুহির বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না, আর কুহি যা মনে মনে চায়, এমন কোন জিনিষ আমি ওকে এনে দেই নি, এই রকম ঘটনা আমার দীর্ঘ সংসার জীবনে আজও হয় নি। অবশেষে আমার মনের দ্বিধা আর রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত মনভাবকে পরাস্ত করে ফেললো আমার মনের ভিতরের কামক্ষুধা, বিকৃত যৌনতা আর কুহির প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা। আমি কুহির দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মৃদু গলায় বললাম, "জানু, অজিত যা চায়, তাই করো... প্লিজ...!"

"ওহঃ জান, তোমার মনে কষ্ট দিয়ে আমি কিছুই করতে চাই না"-কুহি বুঝতে পারছিলো আমার মনের অবস্থা। "না...জানু...আমি মন থেকেই তোমাকে সম্মতি দিচ্ছি, প্লিজ করো..."- বলে আমি সামনের দিকে ফিরে গাড়ী চালু করলাম। অজিত মৃদু মৃদু হাঁসি দিয়ে কুহিকে জড়িয়ে ধরে বেশ কয়েকটা চুমু খেয়ে বললো, "দেখো কুহি, তোমার কাছে ও এটা খুব ভালো লাগবে, আমি জানি...এটাকে একটা খেলার মতই মনে করো..."- অজিত আমাদের ভিতরের গুমোট ভাবটা কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো। অজিত চুমু খেতেই কুহি ও যেন ওর আগের রূপে ফিরে গেল দ্রুতই।

সামনের সিগনালে গিয়ে আমি গাড়ী থামিয়ে চারদিকে খুঁজতে লাগলাম কোন জওয়ান ভিক্ষুককে। কিন্তু কয়েকটা বাচ্চা আর মহিলা আর একজন বৃদ্ধ ল্যাংড়া ভিক্ষুক ছাড়া আর কাউকে চোখে পরলো না। অজিত বললো, গাড়ী এর পরের সিগনালে নিয়ে চলো, দেখি সেখানে কাউকে পাওয়া যায় কি না। আমি আবার গাড়ী ছোটলাম। ৪ মিনিটের মধ্যে পরের সিগনালে চলে আসলাম। এটা এই এলাকার একটা চৌরাস্তার সিগনাল, এখানে প্রচুর ভিক্ষুক থাকে সব সময়। বেশ কয়েকজনকে পেয়ে ও গেলাম, কয়েকজন আমার গাড়ীর জানালার কাছে এসে ভিক্ষা চাইতে লাগলো, কিন্তু জানালা উঠানো থাকায় সুবিধা করতে পারলো না। সিগনালটা ছেড়ে দিবে দিবে এমন সময় একটা ৪৫/৫০ বছর বয়সের বেশ তাগড়া টাইপের শরীর কিন্তু এক হাত নেই, অন্য হাত দিয়ে ভিক্ষা করছে, ওকে দেখেই অজিত বললো, "জাভেদ, একেই ডাকো।"

আমি আমার পাশের জানালা কিছুটা নামিয়ে ওকে ডাকলাম, "এই শুনো, হ্যাঁ, তোমাকে ডাকছি..."- ও আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, আমি ওকে বললাম, "আমি গাড়ী সিগনাল পার করে কিছুটা সামনে নিয়ে রাস্তার পাশে সাইড করে রাখছি, তুমি ওখানে আসো, তোমাকে ১০০০ টাকা দিবো আমি...তাড়াতিড়ি আসো...সিগনাল ছেড়ে দিচ্ছে তো...আসবে তুমি?" লোকটা কি বুঝেছে কি জানি, কিন্তু ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতেই আমি সিগনালের কারণে গাড়ী চালিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আর ততক্ষণে আমি গাড়ীর কাঁচ আবার উপরে উঠিয়ে দিয়েছি।

গাড়ীর ভিতর আমরা তিনজনেই খুব দুরন্দুর বুকে অপেক্ষা করছি আসন্ন ঘটনার জন্যে। আমি গাড়ী বেশ কিছুটা সামনে এগিয়ে নিয়ে একটু নিরিবিলা জায়গা দেখে সাইড করে পার্ক করলাম, আর গাড়ীর সাইড ভিউ মিররের চোখ লাগিয়ে রাখলাম, যে ওই ব্যাটাকে দেখা যায় কি না। আমাদের যখন ধৈর্য একদম শেষের কোটায়, ভাবছিলাম চলে যাবো কি না, তখনই ওই লোকটাকে দেখলাম আমাদের গাড়ীর পিছন দিক থেকে আসছে। "ও আসছে"- বলে আমি সবাইকে সতর্ক করলাম। অজিত কিছুটা সড়ে গিয়ে কুহিকে ও নিজের দিকে টেনে কুহির পাশে কিছুটা জায়গা করে ফেললো ওর জন্যে। ও কুহির পাশে আসতেই অজিত কুহিকে ইশারা করলো দরজা খুলে দিয়ে ওকে টেনে ভিতরে নিয়ে আসার জন্যে। কুহি কথামত নিজের সব লজ্জা বিসর্জন দিয়ে দরজার হাতলে হাত রেখে এক চাপ দিয়ে দরজা মেলে দিলো, এই মুহূর্তে কুহির ব্লাউজের বুলন্ত কিনারার কারণে বাইরে থেকে বুঝা যাচ্ছিলো না যে ওটা খোলা। ভিক্ষুকটা দরজা খোলা দেখে দরজার ফাঁকে মাথা নিচু করে উকি দিয়ে ভিতরে দেখার চেষ্টা করলো, "স্যার, আপনি আমাকে ডাকছেন?"। আমি জবাব দিলাম, "হ্যাঁ, আমিই তোমাকে ডেকেছি, গাড়ীর ভিতরে ঢুকো, তারপর টাকা দিবো।" আমার কথা শুন্য পরেই সে যেন কিছুটা সতর্ক হয়ে গেল, কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে কি না আমাদের সেটা বোঝার চেষ্টা করলো। আমি বললাম, "গাড়ীর ভিতরে ঢুকো, আমরা তোমাকে মারবো না।"- অজিত কুহির কানে ফিসফিস করে ওকে বললো, "ওর হাত ধরে টেনে ভিতরে ঢুকো।"

কুহি হাত বাড়িয়ে ভিক্ষুকটার একটা হাত ধরলো, "আপনি ভিতরে আসেন, ভয়ের কিছু নেই, আপনাকে টাকা নেয়ার জন্যেই ভিতরে আন্তে বলেছি।"-এই বলে একটু টান দিল কুহি। লোকটা এবার একটা নারী কণ্ঠ পেয়ে কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হলো এবং ওর পা বাড়িয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে বসা মাত্রই কুহি ওর গায়ের উপর দিয়ে দরজা টান দিয়ে বন্ধ করে দিলো। ওর গায়ের ময়লা বোটকা গা গুলানো গন্ধে পুরো গাড়ী ভরে গেল। "সাব, আমারে কি সত্যই টাছা দিবেন, নাহি মশকরা করবার লাইগা ভিতরে ঢুকাইছেন?"- লোকটা একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো। এদিকে দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে আমি গাড়ীটা ধীরে চালিয়ে দিলাম, "সাব, আমারে কই লইয়া যাইতাহেন? আমি তো এইখানেই ভিক্ষা করি...সাব আমারে নামাইয়া দেন"- ও যেন কিছুটা ভয় পেয়ে গেছে। কুহি নিজের সব আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে লোকটির গায়ে হাত রাখলো, আমি ওকে ওর নাম জানতে চাইলাম, ও বললো আমজাদ। কুহি বললো, "আমজাদ ভাই, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা আপনার কোন ক্ষতি করবো না, ওই জায়গায় গাড়ী রাখা নিরাপদ না, তাই গাড়ী চলছে, আপনার সিগনালে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো আমরা।"-কুহির মুখে অভয় শুনে ও এবার বেশ নিশ্চিন্ত হলো।

"আমজাদ, এই মাগী যে ন্যাংটা হয়ে গাড়ীর ভিতরে বসে আছে, বুঝতে পারিস নি। দেখ এই মালটাকে ভালো করে দেখ।"- বলে অজিত আমজাদের দৃষ্টি রাস্তার উপর থেকে কুহির শরীরের দিকে নিয়ে গেলো। আর কুহি আমজাদের একটা হাত টেনে এনে নিজের ব্লাউজের কাপড় সরিয়ে দিয়ে নিজের খোলা বুক ঠিক দুধের উপর লাগিয়ে দিল। আমজাদ যে হকচকিয়ে গেল অজিতের কথা শুনে আর কুহির হাত টেনে নিয়ে দুধের উপর লাগিয়ে দেয়া দেখে। "মেমসাব, এটা কি করতাহেন?"- বলে আমজাদ ওর হাত একরকম জোড় করে টেনে নিয়ে নিজের কাছে নিয়ে গেল। "আরে ব্যাটা ভিখারি, এটা কোন মেমসাব না, এটা তোর মতই একটা রাস্তার বেশ্যা মাগী। এই মাগীর গুদের খাই আমরা দুজনে মিলে পূরণ করতে পারি নাই, তাই তোকে ডেকে নিয়ে এসেছি, ভালো করে দুধ টিপে, এই মাগীর ভোদা টিপে নে ভালো করে। এমন সুযোগ এই জীবনে আর পাবি না।" আমজাদ অজিতের কথা শুনে এবার ভাল করে কুহির দিকে তাকালো, ওর যেন অজিতের কথা বিশ্বাস হচ্ছিলো না, এভাবে এসি গাড়ীর ভিতরে এক লাস্যময়ী সুন্দরী নিজের বুক মেলে দিয়ে বসে আছে আর আমজাদকে ওর দুধ টিপতে বলছে, এটা যেন ওর কাছে একটা স্বপ্নের মত।

"হ্যাঁ, আমজাদ, ভালো করে দুধ টিপে, ওর গুদ কচলে দাও, তাহলে তোমাকে আমরা ১০০০ টাকা দিবো আর তোমার সিগনালে তোমাকে রেখে আসবো। তাড়াতিড়ি করো..."-আমি এবার আমজাদকে উৎসাহিত করলাম। "সাব, সত্যই কইতাহেন তো, দুধ টিপলে উনি কিছু কইবো না তো? আমারে আপনারা মারবেন না তো?"- আমজাদ যেন এখনও আমাদের কথা পুরো বিশ্বাস করে নাই।

এবার অজিত নিজে কুহির একটা দুধ মুঠো করে ধরে জোরে জোরে চিপে দিতে দিতে অন্য হাত দিয়ে কুহির গুদ মুঠো করে খামচে ধরে আমজাদকে ইশারা দিল। এবার আমজাদের ভয় পুরো ভেঙ্গে গেল, এবার সে তার একখানা হাত নিয়ে কুহির দুধের উপর রাখলো, অজিত যেন হুংকার দিলো, "শালা ফকিরের বাচ্চা ফকির, এভাবে দুধ ধরে, তোর বৌয়ের দুধ তুই কিভাবে ধরিস, ওভাবে ধর...আর ভালো করে টিপে মুচড়িয়ে দে"- অজিতের কথা শুনে এবার আমজাদ ওর সমস্ত শক্তি দিয়ে কুহির দুধে একটা জোরে চাপ দিল, কুহি ব্যাখায় ওহঃ মাগো বলে কাতরে উঠলো আর অজিতের কাঁধে নিজের মাথা এলিয়ে দিল। আমজাদ ভালো করে বেশ কিছুক্ষণ জোরে জোরে দুধ টিপে, দলাই মলাই করে, কুহির দুধের নিপল টেনে নিয়ে আঙ্গুলের মাথায় করে মুচড়ে দিতে লাগলো, আর ওর প্রতি স্পর্শে কুহি কেঁপে কেঁপে উঠে উহঃ আহঃ শব্দ করছিলো। এবার আমজাদ ওর দুধ ছেড়ে ওর হাত নিচের দিকে নামিয়ে কুহির নরম ফুলকটি গুদের উপরের নরম মাংসে ওর হাত রাখলো। অজিত ওর হাত টেনে নিয়ে কুহির গুদের ফাটলে লাগিয়ে দিয়ে বললো, "শালা, ফকিরের বাচ্চা, এই মাগীর ভোঁদায় আঙ্গুল ভরে দে, দেখছিস না মাগী কেমন গরম হয়ে আছে, ভালো করে আঙ্গুল চোদা করে দে মাগিটাকে।"

অজিতের নোংরা কথা শুনে আর গুদের ফাটলে আমজাদের ময়লা নোংরা আঙ্গুলের ছোঁয়া পেয়ে কুহির এতক্ষণ ধরে জ্বলতে থাকা গুদের আঙন যেন বহুগুণ বেড়ে গেল, কুহি "ওহঃ মাগো...আমি আর পারছি না...অজিত ভূমি আমাকে দিয়ে কি করাচ্ছ, আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি...উফঃ"- বলে মাথা ঘুড়িয়ে অজিতের কাঁধে নিজের মুখ চাপা দিল কুহি। এইদিকে আমজাদ বসে নেই, সে পড়পড় করে নিজের দুটো আঙ্গুল কুহির গুদে ঢুকিয়ে দিল, আর আঙ্গুল বের করে আবার ঢুকিয়ে ওকে দ্রুত বেগে আঙ্গুল চোদা করতে লাগলো। আমজাদ যেন নিজের ভাগ্যকে আজ বিশ্বাস করতে পারছিলো না। এই মহিলা কি সত্যিই মাগী নাকি কোন ঘরের গৃহবধু, সে জানে না, কিন্তু নিশ্চিত এক অপরূপ উচ্চ বংশীয় নারী, সেই মহিলাকে দুইজন লোকের সামনে দুধ টিপে গুদে আঙ্গুল ঢুকাতে পেলে যেন ওর এই জীবনে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়ে গেছে, তাই সে খুব উৎসাহ সহকারে কুহির গুদের ভিতরে আঙ্গুল চালাতে লাগলো, এদিকে কুহি যেন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না, উহঃ আহঃ করতে করতে চাপ শীৎকারে শরীর কাঁপিয়ে আমজাদের হাতের আঙ্গুলে নিজের গুদের রস ছেড়ে দিলো, অজিতকে জোরে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখে।

আমজাদ ও কুহির এভাবে জল খসানো দেখে চমকিত হোল, "ও আমার আল্লাহ্‌রে, উনি তো দেখি মাল ফেলে দিচ্ছেন...ও বাবা গো...সাব...আমার ধোন তো আসমানের দিকে চাইয়া রইছে..."। আমজাদের কথা শুনে আমরা তিনজনেই আমজাদের লুঙ্গির দিকে তাকালাম। অজিত বললো, "কি বললি, তোর লাঠি খাড়া হয়ে গেছে, দেখি, লুঙ্গি উঠা, তোর লাঠি দেখা আমাদেরকে..."। আমজাদ বিনা দ্বিধায় ওর লুঙ্গি একেবারে কোমরের উপর উঠিয়ে দিল, আর ওর নোংরা, ময়লা পুরুষাঙ্গটা আমাদের সামনে বের করে দিল, আমজাদের হাত এখন আবার কুহির দুধের উপর। আমাদের তিনজনেরই দৃষ্টি আমজাদের বাড়ার উপর, কালো বিচ্ছিন্নী বাড়াটা বেশ মোটা, তবে লম্বায় বেশি নয়, এই ৫/৬ ইঞ্চি হবে। অজিত চট করে কুহির একটা হাত টেনে নিয়ে আমজাদের বাড়ার উপর রাখলো, আর ফিসফিস করে কুহির কানে বললো, "কুহি, ওর বাড়াটা খিচে দাও।" কুহি কিছুটা দ্বিধা নিয়েই একবার ভালো প্রতিবাদ করবে যে এটা তো কথা ছিলো না, কিন্তু ও বুঝে গেছে অজিত যখন যা চায়, সেটা সে আদায় করে নিবেই, তাই আমজাদের সামনে কোন কথা না বলে ওর বাড়া খিচতে লাগলো।

কুহির নরম পেলব হাতের মুঠায় আমজাদের বাড়া পড়তেই আমজাদ যেন সুখে চোখ বুঝে ফেললো, "আল্লাহ গো"- বলে একটা আরমাদায়ক শব্দ করলো। কুহি বেশ জোরে জোরে বাড়া খেঁচতে লাগলো, কারন অজিত যখন ওর হাত আমজাদের বাড়ার উপর রেখে দিয়েছে, তখন আমজাদ মাল না ফেলা পর্যন্ত অজিত কুহিকে থামতে দিবে না, তাই দ্রুত বেগে কুহি আমজাদের বাড়া খিচতে লাগলো, আর নিজের অন্য হাত নিজে থেকেই এগিয়ে নিয়ে আমজাদের বিচির থলিটাকে মুঠোয় ভরে পাম্প করে টিপে দিতে লাগলো যেন সে মাল তাড়াতাড়ি ফেলে দেয়। কিন্তু কুহি বেশ চিন্তায় আছে যে আমজাদ মাল ফেলবে কোথায়, অজিত আবার কুহিকে আমজাদের মাল গিলে ফেলতে যেন না বলে তার আগেই কুহি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "জানু, তোমার রুমালটা দাও তো।" আমি বাম পকেটে হাত দিয়ে রুমাল বের করে দিতেই কুহি ওটা নিয়ে আমজাদের বাড়ার সামনে ধরলো আর জোরে জোরে খিচে দিতে লাগলো। আমজাদ ওর মাল ধরে রাখতে পারলো না, খুব দ্রুতই সে চিড়িক চিড়িক করে ওর মাল ফেলতে শুরু করলো, কুহি একহাতে রুমাল ধরে ওর সবটুকু মাল রুমালের উপর নিয়ে নিল। মাল ফেলা শেষ হতেই কুহি বললো, "জানু, ওর টাকা বের করো।" আর রুমালটা দলা করে সরিয়ে আনলো আমজাদের বাড়ার সামনে থেকে।

আমি ও দ্রুত বেগেই টাকা বের করে কুহির হাত দিলাম, কুহির এক হাত রুমালটা ধরা, আরেকহাতে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমজাদের হাতে দিয়ে বললো, "আমজাদ, এবার তুমি নেমে যাও, একটা বাস ধরে তোমার সিগনালে চলে যাও।" আমি গাড়ী রাস্তার কিনারে এনে থামালাম, কুহি এক হাতেই দরজা খুলে দিল আমজাদকে বের হবার জন্যে। আমজাদ বুঝলো যে ওর মজা শেষ, কাজেই এবার চলে যেতে হবে, সে টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে কুহিকে সালাম করে বের হয়ে গেল।

কুহি দরজা টান দিয়ে বন্ধ করার আগেই রুমালটা ফেলে দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু অজিত ওর হাত ধরে ফেললো, "ওটা ফেলো না।" কুহি কথা না বলে দরজা বন্ধ করে দিল, আমি আবার গাড়ী চালু করে দিলাম। অজিত কুহির হাত থেকে রুমালটা নিয়ে খুলে দেখলো যে রুমালের মাঝখানে এখনও বেশ কিছুটা মাল দলা ধরে আছে, আর চারপাশে ও বেশ কিছুটা মাল এদিক সেদিক লেগে আছে। অজিত এক হাতে কুহির চুলের মুঠি ধরে ওকে হাঁ করতে বললো, কুহি বুঝতে পারলো যে আমজাদের মাল অজিত কুহিকেই খাওয়াবে, প্রয়োজনে জোর করে। কুহি এই মুহূর্তে অজিতের সাথে আর কোন লড়াই করতে চাইছিলো না, তাই বাধ্য মেয়ের মত হাঁ করে জিভ বের করে রুমাল থেকে ওই ভিথিরি লোকটার ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত মাল জিভ দিয়ে টেনে কোঁত করে গিলে ফেললো। রুমালের মাঝের মালটা কুহিকে খাওয়ানোর পরে অজিত রুমালে লেগে থাকা বাকি ফ্যাদাগুলি নিজে হাতে কুহির গুদের ঠোঁট দুটি ফাঁক করে ওখানে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিলো।

এবার যেন ষোলোকলা পূর্ণ হলো, একজন ভিথিরি কুহির দুধ টিপলো, গুদে আঙ্গুল ভরে আংলি করলো, কুহি ওর বাড়া খিচে মাল বের করলো, সেই মাল অজিত কুহিকে খাওয়ালো আর কিছুটা মাল গুদের ঠোঁটের ফাঁকে লাগিয়ে দিলো...সব কাজই করিয়ে নিল অজিত কুহিকে দিয়ে, শুধু কুহির গুদের ভিতর ওই ভিথিরির বাড়া ঢুকা বাদ পরে গেলো। অজিত যে এভাবে কুহির উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করবে, সে সম্পর্কে আমার বা কুহির কোন পূর্ব ধারণাই ছিলো না। গাড়ীর ভিতর অজিত কুহিকে দিয়ে যা করলো আজ, তা একদিকে যেমন খুব নোংরা ঘৃণিত কাজ, তেমনি আমি আর কুহি দুজনেই মনে মনে একটা বিকৃত যৌন আনন্দ পাচ্ছিলাম। তাই এটা নিয়ে আর বেশি চিন্তা না করে আমরা সামনের দিকে তাকাতে লাগলাম। কিছুক্ষনের মধ্যেই আমরা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। অজিত কুহিকে ওর ব্লাউজ পড়ে ফেলতে বললো। গাড়ী পার্ক করার পরে, অজিত কুহির হাত বগলদাবা করে এমনভাবে রেস্টুরেন্টে ঢুকল যেন কুহি ওর নিজের স্ত্রী আর আমি সাথে একজন অতিরিক্ত মানুষ।

রেস্টুরেন্টের ভিতর ডিনারঃ

অজিত ঢুকতেই একজন স্যুটাই পরা অল্প বয়সী সার্ভ ওয়েটার এসে অজিতকে সালাম করলো, আর আমাদের সবাইকে একটা সুন্দর এক কোনার একটা বুথে নিয়ে গেল, প্রতিটা বুথের ভিতর নরম গদিওয়াল সোফা গোল করে সাজানো আর মাঝখানে একটা গোল টেবিল, কমপক্ষে ৬ জন লোকের বসার ব্যবস্থা আছে প্রতিটিতে। বুথের দরজা আটকানো ও পর্দা দেয়া। প্রায় সব বুথই লোকজনে ভরা, পুরো রেস্টুরেন্টে বেশ জোরে জোরে ইংলিশ ধুমধাড়াগান গান চলছে, একজন অন্যজনের সাথে কথা বলতে জোরে জোরে বলতে হয়, নাহলে শুনা যায় না। তবে বুথের ভিতরে ঢুকে দরজা লাগানোর পরে আওয়াজ অনেক কমে গেল, কারন প্রতিটা বুথ বাইরে থেকে একটু আলাদা করে রাখা, যার ফলে বুথের ভিতরে শব্দ বেশ কমই শুনা যাচ্ছে। আমরা সবাই বসার পরে, অজিত বললো, "শুন দোস্ত, এই বুথের ভিতরে একদম নিরাপদ, যে ওয়েটার কে দেখলো ও আমাদের সহ আরও দুটি বুথের জন্যে ফিল্ড করা, ও বাইরে সব সময় পাহারা দিবে, শুধু মাত্র ডাকলেই ভিতরে ঢুকবে।"- এই বলে অজিত সামনে রাখা একটা বোতামের মত কিছুতে চাপ দিল, সাথে সাথে ওয়েটার ঢুকলো। অজিত ওর কাছে মেনু চাইলো। মেনু আসার পরে অজিত আর কুহি দুজনে মিলে প্রথমে কিছু হালকা খাবার **Starter** হিসাবে অর্ডার করলো, অজিত বলে দিল যেন ঠিক ১০ মিনিট পরে খাবার নিয়ে ঢুকে। ওয়েটার মাথা বাঁকিয়ে চলে গেল।

এবার অজিত আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "দোস্ত, এই জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়েছে?"

"বেশ ভালোই, কিন্তু খুব ব্যয়বহুল বলে মনে হচ্ছে, তবে প্রেম, খাবার আর সেক্স এক সাথে গ্রহন করার জন্যে সঠিকভাবেই তৈরি করা মনে হচ্ছে। খাবার কেমন হবে, বুঝা যাচ্ছে না"- আমি জবাব দিলাম।

"আমার মনে হয় খাবার ও ভালোই হবে, পরিবেশটা খুব চমৎকার, প্রতিটা বুথ খুব ভালভাবে আটকানো।"-কুহি ওর মত দিল।

"আরে খাবার নিয়ে চিন্তাই করো না, খুবই সুস্বাদু খাবার, আর এখানের খাবার নিয়ে চিন্তা করছো কেন, আমাদের সাথেই তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবার আছে।"- বলে অজিত কুহির দিকে ইঙ্গিত করে আমার দিকে একটা বাঁকা হাসি ছুড়ে দিল। আমার মুখে ও ওর কথা শুনে একটু হাসির রেখা দেখা দিলো। আর কুহি যেন লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ও বলতে ভুলে গেছি, কুহি বসেছিলো আমাদের দুজনের মাঝখানে, আর অজিত ঠিক গাড়ীর মতই কুহির কাধের উপর একটা হাত রেখে দিয়েছিলো যেন কুহি শুধু ওরই সম্পদ। "জানু, তুমি ঠিক আছো তো? খিধা লেগেছে?"- আমি জানতে চাইলাম। কুহি কথা না বলে ওর মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটা মলিন হাসি দিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো।

"দেখো অজিত, আজ গাড়ীর ভিতর যা করলে, সেটা ঠিক করো নি, কুহির এটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে, আমি জানি"- আমি অজিতকে সাবধান করার চেষ্টা করলাম, "তুমি সব সময় ওর উপর সব কিছু চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করো না, প্লিজ। ওর সাথে কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যবহার না করে ওর সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার করো।"

"আরে বোকা ছেলে... তুমি এখনও বুঝতে পারো নি যে তোমার বৌ **Sunissi ve** চরিত্রের মেয়ে, সে সব সময় চায় তার উপর কেও কর্তৃত্ব করুক, ওকে কেও আদেশ করুক, সে বাধ্য মেয়ের মত সেটা পালন করবে"- অজিত হেসে আমার কথার জবাব দিল, "তোমাকে সেটা আমি প্রথম দিনই বলেছি, আর তুমি ও যদি ওর উপর কর্তৃত্ব করো, দেখবে সেটা ও সে বেশ ভালভাবেই গ্রহন করবে, আর আজ গাড়ীর ভিতর ওই ভিক্ষুকটার কথা বলছো? তুমি মুখে যতই সতিনপা দেখাও না কেন বন্ধু, আমি শতভাগ নিশ্চিত যে, ঘটনাটা তুমি বেশ আনন্দ নিয়েই উপভোগ করেছো, আর তোমার বৌয়ের কেমন লেগেছে, সেটা তুমি ওকে এখন জিজ্ঞেস করো আমার সামনে, এখনই।"- এই বলে অজিত কুহির মুখের দিকে তাকালো।

কুহি কোন কথা না বলে মুখ নিচু করে রাখলো, আমি ওর চিবুক ধরে ওর মুখটাকে উঁচু করলাম, দেখলাম ওর চোখের কোনে পানি টলমল করছে। ওর ভিতরে একই সাথে ভালো লাগা ও অপরাধবোধ কাজ করেছে সেটা আমি ভালো করেই বুঝতে পারলাম, কারণ অপরাধবোধ ন হলে কুহির চোখের কোনে অশ্রুর রেখা দেখা যেত না। আমি ওর মুখ উপরে তুলতেই সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকানোর চেষ্টা করলো, আমি ওর চোখে চোখ রেখে জানতে চাইলাম, "জানু, তুমি সত্যি করে আমাদের দুজনের সামনেই বলো, অজিত যে তোমার উপর এভাবে চাপ প্রয়োগ করে একটা ভিক্ষুকের সাথে এসব করলো, সেটা তোমার ভালো লেগেছে?"

কুহি কিভাবে ওর মনের কথা আমাদের দুজনের সামনে প্রকাশ করবে বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ করে ও নিজের লেহেঙ্গাটা দু হাত দিয়ে টেনে কোমর পর্যন্ত উঠিয়ে ফেললো, তারপর দু পা ফাঁক করে, ওর দু হাতে আমার আর অজিতের দুজনের দুটি হাত টেনে নিয়ে ওর গুদের ফাঁকে লাগিয়ে দিলো। কুহি আমাদের দুজনের হাতের দুটি আঙ্গুল ওর গুদের ফাঁকে ফুটোর ভিতর ঠেলে দিলো। আমি আর অজিত দুজনেই ওর এহেন কর্মকাণ্ডে যার পরনাই বিস্মিত আর হতবাক হয়ে গেলাম। আমি আর অজিত একই সাথে কুহির গুদের ঠোঁটদুটি আমাদের দুজনের দুটি আঙ্গুল দিয়ে ফাঁক করে ওর গুদের ফুঁটাতে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, "ওয়াও" শব্দটা আমি আর অজিতের মুখ থেকে একই সাথে একই গতিতে বের হলো। কুহির গুদ পুরো ভিজে আছে, আর গুদের ফুঁটা দিয়ে ক্রমাগত যেন আঙন গরম লাভার স্রোত বইছে।

অজিত আমার দিকে ওর চোখ টিপ দিয়ে বললো, "উত্তর পেয়েছো তোমার প্রশ্নের। তোমার সতী সাধনী স্ত্রী যে এখন একটা কাম পাগল বেশ্যাতে পরিণত হয়েছে, সেটা এখন তোমার বিশ্বাস হয়েছে? **Now she is a complete slut.** আর তুমি ভালো করেই জানো যে বেশ্যাদের কোন বাছ বিচার থাকে না, এরা যে কারো সাথে, যে কোন সময়ে, যে কোন পরিস্থিতিতে সঙ্গমের জন্যে পুরো প্রস্তুত থাকে। এই মুহূর্তে আমার খুব আফসোস হচ্ছে যে কেন গাড়ীর ভিতরেই তোমার বৌকে দিয়ে ওই ভিখিরির নোংরা ময়লা বাড়া চোষালাম না, কেন ওখানেই তোমার বৌকে ওর ভিখিরির বাড়া দিয়ে চোদালাম না!!! ওহঃ আমার সত্যি খুব আফসোস হচ্ছে।"

"তুমি ঠিক কথাই বলেছো, অজিত, তুমিই আমার বউটাকে বেশ্যা বানিয়ে দিয়েছো..."- আমি যেন এবার কিছুটা নিশ্চিত, আমার কথা শুনে কুহি খুব লজ্জা পেল, আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিলো না, তাই মাথা নিচু করে রইলো। "জানু...গাড়িতে তো ওই ভিখিরিটাকে দিয়ে তোমাকে চোদানো হলো না...এখন কি করবে?...আমি তোমার গুদ চুষে দিবো?"-আমি কুহির রসালো যোনিকে আমার দুটো আঙ্গুল ঢুকিয়ে জানতে চাইলাম।

কুহি মাথা নেড়ে হাঁ জানালো, আমি অজিতের কাছে জানতে চাইলাম, "এখানে বসে যদি আমার বৌয়ের গুদ চুষে দেই, তাহলে কোন সমস্যা আছে? ওই ওয়েটার ছেলেটা আবার ঢুকে পড়বে না তো?"

"কোন সমস্যা নেই, আর ওই ছেলেটা আসতে কিছুটা দেরি আছে, তবে এসে গেলে ও তাড়াহুড়ার কিছু নেই, ওরা প্রতিদিন বুথের ভিতর এইসব দেখে দেখে অভ্যস্ত, ও টু শব্দটি ও করবে না। তুমি যা করছিলে, সেটা স্বাভাবিক ভাবে করে যেও। তুমি গুদটা চুষে গুদের রস কিছুটা কমিয়ে দাও, তারপর আমি তোমার বৌকে দেয়া ওয়াদা মোতাবেক এখানে ফেলে একটা রাম চোদন দিবো।"-অজিত আমাকে আশ্বস্ত করলো। এই মুহূর্তে আমার মনে আর কোন দ্বিধা রইলো না, যে ওয়েটার আমাকে কুহির গুদ চুষা অবস্থায় দেখে ফেললে কি হবে? আমার শরীরের কামক্ষুধা আর অজিতের দ্বারা কুহির কামকেলি, দুটো জিনিষই আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি ঠিক করলাম যে অজিত কুহির সাথে এই মুহূর্ত থেকে যখন যা করতে চায়, সেই সবের মধ্যে আমি এতটুকু বাধার দেয়াল আর তুলবো না, কারণ আমি নিশ্চিত যে কুহি অজিতের প্রতিটি নোংরা বা ঘৃণিত কাজকেই বিনা বাঁধায় মেনে নিবে এবং উপভোগ করবে। তাই কুহির সুখ পাওয়ার ক্ষেত্রে আমি আর বাঁধা হয়ে দাঁড়াবো না। আমার মনের ভিতর এখন সবচেয়ে বড় আনন্দের শব্দটির নাম হচ্ছে বিকৃতি(**Perversi on**), আমি যখনই মনে মনে বলছি যে এটা বিকৃতি, আমার বাড়া ফুলে যাচ্ছে, আমি মনে মনে বলছি, আমি একজন বিকৃতরূচি সম্পন্ন লোক।(**ama perverted person**), আমার বাড়া ফুলে যাচ্ছে। বিকৃতিকে আমার সামনে দেখার জন্যে বা ভোগ করার জন্যে আমি মনে হয় যে কোন কিছুই করতে পারি।

আমি কুহির সামনে হাঁটু গুঁড়ে বসে ওর মেলে দেয়া দু পায়ের ফাঁকে মেলে ধরা গুদের পাপড়িতে মুখ লাগালাম, একটা বিশ্রী বিদঘুটে স্বান আমার নাকে এলো আর জিভে পুরুষ মানুষের ফ্যাদার স্বাদ পেলাম, বুঝতে পারলাম এটা ওই ভিখিরিটার ফ্যাদা যেটা অজিত কুহির গুদে ঘষে দিয়েছিলো। আমি বিন্দু মাত্র তোয়াক্কা না করে কুহির গরম গুদের ফাটলে জিভ ঢুকিয়ে গড়িয়ে পড়া গুদের রস চুষে খেতে লাগলাম। একটা রেস্টুরেন্টে বসে নিজের স্বামীকে দিয়ে গুদ চোষানোর সুখে কুহি গুসিয়ে উঠলো। এদিকে অজিত ও কুহিকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিল কুহির রসালো কামাগ্নি মাথা ঠোঁটের ভিতর, আর অন্য হাত দিয়ে কুহির ব্লাউজ খুলতে ব্যস্ত অজিত। আমি একমনে কুহির গুদের ভিতরে যতদূর সম্ভব আমার জিভকে ঠেলে ঠেলে ঢুকিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে রস টেনে বের করতে লাগলাম। কুহি এক হাত দিয়ে আমার মাথার চুল ধরে নিজের গুদকে আমার জিভের সাথে ঘষতে ঘষতে একটু পর পর ওহঃ আহঃ বলে শীত্কার দিতে লাগলো আমার কড়া চোষণ খেয়ে।

কুহি অজিতকে বললো, "অজিত, তুমি আমাকে এখানে না চুদে, ডিনারের পর আমাদের বাসায় নিয়ে চুদলে হয় না। আমাদের বাসায় কেও নেই, একদম খালি...তোমার সাথে ওখানেই সেক্স করতে আমি বেশি আনন্দ পাবো...এখানে এই পরিবেশে আমি মন খুলে সেক্স করতে পারবো না।"

কুহি অজিতকে ডিনারের পর বাসায় যাওয়ার কথা বলায়, অজিত বেশ খুশি হয়ে বললো, "ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে এখানে চুদবো না...কিন্তু তোমাদের বাসায় গিয়ে আমি কিন্তু তোমাকে তোমাদের বেডরুমে নিয়ে চুদবো, তাতে তোমার স্বামীর কোন আপত্তি নেই তো? সেটা জেনে নাও?"-অজিত একটা বাঁকা হাঁসি দিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করলো।

"জানু, ডিনারের পর যদি অজিত আমাদের সাথে বাসায় যায়, তাহলে কি তুমি রাগ করবে?"- যদি ও আমি অজিতের কথা শুনতে পেয়েছি, তারপর ও কুহি আমাকে জিজ্ঞাসা করে অনুমতি নিতে চাইলো, আর কিছুটা চালাকি করেই অজিত যে ওকে বেডরুমে নিয়ে আমাদের বিবাহিত বিছানায় নিয়ে চুদতে চাইছে সেটা উল্লেখ করলো না। "ঠিক আছে, জানু, তাই হবে। আমরা সবাই মিলে বেডরুমে গিয়েই সেক্স করবো, সেই রাতের মতো, ঠিক আছে?"- আমার জবাব শুনে কুহি ও অজিত বেশ খুশি হলো, "আমাদের দুজনের ২১ বছরের বিবাহিত বিছানায় আমার একজন হিন্দু বন্ধুকে দিয়ে আমার সামনে চোদা খেতে তোমার খুব ভালো লাগবে, তাই না জানু?"- আমি আবার ও কুহির গুদ থেকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

কুহি যেন আমার প্রশ্ন শুনে আরও বেশি কামার্ত হয়ে গেলো, অজিতের ঠোঁট থেকে নিজের ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে আমার দিকে ওর কাম পাগল চোখে তাকিয়ে বললো, "ওহঃ জানু...এটা কল্পনা করেই আমার গুদে আঙন ধরে গেছে, যে বিছানায় আমি তোমার সাথে আমার জীবনের ২১ টি বসন্ত কাটিয়েছি, সেখানে আজ এক পর পুরুষ আমাকে তোমার সামনে চুদবে, এটা ভাবতেই আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।"-কুহি অজিতের সামনে কোন রকম সংকোচ না করেই আমাকে বলে যাচ্ছিলো, "সেদিন তুমি বলেছিলে না, মনে আছে, যে অজিতকে যেন আমি আমার দ্বিতীয় স্বামী মনে করি...তোমার বাড়া ছাড়া শুধু অজিতের বাড়া আমার গুদে ঢুকেছে, এই জন্যে? ...মনে আছে তোমার?"

আমি মাথা তুলে নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে হাঁ জানালাম। "তাই, আজকের রাতের জন্যে আমার দুটি স্বামী থাকবে, আমাকে আজ আমার দুই স্বামী মিলে এক সাথে ভোগ করবে...উহঃ আমি যে আজ সুখের চোটে মরে যাবো, জানু...এতো সুখ আমি নিতে পারবো তো?"- কুহির মুখ থেকে কথাগুলি যেন আমার কানে অন্য গ্রহ থেকে এসে অস্পষ্টভাবে ঢুকছে, এমন মনে হচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো যে কুহি অনেক দূরে চলে গেছে, সেই সুদূর থেকে আমার জন্যে ওর বলা কথাগুলি কেও যেন গরম সীসার মত আমার কানে ঢেলে দিচ্ছে।

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, আজ তুমি তোমার দুই স্বামীর সাথে বেডরুমে তোমাদের এতদিনের বিবাহিত জীবনের বিছানায় যাবে"- অজিত খুব ঠাণ্ডা গলায় বললো, "কিন্তু তোমার গুদে আজ দুজনের না, তিনজনের বাড়া ঢুকবে।"

আমি আর কুহি দুজনেই যেন কারেন্টের শক খেলাম এমনভাবে ঝট করে অজিতের মুখের দিকে তাকালাম। আমার প্রথমে মনে হলো যে অজিত বোধহয় মজা করছে আমাদের সাথে। আমাদেরকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ও যেন আরও মজা পেলো এমনভাবে ওর বাম হাতের তিনটি আঙ্গুল খাড়া সোজা করে আমাদের দুজনের চোখের সামনে এনে বললো, "বুঝতে পারছো, দু জন নয়, আজ তোমাকে তিনজন লোক চুদবে, **Three person will fuck you tonight, Three dick will enter your cunt and you will get juices from our three dick.**...সুতরাং...তোমার গুদকে তৈরি করে নাও...**It will be a long night for all Four of us.**"-অজিত কথা বলার সময়ে ইচ্ছে করেই "ফোর" শব্দটির উপরে একটু বেশি জোড় দিয়ে উচ্চারণ করলো।

"কে সে?"-কুহি যেন কিছুটা আত্নানাদের মত করে জানতে চাইলো, ওর গলার স্বরে যে কি পরিমাণ উৎকণ্ঠা ছিলো সেটা ওর বলার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট।

"সেটাই বিসায়, সেটাই তো চমক... তার নাম এখন বলবো না...তাকে আগে আমি এখন ফোন করে বলি, সে যদি রাজী হয় এবং ব্যস্ত না থাকে, তাহলে তার সাথে তোমাদের দুজনের তোমাদের বেডরুমেই দেখা হবে, তবে সে তোমাদের অপরিচিত নয়।"-অজিত পুরো ব্যাপারটা আমাদের কাছে গোপন রাখতে চাইছে।

"অজিত, তুমি কি এটা আগেই প্ল্যান করে রেখেছিলে নাকি?"- আমি বিসায়ের সাথে জানতে চাইলাম। "না, বন্ধু, আগে থেকে আমি কিছুই প্ল্যান করে রাখি নাই...এটা আমার হঠাৎ মনে হলো...এবং আমি শতভাগ নিশ্চিত যে যাকে আমি নিয়ে আসবো তাকে তোমাদের দুজনেরই ভালো লাগবে।"

"কিন্তু, কুহির কথাটা চিন্তা করো, ও কি পারবে, এক সাথে এক রাতে তিনজন পুরুষকে নিতে?...সেটা যদি পারেও, আমি এক রকম নিশ্চিত যে আমরা কেওই ওকে একবার চুদে ছেড়ে দিবো না...সেক্ষেত্রে দুই বার করে হলে ও ৬ বার বা ৩ বার করে হলে ও ৯ বার...ও আমার আল্লাহ...না...এটা সম্ভব হবে না...কুহি পারবে না এক রাতে ৯ বার চোদা খেতে..."-আমি সত্যিকারের কি ঘটতে পারে সেটা হিসাব করে অজিতকে বললাম।

"বন্ধু, **Don't Understinate your women..She is a bitch in heat**"-অজিত আমার দিকে তাকিয়ে চোখে ক্রুর দৃষ্টি নিয়ে বললো, "রাস্তার কুত্তিরা গরম হলে যেমন হয় তোমার বৌয়ের অবস্থা এখন তেমন...রাস্তার কুত্তিরে শরীর গরম হলে এক সাথে ৫/১০ টা কুত্তার ও চোদা খেতে পারে, আর আমরা তো মাত্র তিনজন...আমি তোমার সাথে বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার বৌ এর দিগুন বা তিনগুন লোক ও একসাথে নিতে পারবে...ওর শরীর তৈরি হয়েছে চোদা খাবার জন্যে...তুমি এতদিন সেটা না করে, ওকে দিয়ে তোমার বাচ্চার ন্যাপি পাল্টানো, তোমার জন্যে খাবার রান্না করা, তোমার সেবা করা, সামাজিকতা রক্ষা করা...এইসব বাজে কাজে তুমি ওকে ব্যবহার করেছো...**But her body was built for Fuck...at this moment, she is one horny bitch in heat**"- অজিত বেশ উত্তেজিত হয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে আমার সাথে তর্ক করছিলো, "তুমি এই পুরো ঢাকা শহর খুঁজে এমন শারীরিক সম্পদের আর এমন বয়সের এমন মন মানসিকতার মেয়ে, একটা ও খুঁজে বের করতে পারবে না...এটা নিয়ে আমি তোমার সাথে যে কোন সময় বাজি ধরতে পারি। তোমার বৌকে আর ওর শরীরকে আমি যেভাবে বুঝি... তুমি ওর সাথে ২১ বছর কাটানোর পরে ও ওর শরীরের ভাষা সেভাবে বুঝো না।"- অজিত একটু থামলো।

"কুহির সাথে সেই শপিং মলে দেখা হওয়ার পরেই আমি বুঝে গেছিলাম যে ওর শরীর কি চায় এবং আমি তা ওকে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম...কিন্তু তোমাদের দুজনকে তোমাদের এই মধ্যবিত্ত মন মানসিকতা, রক্ষণশীলতা থেকে বের করতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে... অনেক কিছু বুঝিয়ে, অনেক ধৈর্যের সাথে তোমাদের দুজনকে নিয়ে আমাকে খেলতে হয়েছে।"-অজিত এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর হাত পা ছুঁড়ে বলছিলো, ওর চোখে মুখে অনেক উত্তেজনা, "আজ, যখন আমি তোমাদের দুজনকে পুরো তৈরি করে ফেলেছি, এখন তুমি বলছো কুহি পারবে না এক সাথে তিন জনকে নিতে? মিস্টার জাভেদ, আপনার বৌ তিনজন কেন, ১২ জনকে ও নিতে পারবে। আর শুধু পারবেই না! সে এক সাথে তিন পুরুষকে আনন্দ দিতে ও সক্ষম, বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি!"- এই বলে অজিত আমার দিকে একটা চোখ টিপ দিয়ে একটা বিদ্রী ভঙ্গি করলো, আমি ওর কথা বুঝতে না পেরে ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম, তারপর অজিত বুঝলো যে ও ইঙ্গিত করে যা বুঝতে চাইছে আমাকে সেটা আমি বুঝতে পারি নি, তাই আবার বললো, "মানে হচ্ছে, এক সাথে তিন পুরুষকে ওর শরীরের তিন ফুঁটায় নিয়ে একই সাথে তৃপ্তি দিতে সক্ষম, এখন বুঝতে পারছো?"

অজিতের কথা শুনে কুহির যে সারা শরীর শিহরণে কাঁটা দিয়ে উঠলো, ও "উহঃ"- বলে একটা শব্দ করে উঠলো। "তার মানে হচ্ছে, একজন গুদে, একজন পোঁদে আর একজন মুখে? তাই কি?"- আমি যেন আবার ও ভালো করে নিশ্চিত হতে চাইলাম অজিতের কাছ থেকে।

"Yes boss...এবার ঠিক ধরতে পেরেছো!"- অজিতের মুখে হাঁসি খেলা করছিলো। কুহির চোখ কপালে উঠলো, ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল দেখে অজিত ওকে অভয় দিলো, "কুহি, তুমি এতটুকু ভয় পেও না, কোন চিন্তাই করো না...এটা এমন কোন ভয় পাওয়ার মত ঘটনা নয়...It's not a big deal, ইয়ার"- অজিত কুহির কাঁধে চাপর দিয়ে ওকে আশস্ত করতে চাইলো। এরপরই অজিত বুখ থেকে বের হয়ে গেলো। আমি উঠে কুহির পাশে বসলাম, যদি ও কুহির পা এখন ও ফাঁক করা আর লেহেঙ্গা কোমরের উপরে উঠানো, আর বুকের ব্লাউজের বোতামগুলি সব খুলে ফেলেছিলো অজিত আগেই। যদি ও ব্লাউজের দু পাশ ওর দুধের উপরই রাখা কিন্তু সব বোতাম খোলা থাকায় দুধগুলি স্পষ্টই দৃশ্যমান ছিলো।

আমি উঠে কুহির পাশে বসে ওর কাঁধে হাত দিলাম, কুহি ওর মাথা আমার কাঁধে রেখে একটু ঝুঁকে গেল, আমি ওর গালে আর কপালে চুমু দিলাম, আর কুহির শরীর আমার শরীরের সাথে লাগতেই কুহির শরীরে যে কাঁপনি হরিয়ে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো অজিত ওর আসন্ন প্ল্যান শুনিয়ে, সেটা এখনও আমি টের পেলাম। "ভয় পেও না, জানু, আমি তো আছি...তুমি পারবে"- বলে আমি কি কুহিকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করছি নাকি নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করছি, সেটা আমার নিজের কাছে ও এখন পুরো পরিষ্কার না। আমি ভাবতে লাগলাম অজিত কাকে ধরে নিয়ে আসবে। অজিত বলেছিলো যে সে আমাদের অচেনা নয়, কিন্তু আমাদের কোন বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজন, কারো সাথেই তো অজিতের পরিচয় নেই, আবার অজিতের কোন বন্ধুর সাথে ও আমার চেনা জানা নেই, এবার হঠাৎ আমার মনের ভিতর ক্লিক করলো যে অজিত কাকে আনতে পারে, আর সাথে সাথে "ওহঃ আল্লাহ গো!"-আমার মুখ দিয়ে অস্ফুটে বের হয়ে গেলো, কুহি একটু চমকে ওর মাথা উঠিয়ে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। "আমি বুঝতে পেরেছি অজিত কাকে নিয়ে আসবে, আমার মনে হচ্ছে অজিত ওর বসকে নিয়ে আসবে, ওই শোরুমের মালিককে নিয়ে আসবে"-আমি কুহির কাছে প্রকাশ করে দিলাম।

কুহি চোখে মুখে কিসের যেন আকাঙ্ক্ষা দেখতে পেলাম, আমি বুঝিলাম না, কুহি এটা শুনে খুশি হলো না কষ্ট পেলে। "ওই লোকটাকে দেখে আমার খুব ভয় লাগে, জান। মুভিতে অনেক দেখেছি একটা মেয়ে এক সাথে অনেক ছেলের সাথে সেক্স করে, কিন্তু নিজের জীবনে তো এমন কিছু হয় নি কখন ও, তাই খুব ভয় লাগছে, আর শুনেছো তো অজিত আমার পোঁদে বাড়া ঢুকানোর প্ল্যান করছে...সেদিন তুহিনকে না কথা দিলাম ওর বাড়া আমার পোঁদে প্রথম ঢুকবে... এখন অজিত আজই এটা করে ফেললে, তুহিনকে আমি কি দিবো...ও তো খুব রাগ করবে..."- কুহি আমার চোখে দিকে তাকিয়ে খুব ধীরে ধীরে কথাগুলি বললো। আমি ধরতে পারলাম না কুহি কি নিয়ে বেশি চিন্তিত, অজিতের বসের সাথে সেক্স করা নাকি তুহিনকে দেয়া কথা রাখতে পারবে না যদি অজিত আজই ওর পোঁদ চুদে দেয় সেটা। "জানু, তুমি কিন্তু ভুলে ও অজিতের সামনে তুহিনের কথা উচ্চারণ করো না, আর অজিত তোমার পোঁদে আজ বাড়া ঢুকাবেই, তাই ওকে বাঁধা দেবার চেষ্টা না করাই ভালো হবে...জানু, তুমি কি ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত না যে, আজ তোমার শরীর আমি ছাড়া ও অন্য একটা বাইরের লোক দেখবে, এটা ভেবে?"-আমি কুহির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম।

"হ্যাঁ, জান...আমি খুব উত্তেজিত...আমি পারবো তো ওদের সব চাহিদা পূরণ করতে, জান?...আজ রাতে আমি অজিত আর ওর বসের চাকর হয়ে যেতে চাই...ওরা আমার সাথে যা ইচ্ছা করতে পারে, আমি এতটুকু বাঁধা দিবো না...ওরা যদি আমাকে কষ্ট ও দেয়, তুমি সেটা নিয়ে মন খারাপ করো না, প্লিজ জানু..."- কুহি আমার হাত ধরে অনুন্নয় করলো, "কিন্তু, তুহিনকে দেয়া কথা যে আমি রাখতে পারবো না, সেটা ভেবে আমার খারাপ লাগছে।"

"সেটা পুশিয়ে দেয়ার জন্যে যদি তুহিনকে তোমার গুদ চুদতে দেই?"-আমি হঠাৎ করেই কথাটা বলে বসলাম, কুহি যেন আবার ও শিহরিত হয়ে কেঁপে উঠলো, "ওহঃ মাগোঃ, কি বলছো তুমি, আমার বোনের ছেলে আমার গুদে ওর মোটা বাড়াটা ঢুকাবে...ওহঃ জান...আমি কি পারবো ওর এতো বড় মোটা বাড়াটা আমার ছোট গুদের ফুঁটাতে নিতে..."-কুহি এবার নিজের গুদে নিজের দুটো আঙ্গুল ভরে দিলো, "আমার গুদটা ফেটে যাবে তো...আর এতো বড় বাড়া ঢুকানোর পরে আমার গুদ যদি টিলে হয়ে যায়, তখন তুমি আমাকে চুদতে গিয়ে যদি সুখ না পাও, তখন কি হবে?"

আমি বুঝতে পারছিলাম কুহি নিজের বোনের ছেলেকে দিয়ে গুদ চোদাবে এটা ভেবে খুব উত্তেজিত হয়ে গেছে, আর এখন সে ইচ্ছা করেই আমার সাথে এসব নোংরা নোংরা কথা বলে আমাকে ও উত্তেজিত করতে চাইছে। কুহির মুখ দিয়ে কখনও এই ধরনের কথা শব্দ নিজে থেকে বের হবে, এটা ও আমার জন্যে একটা বিস্ময় ছিলো। "পারবে জানু...আজ তিন বাড়ার গুতা খেয়ে তোমার গুদ তৈরি হয়ে যাবে তুহিনের বিশাল অঙ্গুর সাপটাকে তোমার ভিতরে নেয়ার জন্যে। তুহিনের বাড়ার ঢুকার পরে যদি তোমার গুদ টিলা হয়ে যায়, তারপর ও আমার সুখের কোন কমতি হবে না তোমাকে চুদতে গেলে, জান...কারণ তুমি যে আমার ঘরবী...আমার ভালবাসা...আমার কলিজা...আমার সন্তানদের মা...তোমার টিলা গুদ চুদে আমি ঠিক ততটুকুই সুখ পাবো, যতটুকু আমার বাসর রাতে পেয়েছিলাম তোমার ভার্জিন গুদ চুদে।"

"ওহঃ...আমার স্বামী...তুমি এতো ভালো কেন? আমার গুদে মোটা বাড়া ঢুকলেই তোমার এতো সুখ হয় কেন? আমাকে পর পুরুষ দিয়ে চোদাতে তোমার এতো ইচ্ছে কেন, জান?"-কুহি আমার মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "আর তুহিন কিন্তু একবার চুদেই চলে যাবে না, ওর মত জওয়ান অল্প বয়সী ছেলের বাড়া বার বার ঠাঠীয়ে যাবে আমার গুদে বার বার ঢুকানোর জন্যে, অল্প বয়সী ছেলের বাড়া মাল ফেলার দু মিনিটের মাথায় আবার খাড়া হয়ে যায়, তুমি জানো না? বিয়ের পর তুমি আমাকে দিনে রাতে কয়বার চুদতে তোমার মনে আছে? তাই আমি নিশ্চিত যে ও আমাকে যখন তখন যেখানে সেখানে চুদতে চেষ্টা করবে বার বার, তখন কি হবে?"

"কি আর হবে...বার বার গুদে ওর বাড়া নিবা...আর ওর বড় বড় বিচির ঘন ফ্যাদাগুলি গুদে ঢুকিয়ে গুদ ফাঁক করে করে আমাকে দেখাবা...ওর ফ্যাদা গুদে নিতে তোমার ভালো লাগবে না?"- আমি কুহিকে চুমু দিতে দিতে বললাম।

"ওর ফ্যাদা গুদে নিতে তো আমার খুব ভালো লাগবে, আর গুদ ফাঁক করে সেগুলি তোমাকে দেখাতে ও আমার কাছে খুব সুখ লাগবে...জান...তুমি যে এখন **CUCKOLD** হয়ে গেছো, সেট বুঝতে পারছো? ব্যভিচারী স্ত্রীর স্বামী, যে কিনা নিজেই স্ত্রীকে ব্যভিচার করতে সাহায্য করে...উফঃ আমার স্বামী একজন **CUCKOLD**...এত ভাবতেই আমার গুদে জল এসে গেছে, জান"- কুহি তীব্র আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো।

"হ্যাঁ...জান...আমি একজন গর্বিত **Cuckold** আমার স্ত্রী ব্যভিচারী, এটা ভেবে আমার মনে তিল পরিমাণ কষ্ট ও আসে না...যা আসে সেটা হলো এক বিকৃত নোংরা সুখ।"-আমি বললাম, "তুমি চাইলে তোমার গুদে পর পুরুষের ফেলে যাওয়া নোংরা ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত ফ্যাদা গুলি আমি চেটে চুষে খেয়ে নিয়ে তোমার গুদকে একদম পরিষ্কার ও করে দিতে পারি, জান। আমি তোমার সুখের জন্যে সব করতে পারি।"

"সেটা তো তোমাকে সব সময় করতেই হবে, তুমি তো জান আমি পিল খেতে পারি না, তাই এভাবে অজিতের ফ্যাদা, তুহিনের ফ্যাদা, অজিতের বসের ফ্যাদা আমার গুদে ঢাললে তো আমার পেট ফুলে যাবে...ওদের এতো পরিমাণ ফ্যাদায় তো আমি গাভীন হয়ে যাবো, তাই প্রতিবার ওদের ফ্যাদা আমার গুদ থেকে চুষে টেনে বের করতে হবে তো তোমাকেই"-কুহি ওর কামার্ত গলায় আমাকে বললো, "তুমি নিশ্চয় চাও না যে, এই বয়সে এতো দিন গ্যাপ দেবার পরে আমি আমার পেটে আবার অন্য পুরুষের বীর্যের সন্তান ধারণ করি, তাই না?"-কুহি আমাকে উত্যাঙ্গ (**Tease**) করার জন্যে বলছিলো।

এভাবে আমাদের দুজনের মনের অনেক নোংরা কথা আজ এই রেস্টুরেন্টে বসে দুজনের সামনে দুজনে উন্মুক্ত করে দিলাম। কোন লুকোছাপা নয় আর।

কিছু পরেই দরজায় টোকা পড়লো, আমি বললাম, "মনে হয় ওয়েটারটা এসেছে। তুমি তোমার লেহেঙ্গাটা নামিয়ে দাও আর ব্লাউজটা সামনে এনে শুধু একটি বোতাম লাগিয়ে রাখো...ওকে তোমার বুক দেখতে দাও...প্লিজ"- বলে আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম। যা ভেবেছি তাই, ওয়েটার আমাদের অর্ডার মত প্রাথমিক **Starter** গুলো টেবিলে গুছিয়ে রাখলো, এর ফাঁকে ফাঁকে কুহির ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়া দুধের দিকে বেশ ভালো মতই নজর দিলো। কুহি চুপ করে কিছু না বলে ছেলোটিকে দেখছিলো। সব খাবার সাজিয়ে ছেলোটি আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, "স্যার, আর কিছু লাগবে?" আমি কুহির দিকে তাকালো, কুহি বললো, "আপাতত ঠিক আছে, পরে জানাচ্ছি আর তোমাকে ধন্যবাদ।" ছেলোটি কুহির দুধের দিকে তাকিয়েই জবাব দিলো, "ম্যাম, আমার নাম রাশেদ, যদি কিছু লাগে বা আমাকে যদি প্রয়োজন হয়, টেবিলে রাখা এই বোতামে চাপ দিলে আমি চলে আসবো। **Please, enjoy your meal.**"-বলে ছেলোটি বেরিয়ে গেল। আমি উঠে দরজা লাগাবো, তার আগেই অজিত এসে ঢুকলো।

"আহঃ...খাবার এসে গেছে...তোমাকে ওয়েটার এই অবস্থায় দেখে ও গেছে...ওয়াও...ওয়াও...। **I liked your change.**"- অজিত কুহির দিকে তাকিয়ে একটা দুস্তমির হাঁসি দিয়ে বললো, "চল, তাড়াতাড়ি খাবারটা শেষ করে ফেলি...এক কাজ করলে কেমন হয় বন্ধু, আমাদের **Main Course** আর **Dessert** অর্ডার করে প্যাক করে বাসায় নিয়ে যাই, ওখানেই বসে আমাদের রাতটাকে কিছুটা লম্বা করার চেষ্টা করি। কি বলো তুমি, কুহি তুমি কি বলো?"- অজিত আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললো। "আমার আপত্তি নেই...এখানে বসে খেতে হবে...এমন তো কোন কথা নেই"-আমি অজিতের দুরভিসন্ধিটা বুঝতে পেরে জবাব দিলাম তাড়াতাড়ি। "কিন্তু, অজিত তুমি আমাকে বাইরে ডিনার করানোর জন্যেই নিয়ে এসেছো, তাই না?"- কুহি অজিতের দিকে তাকিয়ে কিছুটা হতাশার সুরে বললো।

"প্রিয়তমা, এখানে খেলে ও আমরা যা খাবো, বাসায় খেলেও তাই খাবো, আর এখানে তোমাকে সঙ্গ দিতে আমরা দুজন আছি, বাসায় গেলে তিনজন হবে...ভালো হবে না...আমরা দুস্তমি আর খুনসুটি করতে করতে খাবার খাবো।"-অজিত কুহির ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে বললো।

"যে আসবে সে কে, তোমার বস?"- কুহি একটু উত্বেকিত করতে চাইলো অজিতকে। অজিত কুহির বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নে অবাক হলো, "তুমি কিভাবে বুঝলে?"- অজিত বেশ অবাক। "আমি না, উনি ধারণা করেছেন।"- বলে কুহি আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

"দেস্ত...তোমার মাথায় মাল আছে!...আমি ভাবলাম যে ব্যাপারটা একটা **Surprise** হয়ে যাবে তোমাদের জন্যে, কিন্তু তুমি উল্টো আমাকে বিস্মিত করলে!"-অজিত সহাস্যে বললো, "হ্যাঁ...বন্ধু...আমার বসকে আসতে বলেছি...উনি তো কুহির রূপে ফিঁদা হয়ে গিয়েছেন সেদিনই। তোমার চলে যাওয়ার পরে আমাকে ডেকে জানতে চাইলো, কিভাবে তোমাকে চোদা যায়? কোন একটা উপায় বের করতে আমাকে। আমি বললাম, আপনি কুহিকে চুদতে চান, আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারবো, কিন্তু বিনিময়ে আমাকে কি দিবেন? বস বললো, যে তাহলে তোমার প্রোমোশন হবে আর একটা ভালো বোনাস ও পাবে। একটু আগে যখন কুহি বাসায় যাবার কথা বললো, তখন আমার মাথায় এলো যে বসকে ডাকলে মন্দ হয় না, এক টিলে ও টি পাখি মারা যাবে।"- অজিত বেশ মজা নিয়ে ওর বসের কথা শুনাচ্ছিলো আমাদের।

"ও টা পাখি কি রকম?"-আমি জানতে চাইলাম। অজিত বললো, "এক, তোমাদের জন্যে আজ অন্য রকম এক অভিজ্ঞতা হবে, কুহি তিন জনের কাছে চোদা খাবে, দুই, এই ফাঁকে আমার প্রোমোশন হয়ে যাবে কুহিকে ব্যবহার করে আর তিন আমার বসের নামে আমি অনেক নারীঘটিত বদনাম জানতাম, যার কোন প্রমান ছিলো না, আজ কুহির সাথে সেক্স করার পর সে প্রমান থাকবে আমার কাছে, কাজেই বস আর কথায় কথায় আমাকে চাকরিচ্যুত করার হুমকি দিতে পারবে না, উল্টো আমি উনাকে যখন খুশি হুমকি দিতে পারবো। হলো তো ও পাখি।"- অজিত ওর খারাপ দুরভিসন্ধিগুলি এক এক করে আমাদের সামনে উন্মুক্ত করলো।

"অজিত, তুমি এতো খারাপ। তুমি তোমার প্রোমোশন আর চাকরি বাচানোর জন্যে আমাকে ব্যবহার করতে চাও? ছিঃ ছিঃ...অজিত...আমি এটাই তোমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিলাম"- কুহি নিজে ও অজিতের সাথে দুস্তমি করে বলে উঠলো, "দেখেছো জানু...তোমার বন্ধু আমার শরীর ব্যবহার করে টাকা আয় করতে চায়...ও আমাকে আজ রাতে সত্যিকারের বেশ্যা বানিয়ে দিবে...টাকার জন্যে আমার শরীর বিক্রি হবে আজ...ওহঃ...জানু, তোমার বৌ এখন থেকে সত্যিকারের বেশ্যা...তুমি এই বেশ্যার স্বামী...আমাদের সন্তানরা এই বেশ্যার সন্তান"-কুহি কি কষ্টে প্রলাপ বকছে নাকি সুখে, বুঝতে পারছিলাম না।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে অজিতের উপর আমার রাগ হচ্ছিলো যে সে আমার স্ত্রীকে শারীরিক সুখের জন্যে নয়, ওর টাকা লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করছে, যেখানে ওর সাথে আমাদের সম্পর্কের গুরুই হলো শারীরিক সুখের জন্যে, আজ সেটাকে অজিত কোন জায়গায় নিয়ে গেছে। অজিতের উপর ঘৃণার পাশাপাশি ওর যে কুহির উপর পুরো কর্তৃত্ব আছে, সেটা তো আমি অস্বীকার করতে পারছি না। নিজের মনের বিকৃত কামনা চরিতার্থ করার জন্যে আমার স্ত্রীকে আমি কোন পথে ঠেলে দিচ্ছি, সেটা ভেবে আমার মনে ও নিজের জন্যে একরাশ ঘৃণা জন্ম নিচ্ছে।

"জানু...আজ আমরা এমন কাজ করতে যাচ্ছি যেটা তোমার স্ত্রীকে সত্যিকারের বেশ্যায় রূপান্তরিত করে দিবে...জানু...তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজে হাতে বেশ্যা বানাতে চাও? তুমি চাইলেও আর পরে এটাকে ফিরাতে পারবে না..."- কুহি যেন কাকুতি জানাতে লাগলো আমার কাছে, এবার আমি বুঝলাম যে অজিতের কুহিকে এভাবে বেশ্যার মত ব্যবহার করা সে মন থেকে মেনে নিতে পারছে না, কিন্তু ওর শরীর এই আনন্দ থেকে নিজেকে দূরে ও রাখতে পারবে না, তাই সে ডুবে যাওয়া মানুষের মত আমার হাতের আঙ্গুল ধরে রাখতে চাইছে, এখন আমার হাতেই ওর ডুবে যাওয়া বা ভেসে উঠা নির্ভর করছে। সারা জীবন কুহি যেভাবে প্রতিটি বড় পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাকে জানায়, আমার কাছ থেকে মত নেয় আর সে অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করে, ঠিক সেভাবে কুহি আসলে এই মুহূর্তে আমার মতই জানতে চাইছে।

"হ্যাঁ, জানু...তোমার মনের ভিতর একটা বেশ্যা সব সময়ই লুকিয়ে ছিলো, সেদিন রাতে অজিত সেটাকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে নিয়ে এসেছে...আর আমার স্ত্রীকে সত্যিকারের বেশ্যা হতে দেখতে আমার কাছে ভালোই লাগবে...তুমি হবে তো আমার জন্যে বেশ্যা?...আমার মাগী...হবে তো জানু?"- আমি একরাশ আবেগ ধরা গলায় কুহির কাছে জানতে চাইলাম। অজিত আমার কথা শুনে মুখে বিজয়ীর হাঁসি ফুটিয়ে তুললো। কারণ এটাই সে চেয়েছিলো, কুহিকে সে সত্যিকারের বেশ্যায় রূপান্তরিত করতেই চেয়েছিলো, তাহলে ওর জন্যে কুহিকে সব সময় ভোগ করতে পারাটা খুব সহজ হয়ে যায়। আর কুহি আমার মুখে এই সব কথা অজিতের সামনে শুনতে শুনতে নিজের গুদে নিজের আঙ্গুল আবার ও ঢুকিয়ে দিলো লেহেঙ্গা উঁচু করে।

"আরে...কি করছো? তোমার এই সুন্দর গুদে নিজের আঙ্গুল ঢুকানো একদমই ঠিক না...আমরা দু দুজন পুরুষ মানুষ বসে আছি...আমাদের বললেই তো হতো..."-অজিত একটা শয়তানির হাঁসি দিয়ে কুহিকে বললো। "কিন্তু তোমরা দুজনই তো খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত...আমাকে নিয়ে তোমাদের এসব কথা বার্তায় আর প্ল্যান প্রোগ্রামে আমি যে কি পরিমান গরম হয়ে আছি, সেটা চিন্তা করছো তোমরা

কেও?"-কুহি খুব অভিমান ভরা গলায় বললো, "আজ সন্ধ্যা থেকেই আমি গরম হয়ে আছি, কিন্তু কেও যে আমার গুদের জ্বালা কমাবে, সেই খেয়াল নেই...শুধু কথার ফুলঝুরি ছোট্টোছে দুজনে মিলে। একবারের জন্যে ও আমার গুদে একটা বাড়া ঢুকিয়ে যে কেও আমাকে একটু চুদে দিবে, সেই চেষ্টা নেই কারোই"- কুহি ঠোট ফুলানো অভিমান আর মুখ কালো করে আমাদের দিকে অভিযোগ তোলাকে আমরা দুজনেই খুব খুশির সাথে নিলাম।

"আসার সময় গাড়ীর ভিতর যে আমার বাড়ায় চড়ে চোদা খেতে খেতে গুদের জল খসালে, সেটা বুঝি কিছু না তোমার কাছে, আবার ওই ভিথিরির কাছে আঙ্গুল চোদা খেয়ে ও যে আরেকবার জল খসালে, সেটা?"- অজিত আজ কুহির সাথে দেনা পাওনার সব হিসাব নিয়ে বসেছে।

"ওহঃ তোমার বাড়ায় দু মিনিটের জন্যে চড়া, এটাকে যদি তুমি চোদন সুখ বলো, তাহলে সেদিন রাতে তুমি যে আমাকে এভাবে ও ঘণ্টা ধরে চুদেছিলে, সেটা তাহলে কি?"- কুহি ও ছেড়ে দেবার পাত্রি নয়। "ওটা হলো মহা রাম চোদন"- অজিত হাহা করে হেঁসে উঠে বললো, "ঠিক আছে, তোমার গুদের ব্যবস্থা এখনই করছি"-এই বলে অজিত টেবিলে রাখা বোতামে চাপ দিলো।

২০ সেকেন্ডের মধ্যে ওয়েটার এসে হাজির। অজিত ওর দিকে তাকিয়ে বললো, "রাশেদ, তোমাকে তো আজকের মেহমানদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় নি। এ হচ্ছে আমার বন্ধু জাভেদ, আর ওর স্ত্রী কুহি...আর আমাকে তো তুমি ভালো করেই চিনো...এখন তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে আমাদের, পারবে তো?"

"অবশ্যই স্যার, বলুন কি করতে হবে?"- ওয়েটার খুব বিগলিত হয়ে বললো।

"আমার বন্ধুর বৌয়ের গুদে খুব কুটকুটানি উঠেছে...আমরা দুজন তো খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত, তাই তুমি যদি একটু হেল্প করো তাহলে ভালো হয়।"-অজিত কুহির দিকে তাকিয়ে বললো। আমি বুঝলাম কুহি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছে, অজিত এখন ওয়েটারের হাত দিয়ে কুহিকে কি জানি কি করায়, কিন্তু কুহির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর একটা হাতে খাবার থাকলেও অন্য হাত এখনও গুদের কাছেই আছে আর লেহঙ্গা টা ও ওর জাভের কাছে উঠানো, ওয়েটারকে দেখে যে ওটা নিচে নামাবে সে খেয়ালই নেই যেন কুহির।

"আমার বন্ধুর বৌ গুদে আঙ্গুল চোদা খেতে খুব পছন্দ করে, তুমি যদি একটু আমার বন্ধুর বৌকে আঙ্গুল চোদা করতে তাহলে ভালো হয়।"- অজিত যেন খুব অনুনয় করতে লাগলো।

"কিন্তু স্যার, আপনার বন্ধু কি আমাকে এই কাজ করতে দিবেন, উনার স্ত্রী তো?"- রাশেদ বেশ বিনয় সহকারে বললো।

"দোস্তু, এবার তুমিই ওকে বলো, তুমি ভরসা না দিলে ও এই কাজ করবে কিভাবে"- অজিত আমার দিকে তাকিয়ে তাড়া দিলো।

"প্লিজ, রাশেদ...তুমি একটু আমার বৌকে আঙ্গুলচোদা করে দিবে কি?...আমি খুব খুশি হবো তুমি আমার স্ত্রীকে সাহায্য করলে"- আমি রাশেদকে বললাম।

"বুঝলে রাশেদ, আমার বন্ধু ওর স্ত্রীকে অন্য পুরুষ দিয়ে চোদা খাওয়াতে খুব পছন্দ করে...বুঝতেই পারছো ও একটা **CUDD** আর এই ধরনের পুরুষরা কি করে, সেটা তো তুমি ভালো করেই জানো, তাই না...নিজের বৌকে পর পুরুষের হাতে তুলে দেয় চোদা খাবার জন্যে...আমার বন্ধু ও তেমনই একজন...তাই তুমি ওর বৌকে যা খুশি করতে পারো...ও কোন রকম বাঁধা তো দেবেই না, উল্টো তোমাকে হেল্প করবে সব সময়, কি ঠিক বলেছি না বন্ধু?"- অজিত রাশেদের সামনে আমাকে অপমান আর অপদস্ত করে আমি যে কত নিচ, কত বিকৃতমনা পুরুষ সেটাই কি প্রমাণ করতে চাইছে, যদি ও আমি ওর কথায় মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম যে অজিত যেভাবে আমার চরিএ রাশেদের কাছে বর্ণনা করলো, আমি ঠিক সেটাই। কারন অজিত এভাবে রাশেদের সামনে আমাকে অপমান করতে আমার বাড়া মোচড় দিয়ে দিয়ে ওর সুখ জাহির করছিলো আমার প্যান্টের ভিতরে।

রাশেদ বললো, "ঠিক আছে, স্যার। কিন্তু আপনারা যদি খাবারের অর্ডারটা করে দিতেন, তাহলে আমি কিচেনে অর্ডারটা প্লেস করে এসে তারপর ম্যামের সেবা করতে পারতাম, তাহলে বেশ কিছুটা সময় পাওয়া যেত খাবার তৈরি হতে হতে"। আমরা বুঝলাম যে রাশেদ ঠিক কথাটিই বলেছে। অজিত আর কুহি দুজনে মিলেই খাবার ও **Dessert** এর অর্ডার করে দিলো ৪ জনের জন্যে, আর বলে দিলো সব খাবার যেন প্যাকেট করে দিয়ে দেওয়া হয়, আমরা বাসায় নিয়ে খাবো। রাশেদ মুচকি হেঁসে চলে গেল। ২ মিনিটের মধ্যেই রাশেদ ফিরে আসলো। ও টুকেই দরজা বন্ধ করে দিলো, আর জানালো যে ওর হাতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় আছে কুহির সেবা করার জন্যে।

অজিত আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "বন্ধু, তোমার খানকী বউটাকে বলো ভালো করে পা ফাঁক করে, এই রেস্টুরেন্টের ওয়েটারের কাছে গুদ ফাঁক করে খুলে দিতে। নিজের বৌয়ের গুদকে রেস্টুরেন্টের ওয়েটারকে দিয়ে চুষিয়ে নাও।"-অজিত আমাকে আরও বেশি অধঃপতিত করার জন্যে বললো। আমি কুহির এক পা সোফার উপরে উঠিয়ে হাঁটু ভাজ করে নিয়ে অন্য পা নিচে রেখে লেহঙ্গা পুরো কোমরের উপরে উঠিয়ে দিয়ে রাশেদকে আহবান করলাম কুহির গুদে আঙ্গুল চোদা করার জন্যে। রাশেদ চট করে ওর অলরেডি ঠাঠানো বাড়াটা প্যান্টের চেইন খুলে মুক্ত করলো, আর ফ্লোরে হাঁটু গুঁড়ে কুহির গুদের ঠিক সামনে বসলো। রাশেদের বাড়াটা বেশি মোটা না, তবে লম্বায় আমার সমানই হবে, কিন্তু অল্প বয়সের কারনে ওটা খুব টাইট হয়ে কামানের মুখের মত সোজা হয়ে যেন ঠিক কুহির গুদের দিকেই মুখ করে রেখেছে। "স্যার স্যার, এটাকে প্যান্টের ভিতরে রেখে বসা সন্তব হচ্ছিলো না, তাই বের করে রাখলাম"-রাশেদ যেন সাফাই দিতে চাইলো আমাদের কাছে।

"না...না...সে ঠিক আছে...কিন্তু আমার বন্ধুর বৌটা এমন কাম পাগল যে, বাড়া দেখলেই গুদে ঢুকানোর জন্যে পাগল হয়ে যায়...সেটাই সমস্যা...কি ঠিক বলেছি না বন্ধু।"-অজিত যেন কথার তীর চালাচ্ছিলো আমাদের দিকে। রাশেদ কুহির গুদের বেদীতে হাত দিয়ে দু হাত দিয়ে ঠোট দুটিকে ফাঁক করে ধরলো। কুহি গুদে রাশেদের হাত লাগতেই যেন আরও বেশি কামাতুরা হয়ে গেলো আর মুখ দিয়ে বড় বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে অহঃ...উহঃ...শব্দ করে ওর ভালো লাগা প্রকাশ করতে লাগলো। "ওয়াও, ওয়াও, স্যার...এমন সুন্দর গুদ, আমি আমার জীবনেও দেখি নাই...অসাধারণ সুন্দর আপনার গুদটা ম্যাম"- রাশেদ বিস্ময়ে যেন হতবাক হয়ে গেলো কুহির গুদ দেখে। একটু ও সময় নষ্ট না করে রাশেদ এক হাতে গুদের ঠোট দুটিকে ফাঁক করে ধরে রেখে অন্য হাতের দুটি আঙ্গুল ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে লাগলো ফুটোর ভিতর। কুহি "ওহঃ মাগোঃ" বলে আরামে গুঙ্গিয়ে উঠলো। আমি আর অজিত দুজনেরই মনোযোগ খাওয়ার থেকে রাশেদ আর কুহির কাজকর্মের দিকে বেশি ছিলো।

রাশেদ ধীরে ধীরে কুহির গুদে প্রথমে একটু স্নো, কিন্তু তারপরে বেশ জোরে জোরেই ঢুকতে আর বের করতে লাগলো, অন্য হাতের আঙ্গুলে কুহির গুদের ভঙ্গুরটাকে ডলে ডলে দিচ্ছিলো। কুহি আরামে শীতকার দিয়ে উঠলো, আর সুখের চোটে আমার কাছে নিজের মাথা রেখে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলো। রাশেদের হাতে কড়া আঙ্গুল চোদা খেতে খেতে কুহি সুখের চোটে মুখ দিয়ে সুখের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে লাগলো। "ওহঃ জান...দেখো কিভাবে আমাকে চুদছে ছেলোটো...উফঃ...তোমার বৌকে তোমার সামনে একটা ওয়েটার কিভাবে আঙ্গুল চোদা করছে, দেখছো?...আহঃ...আমি তো সুখের চোটে অস্থির হয়ে পড়েছি...এটাই কি তুমি চেয়েছিলে জান...তোমার বৌকে পর পুরুষের সামনে এভাবে গুদ ফাঁক করে বসিয়ে রাখতে? এটাই কি তুমি চেয়েছিলে?"- কুহি আমার ঠোটে চুমু খেতে খেতে বলছিলো।

"হ্যাঁ...জান...এটাই আমি চেয়েছিলাম...এটাই আমি চাই...রাশেদ একটু জোরে জোরে আমার বৌয়ের যোনিতে তোমার আঙ্গুল চালাও...আমার বৌটা এখনই রস ছেড়ে দিবে...তোমার আঙ্গুল ঠেলে ঠেলে সবটুকু ঢুকিয়ে দাও আমার বৌয়ের যোনিপথে..."-আমি ও আর থাকতে না পেয়ে রাশেদকে উৎসাহিত করতে লাগলাম।

রাশেদের কাছে আঙ্গুল চোদা খেতে খেতে গুদ তোলা দিয়ে দিয়ে কুহির ওর গুদের ভিতর ওর আঙ্গুলের ধাক্কা নিতে নিতে একটু পর পর কাতরে উঠছিলো, তবে বেশিক্ষণ এই আক্রমণ সহ্য করার মত শক্তি ছিলো না কুহির, তাই "ওহঃ মাগো, আমার কেমন জানি লাগছে...উহঃ উহঃ...আমার গুদের রস বেরিয়ে যাচ্ছে, জানু...তোমার বৌ গুদের রস ছেড়ে দিচ্ছে আঙ্গুল চোদা খেয়ে...আহঃ...আর পারলাম না..."- এই বলে রাশেদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কুহি কেঁপে কেঁপে উঠে ভীষণভাবে কোমর তোলা দিতে দিতে রস খসিয়ে দিলো। আমি কুহিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখলাম যেন ও ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে না যায়।

কুহির শরীরের কম্পন কিছুটা থামার পরে রাশেদ ওর ঠাঠানো বাড়া নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমি ভেবেছিলাম অজিত ওকে এবার কুহিকে চুদতে বলবে, কিন্তু অজিত ওকে "ধন্যবাদ রাশেদ...তুমি এবার গিয়ে দেখো আমাদের খাবার প্যাক হয়েছে কি না?"- বলে অজিত ওকে বেশ নিরাস করে দিলো। রাশেদ খুব কষ্ট করে ওর ঠাঠানো বাড়া প্যান্টের ভিতরে ঢুকিয়ে বের হয়ে গেলো। "আমি জানি, দোস্ত, তুমি আর তোমার খানকী বৌটা দুজনেই খুব আশ্চর্য হয়েছো যে কেন আমি রাশেদকে চুদতে দিলাম না তোমার বৌকে, তাই না? এটা পরে তোমাদেরকে আমি বুঝিয়ে বলবো, এখন কুহি তুমি তৈরি হয়ে নাও বাসায় যাওয়ার জন্যে। জাভেদ, তুমি ওকে ওয়াসরুমে নিয়ে একটু পরিপাটি করিয়ে নিয়ে আসো।"

আমি আর কুহি দুজনে কিছুটা অনিচ্ছা সহকারে উঠলাম। কুহি ওর ব্লাউজের বোতাম লাগিয়ে নিলো, তারপর আমি ওকে নিয়ে বাথরুমের দিকে গেলাম। এদিকে সব খাবার প্যাক করা হয়ে গেছে, তাই অজিত বিল মিটিয়ে দিলো। আমরা ফিরে আসার পরেই অজিত বললো, "চলো, সব রেডি আছে।" আমরা সবাই রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে গাড়ীর দিকে গেলাম আর রাশেদ আমাদের পিছন পিছন সব খাবারে প্যাক নিয়ে আসছিলো।

গাড়িতে আবার ও আমিই ড্রাইভিং সিটে বসলাম, আর কুহি আর অজিত পিছনে বসলো। রাশেদ সব খাবার সুন্দর করে গুছিয়ে রাখলো গাড়ীর ভিতর। "দোস্ত, তুমি রাশেদকে কিছু টিপস দিয়ে দাও...ও তোমার বৌকে অনেক কষ্ট করে সুখ দিয়েছে না, তাই একটা ভালো টিপস তো ওর প্রাপ্য।" অজিত আমার বৌকে ওয়েটারকে দিয়ে আঙ্গুল চোদা করিয়ে নিয়ে এখন আমাকেই সেই বিল মিটাতে বলছে, ওয়াও। আর আমি এমনই বোকা Cuckold পুরুষ যে খুব আনন্দ সহকারে সেই বিল মিটানোর জন্যে দ্রুত হাতে মানিব্যাগ খুলে রাশেদের হাতে একটা ১০০০ টাকার নোট ধরিয়ে দিলাম আর ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

সেদিন রাতে বাসায়ঃ

আমি বেশ দ্রুত বেগেই গাড়ী চালিয়েছিলাম, যার কারণে দ্রুতই আমরা বাসায় পৌঁছে গেলাম। গাড়ীর ভিতর অজিত আর কুহির চুমু খাওয়া আর চটকা চটকী আমার গাড়ীর সমান বেগেই চলছিলো। বাসায় পৌঁছে আমি গাঁটে দারোয়ানদের বলে রাখলাম যে একজন মেহমান আসবে। অজিত কুহির কোমর জড়িয়ে ধরে আর আমি খাবারের প্যাকেটগুলি নিয়ে বাসায় ঢুকলাম। অজিত সোফায় বসে গেল কুহিকে নিয়ে চুমু খেতে খেতে আর আমি দ্রুত হাতে টেবিলে খাবার সাজাতে লাগলাম। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরেই বাইরে থেকে গাড়ীর হর্ন শুনতে পেলাম আমি। আমি টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখলাম অজিতের বস বলদেব গাড়ী দরজা খুলে নামছেন। এক গাল হাঁসি নিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন বলদেব। মুখে হাঁসি তো থাকবেই, কারণ যে কামনা চরিতার্থ করার জন্যে তিনি আজ এখানে এসেছেন, এটা কম্পনা করেই হয়ত ওর বাড়া ঠাঠিয়ে আছে।

আমি উনাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। অজিত উঠে দাঁড়িয়ে, "আসুন আসুন...স্যার...বসুন"- বলে বিগলিত হয়ে অভ্যর্থনা জানালো। উনি অজিতের সাথে হাত মিলিয়ে কুহির দিকে ফিরলেন। "ওয়াও ওয়াও...Young Lady...আপনাকে খুব মোহনীয় লাগছে কুহি...ভালো আছেন তো"- বলদেব ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে কুহিকে যেন ওর চোখ দিয়ে একটা চাটান দিলো। কুহি কিছুটা লজ্জিত হৈসে, "ধন্যবাদ, বলদেব সাহেব। আমি ভালো আছি...আপনি কেমন আছেন? প্লিজ বসুন"- বলে উনার সাথে হাত মিলিয়ে কুহি বসার জন্যে অনুরোধ করলো। বলদেব একটা ট্রিপল সিটের সোফার এক কিনারে বসে কুহির হাত ধরে রেখেই ওকে টেনে নিজের পাশে বসিয়ে নিলো। অজিত অন্য সোফায় বসে ছিলো। "সেদিন আপনাকে দেখার পর থেকে তো আমি একদম ভালো ছিলাম না...তবে কিছুক্ষণ আগে অজিতের ফোন পাওয়ার পর থেকে আমি খুব ভালোই আছি।"- একটা ক্রুর Sadi stic (ধর্ষকামী) হাঁসি দিয়ে জবাব দিলেন বলদেব।

আমি আবার টেবিলের কাছে ফিরে গিয়েছিলাম। ওরা বসে কথা বলছিলো। সব সাজানো হতেই আমি ড্রয়িংরুমে গিয়ে সবাইকে খাবারের জন্যে ডাক দিলাম। বলদেব কুহির হাত একদম না ছেড়ে ওকে এক রকম বগলদাবা করেই হেঃ হেঃ করতে করতে খাবার টেবিলের কাছে আসলো। টেবিলে কুহিকে ঠিক মাঝখানে রেখে অজিত আর ওর বস দু পাশে বসলো। আমি অন্যপাশের চেয়ারে বসলাম।

"আরে...এ তো বিশাল আয়োজন করেছেন জাভেদ সাহেব...এতো কিছুর তো দরকার ছিলো না, যেখানে আপনার খানকী বৌটার মত হট মাল আছে আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেয়ার জন্যে!"- বলদেব একটা বিশ্রী নোংরা হাঁসি দিয়ে কুহির দিকে একটা কুৎসিত দৃষ্টি দিয়ে নিজের জিত দিয়ে নিজের ঠোঁট চেটে নিয়ে একটা সত্যিকারের লুচা লোকের মত করে বললো। ওর কথায় অজিত হো হো করে হৈসে উঠলো। আমার চোখমুখ রাগে লাল হয়ে যাচ্ছিলো। আমি বললাম, "খাবারের ব্যবস্থা তো অজিত করেছে, আমি নয়।"

"হ্যাঁ, সব কাজ তো অজিতই করেছে, এই খাবের ব্যবস্থা ও, আর এই খাবারের ব্যবস্থা ও"- বলে বলদেব টেবিলের খাবারের দিকে একবার ইঙ্গিত করে আবার কুহির শরীরের দিকে ইঙ্গিত করলো। কুহি লজ্জায় মাথা নিচু করে এই নোংরা লোকটার মুখের নোংরা ভাষা শুনছিলো। আমি চোখ গরম করে বলদেবের দিকে তাকালাম। আমাকে চোখ গরম করে তাকাতে দেখে বলদেব চট করে এক হাতে কুহির থুঁতনির নিচে ওর মুখকে ধরে টেনে নিজের মুখের কাছে এনে নিজের পান খাওয়া নোংরা জিত লম্বা করে মুখের বাইরে বের করে এনে কুহির ডান গালের নিচ থেকে উপরে চোখের কাছ পর্যন্ত টেনে লম্বা একটা চাটান দিলো, "ওহঃ দারুন মিষ্টি তো মাগীর গালটা"- বলে আবার ও একই কাজ করলো। কুহির গালে একটা নোংরা লোকের এভাবে নোংরা লাল জিত বের করে আমার সামনে চাটান দিতে দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম, বুঝতে পারলাম, এই লোক খুব নিচ মন মানসিকতার অভদ্র ইতর ধরনের লোক, ঐকে সামলানো খুব কঠিন হবে কুহির জন্যে, এ যে আজকে কুহির সাথে কি কি নোংরা খেলা করতে পারে, সেটা আমার ধারণাতেই আসছে না।

"বলদেব, প্লিজ খাবারটা খেয়ে নিন, আমরা সবাই ক্ষুধার্ত, আর কুহির ও খিদে লেগেছে, ওকে শান্তিমত খেতে দিন, প্লিজ"-আমি সবার মনোযোগ অন্য দিকে ফেরানোর চেষ্টা করলাম। "আরে জাভেদ সাহেব, আমার পেটে আর পেটের নিচে যে একটা মোটা বড় ডাঙা আছে, ওটার ও খুব খিদে লেগেছে, তাইতো আপনার সুন্দরী বৌয়ের গাল চেটে খাবার শুরু করে দিলাম।"- বলদেব তাড়িয়ে তাড়িয়ে আমাকে বলছিলো, "আপনার সতী বৌয়ের গাল চেটে দিলাম দেখে কি আপনার খুব রাগ হচ্ছে আমার উপর? আমি কিন্তু মেয়েদের সারা শরীর চেটে চেটে খাই, আর মেয়েদেরকে ও আমার সারা শরীর চেটে চেটে আমাকে সুখ দিতে হয়, সেটা বোধহয় আপনার জানেন না। এমন ভবকা সুন্দরী মাগীকে ওর স্বামীর সামনে ওর নিজের ঘরে আচ্ছন্নত চুদতে পারবো, এটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দের ঘটনা, তাই আজ আমাকে বাঁধা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমার সুখ আমি ষোলআনা আদায় করে তবেই ছাড়বো আপনার বিবিকে।"

"সুখ নেয়ার জন্যে সারা রাত পড়ে আছে বলদেব সাহেব। এখন সবাই মিলে খাবারটা খাই, কেমন?"- আমি নরম গলায় যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করলাম, যদি ও জানি যে এই শুয়ারটার গবেট মাথাতে আমার ভদ্র ভাষা একটু ও ঢুকবে না। "কিন্তু আমি যে সেই সুখ এই মুহূর্ত থেকেই নেয়ার চেষ্টা করবো। এই মাগী, তুই তোর লেহঙ্গার নিচের অংশটা খুলে ফেল, তারপর আমার এই রানের উপর

এসে বস, আমার কোলে চড়িয়ে আজ আমি তোকে আদর করে করে খাওয়াবো। উঠ...ওটা খুলে ফেল"- বলদেব হঠাৎ করে অত্যন্ত জোরালো রাগী গলায় হুংকার দিলো। কুহি এই লোকের এমন অভদ্র আচরণ দেখে যার পরনাই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু কেন জানি এমন খারাপ ব্যবহার ও ওর শরীরে আঙনের হলকা কামভাব ছড়িয়ে দিচ্ছিলো, সেটা সে বুঝতে পারছে না। আমি বা কুহি কিছু বলার আগেই অজিত বেশ গম্ভীর গলায় বললো, "কুহি, আমার বস যা বলে, তাই করো। উনাকে সম্বন্ধ করাই তোমার আজকে রাতের প্রধান কাজ।" ও এই বলে অজিত আমার দিকে একটা সতর্ক সাবধানী হাঁসি দিয়ে একটা চোখ টিপ মেরে অন্য রুমের দিকে যেতে বললো। আমি উঠে রান্নাঘরের দিকে গেলাম আর অজিত ও আমার পিছন পিছন এলো।

"দোস্তু, আমার বস, খুব রাগী মানুষ, তুমি প্লিজ উনাকে রাগিয়ো না...তুমি যদি উনাকে রাগাও, তাহলে উনি কুহির উপর আরও বেশি টর্চার করার চেষ্টা করবেন, আর এতে যদি তুমি খেপে যাও, উনি কিন্তু রাগ করে এখান থেকে চলে যাবেন, তাতে তোমাদের দুজনের আজ রাতের আনন্দটা মাটি হয়ে যাবে আর আমার ও প্রোমোশনটা আটকে যাবে"- অজিত আমার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলো। "কিন্তু তুমি দেখেছো, উনি যে আচরণ করছেন ঘরে ঢুকা মাত্রই, এটা তো কোন ভদ্র আচরণ নয়। হ্যাঁ, উনি কুহিকে ভোগ করবেন, কিন্তু সেটা তো সম্মানের সাথে হতে হবে, তাই না?"- আমি অজিতকে পাল্টা যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করলাম। "ওহঃ বন্ধু, তোমাকে আমি বঝাতে পারি নাই, আমার বস যত খারাপ জঘন্য আচরণই করুক না কেন, তুমি সব সময় দেখো তোমার বোয়ের অবস্থা, দেখবে আমার বসের প্রতিটা নোংরা জঘন্য কাজ কুহি কি রকম আনন্দের সাথে করে। তুমি যদি সব কাজে বাঁধা হয়ে দাড়াও, তাহলে কুহি ও নিজের মন থেকে সেই সুখটা নিতে পারবে না, বুঝতে পারছো, আমি কি বোঝাতে চাইছি?"- অজিত বেশ অধৈর্যের সাথে বললো।

"ঠিক আছে। চল, আমি কোন কথা বলবো না, কিন্তু কুহি যদি উনার কোন কাজে না বলে বা করতে না চায়, তাহলে উনি যদি জোর খাটায়, সেটা ভালো হবে না কারো জন্যেই, এটা তোমাকে আমি বলে দিলাম।"- আমি অজিতের কথা মেনে নেয়ার চেষ্টা করলাম। আমরা দুজনে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে টেবিলের কাছে আসতেই দেখতে পেলাম যে কুহি ও লেহেঙ্গা খুলে ফেলে বলদেবের এক রানের উপর বসে আছে নিচের দিকে মুখ করে।

"আরে...জাভেদ সাহেব, আপনি কোথায় চলে গেলেন? আপনাদের ছাড়া তো আমার মাগীটা কিছুই মুখে তুলছে না...বসুন বসুন"- বলে বলদেব একটা তাড়া দিলো যেন আমাদের। আমরা সবাই বসে খাবার টেনে নিলাম। বলদেব এক হাতে কুহির কোমর জড়িয়ে ধরে আছেন যেন কুহি উনার রানের উপর থেকে পড়ে না যায়, আরেকহাতে সুপের বাটি থেকে চামচে করে সুপ নিয়ে কুহির মুখের সামনে ধরছেন, কুহি আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ হা করলো, বলদেব যেন নিজের বৌকে আদর করে সুপ খাইয়ে দিচ্ছেন। আমরা সবাই চুপ করে সুপ খেতে লাগলাম। সুপ খাওয়ার পরে রুটি দিয়ে মাংশ মাথিয়ে বলদেব কুহির মুখে তুলে দিলেন, এরপর নিজের মুখে ও রুটি মাংশ নিলেন। এবার বলদেব নিজের মুখের খাবার কিছুটা চাবানোর পরে গিলে না ফেলে কুহির মুখ নিজের মুখের কাছে টেনে ওকে হাঁ করতে বললেন, কুহি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাঁ করলো। বলদেব নিজের মুখের চাবানো খাবারগুলি যেভাবে মা পাখি বাচ্চাদের ঠোঁটের ভিতর ঠোঁট ঢুকিয়ে খাবার ঢুকিয়ে দেয়, সেই ভাবে নিজের মুখের চাবানো থু থু লাগানো দলাপাকানো খাবারগুলি নিজের মুখ থেকে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কুহির মুখের ভিতর ঠেলে দিলেন। এক কথায় নিজের মুখের খুটা খাবার কুহির মুখে ভরে দিলেন, আমার সারা গা ঘূণায় ঘিনঘিন করে উঠলো বলদেবের এই কদর্ব কাণ্ড দেখে।

পুরোটা সময় হাতে ধরা একটা পুতুলের মত করে কুহির পুরো খাওয়া বলদেব নিয়ন্ত্রন করলেন। ফাঁকে নিজের মুখে থেকে খাবার কিছুটা চাবিয়ে খুটা খাওয়ানো চলছিলো সারাক্ষণই। তবে কুহিকে তিনি খুব অল্প খাবার খেতে দিলেন, আর নিজেও ও অল্প খাবারই খেলেন। আমি ও বেশি খাবার খেতে পারলাম না। তাই অনেক খাবারই নষ্ট হলো। খাওয়া শেষ হওয়ার পরে আমি আর কুহি মিলে খাবার টেবিলের সব কিছু রান্নাঘরের দিকে সরিয়ে নিতে শুরু করলাম। বলদেব উঠে এসে কুহির পিছন পিছন কুহি যদিও হাতে সেদিকে পিছন পিছন হাঁটছিলো, আর ফাঁকে ফাঁকে কুহির উলঙ্গ নিচের অংশে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নিজের কাপরে ঢাকা পুরুষাঙ্গটা কুহির পাছার সাথে ডলে ডলে দিচ্ছিলেন। কুহি যখন একটু ঝুঁকে টেবিলের উপর থেকে বাটি, চামচ নেয়ার চেষ্টা করছে, বলদেব পিছন থেকে কুহির কোমর ধরে যেন ওকে পিছন থেকে চুদছেন এইভাবে ওর পাছার সাথে নিজের বাড়া রগড়াতে লাগলেন। কুহির পড়নে সেই **Gratless** প্যানটি ছিলো, তাই বলদেবের ফুলে উঠা বাড়া ঠিক গুদের ঠোঁটের কাছেই ঘষা খাচ্ছিলো, কুহি বলদেবের এহেন নিচ কর্মকাণ্ডে যার পরনাই উত্তেজিত হয়েছিলো।

খুব দ্রুতই সব গোছানো হয়ে গেল। বলদেব আবার ও কুহির হাত ধরে ওকে বগলদাবা করে সোফায় গিয়ে বসলো। আমি অনেকগুলি বিয়ারের ক্যান নিয়ে এসে সোফার সামনের টেবিলে রাখলাম। বলদেব কুহির কাঁধে হাত রেখে একটু পর পর বিভিন্ন বিদ্রী়ী বিদ্রী়ী কথা বলছিলো আর এক হাত দিয়ে কুহির খোলা জাঙে হাঁটুতে, গুদের কাছের বেদীতে হাত বুলাচ্ছিলো। আমি এসে বসতেই বলদেব বললো, "অজিত, গাড়িতে একটা ছোট ব্যাগ আছে ঠিক ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটের উপর, ওটা একটু নিয়ে আসো তো।" অজিত উঠে চলে গেল ব্যাগ আনতে। আমি শেষে ঠিক বলদেবের সোফার মুখোমুখি আমার লাভসিটে বসলাম। আমাকে দেখে কুহি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলো কেন যেন। "জাভেদ সাহেব, আপনার বৌটা একটা কড়া মাল...এমন মাল আপনি কিভাবে ঘরে বেঁধে রেখেছেন, সেটা ভেবে আমি খুব আশ্চর্য বোধ করছি..."-বলদেব আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললো।

"ভালবাসা দিয়ে বেঁধে রেখেছি।"-আমি চট করে জবাব দিলাম।

"না...না...জাভেদ সাহেব...ভালবাসা দিয়ে এই রকম কুত্তিদের ঘরে বেঁধে রাখা যায় না...এদেরকে আমার এটার মত জিনিষ দিয়ে পিটিয়ে ঘরে রাখতে হয়"- বলে বলদেব নিজের বাড়ার উপর হাত বুলাতে বুলাতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন। বলদেব কুহির একটা হাত টেনে নিয়ে প্যান্টের উপর দিয়ে নিজের ফুলে উঠা বাড়ার উপর রাখলেন। কুহি যেন একটু চমকিত হয়ে গেল নিজের হাত বলদেবের বাড়ার উপর পড়তেই। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে বলদেবের বাড়ার নিশ্চয় কোন বিশেষত্ব আছে যার কারণে কুহি এমন চমকে উঠেছে। এর মধ্যে অজিত ফিরে এলো, একটা মাঝারী সাইজের ব্যাগ এনে রাখলো বলদেবের পায়ের কাছে। বলদেব ওটা উঠিয়ে নিজের কোলে নিলেন। এর পর এক এক করে ওই ব্যাগ থেকে বিদঘুটে সব জিনিষ বের করতে শুরু করলেন।

প্রথমে বের করলেন একটা সিডি, ওটা অজিতের হাতে দিয়ে বললেন, "অজিত, একটু পর জাভেদ সাহেবের সুন্দরী স্ত্রীকে নাচাবো এই গানের তালে তালে"। এরপর বের করলেন এক জোরা ক্ল্যাম্পের মত দেখতে জিনিষ যেটা একটা চেইনের সাথে দুটো ক্ল্যাম্প আটকানো। ওটা আমাদের দেখিয়ে বললেন, "এই দুটো হলো কুহির দুটো ডবকা দুধের বড় বড় দুটি নিপলের জন্যে চেইনওলা ক্লিপ, কুহিকে চোদার সময় ওর দুধের বৌটায় এগুলি লাগাবো"। কুহি যেন শিউরে উঠলো এগুলি দেখে, সাথে সাথে আমার চোখ বড় হয়ে কপালে ভাজ পড়ে গেলো। এবার বের করলো এক জোড়া হাতকড়া, ঠিক যেন পুলিশরা আসামীদের যে ধরনের হাতকড়া পড়িয়ে রাখে, সেই রকম। "এই দুটো হলো জাভেদ সাহেবের সুন্দরী স্ত্রী কোমল দুটি হাতের জন্যে"- বলদেব ঘোষণা দিলো। এবার বের করলো সে একটা বেস্তের মত গোল একটা জিনিষ যার এক মাথার সাথে একটা লম্বা মোটা চেইন লাগানো। "এটা হলো এই কুত্তির গলার জন্যে বাকলস এবং চেইন। ঠিক কুত্তির গলায় যেভাবে মালিকেরা বাকল বেঁধে দিয়ে ওটাকে নিজের বলে দাবি করে, তেমনি জাভেদ সাহেবের এই পাগলা কুত্তিটাকে আমি আজ গলায় আমার নামের বাকলস পড়িয়ে দিয়ে এই চেইন লাগিয়ে ওটাকে হাঁটাবো, আর এদিক সেদিক যেতে চাইলে চেইনে টান দিয়ে কুত্তিটাকে কন্ট্রোল করবো"- বলদেব ঘোষণা দিলো।

এবার বের করলো একটা লম্বা হাতল ওয়াল চামড়ার বেস্তের মত তবে বেশ চিকন একটা দড়ি টাইপের জিনিষ। "এটা হলো, এই কুস্তির বড় পাছটাতে পিটানোর জন্যে চাবুক। এটা দিয়ে এই মাগীর পাছায় পিটিয়ে পাছা লাল করে তারপর আমরা এক চুদবো।"-বলদেব ঘোষণা দিল। আমার সারা শরীর উত্তেজনায় যেন অসহায়ের মত কাপতে লাগলো এগুলি দেখে। কুহি ও চোখ বড় বড় করে বলদেবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর শিহরনে আমার মতই কাঁপছে। এবার বের করলো একটা ক্লিপের মত খুব ছোট একটা জিনিষ, "এটা হলো কুহির গুদের ভঙ্গাকুরে আটকানোর জন্যে ক্লিপ"-বলদেব জানালো। এবার বের করলো একটা ছোট বোতলের মত একটা জিনিষ যার ভিতরে পানির মত তরল কি যেন ভর্তি, "এটা হলো কুহির পৌঁদ মারার তেল।"-বলদেব জানালো, এটা দেখে কুহি যেন লজ্জায় মাথা উঠাতে পারছে না। এরপর বের করলো একটা গোল ছোট টেনিস বলের মত গোলাপি রাবারের বল যেটার দুদিকে একটা গোল চামড়ার বেস্ত লাগানো, "এটা হলো গ্যাগ বল, এটা কুহির মুখের ভিতর ঢুকিয়ে ওর মাথার পিছনে বেস্তের মত লাগিয়ে দিবো, যেন মুখ দিয়ে কোন কথা না বের হয়, শুধু ঘোঁত ঘোঁত শব্দ বের হবে"- বলদেব জানালো। কুহি যেন আবার ও শিহরিত হলো। এবার বের করলো একটা কিছুটা চোখা রাবারের মত কিছুটা মোটা একটা জিনিষ যেটা দেখতে অনেকটা মানুষের বাড়ার মত, কিন্তু বেশ ছোট, যার এক মাথায় একটা কুকুরের লেজের মত লম্বা এক গোছা কৃত্রিম চুল লাগানো, "এটা হলো বাটপ্লাগ, এটা কুহির পৌঁদের ফুটায় ঢুকিয়ে দিবো, তাতে ওর পৌঁদের ফুটো সব সময় বন্ধ থাকবে আমাদের পৌঁদ মারার আগ পর্যন্ত, আর এই গোছা চুলের কারণে ওকে একটা লেজওয়াল কুস্তির মত দেখাবে, যখন ও হাঁটবে।"-বলদেব ঘোষণা করলো। আর বোধহয় কিছু ছিল না ব্যাগের ভিতর তাই বলদেব এবার ওর ব্যাগটা কোল থেকে নামিয়ে পাশে রাখলেন। আর কৌতুকভরা চোখে আমার দিকে চাইলেন, যেন বুঝতে চাইলেন যে "বুঝেছ তে যে তোমার বৌকে নিয়ে আজ আমরা কি কি করবো, তোমার কি কিছু বলার আছে?"

আমি কি বলবো, রাগে ফেটে পরে এই হারামজাদাকে ঘর থেকে বের করে দিবো নাকি লজ্জায় নিজের গলায় দড়ি দিবো, বুঝতে পারছিলাম না। তারপরেই আমার খেয়াল হলো যে কুহি কি চিন্তা করছে, ও কি এগুলি সহ্য করতে পারবে? আমি সরাসরি কুহির দিকে তাকালাম, কুহি ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো, আমি সবার সামনেই শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম কুহিকে, "জান, অজিতের বস, এই বলদেব যে কেমন হারামজাদা, ওর মনে যে কি খারাপ চিন্তা চলছে, বুঝতে পারছো তো তুমি। এখন বলো, ওরা থাকবে নাকি এই দুজনকে আমি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিবো। তুমি যদি ওদের থাকতে বলো, তাহলে ওরা তোমার সাথে আজ সারা রাত যে কি করবে, সেটা চিন্তা করেই আমার শরীরে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে, আর তুমি যদি না চাও, তাহলে আমি ওদের দুজনকেই এখনই ঘর থেকে বের করে দিবো, বলো জান, তোমার ওদেরকে ভয় করার দরকার নেই, এই শহরে এমন কেও নেই যে আমাকে ভয় দেখাবে।"- এগুলি বলতে বলতে উত্তেজনায় আমি সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। অজিত নিজে ও ওর বসের ব্যাগের ভিতর এসব জিনিষ দেখে আর ওর বসের মুখে কুহি কে দিয়ে কি কি করাবে শুনে একেবারে থ হয়ে গিয়েছিলো। তাই সে বুঝতে পারছিলো যে আমার এই উত্তেজিত হওয়া আসলেই ন্যায্য। অজিত চুপ করে কুহির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কুহি উঠে এসে আমার চোখে চোখ রেখে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে আলত করে চুমু খেল, আর আমার কানে ফিসফিস করে বললো, "জান...আমার সোনা...আমার জান...আমি চাইছি ওরা থাকুক...জান, তুমি কি আমার উপর খুব রাগ করবে যদি আমি ওদের থাকতে বলি।" আমি যেন বিস্ময়ে বাকহারা হয়ে গেলাম কুহির কথা শুনে, কিন্তু আমার মনে প্রথম থেকেই একটা সন্দেহ ছিলো যে এমন একটা কিছু হতে পারে। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কুহিকে একটা আলতো চুমু খেয়ে বললাম, "না...জান...আমি এতটুকু ও রাগ করবো না...কিন্তু তোমাকে ওরা খুব কষ্ট দিবে আজ...এটা আমার মনে কাঁটার মত বিধে আছে।"

কুহি আমার কাছ থেকে সড়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে প্রতীতি অক্ষর জোর দিয়ে দিয়ে বলছিলো) বললো, "অজিত, তুমি আর তোমার এই নোংরা ইতর বস, আমাদের বাসায় আজ রাতের জন্যে থাকতে পারো, (এটুকু বলার পরেই অজিতের মুখে হাঁসি ফুটলো) আর আমার সাথে যা ইচ্ছা করতে পারো, কিন্তু..."-কুহি থামলো এবং ঘুরে অজিতের বসের দিকে তাকালো, "কিন্তু কোন কাজেই আমাকে খুব কষ্ট দেয়া যাবে না...অল্প কষ্ট আমি মেনে নিবো, কিন্তু যেটাতে বেশি কষ্ট হবে সেটা অবশ্যই তোমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে...বুঝতে পেরেছো? তোমরা রাজী?"- কুহি এবার সর্গর্বে অজিতের বসের দিকে তাকিয়ে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলো। "আমি রাজী..."-অজিতের বসের মুখে শয়তানি শিয়ালের মত হাঁসিটা ফিরে আসলো। বলদেব এক বাটকায় কুহিকে টেনে নিজের কোলের উপর ফেলে ওর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট গুজে দিলো। বলদেব আর কুহি এক আগ্রাসী পশুর মত দুজন দুজনের মুখের ভিতর ঠোঁট লাগিয়ে জীভ নাড়িয়ে নাড়িয়ে চুমু খেয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, সেই চুমু যেন শেষ হবার নয়।

অজিত উঠে পিছন থেকে কুহির পিঠে, ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, এবার কুহি বলদেবের সাথের চুমু ভেঙ্গে ঘাড় ঘুড়িয়ে অজিতের দিকে তাকালো, বলদেবের কোল থেকে উঠে কুহি সোজা দাঁড়িয়ে অজিতের গলা জড়িয়ে ধরে নিজের সারা শরীর অজিতের শরীরের সাথে মিশিয়ে দিয়ে এক লম্বা চুমুতে জোড়া লাগিয়ে গেলো। আমি এসে আমার নির্দিষ্ট সোফায় বসলাম। বলদেব আমার দিকে ওর ব্যাগ থেকে বের করা সিডি টা ছুড়ে দিলো, আর বললো, "জাভেদ ভাই, সিডি টা লাগিয়ে দাও, একটু জোরে ভলিউম দিয়ে, খুব হট গান আছে এর ভিতরে, শুনলে দেখবে আমাদের সবার বাড়া ঠাঠীয়ে যাবে, আর তোমার বৌকে নাচাবে এই গানের তালে তালে।"-বলে একটা বিশ্রী নোংরা দৃষ্টি দিলো বলদেব কুহির দিকে।

আমি উঠে সিডি টি চালিয়ে দিলাম আর ভলিউম টা বাড়িয়ে দিয়ে এসে বসলাম। একটা নোংরা বাংলা গাল চালু হলো, গান চালু হবার সাথে সাথে অজিত কুহিকে ছেড়ে দিয়ে এসে নিজের জায়গায় বসলো। গানের প্রথম কলি ছিলো, "এতো বড় কচি লাউ হাতে ধরা দায়, মাচার মাঝে মারে উকি দেখে তাক লেগে যায়... ও দাদা, তাক লেগে যায়..."- নোংরা চটল অশ্লীল ভাষার আঞ্চলিক গান, যেটাতে কোন এক মহিলার বুকের বড় বড় দুধ নিয়ে খারাপ খারাপ সব কথা বলা আছে। গানের প্রথম অস্তরা শুনেই আমার চোখ বড় হয়ে গেলো, এমন খারাপ গান যে আছে আমাদের ভাষায়, সেটা আমার জানাই ছিলো না। বলদেব এক গাল হাঁসি দিয়ে কুহিকে নাচতে বললো, কুহি গানের তালে তালে ধীরে ধীরে নিজের কোমর দোলাতে শুরু করলো, আন্তে আন্তে কোমরের সাথে সাথে নিজের বুক ও দুলাতে দুলাতে নিজের হাত পা ছুড়তে লাগলো। আসলে কুহি এই জীবনে বিভিন্ন হিন্দি গানের সাথে অনেক নেচেছে, কিন্তু কোনদিন এই রকম অশ্লীল ভাষার গানের সাথে নাচে নি, তাই কিভাবে শরীর নাচালে বা দোলালে সবার ভালো লাগবে, সেটা সে বুঝতে পারছিলো না। তারপর ও সে যথাসাধ্য শরীর দুলাচ্ছিলো। বলদেব ওকে বললো, "তোরা ব্লাউস খুলে ফেল, তারপর নাচ রে মাগী", কুহি এবার দাঁড়িয়ে নিজের ব্লাউজ খুলে ফেললো, আর ব্লাউজের নিচে কিছু না থাকার কারণে ওর বড় বড় দুটি তাজা কঠিন লাউ বলদেবের চোখের সামনে উমুক্ত হলো। আমি আর অজিত তো কুহির বুকের সৌন্দর্যের সাথে পরিচিত ছিলাম, কিন্তু বলদেব নিজের চোখের সামনে কুহির দুধ জোড়া দেখে যেন আর স্থির থাকতে পারলো না। কুহি ব্লাউজ খুলেই আবার নিজের বুক, কোমর, হাত পা নাচাতে লাগলো, এবার যেন কুহির নাচন খুব বিশ্রীভাবে আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বলিত হলো। কারণ গানের অশ্লীল কলির সাথে কুহির শরীরের অশ্লীল নাচন যেন মিলন হলো এবার। কুহির পড়নে এখন শুধু ওর সেই গুদের কাছে কাঁটা একটা পাতলা প্যান্ট।

বলদেব উঠে এসে কুহির দুধের হাত দিয়ে নিজে ও কুহির সাথে সাথে শরীর দোলাতে লাগলো, আমাদের কাছে যেন মনে হচ্ছিলো, একটা বড় মহিষ তার শরীর দুলাচ্ছে। কুহির দুধ নানা ভাবে ধরে টিপতে টিপতে ছানতে লাগলো বলদেব। কুহি গানের তালে তালে বলদেবকে মাঝে মাঝে চুমু খাচ্ছিলো। বলদেব এবার কুহিকে ছেড়ে দিয়ে নিজের শার্ট, প্যান্ট, মোজা সব খুলতে লেগে গেল। সিডিতে এখন কলি শোনা যাচ্ছে "খালি গাছে বড় লাউ ঝড়েনি তো ফুল, দেখে যে গো চেংরা বুড়োর মন করে ব্যাকুল।" বলদেব দ্রুত হাতে নিজের সব কাপড় খুলে ফেললো, শুধু ওর জাম্পিয়ারটা আছে এখনও পরনে, যার সামনের অংশটা বিশাল উঁচু হয়ে বীভৎসভাবে ফুলে আছে। বলদেব কুহিকে ওটা খোলার জন্যে বললো। কুহি নাচ থামিয়ে বলদেবের সামনে হাঁটু গুঁড়ো ওর জাম্পিয়ারটা একটু একটু করে নিচের দিকে নামাতে লাগলো। বাট করে একটা বিশাল মোটা কালো অজগর সাপের মত বাঁকানো আকাটা বাড়া জাম্পিয়ার বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে কুহির চোখের সামনে যেন স্প্রিঞ্জের মত দুলতে লাগলো। কুহির নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল বলদেবের বাড়া দেখে। লম্বায় ওটা ছিলো অজিতের বাড়ার চেয়ে ও বড়, মোটায় ও অজিতের চেয়ে ও বেশি মোটা, বিশাল এক জোড়া ষাঁড়ের বিচি যেন ঝুলে আছে বাড়ার নীচে, বাড়াটা এতো ভারী যে ঠাঠানো অবস্থাতেও ওটা পুরো উপরের দিকে উঠে তাকাতে পারছিলো না, একটু ঝুঁকে যেন নিচের দিকে মুখ করে রাখছিলো বলদেবের বাড়ার মাথা।

কুহি জাঙ্গিয়া পুরো খুলে ফেললো, এরপর উঠে দাঁড়ালো। কুহি আবার ও নাচতে শুরু করলো, নাচতে নাচতে এবার কুহি ইশারা করে অজিতকে ডাক দিলো। অজিত উঠে এসে সামনে দাঁড়াতেই কুহি অজিতের কাপড় খোলা শুরু করলো, সাথে সাথে নিজের শরীর দোলানো ও বন্ধ করে নাই কুহি। বলদেব কুহির পিছনে দাঁড়িয়ে নিজের শরীর দুলাতে দুলাতে কুহির বড় বড় মাই দুটি নিজের হাতের মুঠোয় ধরার চেষ্টা করলো, কিন্তু কুহির মাইগুলি সতিই এতো বড় বড় ছিলো যে বলদেবের বিশাল হাতের মুঠোতে কুহির মাইরের সামান্য অংশই ধরা পড়ছিলো।

কুহি এতক্ষনে অজিতের সব কাপড় খুলে ফেলেছিলো, অজিতের ঠাঠানো বাড়া দেখে নিজের কোমর বিশ্রী ভাবে দোলাতে দোলাতে একটু নিচু হয়ে অজিতের বাড়ায় একটা চুমু খেল কুহি। আমি জানি আমার কাপড় কেও খুলে দিবে না, তাই আমি নিজেই নিজের কাপড় খোলায় ব্যস্ত হলাম। এবার কুহিকে মাঝে রেখে বলদেব ও অজিত দুজনেই শরীর দোলাতে লাগলো, কুহি নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে বলদেবের বাড়টাকে ছুঁয়ে দিচ্ছিলো।

গানটি শেষ হয়ে গেলো, ও সেকেন্ড পরেই আবার ও খুব অশ্লীল একটা গান চালু হলো, এবারে গানের প্রথম কলি হলো, "ও বৌদি, তুমি তোমার কাপড় তোল, না পারলে তুলতে কাপড় তুমি আমায় বলো, বৌদি ভিজে যাবে, বৌদি জ্বলে পুড়বে, বৃষ্টি হলে তোমার কাপড় ভিজে যাবে, ও বৌদি ভিজে যাবে"। পাঠকগণ বুঝতেই পারছেন কি ধরনের অশ্লীল ভাষার আর মিউজিকের গান এগুলি। আবার ও নাচ শুরু হলো বলদেব, কুহি আর অজিতের। সবার চোখে মুখে কামনা ক্ষুধা যেন গানের তালে তালে ধীরে ধীরে বাড়ছিলো। বলদেব এবার কুহির কোমর জড়িয়ে ওর পাছায় হাত লাগাচ্ছিলো আর ফাঁকে ফাঁকে ওর গুদ মুঠো করে ধরছিলো। এই গানটি ও শেষ হলো এভাবে অশ্লীল নাচ নাচতে নাচতে। আমি আমার বাড় বের করে ধীরে ধীরে খেঁচছিলাম ওদের এই অশ্লীল নাচ দেখে।

এই গানটি শেষ হওয়ার পরে বলদেব আমাকে ইশারা করলো গান বন্ধ করে দেয়ার জন্যে। আমি উঠে সিঁড়ি প্লেনার বন্ধ করে দিলাম। এবার বলদেব আর অজিত দুজনে গিয়ে সোফায় বসলো তবে কুহিকে ওদের মাঝে বসতে না দিয়ে ওকে নিচে ফ্লোরে হাঁটু পেঁড়ে বসতে বললো। বলদেব ডাক দিলো, "জাভেদ সাহেব, কাছ আসুন, আপনার সুন্দরী স্ত্রীকে এবার আমরা আজ রাতের জন্যে আমাদের মাগী বানিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করবো...কাছে এসে দেখুন।" আমি উঠে এসে কুহির পাশেই হাঁটু পেঁড়ে সোফার কাছে ফ্লোরের উপরই বসলাম। বলদেব কুহির জন্যে আনা গলার বাকলসটা নিজের হাতে নিয়ে কুহির গলায় ধীরে ধীরে পড়িয়ে দিলো। কুহির গলায় ওটা সামান্য টিলে হয়ে লাগলো যাতে কুহির নিঃশ্বাস নিতে কোন কষ্টই না হয়। বাকলসের গায়ে খোদাই করে বলদেবের নাম লিখা, তার মানে কুহি এখন থেকে বলদেবের কুন্তি, যার চেইন বলদেবের হাতে। গলায় কুকুরের বাকলস পড়িয়ে কুহিকে নিজের সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা দিল বলদেব। এবার বলদেব কুহিকে হাতে পায়ে ভর দিয়ে ওর পাছা বলদেবের দিকে মুখ করতে বললো। কুহি তাই করলো। বলদেব আমাকে হুকুম দিলো কুহির প্যানটি খুলে দেয়ার জন্যে। আমি কুহির প্যানটি খুলে দিলাম, কুহি পা আলগা করে ওটা খুলতে আমাকে সাহায্য করলো। এবার বলদেব আমাকে বললো কুহির পাছার দাবনা দুইটি ফাঁক করে ধরে ওর পোঁদের ফুঁটাতে বলদেবের আনা তেলটা লাগিয়ে দিতে। আমি ও যেন আজ বলদেবের চাকর, এমনভাবে ওর প্রতি কথা আমি তামিল করতে লাগলাম। কুহির পাছার দাবনা দুটি ফাঁক করে ধরে ওই বোতল থেকে কিছুটা তেল নিয়ে আমি কুহির পোঁদের ফুঁটাতে লাগতে লাগলাম। "জাভেদ সাহেব, পোঁদের ফুঁটাতে আঙ্গুল ভরে দিয়ে তেলটা ভিতরে ঢুকিয়ে ফুঁটাকে ডলে ডলে একটু লুজ করে দিন।" আমি একটা আঙ্গুল ঠেলে ঢুকিয়ে দিলাম কুহির পোঁদের ফুঁটায়, কুহি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিলো সুখের নেশায় নাকি অজানা আশঙ্কায়, আমি ঠিক বলতে পারছি না।

আমি বেশ মনোযোগ দিয়ে কুহির পোঁদের ফুঁটাতে ভালো করে তেল মাখাতে লাগলাম, একটু পরে আরও একটা আঙ্গুল যোগ করলাম, এখন দুটি আঙ্গুল দুকছে বেরুচ্ছে কুহির পোঁদের ফুঁটাতে, কুহি উহঃ...আহঃ... করে মাঝে মাঝে শব্দ করছিলো, পোঁদের ফুঁটাতে আমার আঙ্গুল চালানো অনুভব করে। অজিত আর বলদেব ওদের কামনা মাথা চোখে দেখছিলো আমি কিভাবে কুহির পোঁদের ফুঁটা তৈরি করে দিচ্ছি ওদের সুখের জন্যে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে পোঁদের ফুঁটা মালিশ করার পরে বলদেব আমাকে খামতে বলে বাটপ্রাগটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি এবার ওটা চোখা মাথাটা ধীরে ধীরে ঠেলতে লাগলাম কুহির পোঁদের ফুঁটাতে। একটু একটু করে পুরোটাই ঢুকিয়ে দিলাম কুহির পোঁদে, কুহি এতক্ষন দম বন্ধ করে পোঁদের মাসল ছেড়ে দিয়ে ওটাকে ভিতরে ঢুকানোর জন্যে আমাকে সাহায্য করছিলো। পুরোটা ঢুকানো হতেই ও যেন আহঃ বলে সন্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। প্রাগটার সাথে যে লেজটা লাগানো আছে ওটা যেন কুহির শরীরেরই একটা লেজ বলে মনে হচ্ছে। কুহি নিজের শরীরের সাথে প্রাগটাকে খাপ খাইয়ে নিলে সাথে থাকা লেজের পশমগুলি ওর পাছার মসৃণ চামড়ার সাথে লেগে ওকে সুড়সুড়ি দিচ্ছিলো। উফঃ বলে একটা শব্দ করে কুহি বললো, "উহঃ...জানু...ওই পশমগুলির কারণে খুব সুড়সুড়ি লাগছে, তুমি একটু আমার পাছায় হাত বুলিয়ে দাও না"। আমি হাত নিয়ে আগানোর আগেই অজিত চট করে একে খাপড় মারলো কুহির পাছায়, "উহঃ"- বলে একটা শব্দ বের হলো কুহির মুখ থেকে, অজিত ওর অন্য পাছাতে ও খাপড় মারলো, তারপর অজিত আর বলদেব দুজনে মিলেই কুহির দুই পাছার উপর চটাস চটাস করে ক্রমাগত খাপড় মারতে লাগলো, ওর ফর্শা মসৃণ পাছা ধীরে ধীরে লাল হয়ে গেল আর কুহি খাপড় খেয়ে খেয়ে একটু ওক ওক শব্দ করছিলো। ওর এবার খামলো। কুহি ও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কুহির পাছার সুড়সুড়ি এর মধ্যে চলে গেছে মার খেয়ে।

বলদেব এবার হুকুম দিলো কুহিকে, "এই কুন্তি, এবার আমার বাড় চোষা শুরু কর"- এই বলে ওর হাতে ধরা ডগ কলারের চেইনে একটা হেঁচকা টান দিলো, আর সেই টান গিয়ে লাগলো কুহির গলায় পড়ানো বাকলসে, টান খেয়ে উল্টো দিকে ঘুরে থাকা কুহি ওর বাম দিকে কাত হয়ে কার্পেটের উপর পড়ে গেলো। "স্যার, আজকের সব সেক্সুয়াল কাজ কর্ম এখানে না, আমার বন্ধুর বেডরুমে ওদের বিবাহিত বিছানার উপর হবে, চলেন আমার সেখানে চলে যাই। এই খানকীটা সেখানেই আমাদের বাড় চোষা শুরু করবে।"- অজিত আমাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওর বসকে বললো। বলদেব ওর বিশাল পুরুষাঙ্গটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে একটা বিশালদেহি গরীলা ওর বিশাল পুরুষাঙ্গ নিয়ে অনেক কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালো। "চল কুন্তি, একদম কুন্তির মত হাতের আর পায়ের হাঁটুর উপর ভর করে মাথা নিচু করে চল আমাদের সাথে"- বলে বলদেব আবার ও একটা হেঁচকা টান দিলো কুহির গলায় পড়ানো কলারে। টান খেয়ে কুহি কিছুটা সামনে এগিয়ে এলো।

"এক মিনিট, বলদেব। একটু দাঁড়ান। আমি কিছু ছবি তুলে নেই।"- বলে আমি লাফ দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠলাম। মনের মধ্যে চিন্তা এলো এইরকম সুন্দর দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি না করলে ঠিক হবে না। এমন রাত আমাদের দুজনের জীবনে আর কোনদিন আসবে কি না বলা যায় না, তাই কিছু ছবি তুলে রাখা উচিত। আমি আমার মোবাইল বের করে কুহির সামনে এসে পটাপট ছবি তুলতে লাগলাম। কুহি হাত আর পায়ের হাঁটুর উপর ভর দিয়ে আছে, ওর গলার কলারের চেইন বলদেবের হাতে, পাশে দাঁড়ানো গরীলার শরীরের বলদেব, যার বিশাল একটা শোল মাছের মত পুরুষাঙ্গ লটপট করে নড়ছে। একের পর এক ছবি তুলতে লাগলাম আমি। "জানু...একটু হাঁসো...বলদেবের বাড়ার সাথে তোমার গাল মিলাও, সামনের হাত দুটিকে একটু উপরে উঠিয়ে সামনের দিকে হাতের কোনুই ভাজ করে কুকুর যেভাবে সামনের পা দুটি উঠিয়ে দাঁড়ায়, সেভাবে কর..." এই রকম নানা পজিশনে অনেকগুলি ছবি উঠালাম। এবার অজিত এগিয়ে এসে ওর মোবাইল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "দোস্ত, আমার মোবাইলে ও কিছু ছবি তুলে দাও...পড়ে যেন দেখে দেখে আমি বাড়া খিঁচতে পারি"। আমি বললাম, "না...দোস্ত, এই দৃশ্য শুধু আমার মোবাইলে আমার কাছেই থাকবে। তোমরা কেওই এর ভাগ পাবে না। তোমরা আজ মনে ভরে ভোগ করে নাও আমার স্ত্রীকে, অন্য কিছু চেও না আজ।"- আমি অজিতের মোবাইল টান দিয়ে ওর হাত থেকে নিয়ে পাশের টেবিলে রেখে দিলাম। অজিত বুঝতে পারলো যে এই ছবির ভাগ আমি কাউকেই দিবো না, তাই এটা নিয়ে কথা বললে ওদের আজকের আনন্দ ও মাটি হয়ে যেতে পারে। আমি বললাম, "অজিত তুমি ও আমার কুন্তি বোটার পাশে এসে দাঁড়াও, দুজন দুপাশ থেকে কুহির মাই দুটি ধরে রাখো, আর কুহি তোমাদের দুজনের দুটি বাড় দু হাত দিয়ে ধরে রাখবে।" অজিত তাই করলো, এভাবে ও অনেকগুলি ছবি তোলা শেষ হলো। এবার বলদেব কুহিকে চেইন ধরে টেনে টেনে ড্রয়িং রুম থেকে হাঁটুয়ে সিঁড়ির কাছে আনলো, তারপর নিজে আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো, আর কুহি হাতের আর হাঁটুর উপর ভর করে ধীরে ধীরে ঠিক একটা কুন্তির মতই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। পিছন থেকে আমি পটাপট ছবি তুলছিলাম। আমার পিছনে অজিত ছিল।

পুরো পথ কুহি এভাবেই কুন্তির মত ফ্লোরের উপর হেঁটে চললো, বেডরুমে পৌঁছার পর বলদেব আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "জাভেদ সাহেব, একটু কষ্ট করে নিচ থেকে আপনার বোয়ের জন্যে যে জিনিষগুলি নিয়ে এসেছিলাম, সেগুলি ব্যাগে ভরে উপরে নিয়ে আসবেন, এখন ওগুলি অনেক কাজে লাগবে।" আমি বুঝতে পারলাম যে বলদেব মনে হয় ইচ্ছা করেই আমাকে কিছুক্ষনের জন্যে এখান থেকে সড়িয়ে দিতে চাইছে, আমি অজিতের দিকে ফিরে ওকে সেগুলি নিয়ে আসতে বললাম আর নিজে ছবি তোলায় মন দিলাম।

অজিত এক দৌড়ে নিচ থেকে সব জিনিষ নিয়ে আসলো, এদিকে বলদেব আমার খাটের কিনারে পা নিচে ঝুলিয়ে বসে কুহিকে নিজের কোলে উঠিয়ে চুমু দিচ্ছিলো, বলদেবের কাছে আগ্রাসী চুমু পেয়ে কুহি যেন ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছিলো। তবে পৌঁদের ভিতর **But Hug** ঢুকানো থাকায় কুহি বলদেবের কোলে ঠিকভাবে বসতে পারছিলো না। আমি ফ্লোরে মাথা উপরের দিকে মুখ করে শুয়ে বলদেবের দু পায়ের ফাঁকে ঝুলতে থাকা কুহির ফাঁক হয়ে যাওয়া পৌঁদের মধ্যে ঝুলতে থাকা লেজের ছবি তুলতে লাগলাম। "কি রে কুন্তি, পৌঁদে প্লাগ লাগিয়ে তোর নকল লেজটা কেমন লাগছে তোর কাছে?"-বলদেব কুহির একটা মাই জোরে জোরে টিপে দিতে দিতে জানতে চাইলো।

"ওহঃ...বলদেব, আপনার এই বুদ্ধিগুলি আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। জানেন, আমার পৌঁদে এই প্রথম কোন শক্ত জিনিষ ঢুকলো, আর লেজ লাগানোর কারণে আমার নিজেকে সত্যি সত্যি একটা ভাদ্র মাসের কুন্তির মতই লাগছে। আমার নিজেকে খুব আয়নায় দেখতে ইচ্ছা করছে!"- কুহি যেন বলদেবের কথার উত্তর দিতে গিয়ে পুরো গরম হয়ে গিয়েছে। "ঠিক আছে, তোর এই ইচ্ছা ও পূরণ করে দিচ্ছি"- এই বলে বলদেব কুহিকে পাজাকোলে তুলে নিয়ে ড্রেসিংটেবিলে লাগানো বিশাল আয়নার সামনে নিয়ে গেল। কুহি কাত হয়ে আয়নার দিকে নিজের পাছা রেখে দেখতে লাগলো ওর পৌঁদের দিকে যে ওকে কেমন লাগছে? "ওহঃ জানু...দেখ...দেখ...তোমার বৌকে ঠিক যেন ভাদ্র মাসের গরম খাওয়া কুন্তির মতই লাগছে...আহঃ...এই কুন্তিটার গুদে আগুন ধরে গেছে যে...এই আগুন কে নিভাবে?"- কুহি যেন নিজেকে আয়নায় দেখে আরও বেশি কামার্ত হয়ে গেলো।

"কেন রে কুন্তি...আমাদের এই দুটো ডাঙাকে তোর পছন্দ হয় নাই? এই দুটোই আজ তোর গুদ আর পৌঁদে ফেড়ে দিবে..."- অজিত জবাব দিলো কুহির কথার আর সাথে সাথে কুহির পৌঁদের উপর সপাত করে অজিতের হাতের থাপ্পড় ও পড়লো। ওক করে একটা শব্দ করলো কুহি। এবার অজিত আর বলদেব দুজনেই খাটের উপর বসে নিচে পা ঝুলিয়ে দিলো, আর কুহির উপর আদেশ হলো দুজনের বাড়া চুষে দেয়ার জন্যে। কুহি ফ্লোরে হাঁটু গুঁড়ে বসে বামহাতে অজিতের বাড়া ধরে একটু একটু করে খিঁচতে লাগলো আর নিজের মুখ এগিয়ে নিয়ে বলদেবের বাড়াতে বলদেবের চোখে দিকে তাকিয়ে ঠিক বলদেব যেভাবে খাবার টেবিলে কুহির গালে চাটান দিয়েছিলো, ঠিক অবিকল একই রকম ভাবে বলদেবের বাড়ার গোঁড়া থেকে আগা পর্যন্ত নিজের জিভ লম্বা করে বের করে একটা চাটান দিলো। কুহি কিসের প্রতিশোধ নিলো বলদেবের উপর সেটা সে ভালমতই বুঝতে পারলো। এভাবে আরেকটা চাটান দিয়ে তারপর বলদেবের অশ্লিঙ্গের মাথাটা নিজের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নিলো কুহি। "আহঃ...মাগীটার মুখটা কি রকম গরম...আমার বাড়াতাকে মনে হয় পুরিয়ে দিবে..."- বলে একটা আরামের শব্দ করলো বলদেব।

অজিত শুধু কুহির হাতে নিজের বাড়া ধরিয়ে দিয়ে সম্ভ্রষ্ট হতে পারছিলো না, তাই সে কুহির হাত থেকে নিজের বাড়া ছাড়িয়ে নিয়ে বলদেবের ব্যাগ থেকে কুহির জন্যে আনা নিপলের ক্লাস্প জোড়া বের করে আনলো। "স্যার, আমার মনে হয়, এই খানকীটা মাইয়ের বৌঁটায় ক্লাস্প লাগানোর এখন উপযুক্ত সময়।"- অজিত ঘোষণা দিলো। "ঠিক বলেছো, অজিত...কিন্তু এই ক্লাস্পগুলি এই কুন্তির নিপলে আমি বা তুমি লাগাবো না...এইগুলি লাগাবে, এই কুন্তির বোকাতোদা হিজড়া স্বামীটা।"-এই বলে বলদেব কুহির গালে একটা চড় মারলো, কুহির মুখের ভিতর বলদেবের বাড়া ঢুকানো থাকায় চড় খেয়ে সে যেন কিছুটা টালমাতাল হয়ে পরলো। "এই কুন্তি...তোর হিজড়া স্বামীকে বল তোর মাইয়ের বৌঁটায় ক্লাস্প লাগিয়ে দিয়ে যেন তোকে কষ্ট দেয়...বল তাড়াতাড়ি"-আবারও একটা চড় মারলো কুহির অন্য গালে বলদেব।

চড় খেয়ে কুহির গাল যেন লাল হয়ে জ্বলে যাচ্ছিলো আর চোখ দিয়ে দু ফোঁটা অশ্রু বের হয়ে গেলো। না না...পাঠকগণ এটা কোন কষ্টের অশ্রু নয়, এটা আমার বোয়ের সুখের অশ্রু। "ওহঃ...জানু...প্লিজ...আমার নিপলে ওই ক্লাস্প জোড়া লাগিয়ে দাও"- কুহি আমার দিকে তাকিয়ে অনুনয় করলো। আমি অজিতের হাত থেকে ক্লাস্প নিয়ে একটা ক্লাস্প কুহির বাম দুধের নিপলে কিছুটা হালকা করে লাগিয়ে, আরেকটা ক্লাস্প ডান দুধের নিপলে হালকা করে লাগিয়ে দিলাম। কুহির স্পর্শকাতর দুধের বৌঁটা এমনিতেই উত্তেজনা ফুলে খাড়া হয়েছিলো, আর এখন ষ্টীলের ঠাণ্ডা ক্লাস্পের অগ্রভাগ নিপলে লাগতে কুহি কাতরে কাতরে উঠতে লাগলো, "উহঃ মাগো...আমার নিপল মনে হয়ে ছিঁড়ে পড়ে যাবে...ব্যথা লাগছে...প্লিজ বলদেব...এগুলি না লাগালে হয় না?"- কুহি অনুনয় করলো বলদেবের দিকে তাকিয়ে।

"না...এগুলি লাগাতেই হবে...এই হিজড়া মাদারচোদ শালা...এমন লজ করে লাগিয়েছিস কেন? ক্ষুঃ ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে টাইট দে...প্রথমে এক প্যাচ দে দুটারই..."- বলদেব আমার দিকে তাকিয়ে গালি দিয়ে আমাকে ধমক দিলো। বলদেবের গালি আর ধমকে আমার ভিতর রাগ না উঠে বরং যেন কিছুটা শান্তি লাগছিলো, আমি হাত বাড়িয়ে প্রথমে একটা নিপলের ক্ষুঃ এক প্যাচ ঘুরালাম, কুহি "ওহঃ মাগো...ব্যথা"- বলে কুহির চোখ কুচকে গিয়ে ওর মুখে ব্যথার তীব্র একটা স্রোত ছড়িয়ে পরলো। আমি এতে কোন অক্ষিপ না করে ওর অন্য নিপলের ক্ষুঃতে ও একটা প্যাচ দিলাম। কুহি আবারও ব্যথায় চিৎকার দিয়ে উঠলো। আমি ঝপঝপ বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম মোবাইলে। তীব্র ব্যথায় কুহি অনেকক্ষণ ধরে মুখ কুঁচকিয়ে রাখলো, তারপর ধীরে ধীরে ওর ব্যথা একটু একটু করে কমছিলো। অজিত এবার কুহিকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে চুমু খাচ্ছিলো, "একটু অপেক্ষা করো কুহি ডার্লিং, এই ব্যথা একটু পরেই চলে যাবে, প্রথম বার তো জীবনে, তাই ব্যথা একটু বেশিই লাগছে তোমার...একটু পড়ে যখন ব্যথা কমে যাবে, তখন আরও টাইট দিবে তোমার নিপলের ক্ষুঃ দুইটাকে।"- অজিত চুমু খেতে খেতে কুহিকে বললো। কুহি অজিতের কথা শুনে "ওহঃ আল্লাহঃ" বলে একটু কাতরে উঠলো।

এবার অজিত কুহিকে ছেড়ে দিয়ে বলদেবের দিকে তাকিয়ে বললো, "স্যার, কুহিকে বিছানায় চিত করে ফেলে ওর মাথা খাটের কিনারের কাছে একটু বাইরে বের করে সুইয়ে দেই, আপনি নিচে দাঁড়িয়ে ওর মুখে বাড়া ঢুকিয়ে ওকে মুখচোদা করেন। আর আমি ওর গুদকে আঙ্গুল চোদা করি।" অজিতের প্রস্তাব বলদেবের খুব ভালো লাগলো, সে কুহিকে টেনে এনে ওর পাছায় চটাস করে একটা থাপ্পড় লাগিয়ে বললো, "এই কুন্তি, চিত হয়ে শুয়ে যা তোর হিজড়া স্বামীর বিছানায় আর তোর মাথাটা একদম বিছানার কিনারে বাইরে বের করে রাখ, তোর এই সুন্দর মুখকে এখন আমি মুখচোদা করবো...আর তোর গুদে এখন আঙ্গুল চালাবে তোর পুরনো প্রেমিক..."।

কুহি বলদেবের দিকে ফিরে বলদেবের মুখে কয়েকটি আগ্রাসী চুমু খেয়ে বললো, "প্লিজ...বলদেব...তোমার বাড়াতা অনেক বড় আর খুব মোটা ও...তুমি আমাকে মুখচোদা করো, কিন্তু প্লিজ পুরো বাড়াতা আমার মুখে ঢুকানোর চেষ্টা করো না...প্লিজ...পুরোটা আমার গলায় ঢুকালে আমার দম আটকে যাবে...প্লিজ কথা দাও...তুমি পুরোটা ঢুকাবে না"- কুহি বলদেবকে চুমু দিয়ে দিয়ে ওর কথা মানানোর চেষ্টা করছিলো। বলদেব বুঝলো, এই মাগী খুব তেতে আছে মুখের ভিতর বাড়া ঢুকানোর জন্য, কিন্তু পুরোটা নিতে ভয় পাচ্ছে, তাই ওকে আদর করে করে কথা আদায় করার চেষ্টা করছে। বলদেব

ওর কুটিল চাল চালাতে এতটুকু ও দেরি করলো না, "সেটা তোর মত কুন্তির কথায় তো হবে না। আমার বাড়া পুরোটাই তোর গলায় ঢুকাবে আমি...তবে যদি তোর স্বামী আমার বাড়ায় ধরে আমাকে তোর প্রতি দয়া করতে বলে, তাহলে আমি তোর কথা মানবো। নইলে নয়।"

বলদেবের কথা শুনে আমার সারা শরীর যেন কাঁপুনি দিয়ে উঠলো, বলে কি ইতর হারামজাদাটা, আমি ওর বাড়ায় ধরে ওকে কুহির উপর দয়া করতে বলবো? শালা নিজেকে কি ভাবে? কিন্তু বিকল্প পথ আমার জন্যে কি খোলা আছে? আমি চিন্তা করে দেখলাম কোন পথ খোলা নেই। তাই বলদেবের বাড়ায় হাত দিয়ে ওর কাছে কুহির জন্যে দয়া ভিক্ষা ছাড়া আমার কাছে এই মুহূর্তে আর কোন পথ নেই। কুহি করুন চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে, সে কিভাবে আমাকে অনুরোধ করবে এই জঘন্য নিচ কাজ করার জন্যে সেটা সে ভেবেই পাচ্ছিলো না। আমি কুহির কষ্টটা বুঝলাম, তাই ওকে কিছু বলতে হলো না, আমি বলদেবের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে আমার দুই হাত ওর বাড়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে ওর বাড়ার মাথাতে আমার হাত একটু ছুঁয়ে রেখে বললাম, "বলদেব সাহেব...প্লিজ আমার স্ত্রীর প্রতি দয়া করেন...আপনার এতো বড় বাড়া পুরোটা ওর মুখে দয়া করে ঢুকাবেন না...প্লিজ..."। বলদেব আর অজিতের দুজনের মুখেই বিজয়ীর হাসি, কিন্তু বলদেব আমাকে ছাড়লো না, সে আবার হুংকার দিলো কুহির উপর, "এই কুন্তি, তোর স্বামী যে চুদে তোকে সুখ দিতে পারে না, তোর স্বামীর বাড়া যে ছোট আর কোমরে জোর নেই তোর মত মাগীকে ঠাণ্ডা করানোর জন্যে, এখন তোর স্বামী যে চায় আমার বিশাল ডাঙাটা তোর গুদে ঢুকিয়ে সুখ দেই তোকে, এগুলি তোর স্বামীকে বলতে বল"- বলেই ঠাস করে একটা চড় মারলো কুহির গালে। কুহি আবারও করুন চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে।

"জি, বলদেব সাহেব...আমি চুদে আমার বৌকে সুখ দিতে পারি না...আমার বাড়া ছোট আর কোমরে ও জোর নেই...আপনি দয়া করে আপনার বড় ধোন দিয়ে আমার বৌকে চুদে ওর গুদকে ঠাণ্ডা করে দেন।"- আমি অসহায়ের মত বলদেবের দিকে তাকিয়ে যেন সত্যি সত্যিই ভিক্ষা চাইলাম। সেদিন অজিত আমার উচ্চ শিক্ষিত মর্যাদাবান বৌকে যে নিচের স্তরে নামিয়ে দিয়েছিলো, আজ বোধহয় বলদেব আমাকে এর চেয়ে ও নিচের স্তরে নামিয়ে দিবে। আমার বুক ফেটে রাগ, অভিমান, কান্না, চাপা কষ্ট সব এক সাথে মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। "ঠিক আছে...তোর আর তোর কুন্তীটার প্রতি আমি দয়া করলাম...তোর বৌর মুখে আমার পুরো বাড়া ঢুকাবে না...তবে তোর বৌকে চোদার সময়, তুই কিন্তু আমার বাড়া নিজে হাতে ধরে তোর বৌয়ের গুদে আর পোঁদে ঢুকিয়ে দিবি, বুঝলি?"- বলে বলদেব একটা পরিতৃপ্তির হাসি দিয়ে কুহিকে বিছানার দিকে ঠেলা দিলো।

কুহি বিছানায় গিয়ে বলদেবের নির্দেশ মত পজিশনে শুয়ে গেল। অজিত গিয়ে কুহির গুদের কাছে দু পা ফাঁক করে ধরে ওর গুদে নিজের দুটো আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলো, আর বলদেব নিজের মোটা বাড়াটাকে গোঁড়াতে ধরে সোজা নিজের পাছা কুহির মুখের উপর নিয়ে বাড়াকে নিচের দিকে তাক করে কুহির হাঁ করা মুখের ভিতর একটু একটু করে ঢুকাতে লাগলো। কুহি নিজের মুখের সব থুথু দিয়ে চেঁচা করতে লাগলো বলদেবের বাড়াকে ভিজানোর।

এদিকে অজিতের হাতের আঙ্গুল বেশ জোরে জোরে কুহির গুদে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে, কুহির পোঁদে ওই প্রাগটা ঢুকানো থাকার কারণে গুদের ভিতর ও খুব টাইট লাগছিলো। আমি ও অজিতের পাশে বসে দেখতে লাগলাম আমার স্ত্রীর গুদে অজিতের আঙ্গুলের ঢুকা আর বের হওয়া। অজিতের কাছে আঙ্গুল চোদা খেয়ে কুহি প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত হয়ে গেল, কিন্তু ওর সেই উত্তেজনা চাপা পড়ে আছে বলদেবের বাড়া মুখে নিয়ে। বলদেব এবার নিজের দু হাত কুহির মাথার পিছনে নিয়ে নিজের দু হাতের আঙ্গুল জোরো করে একসাথে করে কুহির মাথাকে নিজের দুই হাতের তালুতে নিয়ে নিল। এবার বলদেব নিজের একটা পা বিছানার উপরে উঠিয়ে দিয়ে কুহির পা যেদিকে ছিলো সেদিকে মুখ করে নিজের বাড়াকে ধীরে ধীরে ঠেলে কুহির মুখ ও গলার ভিতর যতদূর সম্ভব ঠেলে দিলো। তারপর আবার টেনে বের করে এনে আবার ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলো। আমি তাকিয়ে দেখলাম যে বলদেবের বাড়ার প্রায় ৩ ইঞ্চির মত জায়গায় এখন ও কুহির মুখের থুথু রস লাগে নি, তার মানে বলদেবের বাড়ার ওই ৩ ইঞ্চি বাদে বাকিটা কুহি গলায় ভরে দিচ্ছিলো। আত্ম একবার মনে হলো যে কুহি মনে হয় পুরোটাই নিতে পারতো, খামাখা একটু ন্যাকামি করলো আর সেই কারণে বলদেব আমাকে এতো অপদস্ত করলো, এটা ভেবে আমার নিজের উপর যেন কিছুটা রাগ হলো, কিন্তু একটা কথা আমি মনে মনে স্বীকার না করে পারলাম না যে, বলদেবের কাছে এভাবে অপদস্ত হতে আমার ভালোই লেগেছে, ও যদি আমাকে আরও বেশি করে অপদস্ত করতো তাহলে মনে হয়ে আরও বেশি ভালো লাগতো।

বলদেব ধীরে শুরু করলে ও ক্রমাগত ও গতি বাড়াতে লাগলো, কুহির দম বন্ধ হয়ে নাক ফুলে গেছে, চোখ বড় বড় হয়ে চোখের কোনা দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে, যদি ও নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু বলদেবের বাড়া যখন ভিতরে ঢুকছে তখন কুহির শ্বাসনালি ও বাড়ার মাথার চাপে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো, কুহি প্রতিবারই একটু কাশি দিয়ে নিজের দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু কুহির মুখের উপর যে কামক্ষুধা আমার নজরে পড়েছিলো, তাতে বলদেবের এই আক্রমণ ওর কাছে বেশ ভালো যে লাগছে, সেটা আমার কাছে স্পষ্ট। এদিকে অজিত খুব দ্রুত বেগে কুহির গুদে নিজের আঙ্গুল চোদা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এবার আমি কুহির পোঁদে লাগানো প্রাগটা আমার এক হাতে নিয়ে ওটাকে ঘুরাতে লাগলাম, মাঝে মাঝে একটু বেশি চাপ দিয়ে ওর পোঁদের ভিতরের অংশে চাপ দিতে লাগলাম। এই ত্রিমুখি আক্রমণে কুহি পুরো পর্বদস্ত হয়ে গেল, নিজের মুখ দিয়ে যে একটু শব্দ করে সুখের জানান দিবে সেটা ও সম্ভব হচ্ছে না বলদেবের বাড়ার জন্যে। হঠাৎ কুহি খুব শক্ত হয়ে গেলো আর নিজের দু হাত বলদেবের দু পায়ের মাংস শক্ত করে ধরে শরীর কাঁপিয়ে নিজের জল ছেড়ে দিলো। জল খসানোর সুখে কুহির গুদ যেন তিরতির করে কাঁপছে, আর গুদ দিয়ে ক্রমাগত মদন রস বের হচ্ছে। অজিত হাত একদম ভিজে গেলো কুহিকে আঙ্গুল চোদা করতে গিয়ে। বলদেব ও বেশ উৎসাহ নিয়ে তাকিয়ে দেখলো কুহির শরীরের বেঁকে বেঁকে উঠে রাগমোচন করা।

রাগমোচনের পরে কুহি একটু স্থির হলে অজিত নিজের বাড়া কুহির গুদের কাছে এনে ওর দু পা উপরের দিকে উঠিয়ে দিয়ে মিশনারি আসনে কুহির গুদে মুখে নিজের বাড়া সেট করলো। "কি রে বেশ্যা মাগী, নিবি আমার বাড়া তোর গুদে?"- বলে কুহিকে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু কুহির এখন কথা বলার মত অবস্থা ছিলো না, কারণ বলদেব আবার ও ওকে জোরে জোরে মুখ চোদা করছিলো, কুহি শুধু নিজের হাতের ইশারা দিয়ে যেন অজিতকে তাড়া দিলো ওর বাড়া ভরে দেয়ার জন্যে। "দেখো বন্ধু, তোমার বৌয়ের যেন তর সইছে না আর। সে আমার বাড়া গুদে নিতে খুব পছন্দ করে।"- বলে অজিত একটা ধাক্কা দিয়ে কুহির গুদে নিজের বাড়া ঢুকাতে শুরু করলো। কুহির পোঁদে একটা প্রাগ ঢুকানো থাকার জন্যে গুদ খুব টাইট হয়ে আটকে রাখতে চেষ্টা করছিলো অজিতের বাড়াকে। কিন্তু অজিত জানোয়ারের মত ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ঠেসে ঠেসে ঢুকিয়ে দিলো ওর পুরো বাড়া কুহির নরম ফুলকচি গুদে। আহঃ এভাবে কাছ থেকে কুহির গুদে অজিতের বাড়া ঢুকানো দেখে আমার বাড়া ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে মোচড় মারছিলো, আমি ওটাকে হাত দিয়ে আসতে আসতে ঝিচে দিতে লাগলাম।

অজিত নিজের দু হাত কুহির কোমরের কাছে নিয়ে ওর কোমরকে যেন বেস্টন করে ধরলো, আর ঘপাঘপ বাড়া চালাতে লাগলো কুহির ভেজা রসসিক্ত গুদে। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ চুদে অজিত একটু থামলো, তারপর ওর বসের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিয়ে বললো, "স্যার, জায়গা বদল করবেন নাকি?"

"অবশ্যই...এই রকম ঘরের বৌকে চোদার জন্যেই তো এসেছি...এখনও ওর গুদে বাড়া ঢুকাতে না পেরে অস্বস্তি হচ্ছিলো। তুমি সড়ো, আমি মাগীর গুদটা একটু চেখে নেই।"- বলে বলদেব এক টান দিয়ে কুহির মুখ থেকে বাড়া বের করে নিলো। অজিত কুহিকে পিছন দিকে টেনে ওর মাথা বিছানার ভিতরে নিয়ে আসলো, আর কুহির মাথার কাছে যেয়ে ওর মাথার এক পাশে বসে কুহির মাথা ওর বাড়ার দিকে তাক করলো। কুহি এক হাত দিয়ে টেনে অজিতের বাড়ার মাথাটা মুখে ঢুকিয়ে নিলো। এদিকে বলদেব ওর ভীম বাড়াটা এনে কুহির গুদের কাছে বসলেন, আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি রে শালা, হিজড়া, তর বৌয়ের গুদে আমার বাড়াটা ধরে ফিট করে দে...তর বৌয়ের গুদে আমার পুরো বাড়া ঢুকাবে নাকি কিছুটা বাকি রেখে দিবো?"- বলদেব আমাকে আবারও অপমান করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছিলো না।

আমি ওকে আরও কিছু বলতে না দিয়ে আমার এক হাত বাড়িয়ে বলদেবের বাড়া মুঠো করে ধরলাম, "ওয়াও... মনে মনে বলতে লাগলাম, আমার পুরো মুঠোর ভিতরই বলদেবের বাড়া আঁটছে না, কুহি এটা কিভাবে নিবে?" আর এক হাতে কুহির গুদের ঠোঁট দুটি ফাঁক করে ধরে মুণ্ডীটা লাগিয়ে দিলাম ঠিক ফুটো বরাবর। বলদেব খুশি হয়ে একটা ধাক্কা দিলো আর কুহির গুদের ভিতর ওর বাড়ার মুণ্ডীটা কোঁত করে ঢুক গেলো। আমি সড়ে এসে কুহির মুখের কাছে বসে এক হাতে বাড়া খিচিলাম আর অন্য হাত দিয়ে কুহির একটা মাই অল্প অল্প করে টিপে দিচ্ছিলাম। মাইতে আমার হাতে

স্পর্শ পেয়ে কুহি অজিতের বাড়া মুখ থেকে সরিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালো, একটা ম্লান হাঁসি দিয়ে বললো, "জান, তুমি বাড়া খেঁচে আমার মুখের ভিতরে মাল ফেলে দাও..."। কুহি বুঝতে পারছিলো যে এতো উত্তেজনা আমি আর ধরে রাখতে পারছি না। কুহি এটা বলার সাথে সাথে আমি এক পা উঁচু করে নিজের বাড়া ওর মুখের কাছে নিয়ে গেলাম, "এখনই ফেলে দিবে?"- বলে কুহি যেন একটু চমকে উঠলো, আমি ওকে হ্যাঁ করতে বলে ওর মুখের কাছে নিজের মুগুটিটা সেট করলাম, জোরে জোরে ৪/৫ টা খেঁচা দিতেই আমার মাল বের হয়ে কুহির হাঁ করা মুখের ভিতরে একদম গলায় গিয়ে পড়তে লাগলো। কুহি বৃহতে পেরেছিলো যে আমি খুব উত্তেজিত হয়ে আছি। মাল ফেলার পর আমার কাছে খুব আরাম লাগছিলো। আমি নিচু হয়ে কুহির ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে ওর মাথা আবার কাত করে অজিতের বাড়ার দিকে ফিরিয়ে দিলাম।

"দেখছিছ, তোর গান্দু বোকাচোদা স্বামীটা ১ মিনিট ও মাল ধরে রাখতে পারে না, এবার দেখবি আমার বুড়ো শরীরে বুড়ো বাড়ার কেরামত।"- বলে বলদেব ধীরে ধীরে ঠাপ মারতে শুরু করলো কুহির গুদে। আমি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি বলদেব এর মধ্যেই ওর বাড়ার বেশিরভাগ অংশই ঢুকিয়ে দিয়েছে কুহির গুদে, এখন যেভাবে ঠাপ মারছিলো সে, তাতে আমি নিশ্চিত যে পরবর্তী ১ মিনিটের মধ্যেই বলদেব ওর পুরো বাড়া সঁধিয়ে দিবে কুহির রসালো গুদের গভীরে। হলো ও তাই। বলদেবের বাড়া পুরোটা যখন কুহির গুদে ঢুক গেলো তখন ও অজিতের বাড়া ছেড়ে দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে বলদেবকে দেখতে লাগলো, "ওঃ বলদেব...তোমার বাড়া আমার গুদের একদম গভীরে, আমার জরায়ুর মুখে ঢুক গেছে...উফঃ ...এই জায়গায় কোনদিন কেও ঢুকতে পারেনি। আহঃ...আমি যে সুখে মরে যাচ্ছি..."

কুহির মুখের শীৎকার শুনে বলদেব যেন আরও বেশি শক্তি দিয়ে দিগুন উৎসাহে কুহির গুদে বাড়া ঠাসতে লাগলো। "আহঃ...জাভেদ...তোর বৌয়ের মত রসালো ডবকা গতরের বিবাহিত ঘরের বউদের চুদতে খুব মজা...এদেরকে যত দিবি...এদের চাহিদা তত বেড়ে যায়..."-বলদেব কুহির গুদের নরম বেদীতে নিজের বিশাল তলপেটের থলথলে চর্বির আঘাত দিয়ে যেন বলছিলো। ২ মিনিটের মধ্যে কুহি বলদেবের বাড়ার মাথায় গুদের রস ছেড়ে দিলো। আমি অবাক বিস্মরিত চোখে দেখতে লাগলাম কুহির চোদন আকাঙ্ক্ষা যেন ধীরে ধীরে ক্রমাগত বাড়ছে। কুহির এখন আর অজিতের বাড়া চোষায় কোন মন নেই। অজিত নিজের বাড়া নিজেই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে ডলে দিচ্ছে। ওর বস যে এমন চোদন পটু লোক, সেটা বিশ্বাস করতে অজিতের ও মনে হয় বেশ কষ্ট হচ্ছে। বাড়া ১০ মিনিট উদ্দাম গতিতে কুহির নরম গুদের ভিতর বলদেব ওর তাজা শোল মাছটা গুতালো, এর পর এক টান দিয়ে ওটা বের করে নিলো, কুহির গুদ থেকে যেন ছিপি খোলার মত করে খপ করে একটা শব্দ হলো, কুহি উঃ বলে একটা বিরক্তিকর শব্দ করে উঠলো। আমি তাকিয়ে দেখি কুহির ফর্সা সাদা গুদ যেন লাল টকটকে হয়ে গেছে। আর গুদের ঠোঁট দুটি যেন চোদন আনন্দে তির তির করে কাঁপছে।

বলদেব কুহিকে উপর হয়ে কুণ্ডি আসনে বসার আদেশ দিলো। কুহি দ্রুত হাতের কনুই আর পায়ের হাঁটুতে ভর করে পাছা উঁচু করে কোমর নিচু করে বলদেবের দিকে গুদ ঠেলে দিলো। বলদেব এক হাত কুহির পাছার দাবনা ধরে অন্য হাতে নিজের বিশাল পুরুষাঙ্গটা উঁচিয়ে ধরে গুদের মুখে ফিট করলো, তারপর দিলো একটা বেদম ঠাপ। ঠাপ খেয়ে কুহি ওঃ বলে যেন একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে উঠলো। আমি জানি এটা কোন কষ্টের শব্দ নয়, গুদের ফাঁক যখন ভরাট হয়ে তলপেট ভারী হয়ে যায়, তখন মেয়েরা এই ধরনের শব্দ করে। বলদেব আবার ও যেন এক প্রচণ্ড উন্মত্ততার সাথে পশুর মত কুহির গুদ শোধান করতে লাগলো। কুহির কোমরকে নিজের দু হাতে পাঞ্জা দিয়ে টেনে নিজের দিকে ধরে রেখে কুহির গুদে নিজের পুরো বাড়া এতটুকু ও বাইরে না রেখে গদাম গদাম ঠাপ মারছিলো যেন কুহি ঠাপ খেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে না যায়। আর মাঝে মাঝে কুহির বিশাল ছড়ানো ফর্সা পাছার দাবনার উপর চটাস চটাস করে থাপ্পড় মারতে লাগলো, বলদেবের বিশাল হাতের বড় পাঞ্জার থাপ্পড় খেয়ে কুহি ফুঁপিয়ে উঠতে লাগলো, কুহির ফর্সা পাছা লাল হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে বলদেবের চড় খেয়ে। কুহি চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস আটকে রেখে দাঁত মুখ খিঁচে বলদেবের ভীষণ শক্তির ওই ঠাপ গুলি নিজের গুদের ভিতরের মাংসপেশি দিয়ে ধরতে লাগলো। এবার ও বাড়া ১০ মিনিট বলদেব অসুরের শক্তি দিয়ে কুহির গুদ চুদলো। এর মধ্যেই কুহি আরও একবার নিজের সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে গুদের রস খসালো। বলদেব আবারও একটা জোরে থাপ্পড় কসালো কুহির পাছায়, তারপরই টেনে বের করে নিলো নিজের মস্ত পুরুষাঙ্গটা। হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানায় বসে পড়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে ইস্তিত দিলো কুহির গুদ মারার জন্যে।

অজিত যেন এতক্ষণ এর প্রত্যাশায়ই বসে ছিলো, ভড়ৎ গতিতে বসের শূন্যস্থান পুরনো কুহির পিছনে এসে হাঁটু গুঁড়ে বসে নিজের বাড়া তাক করে ধরলো কুহির গুদের ফুটো বরাবর। আবার একটা বিশাল শক্তির ঠাপে কুহি উঃ বলে যেন একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে উঠলো, কারণ অজিত এক ঠাপেই পুরো বাড়া কুহির গুদে ভরে দিয়েছে। অজিত যেন ওর বসকে দেখানোর জন্যে বসের চেয়ে ও দ্বিগুণ উৎসাহ আর শক্তি নিয়ে এক হাতে কুহির চুলের মুঠি ধরে ওর মাথাকে পিছনের দিকে টেনে ধরে, আরেক হাতে কুহির কোমর ধরে ঠাপ চালাতে লাগলো। বলদেব ও অজিত দুজনেই কোন নরম আদর, ভালবাসার বা ধীরে সুস্থে চোদাচুদির ধারে কাছে ও যাচ্ছে না আজ। শুরু থেকেই কঠিন চোদন দিতে দিতে কুহির গুদের মুখে ফেনা তুলে দিয়েছে দুজনেই। কুহি ও ছোট কুকুরের বাচ্চারা যেমন কেঁউকেউ করে, তেমনি কেঁউ কেঁউ করতে করতে একটু পর পর গুদে জল খসাসছে। অজিতকে দ্রুত তালে কুহির গুদ চুদতে দেখে বলদেব আবারও উঠে দাঁড়ালো, আর কুহির সামনে এসে এক হাতে নিজের বাড়াটাকে কুহির ঠোঁট বরাবর সেট করলো। কুহি যেন অধির আগ্রহে গোত্রাসে বলদেবের বাড়া নিজের মুখে ভরে নিলো।

অজিতের বাড়ার ঠাপ খেতে খেতে কুহি আবারও জল খসালো। এভাবে বার বার রস খসানোর ফলে ও ক্রমাগত ঠাপ খাওয়ার ফলে কুহি খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলো। আমি ওর পাশে বসে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। আমার স্পর্শে কুহি যেন কিছুটা মানসিক শক্তি পেলো। অজিত একটু থেমে আবার ও দ্রুত বেগে ঠাপ চালু করছিলো। "বন্ধু, আমি এখন ফ্যাদা ঢালবো, মুসলমান ঘরের বৌয়ের পাকা গুদে...তোমার বৌকে বলো গুদ পেতে আমার বাড়ার প্রসাদ গ্রহন করার জন্যে..."- এই বলে অজিত দাঁত মুখ খিঁচে ভীম ঠাপ কষাতে লাগলো কুহির গুদের ভিতরে। অজিত এখনই মাল ফেলবে শুনে কুহি ও ওর গুদের যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল সেটুকু দিয়ে অজিতের বাড়ায় কামড় দিতে লাগলো। "আহঃ বন্ধু...তোমার বৌ কিভাবে আমার বাড়ার মাথায় কামড় দিচ্ছে...দিলাম...তোমার বৌয়ের গুদ ভরে দিলাম...আমার বাড়ার রসে...আহঃ...উহঃ"- বলতে বলতে অজিত স্থির হয়ে গেলো আর ওর বাড়ার গোঁড়া পর্যন্ত কুহির গুদে ঠেসে ধরে রাখলো। আমি চট করে অজিতের পিছনের বসে দেখতে লাগলাম ওর বিচি আর বাড়া কিভাবে সঙ্কচিত আর প্রসারিত হয়ে ভলকে ভলকে গরম তাজা বীর্যের ধারা আমার স্ত্রী গুদে ঢালছে, এই দৃশ্য যে কখনও না দেখেছে নিজের চোখে সামনে সে বুঝবে না। আমার চোখের সামনে অজিতের বাড়া ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে যেভাবে প্রতিটি ফোঁটা বীর্য কুহির গুদে ফেলছিলো, সেটা যেন আমি নিজে অনুভব করছিলাম। আর আমার হাত যেন কোন এক শয়তান নিজে থেকে টেনে অজিতের বিচির উপর রাখলো। আমি মুঠো করে অজিতের বিচি নিজের হাতে ধরলাম আর বিচির থেকে বের হয়ে ফ্যাদা যেভাবে কুহির গুদে পড়ছে, সেটা নিজের হাত দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম। অজিত ওর বিচিতে মানুষের হাত লাগায় যেন চমকে পিছন ফিরে তাকালো আর দেখলো যে আমি ওর বিচির খলি আমার একটা হাতের মুঠোয় নিয়ে এক দৃষ্টিতে ওর বাড়ার ফ্যাদা ফালানো দেখছি। ওর মুখে যেন একটা শয়তানি ক্রুর হাঁসি খেলে গেলো।

(এই পর্যন্ত পড়ে কেও আবার GAY টাইপের কিছু মনে করবেন না, দয়া করে...এটা হচ্ছে খুব বেশি ext rene Cucko d ধরনের কিছু)

"স্যার, আমার বন্ধু তো আমার বিচির খলি মুঠোয় নিয়ে বসে আছে, ওটাকে টিপে টিপে বৌয়ের গুদে যেন আরেকটু বেশি মাল ঢালি, সেজন্যে চাতক পাখির মত আমাকে অনুরোধ করছে...শালা পুরো হিজড়া হয়ে গেছে"- অজিত ওর বসের দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপ দিয়ে বললো। কুহি চূপ করে এতক্ষণ অজিতের বাড়া থেকে বীর্য গুদে পড়ার সুখ নিচ্ছিলো, এখন অজিতের কথা শুনে যেন চমকে পিছন ফিরে তাকালো। অজিত ওকে চোখ টিপ দিয়ে ওর পিছন দিকে যে আমি বসে আছি সেটা দেখালো। অজিতের কথা শুনে আমি খুব লজ্জা পেয়ে চট করে হাত সরিয়ে নিলাম ওর বিচি থেকে। আমার প্রতিক্রিয়া দেখে অজিত হো হো করে হেসে উঠলো।

"আরে দোস্ত, লজ্জা পাছ কেন? বুঝতে পেরেছি আমি...তোমার বৌয়ের গুদে আমি ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ফ্যাদা ঢালছিলাম যে সেটা দেখে তোমার খুব ভালো লেগেছে...আমি কিন্তু আজ চারদিন বিচির খলি খালি করতে পারছিলাম না, গার্লফ্রেন্ড না থাকার জন্যে, আজ সুযোগ পেয়ে তোমার বৌয়ের গুদ ভর্তি করে দিয়েছি...ভালো কথা তোমার বৌ পিল খায় তো, নাহলে তো আজ রাতেই তোমার বৌ

আমাদের দুজনের হিন্দু বাড়ার ফ্যাদায় গাভীন হয়ে যাবে...অবশ্য সেটা খুব খারাপ হবে না...আমাদের দুজনের ফ্যাদায় একটা মোসলমান ঘরের বৌয়ের পেট ফুলাতে আমাদের ভালোই লাগবে, কি বলেন স্যার?"-অজিত আমার দিকে তাকিয়ে শয়তানি হাঁসি দিয়ে ওর দুস্ত বুদ্ধিগুলি আমাদের সামনে হাজির করলো। বলদেব অজিতের কথা শুনে খুব খুশি হয়ে নিজে ও হে হে করে হেসে উঠলো। "অজিত...জাভেদ সাহেবের সুন্দরী স্ত্রীকে আমার বাড়ার ফ্যাদা দিয়ে গাভীন করতে আমার কোনই আপত্তি নেই...তোমার বন্ধু রাজী কি না বলো?"-বলদেব যেন আশুনকে আরেকটু উষ্কে দেয়ার চেষ্টা করলো। কুহি আর আমি ওদের দুজনের এহেন হাস্যরসে যার পরনাই লজ্জিত ছিলাম। অজিত এভাবে বেশ কিছুক্ষণ স্থির থেকে ধীরে ধীরে ওর বাড়া খুব সাবধানে বের করে নিলো। অজিতের বাড়া কুহির গুদ থেকে পুরো সড়তেই কুহি চট করে দু পা কাচি দিয়ে ধরে চিত হয়ে গেলো আর নিজের দু পা এক সাথে করে ধরে রেখে উপরে দিকে উঠিয়ে রাখলো। আমি বুঝতে পারলাম কুহি চাইছে না ওর গুদ থেকে এতটুকু মাল ও বাইরে বেরিয়ে যাক। কুহি ইশারায় আমাকে ওর কাছে ডাকলো।

আমি সোজা হয়ে ওর কাছে গেলাম, কুহি আমাকে ওর মুখের কাছে কান নিতে বললো, আমি ঝুঁকে আমার কান ওর মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। কুহি আমার কানে ফিসফিস করে বললো, "জানু...অজিতের তাজা ফ্যাদায় আমার গুদ ভর্তি হয়ে আছে, ওগুলি না সরালে আমি বলদেবের বাড়ার মজা কিভাবে নিবো? রেস্তোরায় তুমি যা বলেছিলে, মনে আছে?" আমার মনে পরলো যে আমি বলেছিলাম কুহির গুদ থেকে পর পুরুষের ফ্যাদা চেটে চুষে খাবো, আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সাই দিলাম। "তুমি সেটা এখন করতে চাও? ওদের সামনে?"- কুহি উত্তেজিত গলায় বললো। আমি বুঝতে পারলাম অজিত ও বলদেবের সামনে আমাকে দিয়ে গুদ পরিষ্কার করতে যদি ও কুহি খুব লজ্জা পাবে, কিন্তু সেই সাথে ওদের সামনে এই কাজের ফলে যে বিকৃত আনন্দ কুহি পাবে সেটা লজ্জার চেয়ে ও অনেক বড় কিছু। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে আমার সম্মতি জানালাম। আমার নিজের কাছে যদি ও খুব লজ্জা লাগছে, কিন্তু তারপর ও আমি মনে মনে ভেবে দেখলাম যে এই কাজটা গোপনে করলে আমি যতটুকু সুখ পাবো, ওদের সামনে করলে এর চেয়ে ও শতগুণ বেশি সুখ পাবো। তাই আমি সব সংকোচ দ্বিধা ঝেড়ে কুহির গুদের কাছে যেয়ে মাথা নিচের দিকে নামালাম। আমি কুহির কোমর ধরে ওকে খাটের কিনারে নিয়ে আসলাম আর হাঁটু গেঁড়ে ফ্লোরের উপর বসে গেলাম। অজিত আর বলদেব দুজনেই চোখ বড় বড় করে আমরা কি করছি সেটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো। ধীরে ধীরে কুহি ওর দু পা ফাঁক করতে লাগলো, আর আমার চোখের সামনে গোলাপের পাপড়ির মত করে ধীরে ধীরে কুহির গুদ অল্প অল্প করে ফাঁক হচ্ছে। আমি অজিতকে ইশারায় ডেকে আমার মোবাইল ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম, যেন ও ছবি তুলে পারে। অজিত খুব খুশি হয়ে পটাপট ক্লিক মারতে লাগলো। কুহির গুদের ফোলা ঠোঁটদুটি এখনও ঐক্যে অপরের সাথে বুজে আছে, কুহি আরেকটু ফাঁক করার পরে এবার লাল গোলাপের মত ফাঁক হচ্ছে ওর ঠোঁট দুটি। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে ফুলে উঠা পাপড়ি দুটির ভেতরের দিকে মালে পুরো ভিজ্ঞে আছে।

কুহির গুদের মুখের উপর চাপ সড়তেই দেখা গেল গলগল করে অজিতের ফেলে দেয়া ঘন থকথকে সাদা বীর্যের ধারা চুইয়ে চুইয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি জিত বের করে আগে ওর গুদের ঠোঁটদুটিকে ভালো করে চেটে অজিত আর কুহির কামরসের স্বাদ নিলাম। তারপর আমার দুই হাত দিয়ে ওর গুদের ফোলা কোয়া দুটিকে দুদিকে সরিয়ে ধরে রাখলাম। কুহির লাল হয়ে যাওয়া গুদে থেকে সাদা ফ্যাদার ধারা বের হওয়াটা এতো কামনা মাথা সুন্দর দৃশ্য ছিলো যে আমি সব লজ্জা ভয় সংকোচ ছেড়ে দিয়ে আমার জিত লম্বা করে গুদের নিচ থেকে সোজা উপরের দিকে সজোরে সশব্দে সুড়ত করে চাটান দিলাম। বেশ কিছুটা ফ্যাদা আমার মুখের ভিতরে ঢুকে গেল যেগুলি এর মধ্যেই বের হয়ে পরে যাচ্ছিলো। বেশ লবনাক্ত আঁশটে আঁশটে বিদঘুটে স্বাদ, কিন্তু আমার কাছে যেন এতটুকু ও খারাপ লাগছিলো না, নিজেকে যেন মনে হচ্ছিলো এক ফ্যাদাখেকো বেশ্যা। গুদের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া ফ্যাদা সড়ে যেতেই ভদ ভদ করে আরও কিছুটা ফ্যাদা বের হতে লাগলো, অজিত ক্রমাগত ছবি তুলে যাচ্ছিলো। আমি গুদের মুখে আমার দুই ঠোঁট চোখা করে সেট করে জোরে একটা টান দিলাম আমার গলার ভিতরের দিকে, অনেকগুলি ফ্যাদা ঢুকে পড়লো একদম আমার গলার ভিতরে। আমার নাক দিয়ে একটা সুখের দীর্ঘশ্বাস বের হলো, আমি ক্রমাগত চুষতে লাগলাম, আর কুহি যেন ঠেলে ঠেলে ওর গুদ ওর জরায়ুর ভিতর থেকে অজিতের সব ফ্যাদাগুলি আমার মুখের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কুহি এবার নিজের দু হাতে কনুইতে ভর করে ওর পীঠ আর মাথা একটু উঁচু করে ধরলো, এর ফলে কুহির গুদ থেকে আরও ফ্যাদা বের হতে লাগলো। আমি চূচাপ চুষে খেতে লাগলাম অজিতের হিন্দু বাড়ার নোংরা সোঁদা সোঁদা গন্ধওলা বীর্য রস। অজিতের মুখ দিয়ে যেন কথা বের হচ্ছিলো না, সে বা বলদেব ভাবতেই পারছিলো না যে আমি এমন একটা কাজ ওদের সামনে করে ফেলতে পারি।

আমি গুদ চুষে একদম পরিষ্কার করে আমার মুখ তুলে কুহির দিকে তাকালাম, কুহি ওর পীঠ মাথা উঁচু করে এক দৃষ্টিতে আমার কাজ দেখছিলো আর ওর চোখে মুখে যেন এক অনাবিল সুখ আর আনন্দ ঝিকমিক করে জ্বলছিলো। আমাকে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতে দেখে একটা মিষ্টি মৃদু হাঁসি উপহার দিলো কুহি। আমি কিছু না বলে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। "কি রে জাভেদ, তোর গুদ চোষা শেষ হল, সড় তাড়াতাড়ি...আমার বাড়ার তো আর তোর সইছে না..."-বলদেব যেন আমাকে তাড়া দিলো। আমি চট করে সড়ে গেলাম কুহির গুদের কাছ থেকে। বলদেব বিছানা থেকে নেমে ফ্লোরের উপর কুহির দু পায়ের ফাঁকে দাঁড়ালো, আর নিজের কিছুটা শুকিয়ে যাওয়া বাড়ায় নিজের মুখ থেকে একদলা থুথু এনে লাগিয়ে যেন ওটাতে প্রান ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলো। কুহির উঁচিয়ে ধরা দু পা নিজের দিকে টেনে এক হাতে বাড়া ধরে কুহির গুদের মুখে আবারও সেট করলো। এবার বলদেব বেশি তাড়াহুড়া না করে ধীরে ধীরে ঢুকাতে শুরু করলো কুহির গুদে ওর ভীম ডাঙটা। আমি অজিতের কাছ থেকে ক্যামেরা নিয়ে কুহির মাথার পাশে বসে নিজে ও কুহিকে দেখাতে লাগলাম ওর গুদ চোষার দৃশ্যগুলি। অজিত যেন ওর স্বভাবসুলভ নোংরা কথার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে আমাকে এই ধরনের নোংরা কাজ করতে দেখে। আমি ও চোখ তুলে অজিতের দিকে তাকাতে পারছিলাম না যেন। অজিত ওর শুকিয়ে যাওয়া বাড়া এনে কুহির মুখের কাছে ধরলো। কুহি এতটুকু দেরি না করে অজিতের কিছুটা নেতানো শুকনো খটখটে বাড়া এক হাতে ধরে নিজের জিত বের করে ওটাকে চেটে পরিষ্কার করতে লাগলো। বাড়টা মোটামুটি ভিজ্ঞে এলে কুহি ওটাকে মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে ওর জিত খেলিয়ে খেলিয়ে চুষে দিচ্ছিলো। এদিকে আমাদের এতক্ষনের কাজকর্ম দেখে বলদেব ও যেন উম্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে দ্রুতই ওর ঠাপের গতি বাড়তে শুরু করলো।

আবার ও গদাম গদাম ঠাপ পড়তে লাগলো কুহির গুদের মন্দিরে। কুহি সঙ্গম সুখে যেন আবার ও বিভর হয়ে গেলো। অজিত কুহিকে দিয়ে ওর বাড়া পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে বিছানা থেকে নিচে নেমে গেল। "আমি নিচে বিয়ার আনতে যাচ্ছি...তোমাদের জন্যে আনবো?"- অজিত জানতে চাইলো। আমরা সবাই হাঁ জানালাম। অজিত নেংটো হয়েই সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে চলে গেলো। এদিকে বলদেব যেন ফাঁপের মত উম্মত্ততার সাথে কুহিকে চুদতে লাগলো। আমি মাঝে মাঝে মোবাইলে ছবি তুলতে লাগলাম। ৫ মিনিটের মধ্যেই কুহি আবারও এক বিশাল রাগমোচন করে ফেললো। বলদেব একটু থামলো আর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "জাভেদ সাহেব...আপনার বৌয়ের গুদ যে এমন টাইট আর রসালো হবে, সেটা ভাবতেও পারি নি...দুটো বড় বড় বাচ্চার মা হবার কারণে গুদ টিলে হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু তা না হয়ে একদম পাকা বয়সের মহিলাদের মতন রস ভরা চমচমের মত গুদ আপনার বৌয়ের...চুদে খুব সুখ পাচ্ছি...অনেক কষ্টে এতক্ষণ ধরে মাল ধরে রেখেছি..."

"আপনাকে কে বলেছে মাল ধরে রাখতে...ফেলে দেন...আমার গুদ ভরিয়ে দেন..."- কুহি যেন কাঁতরে উঠলো বলদেবের মুখের প্রশংসা শুনে। কুহির কাতরানি দেখে বলদেবের মুখের হাঁসি বড় হলো। "জাভেদ, আপনার বৌয়ের যেন আর তোর সইছে না, গুদ ভর্তি করে আমার ফ্যাদা নিয়ে, তারপর আপনাকে দিয়ে চোষানোর সুখের জন্যে অধির হয়ে আছে"- বলদেব একটা চোখ টিপে আমাকে বললো। বলদেব আবারও ঠাপ শুরু করলো। ক্রমাগত ঠাপে কুহির নাক আর মুখের ফোঁসফোঁসানি বাড়তে লাগলো। "জাভেদ...প্রায় ১৫ দিন আগে একটা মাগী ভাড়া করে চুদেছিলাম...তারপর থেকে সব মাল এই বিচিত্রই জমা আছে...আপনার বৌকে দেখার পর থেকে আমার বিচির মাল এই কদিন শুধু টগবগ করে ফুটছিলো...আজ আমার বিচি খালি করবো...আহঃ এমন টাইট পাকা গুদ চুদে খুব মজা...কুহি রে...তোর মত মোসলমান ঘরের বৌকে এভাবে তোর স্বামীর সামনে চুদতে পারবো...এটা তো আমি সপ্নে ও ভাবি নি...নে মাগী...গুদ ভরে নে আমার বড়ো বীর্যে...তোর বাচ্চা দানির খলির ভিতর দিবো এখনই আমার ফ্যাদাগুলি...নে ঢুকিয়ে নে...আহঃ...মাগী কিভাবে আমার বাড়া কামড়াচ্ছে...উহঃ এতো সুখ?"-বলদেব এভাবে নান রকম নোংরা কথা বলতে বলতে কুহির গুদে শেষ একটা

ধাক্কা দিয়ে স্থির হয়ে পুরো বাড়া ঠেসে ধরে রেখে ফ্যাদা চালতে শুরু করলো বলদেব। বলদেবের বাড়ার গরম ফ্যাদার প্রতিটি ঝাঁকি পেয়ে যেন কুহির গুদ বার বার করে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। সেই সুখের আবেশে কুহি নিজেও একটা বড় রকমের রাগমোচন করে ফেললো।

আমি কুহির ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমু খেতে খেতে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। "জাভেদ, আমি বাড়া বের করবো এখনই..."-বলদেব যেন ঘোষণা দিলো। আমি বুঝতে পারলাম এই ঘোষণার অর্থ হলো যে, তুমি যদি তোমার বৌয়ের গুদ থেকে আমার বীর্ষ চুষে খেতে চাও, তাহলে গুদের নিচে মুখ পাতো। আমি কোন দ্বিধা ছাড়াই এগিয়ে গেলাম কুহির গুদের দিকে, আবারও নিচে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন বলদেব বাড়া বের করে। বলদেব আমাকে হাঁটু পোঁড়ে বসতে দেখেই ধীরে ধীরে টেনে ওর বাড়া সরিয়ে নিলো। আমি গিয়ে মুখ লাগলাম কুহির ভেজা রসসিক্ত গুদের কোয়ার ভিতর। বলদেব বিছানায় উঠে ওর বাড়া কুহির মুখের সামনে ধরলো। কুহি ওটাকে চেটে চুষে পরিষ্কার করে দিতে লাগলো। আমি কুহির গুদ থেকে বলদেবের ঘন ধকথকে আঠালো বীর্ষের দলা চুষে খেতে লাগলাম। প্রায় মিনিট পাচেক গুদ চুষে আমি বিজয়ীর বেসে উঠে দাঁড়লাম। অজিত অনেকগুলি বিয়ার নিয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে দিয়েছে আর নিজে একটা খেতে খেতে ওর বসকে একটা অফার করলো। আমি সড়ে যেতেই কুহি উঠে ওয়ারড্রব থেকে কিছু কাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো, তবে ঢুকার আগে বলদেবের ওকে ডেকে ওর গলা থেকে ডগ কলার আর নিপলের ক্ল্যাম্প দুটি খুলে দিলো। কুহি খুব খুশি হয়ে বলদেবের ঠোঁটে একটা গাঁড় চুমু দিলো। অজিত আমাকে ও একটা বিয়ার এগিয়ে দিলো। আমি ওটা নিয়ে বলদেবের পাশে বসে চুমুক দিতে লাগলাম। বলদেব বললো, "আমার ও খুব হিসি ধরেছে"- বলে বিয়ারের বোতল হাতে নিয়েই কুহি যেই বাথরুমে ঢুকেছে, সেখানে দরজায় ধাক্কা দিলো। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিলো। কুহি ভিতর থেকে বললো, "কে?"। বলদেব নিজের মুখে আঙ্গুল দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা দিলো যেন আমি দরজা খলার ব্যবস্থা করি। আমি বললাম, "জান, দরজা খোলো"

কুহি দরজা খুলে দিলো, বলদেব এক রকম ঠেলা দিয়েই ভিতরে ঢুকে গেল আর কুহিকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে দিতে দরজা বন্ধ করে দিলো। কুহি দরজা খুলে আমাকে না দেখে বলদেবকে দেখে চমকে গিয়েছিলো, কিন্তু বলদেব ওকে পাত্তা না দিয়েই আবার ও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। ভিতর থেকে বিভিন্ন অস্পষ্ট আওয়াজ, খিল খিল হাঁসির শব্দ, বিভিন্ন গোঙানির শব্দ পানির শব্দ আসছিলো। আমার কান ওদিকে তাক করছিলো যেন ভিতরে কি হচ্ছে সেটা জানার জন্যে আমি উদগ্রীব। অজিত এসে আমার পাশে বসলো, আর আমার কাঁধে ওর একটা হাত রেখে আমার চোখে চোখ রেখে বললো, "আরে দোস্ত...ওদের দিকে তাকিয়ে না...আমার বস খুব KINKY টাইপের লোক। তবে উনার বাড়াই যে এতো জোর আছে, সেটা আমি ভাবতে ও পারি নি। তুমি কি মনে মনে খুব UPSET হয়ে আছো?"

"না...তেমন না...আমি ঠিক আছি...অন্যরকম একটা রাত গেলো, তাই না?"-আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম। "হ্যাঁ... দোস্ত...এভাবে এতকিছু ঘটে যাবে ভাবতে পারি নি...আমার বসের উপর কি তোমার খুব রাগ হচ্ছে?"- অজিত যেন আমার মতই বিস্মিত।

"না... রাগ ছিলো প্রথমে... এখন কোন রাগ নেই...আমি বুঝতে পেরেছি...উনার স্বভাবটাই এরকম...একটু জোর খাটিয়ে, কষ্ট দিয়ে যৌনতা ভোগ করা...তবে কুহি যেভাবে ওর সাথে সহযোগিতা করেছে...সেটা এক কথায় অসাধারণ..."-আমি বললাম।

"আর... তুমি?...তুমি ও যে এভাবে সহযোগিতা করবে, আমি ভাবতেই পারি নি"- অজিত মৃদু হেসে বললো। আমি বুঝলাম যে ও কুহির গুদ চোষার কথা বলছে। "হ্যাঁ...আমি ও কি ভেবেছিলাম?...এটা বেশ হঠাৎই হয়ে গেলো...নিজেকে জানার এখন ও অনেক বাকি রয়ে গেছে"- আমি অজিতের দিকে তাকিয়ে বললাম।

"দোস্ত, তুমি আমাকে কি ভাবো, আমি জানি না...কিন্তু আমি মানুষ খারাপ নই...যে আমার কাছ থেকে যে রকম আশা করে, আমি তার সাথে তাই করতে চেষ্টা করি...প্রথমদিন...আমি তোমার সুন্দরী বৌকে ভোগ করা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারছিলাম না...সেজন্যে আমি কিছুটা Sadistic আচরণ করেছিলাম। তবে কুহি যে জোর খাটানো পছন্দ করে, সেজন্যেই আমি ওর উপরে জোর খাটাই।"- অজিত যেন আমার কাছে ওর পূর্ব আচরণের জন্যে সাফাই গাইছিলো।

"অজিত...তুমি আমাকে আর কুহিকে অনেক ভালো বুঝো...সে জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ...তুমি কুহির উপর জোর খাটালে ও যদি সেটা ভালবাসে তাহলে তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই...বরং পূর্ণ সাপোর্ট থাকবে সব সময়...আজ তুমি কুহির উপর কোন জোরই খাটো ও নি...মানে...তুমি ওকে মার দাও নি বা থুথু দেয়া বা তোমার পাছা চাটানো...কিছুই করনি..."-আমি একটু লজ্জার হাঁসি দিয়ে বললাম।

"তার মানে কি তুমি চাও যে আমি ওর সাথে এসব করি?"- অজিত একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম, কি জবাব দিবো ভাবছিলাম।

"তুমি চাইলে করতে পারো...কুহি তোমার লোমশ পাছা চেটে দিলে আমার কাছে খুব ভালো লাগবে"-আমি আমার চাওয়াকে অজিতের কাছে লুকাতে চাইলাম না।

"তাহলে, কুহিকে দিয়ে একটু পরেই আমার নোংরা পাছাটা চাটাবো...তবে তোমাকে ও কিন্তু কিছুটা কষ্ট করতে হবে"- অজিত মুচকি হেসে বললো।

"কি করতে হবে, বলো?"-আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে অজিতের কাছে জানতে চাইলাম।

"তুমি কুহির পাছা চেটে, ফুটোতে তেল মালিস আর আংলি করে ওটাকে আমার বাড়া ঢুকানোর উপযুক্ত করে তৈরি করে দেবে...যেন আমি যখন তোমার বৌয়ের পাছা চুদবো তখন কুহির কোন কষ্ট না হয়...করবে তো?"- অজিত জানতে চাইলো।

আমি ফিক করে হেসে ফেললাম অজিতের কথা শুনে-"হ্যাঁ...করবো তো..."

"আমি জানতাম যে তুমি এটা খুব আগ্রহ নিয়েই করবে...তুমি এখন মনের দিক থেকে পুরোপুরি একজন CUBD..এসব করতে তোমার ভালো লাগারই কথা..."-অজিত বলতে লাগলো, "কুহিকে সুখ দেয়াটাই এখন তোমার সবচেয়ে জরুরি কাজ, কারণ কুহি এখন থেকে আর তোমার সাথে সেন্স করে তৃপ্তি পাবে না...ওর জন্যে প্রয়োজন আমার মত মালিকের...যার কাছে কুহি হবে ঠিক একজন দাসীর মত...মালিকের সেবা করাটাই থাকবে ওর মূল লক্ষ্য...কারণ এই মালিকই ওকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে সক্ষম...তুমি না...তাই যেহেতু তুমি ওকে পরিপূর্ণ যৌন সুখ দিতে পারবে না, তাই তোমার উচিত আমার ও কুহির সেবা করা...একটু আগে যেমন তুমি কুহির গুদ থেকে আমার মাল বের করে খেয়েছো...এমনিভাবে তোমাকে সেবা করে যেতে হবে...পারবে বন্ধু...তখন কিন্তু আমি আর তোমার

বন্ধু থাকবো না...আমি তোমাদের দুজনেরই মালিক হবো...বুঝতে পারছো?"- অজিত আমাকে বুঝিয়ে বলছিলো সামনের সময়গুলিতে আমাদেরকে কি করতে হবে। আর সত্যি কথা বলতে, আমি নিজে উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম অজিতের মুখ থেকে এই সব কথা শুনতে শুনতে।

"পারবো...কুহির সুখের জন্যে আমি সব করতে পারবো"-আমি বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললাম।

"ওকে...দেখা যাবে"- বলে যেন অজিত আমার দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলো।

এভাবে আমি আর অজিত অনেকক্ষণ ধরে কথা বললাম কিন্তু কুহি আর বলদেব আর বের হয় না বাথরুম থেকে। প্রায় ২০ মিনিট পরে বলদেব আর কুহি এক সাথে মুচকি মুচকি হাঁসতে হাঁসতে বের হলো। কুহির পরনে একটা বড় টাওয়াল যেটা ওর দুধের অর্ধেক থেকে ঠিক ওর গুদ পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে, আর বলদেব পুরো ল্যাংটা হয়ে নিজের নেতানো পুরুষাঙ্গটা দোলাতে দোলাতে আসলো। নেতানো অবস্থাতে ও ওটা আমার বাড়া খাড়া হলে যতটুকু হয় তার সমানই মনে হলো। আমি ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় ১ টা বাজে। আমি উঠে গিয়ে কুহিকে জড়িয়ে ধরলাম আর ওর ঠোঁটে একটা গাঁড় চুমু দিলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে কুহি গোসল করে ফেলেছে। "এতো তাড়াতাড়ি গোসল করলে কেন? ওরা তো এখন চলে যাবে না!"-আমি কিছুটা বিষায় নিয়ে জানতে চাইলাম। এদিকে বলদেব বিয়ার হাতে নিয়ে অজিতের সাথে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলো।

কুহি আমার ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে বললো, "জানু...বলদেব বাথরুমে ঢুকে যা করলো, তাই গোসল না করে থাকতে পারলাম না...তোমাকে বলতে খুব লজ্জা করছে"- কুহি মুখ নিচু করে জানালো।

আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলাম, "জানু...বলো কি করেছে? আমার কাছে তোমার লজ্জা?"

"জানু...বলদেব খুব নোংরা"- কুহি বলদেবের দিকে তাকিয়ে আমাকে বলছিলো, "ও আমার সারা শরীরে পেশাব করেছে, আমার বুকে, কোমরে, মুখের উপর, তলপেট, গুদের উপর...অনেকগুলি পেশাব করে আমাকে পুরো ভিজিয়ে দিয়েছিলো...তাই পরিষ্কার হবার জন্যে গোসল না করে উপায় ছিলো না...জান তুমি কি খুব রাগ করেছো...?প্লিজ জান..."- কুহি এবার আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

"না জান...আমি একদমই রাগ করি নি...ও তোমার গায়ে পেশাব করার পরে তুমি ওর বাড়া নিজের হাতে ধরে ধুয়ে দিয়েছিলে?"-আমি কুহিকে আরেকটা চুমু দিয়ে বললাম।

"না তো জান...এরপরে আমি নিজে পেশাব করেছি...আর বলদেব আমার গুদের মুখে হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলো পেশাব করার সময়।"- কুহি একটু অবাক হয়ে বললো।

"এটা ঠিক করো নি জান...তোমার উচিত ছিলো বলদেব পেশাব করার পর ওর বাড়া মুখে ঢুকিয়ে চুষে দেওয়া, তা না করলে ও অন্তত নিজের হাতে ওটাকে ধুয়ে দেয়া...বুঝেছ"- আমি একটু শক্ত গলায় বললাম বলদেবকে শুনিয়ে শুনিয়ে। বলদেব, অজিত আর কুহি তিনজনেই আমার দিকে একটা উদ্ভত দৃষ্টি দিলো। "এখন...উনাকে ভালভাবে স্যরি বলো, তোমার এই অপরাধের জন্যে...আর উনাকে বলো যে এরপরে আর এরকম হবে না"-আমি জোর গলায় বললাম। আমার কথা শুনে বলদেবের ঠোঁটের কোনে এক চিলতে হাঁসির রেখা দেখা দিলো। কুহি বলদেবের কাছে গিয়ে বললো, "বলদেব...আমি খুব দুঃখিত যে আপনি আমার শরীরে প্রস্রাব করার পর আমি আপনার বাড়াকে মুখে নিয়ে বা হাতে ধরে পরিষ্কার করে দেই নি...আমাকে ক্ষমা করবেন...এরকম আর হবে না...এরপরে আপনি যখনই আমার শরীরের উপর প্রস্রাব করবেন, আমি অবশ্যই আপনার বাড়া মুখে ঢুকিয়ে চুষে পরিষ্কার করে দিবো"- কুহি বলদেবের সামনে গিয়ে হাত জোর করে কাচুমাচু হয়ে বললো।

"ঠিক আছে...কুহি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ...আমার তলপেটে আর কোন পেশাব নেই, থাকলে আমি এখনই আবার পেশাব করতাম"- বলদেব কুহিকে বললো।

"আমার এটাকে আছে...কিন্তু এখন তোমার শরীরে প্রস্রাব করলে তোমাকে তো আবার গোসল করতে হবে..."-অজিত উঠে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা হাঁসি দিয়ে কুহিকে বললো।

"আমি যদি তোমার বাড়া ধরে রাখি আর তুমি কমনোডে পেশাব করো, আর তারপরে আমি তোমার বাড়া চুষে দেই...তাহলে চলবে?"- কুহি বেশ কুণ্ঠিত স্বরে জানতে চাইলো। "হবে...চলো..."-অজিত বাথরুমের দিকে চললো।

"জানু...অজিতের বাড়া চুষে দেয়ার পরে ওর পাছাটা আর পাছার ফুটোটা ও চুষে দিও মনে করে...ভুলো না"-আমি কুহিকে বলে দিলাম বাথরুমের ঢাকার আগেই। কুহি মাথা নিচু করে অজিতের সাথে বাথরুমে ঢুকে গেলো।

আমি এসে বলদেবের পাশে বসলাম। বলদেব ধীরে ধীরে ওর বাড়ায় হাত বুলাচ্ছিলো। "জাভেদ সাহেব...তখন কুহিকে দিয়ে ধোন চোষানোর সময় আপনাকে অনেক খারাপ কথা বলেছি...তুই তোকরি করে অপমান করেছি...তাই প্লিজ ওগুলি নিয়ে রাগ করবেন না...ওটা শুধু মাল মাথায় উঠে গেলে আবল তাবোল বলে ফেলি..."-বলদেব আমার দু হাত নিজের দুহাতে নিয়ে বললো।

"না না...আমি কিছু মনে করি নি...আমি ব্যাপারটা আনন্দ নিয়ে উপভোগ করেছি...আসলে যৌনতার সময় এসব বললে বা করলেই বেশি আনন্দ পাওয়া যায়...আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন...আমি রাগ করবো না"--আমি উনাকে ভরসা দেয়ার চেষ্টা করলাম।

"আসলে সত্যি বলতে কি, জাভেদ সাহেব...আপনি খুবই ভাগ্যবান পুরুষ...প্রথমদিন শোরুমেরে আপনার স্ত্রীকে দেখেই আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এই বয়সে মাঝে মাঝে শরীরের চাহিদা খুব বেড়ে যায়...আর আমার স্ত্রী এটা পূরণ করতে একদম অপারগ...তাই মাঝে মাঝে হোটেলেরে যেয়ে ভাড়া করা মেয়ে চুদে বাড়ার গরম কমাই"-বলদেব আমার হাত ছেড়ে আবার ও নিজের বাড়িতে হাত বুলাতে লাগলেন, "আপনার স্ত্রীর মত অসাধারণ মোহনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী মহিলা আমি কখন ও দেখি নাই। কুহিকে দেখার পর থেকে আমার বাড়ীকে আমি ঠাণ্ডাই করতে পারছিলাম না...অজিত যখন বললো যে সে আমাকে চোদার সুযোগ করে দিবে তখন আমি তো স্বর্গে পৌঁছে গেলাম। আপনি চিন্তা করেন, আমার মত বুড়ো ভামের কাছে এ রকম পাকা যৌবনের অধিকারী মেয়েরা কখনও নিজে ইচ্ছে করে আসে?...তাও আবার মুসলমান ঘরের ভদ্র উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের দু বাচ্চার মা...একেকবারে সরেস যুবতী...এমন মেয়েকে তার স্বামীর সামনে ভোগ করতে পারা কি সহজ কোন কথা! এরপরে যখন অজিত বললো যে কুহি Submissi ve টাইপের মেয়ে...আর আমি সব সময় একটু রাফ সেক্স, হাত পা বেঁধে, মেয়েদের মেরে কষ্ট দিয়ে চুদতে পছন্দ করি...তখন বুঝলাম কুহি তো আমার জন্যে সোনায়ে সোহাগা...এমন সুযোগ জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসবে না...তাই ওই জিনিসগুলি নিয়ে এসেছিলাম...তবে না না...আপনি এবং কুহি না চাইলে আমি ওসব ব্যবহার করবো না...ওগুলি আপনি রেখে দিয়োন, যদি আপনার বা আপনার স্ত্রীর কখনও ব্যবহার করতে ইচ্ছে হয়, তখন ব্যবহার করবেন প্লিজ..."-কথা বলতে বলতে বলদেবের বাড়ী পুরো ঠাঠিয়ে গেছে।

"আপনি তো আবার উত্তেজিত হয়ে গেছেন...কুহি তো এখনও বাথরুম থেকে বের হলো না।"-আমি বলদেবের বাড়ার দিক থেকে বাথরুমের দিকে নজর দিলাম। "চলেন জাভেদ সাহেব...আমরা গিয়ে দেখি ওরা কি করছে?"- বলদেব প্রস্তাব দিলো। "হ্যাঁ...চলুন"- বলে আমি ও সাই দিলাম।

আমরা দরজায় উকি দিয়ে দেখি যে বাথরুমেরে কমাডে ঢাকনার নিচে নামিয়ে অজিত উপর হয়ে কুস্তি আসনে উবু হয়ে আছে আর কুহি ফ্লোরে হাঁটু গেঁড়ে দু হাত দিয়ে অজিতের পাছার দাবনা সরিয়ে নিজের মুখ ডুবিয়ে রেখেছে অজিতের পোঁদের ফাঁকে। অজিতের লোমশ পোঁদে কুহির জিভ দিয়ে চাটার আওয়াজ আমরা স্পষ্টই শুনছিলাম। "ওয়াও, ওয়াও...কুহি অজিতের জন্যে এতো কিছু আর আমার জন্যে কি?"-বলদেব বেশ কৌতুকভরে জানতে চাইলো। বলদেবের গলার আওয়াজ শুনে কুহি চট করে পিছন ফিরে আমাদের দুজনকে দেখে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললো। "কেন...আপনি এতক্ষণ ধরে যে আমার সাথে গোসল করতে করতে মস্তি করলেন, তাতে আপনার পেট ভরে নি?"- কুহি ও ছেড়ে দেবার পাত্রি নয়। অজিত এর মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছে।

"ওইসব মস্তিতে তো পেট ভরেছে, কিন্তু মন ভরে নি, আর আমার বাড়ার তো কিছুই হয় নি"-বলদেব জবাব দিলো। "চলুন...বিছানায় চলুন...আপনার সব কিছুই ভরিয়ে দেবো"- কুহি উঠে এসে বলদেবের ঠোঁটে একটা চুমু দিয়ে বললো। বলদেব কুহিকে চট করে জড়িয়ে ধরে একটা হেঁচকা টান দিয়ে নিজের কোলে তুলে নিলেন পেটের উপরে, কুহি নিজের দু পা দিয়ে ওকে ঝাপটে ধরলো। বলদেব কুহির কোমরে দু হাত দিয়ে ধরে রেখে ওর মুখে মুখে লাগিয়ে রেখে ক্রমাগত চুমু দিতে দিতে ওকে নিয়ে বেডরুমের বিছানার কাছে আসলো। "কি বন্ধু...মজা পেয়েছো তো?"-আমি অজিতকে জিজ্ঞেস করলাম। "তা আর বলতে...তোমার বৌয়ের মুখে আর জিভে জাদু আছে"-অজিত জবাব দিতে দিতে আমার পিছন পিছন বিছানার কাছে আসলো।

"ওহঃ বন্ধু...একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি...আমি যখন বিয়ার আনতে নিচে গিয়েছিলাম, তখন মেইন দরজা খোলা দেখতে পেয়েছিলাম, আমি দরজা আটকানোর জন্যে গিয়ে একটু বাইরে উকি দিয়েছিলাম, ওখানে বসের গাড়ীর পিছনে একটা গাড়ী পার্ক করা দেখলাম। কিন্তু বাইরে বা ভিতরে ড্রয়িংরুমে কাউকে না দেখে আমি আবার দরজা বন্ধ করে চলে এসেছিলাম"- অজিত আমাকে নিচু স্বরে বললো যেন কুহি বা বলদেব শুনতে না পায়। "বলো কি? সেই কথা তুমি আমাকে এখন বলছো?"- আমি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জানতে চাইলাম। "আমি তখনই বলতে এসেছিলাম, কিন্তু এসে দেখি তুমি কুহির গুদে মুখ ঢুকিয়ে আমার বসের ফ্যানা চুষছো, তাই ভুলে গেছিলাম, আমার মনে হয়, তোমার কোন দারোয়ান ঘরের ভিতর উকি দিয়েছিলো।"- অজিত আমাকে আশ্বস্ত করতে চাইলো।

আমি অজিতকে নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে বললাম, "না...অসম্ভব...দারোয়ানদের কাছে তো মেইন দরজার চাবি নেই। আর গাড়ী আসবে কোথা থেকে?"

"এবার আমার মনে পড়েছে, ওই গাড়ীটাই তো তুমি আমার শোরুম থেকে কিনেছিলে।"-অজিত যেন কিছু মনে পরে গেছে এমন ভঙ্গিতে বললো।

"ওহঃ শিট...ওটা তো আমার ছেলে ব্যবহার করে...আর ও তো ওর নানার বাড়িতে আছে এখন...তার মানে কি ও ফিরে এসেছে?"-আমি খুব শঙ্কিত হয়ে বললাম, "ওহঃ আল্লাহ...কি অঘটন ঘটিয়ে ফেললাম"।

আমি আর অজিত দুজনেই মেইন দরজা খুলে বাইরে তাকালাম, দেখলাম পারকিং এ শুধু অজিতের বসের গাড়ী, কারন অজিতের গাড়ী আমি গ্যারেজে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। অন্য কোন গাড়ী নেই। "কোথায় তুমি গাড়ী দেখেছো?"-আমি দরজা বন্ধ করে অজিতকে প্রশ্ন করলাম। "আমি তো ঠিক আরেকটা গাড়ী দেখেছি। চলো, তোমার দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে আসি যে কেও এসেছিলো কি না?"- অজিত বললো।

"না...না...এখন ওদের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না..."-আমি বাঁধা দিলাম। "ওদেরকে কাল সকালে জিজ্ঞেস করবো। এখন আগে আমি কিছু কাপড় পরে নেই, আর পুরো বাড়ি ঘুরে দেখতে হবে যে অন্য কেও আছে কি না"-এই বলে আমি আর অজিত দুজনেই বেডরুমের দিকে দৌড়ে গেলাম। বিছানায় বলদেবকে চিত করে ফেলে কুহি ওর পায়ের কাছে বসে এক মনে ওর বাড়ী আর বিচি চুষে দিচ্ছে। আমি আর অজিত ওদেরকে বিরক্ত না করে ধীর পায়ের বের হয়ে আসলাম, কাপড় পড়লাম, আর অজিতকে নিচতলাটা ভালো করে প্রতি রুমে ঢুকে দেখতে বলে ওকে নিচে নামিয়ে দিলাম, আর আমি দোতলা আর তিনতলা খুজতে গেলাম। আমি ও কাওকে পেলাম না আর অজিত ও না। আমি আর অজিত দুজনেই চিন্তায় পড়ে গেলাম। পরে অজিতকে ভিতরে রেখে আমি আবার বাইরে বের হলাম, দারোয়ানদের ঘরের কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে রাতে আমার বাসায় মেহমান আসার পরে আর কেও এসেছিলো কি না। জানতে পারলাম যে রাত প্রায় ১১ টার দিকে আমার ছেলে জিসান ওর গাড়ী নিয়ে এসেছিলো, আবার ১২:৩০ এর দিকে গাড়ী নিয়ে চলে গেছে। আমি চলে আসলাম ঘরে, অজিতকে বললাম কি ঘটেছে। অজিত ও চিন্তিত হয়ে গেলো আমার কথা শুনে। পরে দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে কুহি বা বলদেবকে এখন জানাবো না কি হয়েছে, কারন তাতে আজ রাতের মজাটা নষ্ট হয়ে যাবে। সকালে আমি আর কুহি মিলে ঠিক করবো কি করা উচিত আমাদের, কারন আমার ছেলে যে ওর কাছে থাকা চাবি দিয়ে দরজা খুলে আমাদের সব কাজ কর্ম দেখেই আবার ওর নানার বাড়ি ফিরে চলে গেছে সেটা আমরা পুরো নিশ্চিত, কারন আমাদের দরজা জানালা সব খোলাই ছিলো, তাই ছেলেকে কিভাবে সামলানো যায়, সেটা নিয়ে আমাকে আর কুহিকেই ভাবতে হবে।

অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছিলো এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনায় আর খোঁজাখুঁজিতে। আমরা দুজনে আবার উপরে গিয়ে দেখলাম যে কুহি এখন বলদেবের বুকের উপর চড়ে ওর বাড়া নিজের গুদে ভরে ধীরে ধীরে ঠাপ মারছে, আর বলদেব দু হাত উপরের দিকে নিয়ে কুহির বড় বড় মাই দুটি হাতের মুঠোয় ধরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কুহিকে নিশ্চিন্তে মজা করতে দেখে আমার আর অজিতের মনে আবার ও কামভাব জাগ্রত হলো। আমি আর অজিত দুজনে বটপট নেংটো হয়ে বিছানায় উঠে গেলাম। অজিত বিছানার উপরে দাঁড়িয়ে ওর ঈষৎ নেতানো বাড়টাকে কুহির মুখের সামনে ধরলো। কুহি খপ করে অজিতের বাড়া ধরে নিজের মুখে ওর মুণ্ডটা ঢুকিয়ে চুষতে লাগলো। আমি বলদেবের পাশে বসে জানতে চাইলাম, "কি খবর বলদেব সাহেব, কোনো সমস্যা আছে কি? কোন বিশেষ চাওয়া আছে কি আমার স্ত্রীর কাছে?"

বলদেব নিজের মুখের হাঁসি আকর্ষণ বিস্তৃত করে বললো, "একটা খায়েশ অপূর্ণ আছে এখনও...কুহি বিবির সুন্দর পোঁদে বাড়া ঢুকানো..."। আমি অভয় দিয়ে বললাম, "এ আর এমন কি? আমার স্ত্রী আপনার এই চাওয়া ও পূরণ করবে নিশ্চয়, তাই না জানু?"

"না না...উনার এই বিশাল বাড়া আমি পিছনে ঢুকতে পারবো না। প্লিজ...আমার ওটা ফেটে যাবে...অজিতকে আমি কথা দিয়েছি...নাহলে ওকে ও আমি ওখানে ঢুকতে দিতাম না...প্লিজ বলদেব, আপনার এই বিশাল শোল মাছটার জন্যে আমার গুদই উপযুক্ত জায়গা..."-কুহি বলদেবকে অনুনয় করতে লাগলো।

"আচ্ছা, সেটা দেখা যাবে পরে...কিন্তু তুমি পিছন পিছন কি বলছিলে যেন? তুমি কি ওই জায়গাটার নাম জানো না?"- আমি কুহিকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আহা...জানি তো...কিন্তু ওটা খুব বিশ্রী শব্দ, ওটা বলতে আমার খুব লজ্জা লাগবে যে"-কুহি বলদেবের বুক মুখ লুকালো।

"তোমার সব লজ্জা তো বলদেব ওর মোটা লম্বা বাড়া দিয়ে তোমার গুদের ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছে, লজ্জা আবার বাইরে আসলো কোথা থেকে?...ওসব ধুনফুন বাদ দিয়ে ওটার নাম কি, মানুষ ওটাকে চোদার সময় কি নামে ডাকে, সেটা সবাইকে শুনাও, জান"-আমি কুহির খুঁতনি ধরে একটা বাঁকি দিয়ে বললাম।

"ওহঃ জানু...আমার সত্যি খুব লজ্জা লাগছে বলতে...ওটা হলো আমার পোঁদ, পুটকি, পাছা...এক আবার হোগা ও বলে...হয়েছে এবার...আমার মুখে নোংরা কথা শুনে তোমরা খুব আনন্দ পাও, তাই না?"- কুহি বলদেবের বুক মুখ গুজে বললো।

আমি বললাম, "হ্যাঁ...তা মজা তো কিছুটা আছেই। এখন এক কাজ করো, অজিত চিত হয়ে শুয়ে থাকুক বলদেবের পাশে, তুমি বলদেবের বাড়া গুদে রেখেই একটু পাশের দিকে ঝুঁকে অজিতের বাড়া চুষতে থাকো, তোমার বড় পোঁদটা নড়িয়ে না, আর পোঁদটা উঁচু করে ধরো...আমি পিছন দিক থেকে ওটাকে ভালো করে চুষে তৈরি করে দিচ্ছি, যাতে অজিতের বাড়া তোমার পোঁদে ঢুকতে এতটুকু কষ্ট ও না হয়, ঠিক আছে?"

"কি বলছো, তুমি আমার পোঁদ চেটে দিবে? উফঃ...তুমি এই নোংরা জায়গায় মুখ লাগাবে?...প্লিজ এটা করো না লক্ষ্মীটি..."-কুহি আমাকে অনুনয় করতে লাগলো, "আমি খুব লজ্জা পাবো, জানু, আর আমার পোঁদের ফুটোটা খুব নোংরা হয়ে থাকে, তুমি না সব সময় বলো যে আমি বাথরুমে গেলে বাথরুম একদম গন্ধ হয়ে যায়?... বলো না?"

"সেটা তো ১০০ ভাগ সঠিক, আমি জানতাম মেয়েদের পোঁদে কামভেজক ঘ্রান থাকে, কিন্তু তোমার পোঁদ দেখে আমার সেই ভুল ভেঙ্গেছে, কারণ তোমার পোঁদের ফুঁটা খুব দুর্গন্ধময়, কিন্তু কি করবো, বন্ধু অজিতকে কথা দিয়েছি যে তোমার পোঁদের ফুঁটা ওর বাড়ার জন্যে রেডি করে দিবো, সেটা থেকে তো ফিরতে পারি না, তাই না?"- আমি কুহিকে বললাম। আমার মুখে ওর নিজের পোঁদের বদনাম বাইরের দুজন লোকের সামনে শুনে কুহি লজ্জায় লাল হয়ে গেলো, চোখ নিচে নামিয়ে ফেললো। "আরে বোকা মেয়ে...আসলে তোমার পোঁদে খুব সুন্দর ঘ্রান, তোমাকে চেতানোর জন্যে তোমার স্বামী এসব বাজে কথা আমাদেরকে সুন্যেছে"- অজিত হেসে কুহিকে আশস্ত করতে চাইলো।

কুহি আমার কথামতই ওর কোমর ঝুঁকিয়ে সামনের দিকে চলে আসলো, এর ফলে ওর পোঁদ কিছুটা ফাঁক হয়ে একটু উঁচুতে উঠে গেলো। অজিত বলদেবের পাশে একটু উঁচুতে শুয়ে গেলো, যাতে কুহির মুখ অজিতের বাড়ার কাছে থাকে। আমি গিয়ে উপর হয়ে বলদেবের দু পায়ের ফাঁকে বসলাম, আমার চোখের সামনে আমার বোয়ের গুদটা বীভৎসভাবে ফাঁক হয়ে আছে, গুদের কোয়া দুটি ভেজা, স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে আর ওর ভিতর বলদেবের বিশাল মুণ্ডটা ঢুকে আছে, এর একটু উপরে কুহির পাছার গোলাপি ছিদ্রটা আমার চোখের সামনে একদম মেলে আছে, কারণ, বলদেবের কোমরের দু পাশে কুহির দু পা, আর কুহি অনেকটা ঝুঁকে আছে বলদেব আর অজিতের শরীরের উপর। আমি কিভাবে ওর পোঁদের ফুঁটো চুষে তৈরি করবো সেটা ভাবতে লাগলাম। কারণ, পাঠকগণ ভালো করেই অবহিত আছেন যে, মেয়েদের গুদের ফুঁটো আর পোঁদের ফুঁটোর মাঝে ব্যবধান এতো কম যে কোন এক জায়গায় জিভ চালাতে গেলেই অন্য জায়গায় লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। আর এখন কুহির গুদের ভিতর বলদেবের অশ্লিষ্ট এমনভাবে ঠেসে ঢুকানো আছে যে আমি জিভ লাগালেই বলদেবের বাড়াতে আমার জিভ আর ঠোঁট লেগে যাবেই। আমি কি করবো চিন্তা করছিলাম। আমি কুহির পোঁদে মুখ না লাগিয়ে চুষ করে দেখছি দেখে কুহি অজিতের বাড়া ছেড়ে ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকালো।

"কি খুব নোংরা হয়ে আছে, ঘিন ঘিন করছে, তাই না?"- কুহি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো। "না ঠিক তা না...কিন্তু তোমার পোঁদের ফুঁটো আর গুদের ফুঁটোর মাঝে কোন জায়গা নেই যে আমি জিভ লাগাবো, কারণ বলদেবের বাড়া খুব টাইট ঠাঁসা হয়ে তোমার গুদের ফুঁটোকে এমনভাবে প্রসস্ত করে রেখেছে যে পোঁদের ফুঁটো আর বলদেবের বাড়া মাঝে এক সূতো পরিমান ও জায়গা নেই।"- আমি সত্যিকারের সমস্যাই কুহিকে বললাম।

"ওটা নিয়ে চিন্তা করো না...তোমার জিভ, বা ঠোঁট বলদেবের বাড়ায় বা আমার গুদের ঠোঁটে লাগলে আমি বা বলদেব কিছু মনে করবো না, তাই না বলদেব?"- কুহি একটা মিচকি হাঁসি দিয়ে কথাটা বলে বলদেবের দিকে ফিরে চোখ টিপ দিলো।

"হ্যা...জাভেদ সাহেব...আমি তো আপনার বৌয়ের গুদে বাড়া ঢুকিয়ে বসে আছি, নাড়াচাড়া করতে পারছি না...তাই আমার কোন সমস্যা নেই।"-বলদেব নিজে উপযাজক হয়ে আমাকে বললো।

আমি আর সময় নষ্ট না করে মুখ লাগিয়ে দিলাম কুহির গুদ আর পৌঁদের সংযোগ স্থলে। আমার ঠোঁট গিয়ে সরাসরি লাগলো কুহির গুদের শেষ মাথায় যেখানে বলদেবের বাড়ার কিছু অংশ ওর গুদ থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে। আমি ঠোঁট লাগিয়ে জিত বের করে জোরে জোরে লম্বা লম্বা চটান দিতে শুরু করলাম, যার ফলে বলদেবীর বাড়ার কিছু অংশ, কুহির গুদের ঠোঁটদুটি, পৌঁদের ফুটো এবং এর আশেপাশের জায়গাগুলি সব ভালো করে চেটে চুষে দিতে লাগলাম, আমার মুখে কুহির গুদ থেকে বেরিয়ে আসা ওর কামরস আর বলদেবের বাড়ার মদন রসের মিশ্রণ গুদের ঠোঁটে আর বলদেবের বাড়ার গুদের বাইরে বের হয়ে থাকা অংশে লেগে আছে। আমি সব ভালো করে চেটে চুষে দিতে শুরু করলাম। গুদে বাড়া ঠাসা অবস্থায় গুদের বাইরে আর পৌঁদের ফুটোতে আমার জিভের স্পর্শ আর খোঁচা খেয়ে কুহি একটু পর পরই গুঙ্গিয়ে উঠলো। সারা ঘরে ওর মুখের কামার্ত নিঃশ্বাস আর আহঃ উহঃ কাতরানিতে ভরে ছিলো। আমি বেশ কিছুক্ষণ পৌঁদ চুষে ওর পৌঁদের ফুটোতে আঙ্গুল ভরে ওটাকে লুজ বা টিলা করার কাজ চালিয়ে গেলাম। পৌঁদে আঙ্গুল ঢুকানোর পরে কুহির গোঙানির পরিমাণ বেড়ে গেলো।

"আরে, পৌঁদমাদানি খানকী, তোর পৌঁদে তোর স্বামীর জিভ লাগাতেই তুই সুখের চোটে পাগল হয়ে যাচ্ছিস, তাহলে ভেবে দেখ যে আমার এই মোটকা বাড়া যখন ওখানে ঢুকবে, তখন তুই কি রকম সুখ পাবি?"- অজিত কুহির চুলের মুঠি ধরে বেশ কয়েকটা কাঁকি দিয়ে বললো।

"উহঃ...আমি খুব সুখ পাচ্ছি অজিত...পৌঁদে জিভ লাগতেই আমার সারা শরীরে কামক্ষুধা ছড়িয়ে পড়েছে...আমি আর থাকতে পারছি না...তুমি এখনই তোমার এই হোঁতকা বাড়া আমার পৌঁদে ঢুকিয়ে দাও...আমি বলদেবের বাড়া গুদ থেকে বের করে দিচ্ছি...প্লিজ...অজিত...আমার পৌঁদ চুদে দাও...এখনই...আমি আর থাকতে পারছি না..."- বলে কুহি যেন একটা আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলো। আমি আর অজিত দুজনেই চট করে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম, অজিত এসে আমার জায়গায় বসলো, আর আমি গিয়ে বলদেবের আনা পৌঁদ মারানোর তেলের বোতল এনে অজিতের হাতে দিলাম। অজিত তেল নিয়ে নিজের বাড়ায় মেখে কুহির পৌঁদের ফুটো ফাঁক করে কিছুটা তেল ভিতরে ঢেলে দিলো। কুহি নিজের কোমর উঁচু করে ধরে গুদ থেকে বলদেবের বাড়া বের করে দিলো। অজিত নিজের বাড়া কুহির পৌঁদের ফুটো বরাবর তাক করলো আর আমাকে ইশারা দিলো আমি যেন কুহির পৌঁদের মাংশগুলি দু পাশে টেনে ধরে রাখি যাতে পৌঁদের ফুটো দুদিকে টান টান হয়ে থাকে।

আমি কুহির কোমরের কাছে বসে অজিতের দিকে ফিরে কুহির পাছার দাবনা দুটি দুদিকে টেনে ধরলাম। "কুহি...শরীর একদম রিলাক্স করে রাখো, শরীর টিলে করে ছেড়ে দিয়ে রাখো"-অজিত আদেশ দিলো। অজিত বাড়া মাথা পৌঁদের ফুটোতে লাগিয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিতে লাগলো, কুহির পৌঁদের ফুটো ফাঁক হচ্ছিলো না। তাই অজিত কুহির কোমর নিজের দিকে টেনে ধরে এবার বেশ জোরে চাপ দিলো, হঠাৎ করে ফুটো ফাঁক হয়ে অজিতের বাড়ার মুণ্ডীটা ঢুকে গেলো কুহির পৌঁদের ভিতরে। "উহঃ...আহঃ..."- করে কুহি যেন ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠলো। অজিত না থেমে ওর চাপ বাড়িয়ে দিয়ে আরও কিছুটা ঠেলে দিলো, আর আমি বসে বসে চোখ বড় করে দেখতে লাগলাম আমার বৌয়ের পৌঁদ মাড়ানো। কিভাবে একটু একটু করে অজিতের ধুমসো হোঁতকা বাড়া কুহির পৌঁদের ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সেটা দেখতে পাওয়া খুব কম পুরুষেরই ভাগ্যে জুটে। আর আমি হলাম সেই ভাগ্যবানদের মধ্যের শিরোমণি। প্রায় অর্ধেক পরিমাণ বাড়া কুহির পৌঁদে ঢুকিয়ে অজিত এবার থামলো। কুহিকে একটু মানিয়ে নেয়ার জন্যে সময় দিলো। অজিত নিজের হাতে দুটো আঙ্গুল কুহির গুদে ঢুকিয়ে কিছুটা খোঁচা দিলো, যার ফলে কুহির শরীরে আবার ও সুখের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। কুহির শরীরে পৌঁদে বাড়া ঢুকানোর কষ্ট যে গুদে আঙ্গুল ঢুকানোর পরে কমতে শুরু করেছে এটা বুঝে অজিত প্রস্তাব দিলো, "কুহি, তোমার গুদে যদি স্যারের বাড়া ঢুকানো থাকে, তাহলে তোমার ব্যথা তাড়াতাড়ি কম যাবে, গুদে ঢুকিয়ে নিবা স্যারের বাড়া?"

"না...না...আঙ্গুল ঢুকানো আর বলদেবের এই বিশাল হামানদিজা ঢুকানো কি এক কথা? না, আমি পারবো না, দুটো এক সাথে নিতে...তুমি ধীরে ধীরে ঠাপ মারতে থাকো, এখন ব্যথা কমতে শুরু করেছে।"- কুহি ভয়ে যেন কিছুটা চিৎকারের মত করে বললো। অজিত এবার ধীরে ধীরে বাড়া কিছুটা টান দিয়ে বের করে এনে আবার চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে শুরু করলো। এদিকে আমি কুহির গুদে আমার দুটো আঙ্গুল ভরে অল্প অল্প নাড়াতে শুরু করলাম। খুব দ্রুতই কুহি অজিতের ঠাপের সাথে নিজের শরীরকে তাল মিলিয়ে নিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম যে অজিত ওর বাড়ার প্রায় ৮০ ভাগ ধীরে ধীরে ঠাপের তালে ঢুকিয়ে দিতে শুরু করেছে কুহির পৌঁদের ভিতর। এদিকে বলদেবের বাড়া উদ্ধত খাড়া হয়ে কুহির তলপেটে খোঁচা দিচ্ছিলো। এতে কুহির যে খেয়াল হলো যে বলদেব তো বাড়া নিয়ে খুব কষ্টে আছে।

কুহি বলদেবকে উনার শরীর একটু পিছনের দিকে এগিয়ে নিতে বললো যেন বলদেবের বাড়া কুহির মুখের কাছে থাকে। বলদেব খুশি হয়ে কোমর পিছনের দিকে নিয়ে বাড়া কুহির মুখের সামনে ধরলো, কুহি পৌঁদে অজিতের বাড়ার গুদ খেতে খেতে নিজের গলার ভিতর বলদেবের বাড়া ঢুকিয়ে নিলো। মানে কুহি এখন একসাথে চোদা খেতে খেতে অজিত আর বলদেব দুজনকেই একই সাথে সুখ দিচ্ছে। কুহির মুখের চোষণে বলদেব সুখে চোটে উহঃ আহঃ করতে লাগলো। আর এদিকে অজিত কুহির পৌঁদে পুরো বাড়া তো ভরে দিয়েছেই, এখন বেশ দ্রুত বেগে জোরে জোরে নিজের শরীর দিয়ে ধাক্কা দিতে শুরু করে দিয়েছে কুহির পাছার দাবনায়। এবার আমি একটু দূরে সড়ে গেলাম। নিজের বোঁকে এভাবে দু দুজন পর পুরুষকে এক সাথে সুখ দেয়াকে দেখে দেখে আমি আমার ঠাঠানো বাড়া ধীরে খেঁচতে লাগলাম। কুহির পৌঁদে অজিতের বাড়া এখন বেশ সচ্ছন্দেই আসা যাওয়া করছে। অজিতের ঠাপের তালে তালে নিচের দিকে ঝুলে থাকা কুহির বড় বড় মাই দুটো দুলাছে। কুহি কে হাতে বলদেবের বিচি টিপে দিচ্ছিলো আর আরেকহাতে বলদেবের বাড়ার গোঁড়ায় ধরে ওটাকে নিজের মুখে ঢুকিয়ে উপর নিচ করছিলো।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কুহি পৌঁদে বাড়া খোঁচা খেয়ে গুদের জল ছেড়ে দিলো। অজিত কিন্তু ঠাপের গতি এতটুকু ও কম না করে যেন অসুরের মত শক্তি দিয়ে গদাম গদাম করে কুহির পৌঁদে ঠাপ কসাতে লাগলো। কুহি যে জীবনে প্রথম পৌঁদে বাড়া নিয়েই এতো তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে যাবে সেটা আমার ধারণা ছিলো না। অজিত আরও প্রায় মিনিট পাঁচেক ঠাপিয়ে হঠাৎ করে পুরো বাড়া টান দিয়ে বের করে এনে দ্রুত বেগে সড়ে গিয়ে কুহির চুলের মুঠি ধরে ওকে এক রকম টেনে হিচড়ে নিজের বাড়া কাছে এনে জোরের সাথে ঠেলে কুহির মুখে ওর ময়লা নোংরা বাড়াটাকে ঢুকিয়ে দিলো, আর দু তিনটা ঠেলা দিয়েই গুঙ্গিয়ে উঠে কুহির মুখের ভিতর ফ্যাদা ঢালতে শুরু করলো। "নে...মাগী...মুখে ভরে নে...আমার নোংরা বাড়ার নোংরা ফ্যাদাগুলি...না না...গিলবি না...মুখে ভরে রাখ...তোরা স্বামীকে দেখিয়ে তারপর গিলবি..."-এই বলে অজিত এক হাত দিয়ে ওর গলা চেপে ধরলো।

অজিত সবটুকু মাল কুহির মুখের ভিতর ফেলে বাড়া বের করে নিলো, "একদম গিলবি না...তোর স্বামীকে দেখা...তুই কিভাবে আমার হিন্দু বাড়ার ফ্যাদা মুখে ঢুকিয়ে আছিস দেখা, তারপর যদি তোর স্বামী তোকে গিলতে বলে, তাহলে গিলবি..."- বলে কুহির গলাতে হাত রেখেই আমাকে ডাকলো অজিত। আমি কাছে আসতেই অজিত বললো, "এবার ধীরে ধীরে মুখটা ফাঁক কর...আর তোর স্বামীকে তোর মুখে ভিতরের ফ্যাদা দেখা..."- অজিত জোর গলায় আদেশ দিলো। কুহি অনেক কষ্টে অজিতের ফ্যাদাগুলি গালের ভিতরে, জিভের নিচে রেখে যেন এতটুকু ও পড়ে বা বের না হয়ে যায়, সেভাবে ধীরে ধীরে মুখ খুলে হাঁ করলো আমাকে দেখানোর জন্যে। আমি দেখলাম কুহির মুখ ভর্তি অজিতের সাদা থকথকে ঘন আঠালো ফ্যাদা। কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম আমি, তারপর বললাম, "জানু...খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে...অজিতের ফ্যাদা তোমার মুখে ভর্তি হয়ে আছে...এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত গিলে ফেল।"-আমি বলতে দেরি কুহি টোক গিলে সব ফ্যাদা নিজের পেটে চালান করে দিলো। "উহঃ...অজিত তুমি এতো শয়তান...এভাবে মাল মুখে নিয়ে বসে থাকা যায়?"- কুহি অজিতের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাঁসি দিয়ে যেন ওকে একটা বকা দিলো।

"জানু...অজিতের বাড়াটা ভালো করে চুষে পরিষ্কার করে দাও। ওটাতে তোমার পোঁদের ময়লা আর ফ্যাদা লেগে আছে..."- বলে আমি কুহির মাথা ধরে অজিতের বাড়ার দিকে ঠেলে দিলাম। কুহির যেন আজ ঘিন্মা পিত্তা কিছুই নেই, এমন ভাবে গোত্রাসে অজিতের বাড়া মুখে নিয়ে ভালো করে চেটে চুষে একদম পরিষ্কার করে দিলো।

এবার বলদেব উঠে দাঁড়ালো, আর কুহিকে চিত করে ফেলে ওর গায়ের উপর উঠে মিশনারি স্টাইলে এক ধাক্কাই নিজের বাড়া ঢুকিয়ে দিলো। কুহি এতো তাড়াতাড়ি গুদে আবার ও একটা বাড়া পেয়ে সুখে আহঃ বলে কাঁতরে উঠলো। বলদেব ও এবার অসুরের মত চুদতে শুরু করলো কুহিকে। এক টানা ১০ মিনিট চুদে বলদেব ওর বীর্য কুহির গুদে ফেললো, একই সাথে কুহি ও গুদে রাগমোচন করে গুদ পেতে বলদেবের প্রসাদ গ্রহন করলো। বলদেব কিছুক্ষণ কুহির বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে রইলো, কুহির ওর পিঠে, মাথায়, চুলে, পাছায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে চুমুর পর চুমু দিয়ে যাচ্ছিলো বলদেবকে।

আমি আর অজিত বসে বসে ওদের দুজনের আদর সোহাগ প্রত্যক্ষ করছিলাম। বলদেবকে যে কুহি যৌনতার সময়ে এভাবে আপন করে বুকের মাঝে রাখবে সেটা আমি ভাবতেই পারছিলাম না। আমার নিজের বুকের মাঝে কি রকম যেন একটা চিনচিনে সূক্ষ্ম ব্যথা অনুভব করলাম আমি, সেট হয়তো এ কারণে যে আজ কুহি সেক্সের সময় ওদেরকে দুজন পর পুরুষ নয়, যেন নিজের একান্ত কাছের প্রেমিকের মত ওদেরকে আদর ভালবাসা ও যৌন সুখ দিয়েছে। বলদেব অনেক পরে কুহির বুকের উপর থেকে সড়লো, সাথে সাথেই আমি কুহির দু পায়ের ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে দিলাম। গুদ চুষে পরিষ্কার করে আমি নিজের বাড়া কুহির গুদে ঢুকিয়ে দিয়ে কুহির বুকে উঠলাম। "ওহঃ জানু...তোমার আদরের বৌকে আদর দাও...আমাকে একটু ভালো করে চুদে দাও..."- বলে সুখে কাঁতরে কাঁতরে উঠলো। বলদেব পাশে বসে কুহির চুলে হাত বুলিয়ে ওকে আদর করছিলো। আমি ৩/৪ মিনিট চুদে কুহির গুদে আরেকবার মাল ফেলে উঠে দাঁড়লাম।

"এবার চল, সবাই, বাথরুমে, ওখানে আবার সবাই আমার বৌয়ের শরীরে পেশাব করতে পারবে..."-এই ঘোষণা দিয়ে আমি কুহিকে হাত ধরে টেনে তুলে নিলাম। অজিত আর বলদেব বিড়ালের মত আমাদের পিছু পিছু ঢুকলো। আমি কুহিকে হাঁটু গেঁড়ে বসিয়ে দিলাম ফ্লোরের উপর, তারপর আমরা তিনজন ওর তিন পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়া কুহির শরীরের দিকে তাক করে সোনালি ধারা ছুটিয়ে দিলাম। কুহির বুক, দুধ, কোমর, পীঠ বেয়ে আমাদের প্রস্রাবের ধারা বয়ে যেতে লাগলো। কুহি যেন সেই ধারার স্রোতে নিজেকে এক অজানা সুখের দেশে ভাসিয়ে নিতে লাগলো।

পেশাব শেষ হওয়ার পরে কুহি অজিত ও বলদেবের বাড়া মুখে ঢুকিয়ে ভালো করে চুষে দিলো। আমি বার্না ছেড়ে গোসল করতে লাগলাম। ওরা সবাই এক এক করে গোসল সেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। আমরা সবাই মিলে নিচে ড্রয়িংরুমে এলাম, কারো সবারই খুব ক্ষুধা লেগেছে। কুহি একটা ঢোলা শার্ট আর নিচে একটা প্যানটি পরে নিচে আসলো। ফ্রিজ থেকে কিছু খাবার নামিয়ে ওভেনে গরম করে আমাদের জন্যে বেড়ে দিলো, এর মধ্যেই আমি সবার জন্যে কফি বানিয়ে ফেলেছিলাম। চার জনে এক সাথে বসে ব্রণ্ডি করে খেয়ে নিলাম।

খাবারের পরে বলদেব কুহিকে জড়িয়ে ধরে অনেকগুলি চুমু দিয়ে বললো, "কুহি, সুন্দরী...আজকের মত আমাদের বিদায় দাও...যদি ও তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না।" কুহি ও বলদেবকে যেন নিজের একান্ত প্রেমিকের মত জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে দিতে বললো, "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, বলদেব, আমাকে এমন চমৎকার একটা রাত উপহার দেবার জন্যে।"

"আরে... কি বলে...তোমাকে ধন্যবাদ, আমাদেরকে এমন সুন্দর রাত উপহার দেবার জন্যে। আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ তোমাদের দুজনের কাছেই। জাভেদ সাহেব...আপনি মানুষ হিসাবে অনেক উচ্চ মানের...আপনাকে বন্ধুর মত পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে...মাঝে মাঝে আমার অফিসে আসলে খুব খুশি হবো।"-এই বলে বলদেব আমার সাথে হাত মিলালো আর বুকে জড়িয়ে ধরলো। অজিত ও আমার সাথে হাত মিলিয়ে আর কুহিকে জড়িয়ে ধরে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। কুহি ওদেরকে কথা দিলো যে সে মাঝে মাঝে ওদের শোরুমে যাবে, তবে শুধু দেখা করার জন্যে, অন্য কিছুই জানে নয়।

আমি ওদের দুজনকে গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ওদের গাড়ী গেটের বাইরে চলে যাবার পরে আমি এসে দরজা বন্ধ করে সোফার উপরে বসলাম। কুহি ও সোফায় বসে একটা বিয়ারে অল্প অল্প করে চুমুক দিচ্ছিলো। আমি ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় ৪ টা বাজে। আমি কুহির ঘাড়ে হাত দিয়ে ওকে নিচের বুকের কাছে এনে আলতো করে ওর ঠোঁটে একটা চুমু দিলাম।

"জান...তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? আজ যা হয়েছে, টার জন্যে কি তুমি রাগ আমার উপরে?"- কুহি ফিসফিস করে আমাকে বললো।

"না জানু...সেজন্যে না...আসলে একটা অঘটন ঘটে গেছে..."-আমি কুহির মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললাম। কুহি চট করে সোজা হয়ে চিন্তিত মুখে জানতে চাইলো কি হয়েছে? আমি বললাম, "রাত ১১ টার দিকে জিসান এসেছিলো বাসায়...তারপর ১২ টার দিকে আবার চলে গেছে..."।

কুহির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো, ওর মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিলো না। "তুমি...তুমি নিশ্চিত?"- কুহি তোতলাতে তোতলাতে জানতে চাইলো।

আমি মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে হাঁ বললাম। "প্রথমবার অজিত যখন তোমাকে চুদে বিয়ার আনতে নিচে গিয়েছিলো, তার আগেই জিশান এসেছিলো, আর এর পরে তুমি যখন বাথরুম অজিতের পাছা চুষে বের হলে, তার কিছু আগেই জিশান আবার ওর গাট্টা নিয়ে চলে গেছে...আমি নিশ্চিত যে সে সব কিছু দেখেই চলে গেছে।"-আমি ধীরে বললাম। কুহি এরপর ও চুপ করে বসে রইলো। তখন আমি কি হয়েছিলো, কিভাবে আমি জানলাম যে ও এসেছিলো, অজিত যে দরজা খোলা দেখেছে, সেগুলি সব বিস্তারিত বললাম।

"ওহঃ...এখন কি হবে? ছেলের সামনে কিভাবে দাঁড়াবো আমি? আমার সব আত্মসম্মান যে শেষ হয়ে গেলো জিসানের কাছে?...ও যদি বলে দেয় কাউকে, যদি আরিবাকে বলে দেয়, বা আমার মা কে? উফঃ... কি হয়ে গেলো? আমরা দুজনেই কামতাদুনায়ে এতো ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে রাতে যে একটা ফোন করে ওরা ঘুমিয়েছি কি না জেনে নিবো, সেটা ও মনে ছিলো না"-কুহি নিজের মনে বিড়বিড় করে অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছিলো। "জান...এখন কি করবো আমরা? জিশানকে কিভাবে বুঝাবো? ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে ও যে আমি আর পারবো না...ও যদি রেগে গিয়ে কোন একটা অঘটন করে ফেলে? তাহলে আমি কি নিজেকে এই জীবনে ক্ষমা করতে পারবো?"- কুহির চোখের কোনে অশ্রুর ধারা দেখা দিলো।

"জান...এভাবে উতলা হয়ে গেলে, আমরা সমস্যা মোকাবেলা করবো কিভাবে? তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুন, আমি কি বলি। তারপর আমাকে বলো যে আমি ঠিকভাবে চিন্তা করছি না বৈঠকভাবে?"-আমি কুহিকে বললাম। আমার কথা শুনে ওর ফোঁপানি যেন কিছুটা থামলো। আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

"দেখো...ও আমাদেরকে দেখেছে, এটা সত্যি। দেখার পর, ওর মনে তিনটা অনুভূতির যে কোন একটা হতে পারে। একঃ ও খুব রেগে যাবে, কিন্তু ও যদি রেগে যেতো তাহলে ও তখনই আমাদের রুম ঢুকে রাগী গলায় তোমরা কি করছো এটা বলে আমাদের কাছে জবাব চাইতো। দুইঃ ওর মনে নানান কিছু উত্থান পতন চলছিলো, যার কারণে সে বুঝতে পারছিলো না যে সে কি করবে, তাই সে আবার ওর নানার বাসায় চলে গিয়েছে চুপ করে চিন্তা করার জন্যে যে ওর কি করা উচিত, আমাদের সামনে জবাব চাওয়া, নাকি অন্য কিছু করা। তিনঃ ও আসলে এসব দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে গেছিলো শারীরিকভাবে, কারণ ও হয়ত মনে মনে তোমাকে কামনা করে, যার কারণে, তোমাকে এভাবে অন্য পুরুষের সাথে আমার সামনে সেন্স করতে দেখে ও খুব উত্তেজিত হয়ে যায়, তাই সে চলে গিয়ে, কিভাবে তোমাকে প্র্যান করে কাবু করে ফেলা যায়, সেটা নিয়ে ভাবছে। এই তিনটির যে কোন একটাই হতে পারে ওর মনের অনুভূতি। এক নাম্বারটা যে সে হয় নি, সেটা আমি নিশ্চিত। তাই দুই বা তিন নাম্বারের যে কোন একটা হতে পারে ওর মনের অনুভূতি। তাই আমাদের কাছে এখন সময় আছে, কাল ও বাসায় আসার পরে ওর সাথে যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে কথা বলতে হবে, এমনভাবে আচরণ করতে হবে যে ও যে এসেছিলো, সেটা আমরা জানিই না। লক্ষ্য করতে হবে ও আমাদের দিকে চোরা চোখে তাকায় কি না। আর ও যদি নিজে থেকে কিছু বলে আমাদের তাহলে ভালো, আমরা ওকে সেটা বুঝিয়ে বলতে পারবো, আর ও যদি কিছু না বলে চুপচাপ থাকে তাহলে আজকের ব্যাপারে আমি একা ওর সাথে রাতে কথা বলবো, তুমি যে ওর ব্যাপারে জানো, সেটা ওকে বলা যাবে না। ওকে বলবো যে আমি জানি যে সে এসেছিলো এবং আমাদের দেখেছিলো। তারপর ওর মনের অনুভূতি কি সেটা জানার চেষ্টা করবো আমি। সেটা জানার পরেই আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারবো যে ওকে আমরা সামনের দিনগুলিতে কিভাবে কন্ট্রোল করবো।"- আমি অনেক সময় নিয়ে কথাগুলি কুহিকে বুঝিয়ে বললাম।

আমার কথা শুনে কুহি যেন আসার আলো দেখতে পেলো। আমাকে একটা চুমু দিয়ে বললো, "আমি জানি, যে কোন বিপদে তোমার বুদ্ধি খুলে যায় সবায় আগে...দেখো ছেলোটাকে ভালভাবে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হবে, যাতে ওর মনে যে একটা শক লেগেছে, সেটা থেকে ওকে বের করে আনতে হবে, নইলে ওর সামনের দিনগুলি অন্ধকার হয়ে যাবে"।

আমি কুহির কথা বুঝতে পারলাম, যে সন্তানের ভবিষ্যৎই ওর কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কিন্তু একটা চিন্তা একটা পোকা আমার মনে বাসা বুনতে শুরু করলো, যে জিশান যদি তুহিনের মত কুহিকে নিয়ে কল্পনা করে, তাহলে আমরা কি করবো। পরের ছেলেকে বোঝানো অনেক সহজ, কিন্তু নিজের ছেলেকে বুঝানো যে কি কঠিন সেটা যাদের সন্তান আছে তারা জানেন। আমি এই চিন্তাটাকে কুহির কাছ থেকে আড়াল করতে চাইলাম না, কারণ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সন্তবপরের জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকার নামই সভ্যতা"। তাই কি হলে কি করবো এর সাথে সাথে, কি কি হতে পারে সেটা আগাম চিন্তা করাটা ও জরুরী। "শুন...আরেকটা কথা বলি...শুনেই লাফ দিয়ে উঠো না...ভালো করে চিন্তা করো তারপর বলো কি করবে..."-আমি একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলাম, "ধরো, জিসানের যদি তুহিনের মতই তোমাকে নিয়ে ফ্যান্টাসি থাকে। তাহলে আজকের পরে ওর এই আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে যাবে...তখন সে আরও বেশি বেরোয়া হয়ে যাবে, বেশি বিপদজনক উদ্যোগ নেয়ার চেষ্টা করবে তোমাকে পাওয়ার জন্যে...তখন কি হবে, কারণ তার কাছে তখন একটা বড় যুক্তি থাকবে যে তুমি অন্য লোকের সাথে সেন্স করতে পারলে ওর সাথে পারবে না কেন? ওই মুহূর্তে ওকে কিভাবে মোকাবেলা করবে সেই চিন্তা এখন থেকেই করে নেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যদি ও আমি মনে মনে কামনা করি যে ওর মনে এসব নাই থাকুক, কিন্তু বলা তো যায় না।"

আমার কথা শুনে কুহির মনের ভিতর উত্থাল পাখাল বাড় বইতে লাগলো, একটু আগে সে যে কুহি ছিলো, সেই উদ্দমতার সাথে অজিত আর বলদেবের সাথে উচ্ছল যৌন ক্রিয়ায় মেতে উঠেছিলো, এখন আর সেই কুহি নেই। এখন ও ভীষণ বিষাদগ্রস্ত, বিধ্বস্ত, ক্লান্ত, ও যেন হতাশার এক সমুদ্রে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখেই আমার নিজের মনে ও ভয় ধরে গেলো। ও আবার কোন অঘটন (আমি আত্মহত্যার কথা বলছি) ঘটিয়ে ফেলবে না তো, এই আশঙ্কায় আমার বুকের ভিতরে একটা মাংসপেশিকে কেও যেন হাত চুকিয়ে চিপে ধরেছে, এমন অনুভূতি হলো।

"শুন...জানু...এখনই এতো চিন্তায় পরে যাওয়ার কোন দরকার নেই...আমাদের সামনে অনেক সময় আছে চিন্তা করার জন্যে। আর ও আসলেই ও ধরনের চিন্তা করছে কি না, সেটা আমরা তো নিশ্চিত নই। তাই যে সমস্যা এখন ও তৈরি হয় নি, সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।"-আমি কুহিকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম, "দেখো... সব ঠিক হয়ে যাবে...আমি সব ঠিক করে দেবো। এখন চলো, আমরা ঘুমতে যাই। কারণ, যে কোন সমস্যার সমাধান দেয়া আমারই কাজ, তোমার নয়। চলো...উপরে যাই।"

কুহি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালো, আমি ওর হাত ধরে বিছানায় নিয়ে আসলাম। কুহি বিছানার চাদরটা পাল্টে ফেললো আর আমরা দুজনে ঘুমের দেশে হারিয়ে গেলাম।

অভিসারের পরদিন সকালেঃ

সকালে ঘুম থেকে আমি একটু দেরি করেই উঠলাম, উঠে দেখি ঘড়িতে ১১ টা বাজে। পাশে কুহি নেই, বুঝলাম যে ও আগেই উঠে গেছে। আমি স্নান সেরে নিচে নেমে আসলাম, দেখলাম কুহি রান্নাঘরে কাজ করছে কাজের লোকদের সাথে। আমাকে দেখে মিষ্টি হেসে টেবিলে বসতে বললো। দুজনে এক সাথে খাবার খেয়ে নিলাম। কুহি জানালো যে জিশান আর আরিবা বিকালে আসবে। আমি খাবার খেয়ে অফিসে চলে গেলাম। বিকালে অফিস থেকে ফেরার পর দেখি ছেলে আর মেয়ে দুজনেই চলে এসেছে। ছেলে আমার বরাবরের মতই চুপচাপ, আর মেয়ে হই চই চিন্তা ফাল্লা করে ঘর

আকাশে উঠিয়ে রেখেছে। এটা সেটা নানান কথার মাধ্যমে আমরা সবাই এক সাথে নাস্তা করলাম, নাস্তার সময় ছেলে যে আড়চোখে বার বার ওর মায়ের দিকে আর আমার দিকে তাকাচ্ছিলো সেটা আমি ভালভাবেই বুঝতে পারলাম।

চুপচাপ নাস্তা করে আমরা সবাই মিলে টিভি দেখতে বসে গেলাম। রাত প্রায় ৯ টার দিকে আমার মোবাইলে ফোন আসলো, আমি দেখলাম আমার শ্বশুর ফোন করেছেন। আমি ধরতেই গুনলাম যে আমার শাশুড়ি স্ট্রোক করেছেন, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি ছেলে, মেয়ে আর কুহিকে নিয়ে ছুটলাম সেদিকে। কুহি তো কান্না করতে করতে বেহাল অবস্থা ওর মার জন্যে। যাক ভাগ্য ভালো যে সময় মত হাসপাতালে নেওয়ার কারণে এই যাত্রায় বেঁচে গেলেন। আমার মেয়ে ও ওর নানুর খুব ন্যাওটা, তাই সে ও খুব কান্না করছিলো। যখন ডাক্তার জানালো যে রুগি এখন বিপদমুক্ত, তখন সবার চিন্তা কমলো। তবে আজকের রাতের জন্যে রুগিকে হাসপাতালে রাখাই ঠিক হবে, বলে কুহি আমাকে বললো যে ও থাকবে ওর মার কাছে রাতে। আমি ছেলে মেয়েকে নিয়ে বাসায় ফিরে আসলাম রাত প্রায় ১২ টার দিকে। রাতের খাবার খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে আমি ভরে উঠেই হাসপাতালে চলে গিয়েছিলাম। জিশান ওর বোনকে নিয়ে ৯ টার দিকে আসলো। সকাল ১০ টার দিকে ডাক্তার এসে রুগিকে বাসায় নিয়ে যেতে বললো। আমি সবাইকে নিয়ে শ্বশুরের বাসায় চলে গেলাম। ওখানে বসে সিদ্ধান্ত হলো যে আমার মেয়ে এখন থেকে ওর নানুর বাসায়ই থাকবে, সে ওখান থেকেই ওর লেখাপড়া চালাবে, কারন এখন ওই বাসায় একজন শক্ত লোকের দরকার ছিলো, আর আমার মেয়ে ওর নানা-নানুর জন্যে জান ও দিয়ে দিতে পারে, ও নিজেই ওখানে থাকতে চাইলো, আমি আর কুহি আপত্তি করি নি। পরে মেয়ে আমাদের সাথে এসে ওর সব কাপড় চোপার, বই খাতা গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলো ওর নানুর বাসায়।

এখন বাসায় আমি, কুহি আর আমার ছেলে জিশান।

তুহিনের জন্মদিনঃ

সারাদিনের পরিশ্রমে সবাই ক্লান্ত ছিলো, তাই ঘুম আসতে দেরি হলো না কারো। এর পরদিন ছিলো তুহিনের জন্মদিন। তুহিন সকালেই ফোন করে ওর খালামনিকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে রাতে ওদের বাসায় পার্টি, সবাইকে যেতে হবে। আমি ঘুম থেকে উঠার পরে কুহি আমাকে জানালো তুহিনের কথা। আমি বললাম যে, জন্মদিন যেহেতু যেতে তো হবেই। তবে আমরা গিয়ে ওকে কিছু একটা উপহার দিয়ে কেক খেয়েই চলে আসবো। আর তুহিন যা চাইছিলো সেটার ব্যাপারে কুহিকে বললাম যে, "ওখানে এতো মানুষের সামনে তো কিছু হবে না, তবে তুমি এক ফাঁকে ওকে একটা চুমু দিয়ে বলে দিও যে, পরে কোন এক সময়ে ওর চাওয়া পূরণ করা হবে। আজ নয়" কুহি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো আমার কথা শুনে। কুহি বললো, "ও কি মানবে?"

"না মানলে চলবে কেন? ওদের বাড়িতে আজ অনেক মানুষ থাকবে, কিভাবে হবে? আর ও এতো বোকা নয় যে জেদ ধরবে যে ওর চাওয়া আজই মিটাতে হবে, তাই না? আর আমরা যদি ওদের বাসায় থাকি আজ, তাহলে বাসায় জিসান একা কিভাবে থাকবে?"- আমি কুহিকে বোঝালাম।

"শুন, জানু...আমি জানি...তুমি তুহিনের মন খারাপ করে দিতে চাও না...কিন্তু এখন আমাদের খুব সাবধানে এগিয়ে যেতে হবে, কারন তোমার ছেলে এর মধ্যেই অঙ্কে কিছু জেনে গেছে...আর তোমার বোনের ছেলের সাথে ও যদি তোমাকে দেখে তাহলে ও আরও বেশি মুষড়ে পড়বে, ভেসে পড়বে। তাই আজ তুমি তুহিনের কাছ থেকে যতটা দুরন্ত বজায় রাখা সম্ভব, সেভাবে ওখানে সময় কাটাতে। কোন এক ফাঁকে ওকে শুধু একটা চুমু দিয়ে বুঝিয়ে বলবে যে এখন না, পরে হবে...পারবে না?"-আমি কুহিকে বাস্তব অবস্থাটা বুঝানোর চেষ্টা করলাম।

"ওকে যখন চুমু দিবো, তুমি সামনে থাকবে?"- কুহি বেশ বোকাম মত জানতে চাইলো। "ওখানে বাসার পরিস্থিতি কেমন হয়, তা তো বলা যাচ্ছে না। যদি সম্ভব হয় আমি থাকার চেষ্টা করবো, কিন্তু যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আর কি করা, তুমি একাই ওকে বুঝিয়ে বলো, ঠিক আছে?"-আমি বললাম।

"কিন্তু ওর জন্যে কি উপহার নিয়ে যাবো আমরা?"-কুহি বললো।

আমি একটা চিন্তা করে বললাম, "ওর না শুনেছিলাম হ্যান্ডি ক্যামের খুব সখ, আমি অফিস থেকে আসার সময় ওর জন্যে সনির শোরুম থেকে একটা ভালো হ্যান্ডি ক্যাম কিনে নিয়ে আসবো, ওটাই তুমি ওকে গিফট করো, দেখবে ও খুব খুশি হবে, ঠিক আছে?" কুহি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো।

বিকালে আমি তুহিনের গিফট নিয়েই বাসায় ফিরলাম। এসে দেখি কুহি বেডরুমে বসে নানান ধরনের কাপড় বের করে বিছানার উপর মেলে রেখেছে। আমি জানতে চাইলাম, "কি ব্যাপার? এতো চিন্তিত কেন তুমি? এগুলি এভাবে মেলে রেখেছ কেন?"

"দেখো না...১ ঘণ্টা যাবত চিন্তা করে ও কি পড়ে যাবো সেটা স্থির করতে পারি নি। সেলোয়ার কামিজ পরবো, নাকি শার্ট প্যান্ট পড়বো, নাকি শাড়ি পড়বো? তুমিই বলো কোনটা পড়বো? আমি ঠিক করতে পারছি না।"- কুহি অধৈর্য হয়ে বললো।

"ওকে...এতো চিন্তা করার কোন কারণ নেই। তুমি কয়েকদিন আগে যে একটা নিল রঙের জর্জেটের শাড়ি কিনেছিলে সেটা পড়ো, আর সাথে ব্লাউজ না পড়ে একটা স্পেগেটি ফিতে দেয়া তোমার একটা নিল রঙের ব্রা আছে না যেটা ব্লাউজ ছাড়াই পড়া যায়, ওটা পড়ো।"-আমি পরামর্শ দিলাম।

"ওহঃ...ব্লাউজ ছাড়া ব্রা পড়ে উপরে শুধু শাড়ির আঁচল, পুরো পীঠ খোলা থাকবে যে...এগুলি পড়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া যায়?"- কুহি প্রতিবাদ করতে চাইলো। "দেখো, আত্ম ক্রমে জানতে চাইলে, তাই আমার মত বললাম। তোমার যেটা ইচ্ছা হয়ে সেটাই পড়ো, আমার কোন আপত্তি নেই"-আমি কিছুটা বিরক্তি সহকারে বললাম।

"ওটা পড়ে গেলে আমার সমস্ত শরীরের উপরে অংশ সবার চোখের সামনে একেবারে খুলে যাবে যে। সবাই চোখ দিয়ে চেটে চেটে কাহবে আমার পুরো শরীর...তোমার কাছে কি সেটাই ভালো লাগবে?"-কুহি যেন কিছুটা উত্তেজিত। "হ্যাঁ...আমি তাই চাই...আর এটা তুহিনের জন্যে ও একটা উপহার এর মত হবে...ও তোমাকে এই পোশাকে দেখে খুব খুশি হবে, বুঝতে পারছো না?"-আমি নিজে ও খানিকটা উত্তেজিত হয়ে কুহিকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু দিলাম। কুহি আর কোন কথা না বলে সব কাপড় গুছাতে লাগলো, আমি খেয়াল করলাম কুহি এর মধ্যেই শরীরের বগলের হাতের সব লোম ওয়াক্স করে ফেলেছে, যেন শরীরের কোন লোম ওর সৌন্দর্যের পথে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।

আমি উপরে গিয়ে ছেলেকে ও রেডি হতে বলে আসলাম। জিশানকে খুব চুপচাপ মনে হলো। আমি ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে কথা বললাম, কবে হবে, কোন বিষয়ে পড়বে এগুলি নিয়ে আলোচনা করলাম। তারপর নিচে নেমে টিভি ছেড়ে বসলাম, কারণ কুহির রেডি হতে সময় লাগবে, তাই ও রেডি হওয়ার পড়ে আমি কাপড় পড়বো, কারণ আমার লাগবে দু মিনিট আর কুহির লাগবে ৩০ মিনিট।

কুহি রেডি হয়ে যখন নিচে নেমে আসলো তখন ওকে দেখে আমার যেন চোখের পলক পড়ছিলো না। *She is looking absolutely gorgeous, stunning, sexy and ravishing* কথাটা ইংরেজিতে বললাম কারণ, বাংলায় ওর রূপের বর্ণনা এক শব্দে কিভাবে দেবো, সেটা আমার মাথায় আসছিলো না। গর্জিয়াশ লাগছিলো কারণ ওর শাড়িটা খুবই দামি উন্নত মানের কাপড় ছিলো, আর ওর বড় স্পেগেটি ব্রা টার কাপড়টা ছিল *Satin* এই কাপড়গুলি খুবই মসৃণ আর আরমাদায়ক হয়, পড়লে মনে হবে যেন শরীরের উপর একটা কোমল নরম পর্দার মত। শাড়িতে বেশ ভালো এমরয়ডারি কাজ করা ছিলো তাই শাড়ির আঁচলটা খুব সুন্দরভাবে ওর শরীরে লেপটে ছিলো। নিল রঙের ব্রা টার দুই জোড়া ফিতে ছিলো, এক জোড়া ওর মাইয়ের উপর থেকে সোজা উপরের দিকে উঠে ওর গলা বেঁটন করে ঘাড়ের কাছে বাঁধা ছিলো, আরেকজোড়া ফিতে ওর মাইয়ের নিচের অংশ থেকে বুকের পাজরের নিচ দিয়ে বেঁটন করে আড়াআড়িভাবে পিছনের দিকে পিঠের দিকে চলে গেছে, সেখানে কুহির পিঠের ঠিক মাঝ বরাবর ওটাকে গিট দিয়ে লাগানো ছিলো। সেক্সি বললাম এই কারণে যে, ওর ব্রা টা যদি ও বেশ বড় সাইজের ছিলো কিন্তু কুহির বিশাল দুধ এর কাপে ঠিকভাবে ফিট হতে পারছিলো না, যার ফলে কুহির মাইয়ের বোঁটার ঠিক দু ইঞ্চি উপরেই ছিলো ওটার উপরের শেষ অংশ, অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক মাই ব্রা এর বাইরে ছিলো, ফলে বিশাল একটা ফাঁক তৈরি হয়েছিলো ওর মাইয়ের খাঁজে, *huge cleavage* কুহির যদি ও ওর পাতলা জর্জেটের শাড়ির আঁচল দুভাজ করে বুকের উপর ফেলে রেখেছে তারপর ও এক দেখাতেই ওর বুকের ব্রা, মাইয়ের বেরিয়ে থাকা অংশ, মাইয়ের ফাঁক সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। আর আমার সেক্সি বোঁটা শাড়ি নাভির প্রায় ৪ ইঞ্চি নীচে পড়েছে, ফলে ব্রা যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখান থেকে ওর পুরো পেট, তলপেট, নাভির বিশাল গর্ত সব যেন দিনের আলোর মতই প্রকাশিত হয়ে আছে। আমি ওকে ঘুরে যেতে বললাম, ও যখন ঘুরে ওর পিছন দিকটা আমাকে দেখালো, তখন তো আমি পুরো বাকহারা, কারণ পুরো পীঠ খোলা, শুধু ঘাড়ে কাছে ওর ব্রা এর ফিতে আটকানো, আর পিঠের মাঝামাঝি আড়াআড়িভাবে ওর ব্রা এর আরেকটি ফিতে আটকানো, এছাড়া ওর পুরো ফর্শা লোমহীন পীঠ একদম খোলা একেবারে কোমরের একদম নিচ অংশ পর্যন্ত, ও শাড়ি সামনের দিকে নাভির ৪ ইঞ্চি নিচে পড়ার কারণে ওর পিছন দিকে ও শাড়ি কোমর পার হয়ে ঠিক পাছা যেখানে শুরু হয়েছে, সেই জায়গা থেকে শুরু। ওর বিশাল উঁচু পাছাকে শাড়িটা এক্ষনভাবে লেপটে রেখেছে যেন ওর পাছার উঁচু অংশ প্রকটভাবে ঠেলে ফুলে আছে, আর পাছার দুই দাবনার মাঝের খাঁজ ও এমন সেক্সি কায়দায় উদ্ভাসিত যে কোন পুরুষ ওকে দেখার সাথে সাথেই ওর পোঁদের খাঁজে বাড়া দুকানোর কথা মনে করবে। কুহির পোশাকের আরেকটি বর্ণনা না দিলেই নয়, সেটা হলো সাথে ও ইঞ্চি উঁচু হিল জুতা আর চুলকে বড় একটা খোপার মত করে মাথার উপরের দিকে ঠেলে চুলের ক্লিপ দিয়ে আটকানো। ওর ঘাড়ের উপর এক ফোঁটা চুল না থাকায় সেখানে ব্রা এর ফিতে দেখেই মানুষ যে কামর্ভেজিত হয়ে যাবে সেটা আমি প্রায় নিশ্চিত। ওর শাড়ির আঁচল পিছনের দিকে ওর পিঠকে লম্বালম্বিভাবে এক পাশে ঢেকে রেখেছে, কিন্তু অন্য পাশ পুরো খোলা।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কুহিকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে একটা লম্বা চুমু দিলাম আর কানের কাছে ফিসফিস করে বললাম, "জানু...তুহিন সহ আজকের অনুষ্ঠানের পুরুষ অতিথিদের চোখ থেকে তোমাকে রক্ষা করা খুব কঠিন কাজ হবে।"

"কে বলেছে তোমাকে রক্ষা করতে? আমি তো ওদেরকে পাগল করতাই এমন করে সেজেছি, জানো না...আমি খুব খারাপ মেয়েলোক...পুরুষদেরকে নিজের রূপ দেখিয়ে উত্তেজিত করতে ভালবাসি?"- কুহি আমার চোখের মুগ্ধতার দৃষ্টিতে কামের আগুন জ্বালানোর জন্যেই যেন এই কথাগুলি ওর কামনা মাথা গলার স্বরে আমার কানে ঢেলে দিলো। আমি দেরি না করে দৌড়ে উপরে গেলাম তৈরি হবার জন্যে। দু মিনিটের মধ্যে আমি তৈরি হয়ে নিচে নামলাম আর ছেলেকে নিচে নামার জন্যে ডাক দিলাম।

জিশান নিচে নেমেই ওর মা কে দেখে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, "মা, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। তুমি শাড়ির সাথে ব্লাউজ পড়ো নাই কেন?"। জিশান কখন ও এভাবে ওর মা কে দেখে নাই, আর এভাবে আমাদের সামনে ওর সরাসরি প্রশ্ন শুনে আমরা দুজনেই খুব ঘাবড়ে গেলাম। তবে কুহি নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, "বাবা রে, এই শাড়িটা আর ব্রা টা এমনই যে এটা উপরে ব্লাউজ পড়া যায় না, পড়লে খুব খারাপ দেখা যাবে। তুই নিশ্চয় চাস না যে তোর মা কে দেখে লোকজন আমাকে বুড়ি ভাবুক, বা আমার কাপড়ের রুচি নিয়ে বাজে ধারণা করুক, তাই কি চাস তুই?"-কুহি ছেলেকে পাল্টা আক্রমণ করলো কিন্তু কোন ধারালো শানিত অস্ত্র ছাড়াই।

জিশান বললো, "না। আমি কেন চাইব যে তোমাকে দেখে মানুষ খারাপ রুচির মানুষ মনে করুক? তবে এই পোশাকে তোমাকে দেখলে সবার খুব ভালো লাগবে। ওখানে তুহিন ভাইয়ার অনেক বন্ধু ও থাকবে তো, তাই এমনি জিজ্ঞেস করলাম যে ব্লাউজ পড়ো নাই যে?"

"কেন, ব্লাউজ ছাড়া কি আমাকে দেখে খুব নোংরা মহিলাদের মত মনে হচ্ছে?"-কুহি একটু আদুরে সুরে জানাতে চাইলো।

"না...না...উল্টো তোমাকে দেখে খুব আকর্ষণীয় লাগছে"- জিশান বললো।

আমি বললাম, "চলো, সবাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।" আমার তাড়া খেয়ে সবাই গাড়ীর দিকে আগালো। গাড়িতে জিশান আর ওর মা গাড়ীর পিছনে বসলো, আমি গাড়ী চালাতে লাগলাম। কুহি ছেলেকে পাশে বসিয়ে ওর অগোছালো চুলে নিজের হাত দিয়ে একটু সাজিয়ে দিচ্ছিলো। চুল ঠিক করে, ওর শার্টের কলার একটু টেনে টেনে পরিপাতি করে দিলো, আর জিশানের গালে একটা চুমু দিয়ে বললো, "তুই একদম অগোছালো ভাবে চলিস। একটু সুন্দর করে পরিপাতি হয়ে থাকতে পারিস না, তোর রুম ও সব সময় তুই নোংরা করে রাখিস।"

"আমি একটু অগোছালো না থাকলে তো তুমি আমার দিকে খেয়ালই রাখবে না, সেজন্যেই ইচ্ছা করেই একটু অগোছালো থাকি আমি"- জিসান দুইটুকু করে জবাব দিলো। "ওরে, দুষ্ট ছেলে, তুই আমাকে দিয়ে কাজ করানোর জন্যে এভাবে থাকিস তাহলে!"-এই বলে কুহি ওর কান টেনে দিলো।

এভাবে ওদের মা ছেলের নানা রকম খুনসুটি চলতে লাগলো চলার পুরো পথ জুড়েই। মাঝে মাঝে আমি ও এতো কিছু ইনপুট দিচ্ছিলাম। ওদের বাসায় গিয়ে সবার সাথে কুশল বিনিময় করে আমরা সবাই সোফায় বসলাম। অনেক মানুষ ভর্তি ওদের বাড়িতে। তুহিন তো কুহিকে দেখার পর থেকে ওর চার পাশে ঘুরঘুর করতেছে। কুহি ভিতরে ওর খালাতো বোন আর বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলছে। বাসার জওয়ান বৃদ্ধ, অল্প বয়সী ছেলে সবার চোখ যেন শুধু আমার বউয়ের দিকে। কুহি বোন ও ওকে বেশ তিগ্নি কাটছিলো এই ধরনের একটা পোশাক পড়ার জন্যে। কুহি সবার উৎসুক দৃষ্টির সামনে নিজের শরীরকে শাড়ির আঁচল দিয়ে টেনে টুনে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছিলো সব সময়ই। যদি বাইর থেকে কুহি নিজেকে নিয়ে খুব বিরত বোঝা যাচ্ছিলো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে এই পোশাক পড়ে এতো লোকের সামনে শরীর দেখাতে সে খুব উত্তেজিত বোধ করছিলো, সেটা আমি পুরো নিশ্চিত। তুহিনের কিছু বন্ধু বান্ধব ও তুহিন সহই কুহির আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। এবার কেঁক কাঁটার পালা। তুহিন ওর পাশেই কুহিকে দাঁড় করিয়ে কেঁক কাটলো। হাততালি, ছবি তোলা সবই হলো। তুহিন কুহিকে কেঁক খাইয়ে দিলো, কুহি ও তুহিনকে কেঁক খাইয়ে দিলো, আমি ও তুহিনকে কেঁক খাইয়ে দিলাম। এক ফাঁকে হঠাৎ তুহিন বললো, "খালামনি, আমার জন্মদিনের উপহার কোথায়?" কুহি বললো, "তোর খালুর কাছে।" ওরা দুজনে আমার দিকে তাকালো, তখন আমার মনে হলো যে ওর গিফট তো আমি বাসায় সোফার উপরেই ফেলে এসেছি।

"ওহঃ...তুহিন তোমার গিফট তো আমার বাসায় সোফার উপরে ফেলে এসেছি। এক কাজ করি আমি গিয়ে নিয়ে আসি।"-আমি তুহিনকে বললাম। জিসান বললো, "আব্বু, তুমি থাকো, আমি গিয়ে নিয়ে আসি।" আমি রাজী হলাম। আমার কাছ থেকে গাড়ীর চাবি নিয়ে জিসান চলে গেলো। আমি এই রুম সেই রুম ঘুরে ঘুরে সবার সাথে কথা বলতে লাগলাম। এক জায়গায় গোল হয়ে তুহিন আর ওর বন্ধুরা কুহিকে নিয়ে কথা বলছে, আমি গুনতে পেলাম, যদি ও ওরা খুব চুপি সারে নিচু স্বরে কথা বলছিলো, তারপর ও আমি ওদের কাছ থেকে একটু আড়ালে যেয়ে কান পেতে শুনার চেষ্টা করলাম ওরা কি বলছে।

একজন বললো, "দোস্ত, তোর খালাটা তো মারাত্মক হট...উফঃ দেখেই আমার বাড়া ঠাঠিয়ে গেছে"। আরেকজন বললো, "আরে উনাকে খালা না বলে বল একজন পাকা ডবকা MLF, কিভাবে এতো লোকের সামনে ব্লাউজ না পড়ে শুধু শাড়ি দিয়ে বুকের বড় বড় লাউগুলি ঢেকে রাখা চেষ্টা করছে। আর শাড়ি কি রকম নিচে পড়েছে।" আরেকজন বললো, "আমি তো ভাই উনার নাভির প্রেমে পড়ে গেছি...উফঃ উনার নাভির ছিদ্রটা দেখে তো আমার মনে হচ্ছিলো যেন ওটাই উনার ভোঁদা।" তুহিন বাগড়া দিয়ে বললো, "শালা হারামি রা...আমার খালার পিছনে না ঘুরে তদের খালার পিছনে ঘুর। মনে রাখিস, ওটা আমার খালা, কাজেই ওটার দিকে তাকানোর অধিকার শুধু আমারই আছে।" আরেকজন বললো, "শালা, তোমার যদি পুরো অধিকার থাকে তাহলে, আমরা তোমার বন্ধু হিসাবে আমাদের ও তো অল্প সল্প কিছু অধিকার আছে, তাই না"। তুহিন বাদে বাকিরা হ্যাঁ, তাই তো বলে একসাথে কিছুটা জোরেই চৌঁচিয়ে উঠলো। তুহিন ওদের চুপ শালারা, আন্তে বল, বলে মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করতে বললো। সবাই চুপ করলে তুহিন বললো, "শুন...আমি অনেকদিন ধরেই খালার পিছনে লাইন মারছি, এখন ও গোল করতে পারি নাই...যদি আমি গোল করতে পারি, তাহলে, তোদেরকে পুরো কাবাব নয়, সামান্য কিছু হাড়, ছেঁড়া খুচরা টুকরো টুকরার ভাগ দিবো, ঠিক আছে?" ওর বন্ধুরা সবাই ওয়াও বলে আনন্দের একটা শব্দ করলো। একজন বললো, "দোস্ত, সে তো অনেক পরের ব্যাপার...আজকে যদি তোর খালাকে বেশি কিছু না উনার রসালো মিষ্টি ঠোঁটে একটা চুমু খাওয়া সুযোগ করে দিতি, তাহলে তো আমরা ধন্য হয়ে যেতাম।" তুহিন বললো, "শালা হারামি, উনি আমার খালা, উনাকে খুব বেশি হলে তুই গালে চুমু দিতে পারিস, উনি কি তোর প্রেমিকা যে ঠোঁটে চুমু খাবি?" আরেকজন বললো, "দোস্ত, তোকে একদিন **But on Rouge** এ বুফে খাওয়াবো, প্লিজ একটা করে চুমু খাওয়ার ব্যবস্থা করে দে, এই রকম সুন্দরীর গালে চুমু খেলে ভগবান ও আমাদের ক্ষমা করবে না, চুমু খাওয়ার জন্যেই তো ভগবান উনাকে এই রকম সুন্দর রসে টসটসা একজোড়া ঠোঁট দিয়েছেন।"

আমি ওদের কথাবার্তা শুনে অবাক হওয়ার পাশাপাশি শারীরিক দিক থেকে খুব উত্তেজিত হয়ে গেলাম। এই অল্প বয়সী ছেলেগুলি আমার স্ত্রীকে নিয়ে এই রকম ভাবে, ওরা এতো মরিয়া আমার স্ত্রী লোভনীয় শরীরের জন্যে, ভাবতেই যেন আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। আমার বাড়া ফুলে উঠে যেন প্যান্ট ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। আমার ইচ্ছে করছিলো এখনই কুহিকে ডেকে এনে এই ছেলেগুলির হাতে তুলে দেই, কিন্তু সমাজ সংস্কার আমাদেরকে যে বেঁধে রেখেছে অনেক আইনের ভিতরে। আমি সড়ে না গিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদেরকে আড়াল করে ওরা আর কি কি বলে শুনার চেষ্টা করলাম। "শুন, এতো উতলা হইস না...বললাম তো আমি যদি গোল করতে পারি, তাহলে তোদেরকে ছিটেফোঁটা কিছু দেবো, বিশ্বাস কর"- তুহিন ওদেরকে আবার ও বোঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু ওর বন্ধুরা নাছোড়বান্দা টাইপের। ওরা বার বারই ওকে অনুরোধ ও লোভ দেখাতে লাগলো যেন ওরা আমার স্ত্রীকে ঠোঁটে চুমু খেতে পারে। আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে তুহিন যেন আমার বৌয়ের শরীরের মালিক, তাই ওরা সেটা ব্যবহার করার জন্যে ওর কাছ থেকে অনুমতি চাইছিলো। এভাবে এতগুলি ছেলেকে কুহির শরীরের প্রতি লালসা প্রকাশ করতে দেখে আমি যেন আভিভূত হয়ে গেলাম, নতুন করে যেন চিনতে পারলাম আমার স্ত্রীর শরীরের সম্পদকে। তুহিন ওদেরকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফেরত দিয়ে দিলো আর নিজে ওখান থেকে উঠে কুহি কোথায় আছে খোঁজ করতে লাগলো।

আমি তুহিনকে ডাক দিয়ে এক কোনে নিয়ে ওর কানে কানে বললাম, "তুহিন, তোমার সাথে যে কথা ছিলো তোমার খালার, সেটা আজ সম্ভব হবে না, তুমি মন খারাপ করো না। আজ শুধু তুমি তোমার খালাকে কোন এক ফাঁকে একটা চুমু খেতে পারো, কারন বাসায় অনেক মানুষ, বুঝতে পারছো?" তুহিন মন খারাপ করে বললো, "তোমরা আজ থাকো না আমাদের বাসায়, তাহলেই তো হয়, রাতে ছাদের চাবি আমার কাছে রাখবো আর সবাই মিলে সেদিনের মত ছাদের রুমটাতে চলে যাবো"। আমি বুঝতে পারলাম ছেলেটা অনেক আশা নিয়ে প্র্যান করে রেখেছে। তাই ওকে নিরাস করতে খারাপ লাগছিলো। "শুন, আরিবা তো ওর নানার বাসায় চলে যাবে এখন থেকে, জিসান একা একা রাতে আমাদের বাসায় কিভাবে থাকবে? লক্ষ্মী বাবা, অন্য একদিন, হবে সুযোগ বুঝে, ঠিক আছে?"-আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করলাম।

"খালুজান, এক কাজ করলে কেমন হয়? তোমরা একটু দেরি করে যেও, আর যাওয়ার সময় যদি হঠাৎ করে আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে আব্বু মানা করবে না, তাহলে আমি তোমাদের সাথে চলে গেলাম আজকে তোমাদের বাসায়"- তুহিন বিকল্প প্রস্তাব দিলো। আমি জানি, আমি তুহিনকে আমাদের বাসায় আজকের জন্যে নিয়ে যেতে চাইলে ওর আব্বু মানে আমার দুলাভাই মানা করবে না। কিন্তু কোন ওজুহাতে নিয়ে যাবো সেটা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

তারপর ও আমি তুহিনকে কথা দিলাম যে আমি কোন একটা ওজুহাতে ওকে নেয়ার জন্যে চেষ্টা করবো। তুহিন আমার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে ওর খালাকে খুজতে লাগলো। আমি ও ওর পিছন পিছন কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চললাম। তুহিনের আমুর বেডরুমে বসে অনেকের সাথে কুহি ও গল্প করছে, তুহিন কুহিকে দেখতে পেয়ে ওই রুমে ঢুকলো। তুহিন কি যেন একটা খুজার ভান করে ওই রুমে কিছুটা সময় পার করতে লাগলো, এর মাঝে কুহির সাথে একবার তুহিনের চোখাচুখি ও হয়ে গেলো। কুহি বুঝতে পারছিলো তুহিন অস্তির হয়ে উঠেছে। কুহি সবার সামনে "আমি একটু ওয়াসরুমে থেকে আসছি"- বলে বের হয়ে গেলো। কুহির বের হওয়ার পর তুহিন ও যেন ও যা খুঁজছিলো সেটা পেয়ে গেছে ভান করে বের হয়ে আসলো ওই রুমে থেকে। কুহি আমার দিকে চোখ টিপ দিয়ে ওদের একটা গেস্টরুম আছে ভিতরের দিকে, ওটার দিকে হাঁটা দিলো। ওর পিছন পিছন নিঃশব্দে তুহিন আর তুহিনের পিছনে নিঃশব্দে আমি চলতে লাগলাম। ভাগ্য ভালো ওই রুমে কেও ছিলো না। কুহি রুমের এক প্রান্তে যে বাথরুমটা আছে, ওটার লাইট জ্বালিয়ে সেখানে ঢুকে গেলো। তুহিন ওর পিছন পিছন গিয়ে ওই রুমের লাইট বন্ধ করে আমাদের রুমে ঢুকিয়ে রুমের দরজা আলতো করে ঠেলে দিলো আবছাভাবে বন্ধ করার মত করে, কিন্তু লোক করলো না, যেন বাইরে থেকে দেখে মনে হয় যে এই রুমে কেও নেই।

তুহিন আর আমি দুজনেই বাথরুমে ঢুকে গেলাম, আমি দরজা বন্ধ করতেই তুহিন আগ্রাসিভাবে কুহিকে ঝাপটে ধরলো। কুহি ও যেন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিলো না। আমার উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে কুহির ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ভুবিয়ে দিলো তুহিন। শারীরিক দিক থেকে তুহিন বেশ গুঠাম দেহের অধিকারী, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, চোখা নাক, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, ঘন কালো চুল, আর ব্যয়ামের কারণে হাত পা ও বুকের পেশিগুলি বেরিয়ে পড়ে ওকে যেন এক নিখুঁত আকর্ষণীয় যৌবনের অধিকারী করে দিয়েছিলো। কুহি ওর গলা জড়িয়ে ধরে নিজের জিভ ঢুকিয়ে দিয়েছিলো তুহিনের মুখের ভিতরে। আমি বুঝতে পারছিলাম এক অমোঘ আকর্ষণ আছে ওদের দুজনের শরীরের পরস্পরের জন্যে, সেটা কি শুধুই দেহের জন্যে লালসা মোহ, নাকি নিষিদ্ধ সম্পর্কের আশ্রয় নাকি হৃদয়ের ভিতরের সত্যিকারের ভালবাসা, সেটা এই মুহূর্তে ধারণা করা খুব কষ্টকর ছিলো আমার জন্যে। তুহিন ওর এক হাত দিয়ে বুকের কাছে কুহিকে নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে রেখেছিলো আর অন্য হাত দিয়ে ওর কোমরে রেখে কুহির জিভ চুষতে চুষতে নিজের জিভ কুহির মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। তুহিনের হাত আন্তে আন্তে কুহির কোমর থেকে ওর খোলা তলপেট বেয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করলো। আমি তুহিনের হাতের অবস্থান দেখতে দেখতে দুজন আদিম মানব মানবীর চুমু খাওয়া দেখছিলাম। চুমু জিনিষটা যে কখন ও কখনও সঙ্গম সুখের চেয়ে মানুষকে বেশি আকর্ষিত করে সেটা আজ ওদেরকে এভাবে বাথরুমে ভিতরে লুকিয়ে লুকিয়ে করতে দেখার পরেই বুঝলাম। তুহিনকে খুব আগ্রাসী আর বেপরোয়া মনে হচ্ছিলো। আমি নিজের শরীরের ও ভয়ের সাথে সাথে একটা উত্তেজনা বোধ করছিলাম। ভয় হচ্ছে ধরা পড়ে যাবার, বা কেও জেনে যাবার। আর উত্তেজনা হচ্ছিলো, তুহিনকে ওর খালা যে কিনা মায়ের সমান তাকে এভাবে নিজের বুকুর সাথে চেপে ধরে মুখ দিয়ে কুহির মুখের ভিতরের আর ঠোঁটের সব রস যেন নিংড়ে বের করে নিবে, এটা দেখতে দেখতে। আমার নিজের ও খুব ইচ্ছে জেগে গেলো এই মুহূর্তে কুহির ঠোঁটে একটা চুমু খাবার জন্যে। কিন্তু সেটাকে আমি দমিয়ে দিলাম এই বলে যে, কুহি তো তোমার নিজের সম্পদ। ওকে ভোগ করার জন্যে তো তোমার ঘরই আছে, এটা বুঝিয়ে।

হঠাৎ করেই কোন পূর্ব চিন্তা ছাড়াই একটা অন্য রকম কাজ করে ফেললাম, তবে কাজতে উত্তেজনার বসেই হয়ে গেলো। আমি কুহির একটা হাত টেনে তুহিনের ঘাড় থেকে সরিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে তুহিনের প্যান্টের চেইনের একটু নিচে লাগিয়ে দিয়ে আমার হাতের তালু দিয়ে কুহির হাতের পিঠে চাপ দিয়ে তুহিনের ফুলা উঠা বাড়ার উপর কুহির হাত লাগিয়ে দিলাম। তারপর আমি হাত সরিয়ে নিলাম। কুহি তুহিনকে চুমু খাওয়া নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিলো, হঠাৎ যখন ওর হাত আমি টেনে নামালাম তখন যেন সে শঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলো যে আমি বোধহয় ওকে চুমু খাওয়া শেষ করতে বলছি, কিন্তু সেই হাত যখন তুহিনের বাড়ার উপর পড়লো, তখন কুহি যেন আর দেরি করতে পারছিলো না, ফুলে উঠা বাড়াটাকে প্যান্টের উপর দিয়েই মুঠো করে ধরার চেষ্টা করছিলো কিন্তু ধরতে না পেরে ওটাকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এদিকে তুহিন চুমু খেতে খেতে কুহির হাত ওর বাড়ায় পড়াতে ওহঃ বলে যেন একটু গুসিয়ে উঠলো, যদি ও সে জানে না যে কুহির হাত ওখানে আপনা আপনি যায় নি, আমি নিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি। তুহিন ও চুমু খেতে খেতে আর দেরি করতে পারছিলো না, কুহির খোলা পেটের উপর রাখা উঠিয়ে কুহির বুকুর উপর উঠিয়ে থাকা একটা মাংসপিণ্ডকে মুঠো করে খামচে ধরলো। নরম কাপড়ের ত্রা এর উপর দিয়ে কুহির নরম মসৃণ মাই ধরে যেন তুহিন সুখে একটা শীতকার দিয়ে উঠলো ওহঃ করে। ওই অবস্থাতেই আমি আরও কিছুক্ষণ থাকতে দিলাম। তারপর আমার গলা খাঁকারি দিয়ে আমি তুহিনের কাঁধে হাত রাখলাম, আর ফিসফিস করে বললাম, "তুহিন...আজ আর নয়...বাইরে আমাদের খোঁজাখুঁজি পড়ে যাবে...বেশি সময় থাকা এখানে বিপদজনক...চলো বের হতে হবে"। তুহিনের যেন ধ্যানমগ্নতা ভেঙ্গে চুরে ছারখার হয়ে গেলো। ওর চোখ মুখে এর মধ্যেই কামনার ছায়া পুরোপুরি চেয়ে গেছে, নিঃশ্বাস বড় হয়ে ঘন হয়ে গেছিলো। আমার কোথায় ওদের মধ্যে একটা বিরক্তির উদ্বেক করলো, সেটা আমি স্পষ্ট বুঝলাম। কিন্তু কি আর করা, এই মুহূর্তে আমাদের হাতে সময় নেই। দু কপোত কপোতীকে আমি আলাদা করলাম। কুহির চোখ মুখ ও খুব লাল, ওর চোখ কেমন যেন ঢুলু ঢুলু হয়ে গেছে। তুহিন কুহিকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের বললো, "আমি আগে দরজা খুলে দেখি কেও আছে কি না, তারপর আপনারা বের হবেন"।

খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে তুহিন আগে বের হলো। এদিকে আমি কুহির হাতে আমার রুমাল দিয়ে ওকে মুখ ঠোঁট মুছে নিতে বললাম। কুহি হাতে করে অল্প পানি নিয়ে ওর ঠোঁট আর থুঁতনি, নাকের চারপাশ এগুলিতে একটু পানি লাগিয়ে মুছে নিলো, যেন বাইরের কেও বুঝতে না পারে যে ওর উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে একটু আগে। তুহিন বের হয়ে কাওকে না দেখে আবার দরজার কাছে এসে ইশারা দিলো সব পরিষ্কার, আমরা বের হতে পারি। আমি কুহিকে নিয়ে বের হলাম। বের হয়ে কুহি ওর শাড়ি, আঁচল সব ঠিক করে নিলো। আমি ওকে আগে বের হয়ে ভিড়ের মাঝে মিশে যেতে বললাম। ও চলে যাওয়ার একটু পরে আমি বের হলাম। ঘড়িতে সময় দেখে বুঝতে পারলাম যে প্রায় ৫ মিনিট ওরা চুমুচুমু করেছে। আমি ও বের হয়ে গেলাম। এর ১০ মিনিট পরেই জিসান এসে উপস্থিত হলো তুহিনের গিফট নিয়ে। আমি ছেলেকে আদর করে ওর গালে একটা চুমু দিলাম আর ওর চুল হাত দিয়ে নেড়ে দিলাম। আমি জিসানকে বললাম ওর মার হাতে দিয়ে আসতে প্যাকেটটা। ওর মা ই তুহিনকে উপহারটা দিক। একটু পরে আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম তুহিন ওর হ্যান্ডিক্যাম নিয়ে খুব খুশি, ব্যাটারি লাগিয়ে এখনই ভিডিও করা শুরু করে দিয়েছে। আর গুরুটা ওর খালামনির ছবি দিয়েই। আমি দুলাভাইয়ের খোঁজ করতে লাগলাম। উনাকে পেয়ে আমরা দুজন আবার এক সাথে হয়ে গল্প করতে লাগলাম। এর কিছু পরেই সবাইকে খাবার জন্যে ডাকা হলো। বুফে খাবার, তাই সবাই প্লেট হাতে নিয়ে যার যার ইচ্ছে মত খাবার নিয়ে এখানে ওখানে বসে বসে খেতে লাগলো। তুহিন নিজে এক হাতে খাবারের প্লেট নিয়ে আরেকহাতে ওর উপহার নিয়ে ভিডিও করতে করতেই ওর খালার সাথে খেতে বসলো, ওর বন্ধুগুলি ও ওকে আর ওর খালামনিকে ঘিরে চারপাশে বসে খেতে লাগলো। তুহিনের কড়া চোখ রাস্তানির ভয়ে ওরা তেমন বেশি কথা বলতে পারলো না ওর খালার সাথে, আমার ছেলে ও ওর মায়ের সাথে বসেই খাচ্ছিলো। আমি আর আমার দুলাভাই এক সাথে খাবার খেতে খেতে নানান গল্প করছিলাম।

খাবার খাওয়ার পরে বেশ কিছু মেহমান চলে গেলো, তুহিন এর বন্ধুরা ও চলে গেলো। শুধু রয়ে গেলাম আমরা কিছু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন। আরিবাকে নিয়ে ওর নানা চলে গেলো, কারন ওর নানু বাসায় অসুস্থ ও একা। আমরা আর তুহিনদের পরিবারের সবাই, আর দুলাভাইয়ের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু উনার পরিবার সহ রয়ে গেলো। আমি এক ফাঁকে কুহির কানে জানিয়ে দিলাম যে তুহিন আমাদের সাথে আমাদের বাসায় যেতে চায় আজ রাতে। শুনে কুহির চোখে মুখে কেমন যেন আলোর ষোর লেগে গেলো। আরও বললাম যে, কোন এক ফাঁকে দুলাভাইকে কোন এক ওজুহাতে রাজী করতে হবে। আমার কথা শুনে কুহি ও চিন্তা করতে শুরু করলো যে কিভাবে দুলাভাইকে রাজী করানো যায়। তুহিন যে অনেকটা ছেলেমানুষের মত হ্যান্ডিক্যামটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে সব অপশন গুলি চেক

করতে শুরু করেছিলো, আর একটু পর পর সবার ভিডিও করছিলো, এটা দেখে ওর বাবা মা খুব খুশি। ওর মা তো কুহিকে একটু ধমকেই দিলো যে কেন এতো দামি একটা জিনিষ ওকে দেয়া হলো, এখন সে সারা দিন এটা নিয়ে পরে থাকবে, লেখা পড়ার আর কোন খবর থাকবে না। যদি ও আমরা জানি যে তুহিন লেখাপড়ায় মোটেও খারাপ নয়। কিন্তু সব বাবা মা ই মনে করে যে তাদের ছেলেমেয়েরা বোধহয় লেখাপড়ায় খারাপ, আর অন্য লোকের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ায় খুব ভালো। হঠাৎ করে তুহিন জিজ্ঞেস করলো যে, "খালামনি এটার সাথে তোমাকে কোন স্ট্যান্ড দেয় নাই, যাতে হাতে ধরে না রেখে এটাকে দাঁড় করিয়ে অটোমেটিক ভিডিও করা যায়। সবাই তো এই স্ট্যান্ডগুলি সাথে ক্রী দেয়।" কুহি জিজ্ঞাসু মুখে আমার দিকে তাকালো।

আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। আমি মিথ্যে করে বললাম, "স্যরি, তুহিন, ভুলে ওটা ও বাসায় ফেলে এসেছি আমি। ইদানীং কিছুই মনে থাকে না, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি তো..."-এই বলে একটা লজ্জার হাঁসি দিলাম।

আমার ছেলে জিসান ও মাথায় বেশ ভালো বুদ্ধি ধরে, সে চট করে বললো, "আবু, তোমার মনে নেই, ওই স্ট্যান্ড তোমাকে দেয় নাই। আমি যে সোফার উপর থেকে ওটা নিয়ে এসেছিলাম, সেখানে এটার সাথে আর কিছু ছিলো না।"

আমি একটু বিরত হয়ে বললাম, "না...ওটা দিয়েছে... কিন্তু আমি প্যাকেট আর স্ট্যান্ড নিয়ে বেডরুমে চলে গিয়েছিলাম, পরে স্ট্যান্ড বেডরুমে রেখেই প্যাকেট নিয়ে ড্রয়িংরুমে চলে এসেছিলাম। ওই স্ট্যান্ডটা আমাদের বেডরুমে আছে। তুহিন, তুই এক কাজ কর, আমাদের সাথে চল আমাদের বাসায়, নিয়ে আসবি।"

ওর আবু বাঁধা দিলো, "কেন এত রাতে, ও স্ট্যান্ড দিয়ে কি করবে? কাল সকালে আনলে কি হবে?"

আমি বললাম, "আহাঃ, দুলাভাই, ছেলে মানুষ তো, কোন জিনিষ পুরোপুরি না পেলে ভালো লাগে না ওদের কাছে।"

তুহিনের আবু বললো, "তাহলে, তুই গেলে আজ আর এতো রাতে ফিরে আসিস না, জিসানের বাসায়তেই থাকিস, সকালে চলে আসবি।"

তুহিন বললো, "আবু, আমার সকালে ৮ টা থেকে ক্লাস আছে না...আমি খালার বাসা থেকে ক্যাম্পাসে চলে যাবো, সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরবো। ঠিক আছে?"

ওর আবু কিছুটা আমতা আমতা করে পরে রাজী হয়ে গেলো। আমি আর কুহি দুজনেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, তুহিনকে বাসায় নেয়ার প্লান সফল হয়েছে, কিন্তু বাসায় যাওয়ার পর আমার ছেলে যদি স্ট্যান্ড দেখতে চায়, তখন কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু তুহিন আর জিসান ভেবেছিলো আমি বোধহয় সত্যি সত্যি স্ট্যান্ড বেডরুমে ফেলে এসেছি। আমি চুপি চুপি তুহিনের মোবাইলে একটা এসএমএস দিয়ে দিলাম যে, "ওর স্ট্যান্ড দোকান থেকে আনা হয় নাই, কাল ওকে ওটা এনে দিবো, কিন্তু বাসায় গিয়ে ও যেন জিসানের সামনে স্ট্যান্ড নিয়ে কোন কথা না বলে ও টাকে এড়িয়ে যায়, নাহলে জিসান সন্দেহ করবে।" তুহিন যে আমার এসএমএস পড়ছে আমি দূর থেকেই দেখলাম।

একটু পর আমার মোবাইলে এসএমএস আসলো তুহিনের কাছ থেকে, "প্রিয় খালুজান, এটা নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না...জিসানকে সন্দেহ করার কোন সুযোগই আমি দিবো না। আর আমি আপনার কাছে সব কিছুর জন্যেই কৃতজ্ঞ। আমি শুধু আজ রাতের জন্যে আমার খালামনিকে একটু ভালো করে মন ভরে চুমু খেতে চাই।"

আরও কিছুক্ষণ গল্প করতে করতে ঘড়িতে রাত প্রায় ১১:৩০ বেজে গেলো। আমরা সবাই যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়লাম। তুহিন একটা ছোট ঝুলান ব্যাগে ওর সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। গাড়িতে উঠার সময় আমি ইচ্ছে করেই জিসানকে গাড়ী চালাতে বলে আমি ওর পাশের ড্রাইভিং সিটে বসে পরলাম, কুহি আর তুহিন পিছনে উঠে গেলো। তুহিনের হাতে ওর হ্যান্ডিক্যামে ভিডিও চলছেই। গাড়িতে বসে ও সে বাইরের রাস্তার আর আমার, জিসানের, আর অবশ্যই ওর খালামনিকে ভিডিও করছিলো। গাড়ী চালু হবার পর ওর খালামনি একটু বিরক্ত হয়ে ওকে বকা দিলো, "কি রে কি করছিস বাচ্চা ছেলের মত? গাড়ীর ভিতর অন্ধকারে কি ভিডিও করা যায়? ওটা রেখে দে..."- কুহি যেন একটু ধমকে দিলো তুহিনকে।

তুহিন এক গাল হেসে জবাব দিলো, "ওহঃ খালামনি, তোমাকে আজ এতো সুন্দর লাগছে এই পোশাকে, একদম পরীর মত মনে হচ্ছে, তাই আমি এটা আমার হাত থেকে রাখতেই পারছি না...প্লিজ, আমাকে আরও কিছুটা ভিডিও করতে দাও...আবার কবে তোমাকে এমন সুন্দর পোশাকে দেখতে পাবো তার কি ঠিক আছে?" তুহিন ওটা হাত হেঁটে না নামিয়েই ভিডিও করতে লাগলো।

কুহি আবার ও বললো, "এক কথা আর কতবার বলবি? আর তুই কি পরী দেখেছিস কখনও যে আমাকে পরীর মত লাগছে বলবি?"

"পরী দেখিনি দেখেই তো তোমাকে যে পরীর মতই লাগছে, সেটা বুঝতে পারলাম। জিসান, তুমি বোলো তো, আমার খালামনিকে তোমার কাছে আজ কেমন লাগছে?"-তুহিন চটপট জবাব দিলো।

জিসান যে তুহিনের প্রশ্ন শুনে একটু খতমত খেয়ে গেলো, একটু আমতা আমতা করে জবাব দিলো, "আমার আমু তো এমনিতেই অনেক বেশি সুন্দর...তবে আজ আমুকে একটু বেশিই সুন্দর লাগছে?"- জিসান বেশ কাঁপা কাঁপা গলায় নিচু স্বরে কিছুটা দ্বিধা জড়ানো গলায় বললো। আমি কোন কথা না বলে চুপ করে তুহিনের কাজ কর্ম দেখতে লাগলাম।

"শুধু সুন্দর বললে যথার্থ হবে কি? আমার খালামনিকে আজ খুব হট ও লাগছে, তাই না জিসান?"- তুহিন যেন আমাকে আর কুহিকে উপেক্ষা করে শুধু জিসানের সাথেই গল্প করছে। জিসান কি বলবে, নিজের মা কে আমার সামনে কাজিনের কাছে হট বলে স্বীকার করবে নাকি চুপ করে থাকবে, বুঝতে পারছিলাম না।

কুহি নিজের ছেলেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো। "জিসান তো আমাকে বুড়ি মনে করে, হট মনে করে না, তাই বাসা থেকে বের হবার সময়ে ও আমাকে শুধু সুন্দর লাগছে বলে কোনরকম একটা মন রক্ষার কথা বলেছে, তাই না বেটা?"- কুহির একটু ইয়ার্কি মারলো জিসানের সাথে।

জিসান খুব অপ্রতিভ হয়ে গেলো নিজের মার মুখে এই কথা শুনে। সে খুব আবেগ নিয়ে এবা বললো, "মা, সত্যি বলছি তোমাকে আমার শুধু সুন্দর না, মারাত্মক হট লাগে, কিন্তু বের হবার সময়ে এই হট শব্দটা আমার ঠোঁটের কিনারে এসে গিয়েছিলো...কিন্তু তুমি রাগ করতে পারো চিন্তা করেই আমি তোমাকে শুধু খুব সুন্দর লাগছে, এটা বলেছি। আমি যদি জানতাম যে হট বললে তুমি রাগ করবে না, তাহলে আমি তোমাকে শুধু হট না, আরও কিছু ও বলতাম, প্লিজ মামনি, রাগ করো না...তোমাকে সত্যি খুব আকর্ষণীয়, কামনাকর, সেক্সি আর হট মনে হচ্ছে।"

এবার আমি কিছু নিজে থেকে বলা উচিত মনে করলাম। "জিসান, বাবা, তুমি এখন পুরো প্রাপ্তবয়স্ক সূঠাম দেহের অধিকারী একজন যুবক আর তোমার মার মত সুন্দরী খুব কমই আছে। তাই আমি মনে করি তোমার মাকে যদি তোমার সত্যি আকর্ষণীয় বলেই মনে হয়, সেটা তোমার মনের ভিতর লুকিয়ে রাখা উচিত না। ছেলেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে যৌনতার যে শব্দগুলি সব সময় উচ্চারণ করে,

সেগুলি আমাদের সামনে বললে কোন দোষ হবে না, কারন আমরা নিজেরাও প্রাপ্তবয়স্ক। তাই আমার পরামর্শ হলো যে তোমার যদি তোমার মা কে ভালোই লাগে, সেটা আমার সামনে ও প্রকাশ করতে তুমি লজ্জা পেও না।"-বিশাল একটা লেকচার ঝাড়লাম ছেলের উপর, সাথে সাথে কি ওকে কিছুটা উসকিয়ে ও দিলাম? কথা শেষ করে মনে মনে ভাবতে লাগলাম।

আমি কি বলতে বা বোঝাতে চেয়েছি সেটা জিশান খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে। তাই সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "স্যরি, আক্স...তুমি যে এভাবে আমার সাথে কথা বলতে পারো, সেটা আমার চিন্তায় ছিলো না। আজ থেকে আমার মুখে তুমি শুধু আমার মনের কথাই শুনতে পাবে। মামনি স্যরি, এখন থেকে আমি তোমাকে সব সময় অনেক অনেক প্রশংসা করবো, ঠিক আছে?"-জিশান একটা দুষ্ট মিষ্টি হাঁসি দিয়ে কুহির দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো।

"সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তুমি যে আজ বের হবার সময়ে আমাকে প্রশংসা করো নি, তার জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।"- কুহি আবারও কৌতুকভরে বললো। "কি শাস্তি, মামনি?"- জিশান বেশ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলো।

"গাড়ী থেকে বের হয়ে তুমি আমাকে ভালো করে অনেকগুলি চুমু দিবে। আগে তুমি আমাকে সকাল বিকাল, বাইরে যাবার সময়, খাওয়া আগে, রাতে ঘুমুতে যাবার আগে, সব সময় চুমু দিতে। কিন্তু এখন নিজেকে তুমি বড় হয়ে গোছো বলে মনে করো, আর তাই আমাকে তুমি একদমই চুমু দাও না, কারন আমি বুড়ি হয়ে গেছি।"- কুহি কি বোনের ছেলের সামনে নিজের ছেলেকে তাতাতে শুরু করে দিলো কি না, আমার সন্দেহ হলো।

জিশান সানন্দে ওর শাস্তি মাথা পেতে নিলো। এবার তুহিন হ্যান্ডিক্যাম বন্ধ করে নিজের এক হাত দিয়ে কুহিকে নিজের দিকে টেনে এনে একদম গাঁ ঘেঁষে বসালো। তুহিনের গাঁ ঘেঁষে বসে কুহি তুহিনের মাথার চুলে নিজের হাতের আঙ্গুল ঢুকিয়ে বিলি কেটে দিতে লাগলো। "তুই ও আমাকে এখন আর একদম আদর করিস না...শয়তান ছেলে কোথাকার...আগে আমাকে দেখলেই কত চুমু দিতি, এখন তুই বড় হয়ে গিয়েছিস, আমি বুড়ি হয়ে গেছি, তাই একদমই আমাকে আদর করিস না"- কুহি অনুযোগের সুরে তুহিনকে বললো।

কুহির অভিযোগ আমলে নিয়ে তুহিন যেন এর আশু সুরাহা করে ফেলবে এখনই, তাই সে কুহির মাথা দুই হাত দিয়ে ধরে, নিজের মুখ এগিয়ে নিয়ে পটাপট কুহির সারা মুখে চুমু দিতে শুরু করলো, গাড়ীর ভিতরেই। তুহিন কুহির কপালে, গালে, নাকে, খুঁতনিতে অজস্র চুমু দিতে দিতে ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ হঠাৎ দু একটা চুমু ওর ঠোঁটে ও দিয়ে দিলো। "ওহঃ...আমার খালামনিটার খুব রাগ হয়েছে আমাদের দুজনের উপরে, তাই না...আজ সব পুষিয়ে দিবো..."- এভাবে বলতে বলতে কুহির সারা মুখে ওর ঠোঁটের স্পর্শ লাগিয়ে দিলো। কুহি ও খুব শিহরিত হয়ে নিজের ছেলের আর স্বামীর সামনে তুহিনের চুমু আর আদর নিজের মুখে পেয়ে ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলো।

"আহঃ ছাড়...ছাড়...এক সাথে এতো চুমু দিলে আমি রাখবো কোথায়?"- বলে কুহি যেন কপোত রাগে ভান করতে লাগলো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে যে খুব শিহরিত ও উত্তেজিত সেটা ওর গলার স্বরেই আমি টের পেলাম। তুহিন এবার ক্ষান্ত দিলো চুমু খাওয়া থেকে, কারন সে জানে, তার জন্যে একটা লম্বা রাত অপেক্ষা করছে। আমরা বাসায় পৌঁছে গেলাম এরই মধ্যে।

গাড়ী থেকে নামার পরই জিশান ওর মাকে আমাদের সামনে জড়িয়ে ধরে ওর গালে, কপালে, নাকে অনেকগুলি চুমু দিয়ে দিলো, ওর চুমু শেষ হবার পরেই কুহি নিজে জিসানের মাথা নিজের দিকে টেনে ধরে ওর ঠোঁটে ৩/৪ টি চুমু দিয়ে দিলো। আমি আর তুহিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম জিসানের চুমু, ওটা তো বেশ স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু কুহি জিসানকে এভাবে আমাদের সামনে ঠোঁটে কয়েকটি আলতো চুমু দিয়ে দিবে, সেটা স্বাভাবিক ছিলো না। কিন্তু আমি সেটা যেন দেখতেই পাইনি এমন ভাব করে দরজা খুলতে লাগলাম। তবে জিসান যে ভিতরে ভিতরে ওর আমুর কাছ থেকে ঠোঁটে চুমু পেয়ে বেশ হতবাক, চমকিত আর উত্তেজিত, সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারলাম।

ভিতর ঢুকান পরে কুহি আর তুহিন সোজা ডাইনিং এ গিয়ে গলায় পানি ঢাললো। আমি টিভি ছেড়ে দিয়ে সোফায় বসলাম। জিসান ও ওদের পিছু পিছু পানি খাওয়ার জন্যে ডাইনিং গেলো। এরপরে কুহি ঘোষণা দিলো যে তুহিন দোতলায় যে গেস্টরুম আছে ওখানে থাকবে। আর জিসানকে অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়া উচিত বলে তিনতলায় ওর রুমে পাঠিয়ে দিলো কুহি। তুহিন ওর রুমে চলে গেলো, আর জিসান ওর নিজের রুমে আর কুহি এসে আমার পাশে বসলো। আমি টিভির দিক থেকে মুখ ঘুড়িয়ে ওর দিকে ফিরলাম। কুহির চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "জিসানকে ঠোঁটে চুমু দেয়াটা কি ঠিক হলো?" কুহি চুপ করে কি বলবে ভাবছিলো, একটুক্ষণ চুপ করে পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "আসলে ও এখন বড় হয়ে গিয়েছে, আর দেখেছো ও বেশ হ্যান্ডসাম হয়ে উঠছে দিন দিন। ও যখন আমাকে চুমু দিলো, তখন ওকে একজন সত্যিকারে মেয়েমানুষকে কিভাবে চুমু খেতে হয় সেটা শিখিয়ে দেবার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার ভিতরে কাজ করছিলো, আমি সেটাকে অনেক কষ্ট করে দমন করে শুধু ওর ঠোঁটে আলতো করে চুমু দিয়ে সড়ে গেলাম...তুমি কি আমার উপর রাগ করছো, জান?"

"না। জান... রাগ করি নি...মা ছেলেকে চুমু খাওয়া শিখাতে চায়, এর মধ্যে আমার কোন বাঁধা নেই, কিন্তু দেখো ওকে যেন তুমি নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারো, সেদিকে খেয়াল রেখো। ও তোমার নেজের পেটের সন্তান।"- আমি কুহিকে সাবধান করে দিলাম। কুহি বুঝতে পারলো আমি কি বলতে চাইছি। "কিন্তু এখন তুহিনের ব্যাপারটা...ও কি আমাদের রুমে আসবে রাতে?"- কুহি ধীরে ধীরে জানতে চাইলো। "না...সেটা ঠিক হবে না...বরং তুমি ওর রুমে চলে যেও ফ্রেস হয়ে, কিন্তু ওর সাথে চুমু খাওয়া বা কিছু স্পর্শ ছাড়া আর কিছু করো না আজকে...আমি পাহারা দিবো জিসানকে, যেন সে কোন কারণে নিচে নেমে সেদিনের মত সব দেখে না ফেলে...ঠিক আছে?"-আমি বলে দিলাম কি করতে হবে কুহিকে।

কুহি একটু আমতা আমতা করে বললো, "কিন্তু সে কি শুধু চুমু খেয়ে শান্ত হবে...ওর সাথে এসব চুমু খাওয়া আর উলাডলি করলে আমি যে কামে পাগল হয়ে যাই..."- কুহি এতটুকু বলে চুপ করে রইলো। আমি বুঝতে পারলাম কুহির মনে কিসের দ্বিধা।

আমি বললাম, "কুহি, আমি তোমাকে কোন কিছুতেই না করবো না...তুমি ওর সাথে তোমার মন ও শরীরে যা করতে চায়, করতে পারো, কিন্তু ওকে আজই যদি তুমি সব দিয়ে দাও, সেটা ঠিক হবে কি না, সেই বিচার আমি তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম। আর আমি নিজে ও খুব উত্তেজিত হয়ে আছি সন্দেহ থেকে, তাই রাতে তোমাকে একবার ভালো করে না চুদে আমি ঘুমচ্ছি না"- এই বলে আমি ওর ঠোঁটে একটা লম্বা চুমু দিলাম।

আমি কুহিকে নিয়ে বেড়রুমে গেলাম। সেখানে গিয়ে জামা কাপড় চেঞ্জ করে ফ্রেস হতে লাগলাম। কাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে আমার ঠোঁটের কোনে হাঁসি ফুটলো এই ভেবে যে, গাড়ীর ভিতর তুহিনের আর গাড়ীর বাইরে জিসানের কুহিকে চুমু খাওয়ার সবচেয়ে ভালো দিক হলো যে আমরা সবাই তুহিনের হ্যান্ডিক্যামের স্ট্যান্ডের কথা ভুলে গেছি। আর সবাই শুধু চুমুর সূতি নিয়ে শুতে চলে গেছে। আমি ফ্রেস হয়ে আসার পরে, কুহি ওর রাতে শোয়ার সময়ের একটা পাতলা স্বচ্ছ ছোট বেগুনি রঙের বেবিডল নাইটি নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। ও অনেক সময় পরে বের হলো যখন তখন তো আমি দেখে মুগ্ধ ওর পোশাকে। কাধের উপর চিকন স্লেপ দেয়া নাইটি টা এতো পাতলা যে ভিতরে কি আছে সব যেন একবার তাকালেই বুঝা যাচ্ছে, আর এর ভিতরে কুহি ব্রা না পড়ার কারণে, নাইটির উপর দিয়ে ওর মাইয়ের ৪০ ভাগ আর নাইটির ভিতর দিয়ে ওর নিপল সহ বাকি ৬০ ভাগ একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবে ভাগ্য ভালো যে কুহি নিচে একটা চিকন প্যানটি পড়েছে, নাহলে ওর গুদ ও পুরো উন্মুক্ত হয়ে যেত। তবে এর চেয়ে ও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ওর নাইটির নিচের দিকের শেষ প্রান্ত ঠিক ওর গুদের দু ইঞ্চি উপরেই শেষ হয়ে গেছে, মানে ওর গুদের কোয়ার উপরে প্যানটির যে অংশ ঢেকে রেখেছে, সেখান অবধি ওর নাইটি পৌছতে পারে নি।

আমার চোখে মুগ্ধতা কুহির জন্যে সব সময়ই লজ্জার ব্যাপার। আমি উঠে ওকে ধরে চুমু দিয়ে বললাম, "জানু, তোমার মাইয়ে বোঁটা দুটি এমন ফুলে আছে কেন? তুহিনকে তোমার শরীর দেখাবা, সে জন্যে।" কুহি যেন গলে গেলো আমার আদর আর উত্তেজনাকর কথা শুনে। "ওহঃ...জানু...হ্যাঁ...আমি ভিতরে ভিতরে খুব উত্তেজিত...ওর কাছে গেলে আমি কি করে ফেলবো সেটা আমি এখন বলতে পারছি না। আমার গুদ বার বার ভিজে উঠছে...তুমি একটু আমার কাছে থেকে...নাহলে আমি হয়ত খুব খারাপ কাজ করে ফেলবো আজ।"

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে আশ্বস্ত করলাম যে আমি ওর কাছেই থাকবো, তাই ওর কোন ভয় নেই। তবে বেশি দেরি যেন না করে সেটা বলে দিলাম। তারপর আমি ওকে বিছানায় বসিয়ে রেখে দেখতে গেলাম তিনতলায় আমার ছেলে জিসান কি করে। দরজার বাইরে থেকে বুঝার চেষ্টা করলাম যে ও জেগে আছে কি না। দেখলাম ওর ঘরের লাইট বন্ধ, বুঝতে পারলাম যে, ওর মাকে আমার সামনে চুমু খেয়ে ছেলে মনে মনে খুব সুখ পেয়েছে তাই কোন কিছু সন্দেহ না করেই ছেলে এখন একটা আরামের ঘুম দিয়েছে। আমি চুপি পায়ে দোতলায় চলে এলাম নিজের রুমে। তারপর আমাদের নিজেদের রুমের লাইট নিভিয়ে দিয়ে একটা দিম লাইতে জ্বালিয়ে দিয়ে কুহির একটা হাত ধরে রুম থেকে বের হলাম। নিজের হাতে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে একটা জওয়ান ছেলের রুমের দিকে যেতে গিয়ে যেন আমার নিজের শরীরে ও কামুত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ওই ছেলেটি আমার স্ত্রীকে পেয়ে যে আজ কি করে, আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু উপরের রুমে আমার ছেলে ঘুমিয়ে আছে, আর নিচে আমি আমার স্ত্রীকে অনেকটা নেংটো করিয়ে নিয়ে একটা অল্প বয়সী ছেলের রুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, যেন সে আমার স্ত্রীকে নিয়ে ওর মনের বিকৃত কামনা পূরণ করতে পারে, আর সেই ছেলেটি হচ্ছে আমার স্ত্রীর বোনের ছেলে, ব্যাপারটা যে কতটা বিকৃত মানসিকতার সেটা ভেবেই যেন আমি আর কুহি দুজনেই কামে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। কুহি নিজেও যেন কিছুটা কাঁপছিলো, এই আসন্ন সম্ভাব্য ঘটনার কথা মনে করে। কারণ ও বুঝতে পেরেছিলো যে, আজ ও তুহিনের রুমে যাওয়া মানেই হচ্ছে, ওর শরীরে তুহিনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে দেয়া। এ পথ থেকে ফিরাব আর কোন রাস্তা আর সামনে আমাদের দুজনের কারোই থাকবে না।

যে কাজ আমি আজ করতে চলেছি, তা অন্য কোন পুরুষ কখন ও করেছি কি না আমি জানি না। কিন্তু আমি নিজেই এখন প্রচণ্ড রকম সম্মোহিত। কুহিকে অন্য লোকের দ্বারা যৌনতার খেলা করতে দেখাই যেন এখন আমার নিজের যৌন তৃষ্ণার হাতিয়ার। আর সেখান থেকে আজকের পরে আর আমার ফিরে আসার কোন রাস্তা না রেখেই সেই পথে চলতে শুরু করে দিলাম আমি।

তুহিনের রুমটা দোতলার লম্বা করিডোরের একদম শেষ মাথায় ছিলো। করিডোরে হালকা নিল আলর একটা লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম আমি। তুহিনের দরজা খোলাই ছিলো। ভিতরে শুধু বিছানার পাশে ছোট একটা টেবিলের উপরে একটা টেবিলল্যাম্প জ্বালানো ছিলো। আর তুহিন বসে বসে ওর হ্যান্ডিক্যাম খুলে আজকের ভিডিওগুলি দেখছিলো। ওর গায়ের উপরের অংশে কিছু ছিলো না, আর নিচে একটা ঢিলে হাফ ট্রাউজার যেটা কি না ওর হাঁটুর প্রায় ৬ ইঞ্চি উপরে শেষ হয়ে গেছে। ও আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, আর তখন তুহিনের ফর্শা পেটানো গড়নের শরীর আর ওর হাতের, পায়ের, বুকের মাসলগুলি দেখে আমরা দুজনেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কুহি ওকে অনেক ছোটবেলায় এভাবে খালি গায়ে দেখেছিলো। আজ এতো বছর পরে ওর মাইকেল এঞ্জেলের মত শরীর দেখে ওর যেন পলক পরছিলো না। আর তুহিনের চোখ ছিলো কুহির শরীরের দিকে। ওর পুরো শরীরকে তুহিনে যেন ওর চোখ দিয়ে গিলে গিলে খাচ্ছিলো। আজ তুহিন কিছু আদর ভালোবাসা পাবে ওর খালামনির কাছ থেকে, এটা সে নিশ্চিত ছিলো, কিন্তু কুহি যে এভাবে প্রায় নেংটো হয়ে আমার হাত ধরে ওর রুমে ঢুকবে, সেটা ওর কল্পনায় ছিলো না, এটা আমি বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলাম।

"ওহঃ খালামনি...তুমি যে এতো সুন্দর আমি ভাবতে ও পারি নি...ওহঃ...তোমাকে কল্পনায় কতবার নেংটো করেছি, কিন্তু তুমি যে আমার সমস্ত কল্পনাকে ও হার মানিয়ে দিলে!"-তুহিনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়া এই স্তম্ভিতবাক্য কুহির যেন নাড়িয়ে দিলো। পাঠকরা যারা বিভিন্ন ইংরেজি চিকিৎসিক জাতীয় ছবি দেখেন, তারা প্রায়ই একটা দৃশ্য দেখে থাকেন, যেখানে নায়ক বা নায়িকা সামান্য দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে এই ধরনের ৩/৪ হাত, আর হঠাৎ করে নায়িকা একটা দৌড় দিয়ে এসে লাফ দিয়ে নায়কের গলা জড়িয়ে ধরে নিজের দু পা দিয়ে নায়কের কোমর জড়িয়ে ধরে কোলে উঠে গোপাশে একজন আরেকজনকে চুমু খেতে থাকে, ঠিক তেমনি একটা দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য করে দিলো আমার স্ত্রী আর ওর বোনের ছেলে। একটাই পার্থক্য ছিলো মুভির সাথে ওদের, তা হলো কুহি ওর কোলে উঠে যায় নি।

তুহিনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়া স্তম্ভিত শব্দে কুহি ওদের মাঝের ৩/৪ হাত দূরত্ব চোখের পলকের আগে অতিক্রম করে তুহিনের গলা জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো। তুহিন তো অল্প বয়সী ছেলে ওর ভিতর তো চঞ্চলতা থাকবেই, কিন্তু কুহির ভিতর আজ যে চঞ্চলতা, যে খিপ্রতা চোখে পড়লো আমরা, সেটা যেন ১৯/২০ বছরের মেয়ের পক্ষেই মানায়। কুহি যেন তুহিনকে চুমু খেতে

খেতে ওর হারানো কলেজ ভার্টিসিটি জীবনের সেই দিনগুলিতে ফিরে গেছে। আমি ওদেরকে বিরক্ত না করে চুপি চুপি আবার করিডোরে ঘুরতে ঘুরতে তিনতলায় গিয়ে ছেলের রুমের সামনে থেকে ঘুরে এলাম, না, এদিকে সব শান্ত, যত ঝড় জঙ্কাল চলেছে দোতলার কনার ওই রুমে। আমি কান পেতে প্রায় ১ মিনিট ছেলের দরজার সাথে কান পেতে শনার চেষ্টা করলাম, ভিতরের শব্দ। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ওখান থেকে সড়ে সোজা এক তলায় চলে গেলাম। সেখানের সব রুমগুলি ভালভাবে রেকি করে আবার দোতলায় উঠে আমাদের বেডরুম, আর সাথে অন্যান্য রুম ঘুরে আবার ও তুহিনের রুমে চলে গেলাম। এসে দখি কুহি আর তুহিনের কর্ম পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয় নি এতক্ষনে, তবে শুধু পজিসনের একটু পরিবর্তন হয়েছে। ওর দুজন এখন বিছানায় একজন আরেকজনের উপরে গাড়াগড়ি খেতে খেতে চুমু, দুজন দুজনে জিভ চোষা, একজন আরেকজনে গালে, নাকে, চোখে কপালে চুমু খাওয়া। আমি বিছানার পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। ওদের চুমু দেখতে দেখতে পড়নের পাজামার উপর দিয়ে নিজের ঠাঠানো বাড়াটাকে হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটু একটু করে নেড়ে নেড়ে দিচ্ছিলাম। হঠাৎ কুহির মুখ থেকে বেশ জোরেই একটা কাতরানীর শব্দ বের হলো, তাকিয়ে দেখলাম যে তুহিন ওর কানের লতি নিয়ে খেলছে। কুহির শরীরের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গা হচ্ছে কানের লতি। ওখানে কারো ঠোঁট বা জিভ লাগলে কুহিকে বসে রাখা আর সম্ভব না। ও তখন কুত্তি হয়ে যায়। বিয়ের প্রায় ৫/৬ বছর পরে আমি এটা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম, আর তুহিন আজ প্রথম দিনেই কুহির শরীরে কামের আগুন জ্বালানোর মন্ত্র খুজে পেয়ে গেছে। কুহি খুব আরাম পাচ্ছে বুঝতে পেরে শয়তান ছেলেটা যেন দ্বিগুণ উৎসাহের সাথে কুহির কানের লতি নিজের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে ওটাকে জিভ দিয়ে এমন নাড়াচাড়া দিচ্ছিলো যে কুহি নিজের দম বন্ধ করে, "ওহঃ আহঃ উহঃ...প্লিজ এমন করিস না, লক্ষ্মী ছেলে" বলে তুহিনকে থামানোর চেষ্টা করছিলো। কিন্তু আমার কাছে মনে হলো যে সেগুলি থামানোর চেষ্টা নয়, সেগুলি তুহিনকে আরও উস্কিয়ে দেয়ার চেষ্টা।

কুহি কাতরানি এমন বেড়ে গেলো আর সে এতো জোরে শব্দ করছিলো যে, আমার মনে ভয় ধরে গেলো, যে কেও মনে হয় শুনে ফেলতে পারে। আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে ওগুলি ঠিকভাবে আটকানো আছে কি না চেক করে নিলাম, আর করিডোরে একটু মাথা বের করে দেখে নিলাম যে সব ঠিক আছে কি না। তুহিন কুহির এক কান ছেড়ে আবার অন্য কানের লতি নিয়ে পড়লো আর অন্য হাত ঢুকিয়ে দিলো উপর থেকে কুহির নাইটির ভিতর, আর ওর একটা ডবকা বড় মাই মুঠোয় নিয়ে চেপে ধরলো। কানের লতিতে মারাত্মক চোষনের সাথে সাথে একটা মাই তুহিনের হাতের মুঠিতে ঢুকে যাওয়ায় কুহি যেন আর স্থির থাকতে পারছে না।

"ওহঃ মাগো...আমার কি হচ্ছে গো...আহঃ ছেলেটা আমাকে পাগল করে ফেলবে তো..."-এভাবে নানা আবেল তাবোল কথা, গোসানি, শীৎকার, জোরে জোরে ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ, তুহিনের মুখ থেকে চোষার চু চু শব্দ পুরো ঘরে ভরে ছিলো। আমি বসে বসে দেখছিলাম তুহিনের হাতের নিষ্পেষণ আর মুখ ও জিভের কারুকাজ। ছেলেটাকে খুব অভিজ্ঞ মনে হচ্ছে মেয়েদের সাথে ফোরপ্লে করার ক্ষেত্রে। কুহিকে চুষে কামড়ে মাই টিপে তুহিন যৌনতার উত্তেজনার এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখান থেকে ওকে ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন কাজ হবে।

আমার নজর পড়লো পাশে সাইড টেবিলের উপর রাখা হ্যান্ডিক্যামের দিকে, আমি ওটা উঠিয়ে নিয়ে রেকর্ডিং শুরু করলাম ওদের চুমু খাওয়া। তুহিনের আদরের চোটে কুহি মুখ দিয়ে যেন এখন ফোঁপানি বের হচ্ছেলো, ও যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিলো তুহিনের আগ্রাসী আদরের আতিশয্যে। তুহিন এবার কুহির কানের লতি ছেড়ে ওর কাছ থেকে একটু দূরে সড়ে গেলো। কুহি এখন কিছুটা পাশ ফিরা মত করে বিছানায় লেপটে পরে আছে, ওর হাঁটু ভাজ করা, নাইটিটা পেটের উপর উঠে ওর পুরো পেট, তলপেট সহ চিকন প্যানটির আগ পর্যন্ত পুরোই উন্মুক্ত। পাশ ফিয়ে থাকার কারণে ওর একটা মাই বিছানার সাথে লেপটে আছে, আর উপরের দিকের মাইটা বেশ ভারী হওয়ার কারণে যেন ওর নাইটির কিছুটা কাপড় কুচকে নিয়ে নিজেকে পতনের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করছে। তুহিন চোখ দিয়ে কুহির শরীরের প্রতিটি অঙ্গের প্রতিটি ইঞ্চিকে যেন স্ক্যান করে নিচ্ছে।

তুহিন এবার ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে থাকা কুহির কোমরের উপর ওর একটা হাত রাখলো আর আন্তে ঠেলা দিয়ে ওকে চিত করে দিলো। কুহি নিজের একটা হাত ভাজ করে নিজের দুই চোখের উপর ফেলে রেখেছে যেন সে তুহিনের দিকে চাইতে পারছে না, আমি বসে বসে ভিডিও করছি। "ওহঃ খালামনি...তোমার বুকটা এতো সুন্দর...ঠিক যেন দুটি বড় বড় ডাব..."- তুহিন নিজের দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে কুহির নাইটিটা ওর বুকের উপর থেকে সরিয়ে দিলো। কুহির গোল গোল বড় বড় স্তন দুটি যাদের ভিত্তি অনেক বড়, টান টান হয়ে উর্ধ্বমুখি হয়ে আছে। ফর্শা ধবধবে সাদা মসৃণ স্তন দুটির বোঁটার চারপাশে হালকা খয়েরী রঙের দুটি বড় বড় বৃত্তের মাঝে উঁচিয়ে থাকা দুটি গোলাপি রঙের ফুলে উঠা বড় কিসমিসের মত বোঁটা, যেটা এই মুহূর্তে কুহির উত্তেজনার কারণে আরও বেশি ফুলে মোটা হয়ে গেছে।

"খালামনি...তোমার মাই দুটি ধরি?"- তুহিন যেন অনুমতি চাইছে কুহির কাছে। কুহি নিজের চোখের সামনে থেকে হাত সরিয়ে যেন কিছুটা অবাক চোখে তুহিনের দিকে তাকালো, মনে মনে ভাবছিলো, "কেমন খচ্চর ছেলে রে, আমাকে উদ্যম করে দিয়ে আমার মাই দুটিকে নিজের চোখ দিয়ে গিলতে গিলতে এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে ও দুটো ধরবে কি না?...আমি যে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে ওকে মাই দেখাচ্ছি, সেটা যে কেন করছি সে যে জানে না!" সেক্সের সময় খিন্তি দেয়া বা খারাপ কথা বলা কুহির সত্যে কোনদিনই ছিলো না, নাহলে এই মুহূর্তে তুহিন একটা কাচা খিন্তি শুনতে পেত কুহির মুখ থেকে। কুহি তুহিনের চোখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করে সম্মতি দিলো। তুহিন যেন বুঝে ও বুঝলো না, ও বললো, "মুখে বলো খালামনি।"

কুহি একটু ধীর গলায় নিচু স্বরে বললো, "ধর।"

"কি ধরবো?"-তুহিন খেলছে কুহিকে নিয়ে। কুহি চুপ করে রইলো। "বলো, কি ধরবো?"-তুহিন তাড়া দিলো।

"আমার মাই ধর"-কুহি অন্যদিকে তাকিয়ে বললো।

"কি দিয়ে ধরবো?"- তুহিন বেশ ভালোই খেলছে।

"তোমার হাত দিয়ে ধর"- কুহি ও মজা পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

"আমার হাত দিয়ে কি ধরবো?"- তুহিন যেন নাছোড়বান্দা।

"শালা...তোর হাত দিয়ে আমার মাই ধর"- কুহি একটা কড়া রাগী দৃষ্টিতে তুহিনে দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো।

"শুধু ধরবো, আর কিছু করবো না? শুধু ধরে রেখে কি হবে?"-তুহিন যেন একেবারে পাকা খেলোয়াড়।

"ধরে টিপে দে, চুষে দে, বোঁটা গুলিকে মুচড়ে দে"-কুহি যেন চাবুকের বাড়ি দিলো তুহিনের মুখে খুব দ্রুত বেগে জবাবটা দিয়ে।

"ঠিক আছে...তুমি যখন এতো করে বলছো, আমার হাত দিয়ে তোমার মাই দুটি ধরে টিপে চুষে, কামড়ে মুচড়ে দিতে, তখন আমি আর কি করবো, তুমি শত হলেও গুরুজন, তোমার কথা না শুনলে পাপ হবে"- তুহিন যেন অতি ভদ্র শান্ত শিষ্ট লেজ বিশিষ্ট গোবেচারী ভদ্রলোক, সে কি কুহির অনুরোধ ফেলতে পারে, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে এই খারাপ কাজটা করতেই হচ্ছে, এমন সুরে কথাটা বলে নিজের দুই হাতের তালু দিয়ে মুঠো করে ধরার চেষ্টা করলো কুহির মাইগুলিকে। কিন্তু কুহির এতো বড় মাই কি ওর এক হাতের পক্ষে পুরো ধরা সম্ভব? ও যদি দুই হাতের তালুকে পদাফলের মত একত্রিত করে ও কুহির একটা মাইকে মাইয়ের গোঁড়ার দিক থেকে ধরার চেষ্টা করতে তারপর ও একটা মাইয়ের অন্তত দুই ইঞ্চি বাকি রয়ে যেত। তুহিন এবার আবার প্রচণ্ড আগ্রাসীভাবে কুহির মাই দুটিকে দলাই মলাই করতে করতে নিজের মুখ লাগিয়ে দিলো একটা বোঁটার, আর অন্য মাইটা হাতের তালুতে নিয়ে ওটাকে যেন নিচ থেকে, উপর থেকে, পাশ থেকে চিপে চিপে দিতে লাগলো।

একটা মাই অনেকক্ষণ ধরে চুষে তুহিন অন্য মাইটা মুখে পুরে আগেরটাকে টিপতে লাগলো। তুহিনের সাথে চুমাচুমি করে আর ওকে দিয়ে মাই চোষাতে চোষাতে কুহির গুদে দিয়ে যেন বার্না বইতে শুরু করে দিয়েছে। গুদের ঠোঁটের কাছে ও এর আশেপাশে সব ভিজে গিয়ে ভেজা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে কুহির দু পায়ের ফাঁকটা। তুহিনের নজর এখনও ওখানে পরে নি। তুহিন যেন অমৃত ফল হাতের কাছে পেয়েছে এমনভাবে কুহির মাই দুটিকে দলাই মলাই করতে করতে চুষে চুষে কুহিকে সুখ দিচ্ছিলো। মেয়েদের মাই চুষলে মেয়েরা একটা অন্য রকম সুখ পায়, যার ফলে ওর গুদ দিয়ে কুলকুল করে মদন রসের স্রোত বইতে শুরু করে দিয়েছে। কুহির মুখ দিয়ে চরম সুখের আশ্রয়ে ওঃ, উহঃ...শব্দ ছাড়া যেন আর কিছুই বেরুচ্ছে না।

আমি একটু উঠে আবার ও একতলা, দোতলা, তিনতলা সব ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়ে এলাম। না, সব ঠিক আছে। জিসান কোন কিছু টের পাচ্ছে না। ফিরে এসে দেখি তুহিন আর কুহির চুমু চুমু খেলা আবার ও চলছে, তুহিন দুই হাত দিয়ে কুহির দুটি মাই খামছে ধরে রেখে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমু খাচ্ছে, কুহি তুহিনকে নিচে ফেলে দিয়ে ওর বুকের উপরের উঠে নিজের দু হাত দিয়ে তুহিনের মাথা ধরে জিত চুকিয়ে দিয়েছে ওর মুখের ভিতরে। আমার আসা যাওয়া কোন কিছুই ওদের দুজনের চোখে পড়ছে না। ওরা যেন অন্য জগতে চলে গেছে। আমি এবার গলা খাঁকারি দিলাম, "কুহি অনেক হয়েছে, এবার চলো।" তুহিন ঝট করে স্বপ্নের জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এসে আমার দিকে হতাশার দৃষ্টিতে ফিরে চাইলো। কুহি ও বেশ চমকে গেছে আমি ডাক দেয়াম। ওরা যেন আজ পূর্ণ সঙ্গমের প্রস্তুতি নিজেদের মধ্যে নিয়ে নিয়েছিলো। আমার ডাকে দুজনের আশাভঙ্গ হয়ে গেলো। কুহি তুহিনের বুকের উপর থেকে সড়ে ওর পাশে বসলো। তুহিনের নিজের দু হাতের কনুইতে ভর করে নিজের পীঠ ধনুকের মত বাঁকিয়ে কুহির দিকে চেয়ে কাতর কণ্ঠে বললো, "খালামনি, তুমি এখন চলে গেলে, আমার এটা কি হবে?"- বলে ঢোলা প্যান্টের উপর দিয়ে বিপ্রভাবে ফুলে থাকা ওর পূর্ণ ঠাঠানো বাড়ার দিকে ইঙ্গিত করলো।

কুহি আর আমি দুজনেই তুহিনের দু পায়ের মাঝের ফুলে উঠা মস্ত পুরুষাঙ্গের দিকে তাকালাম। কুহির চোখে কামক্ষুধা, ও যেন মোহগ্রস্তের মত তুহিনের দু পায়ের ফাকের দিকে তাকিয়ে আছে। তুহিন বুঝলো যে ওর খালামনি নিজের হাতে ধরে তুহিনের বাড়া বের করতে সংকোচ বোধ করছে। তাই সে নিজেই প্যান্টের বোতাম খুলে দু আঙ্গুলে ঠেলা দিয়ে প্যান্টকে নিচের দিকে ঠেলা দিলো, আর ওর মস্ত বড় হামানদিস্তাটা যেন লাফ দিয়ে প্যান্ট থেকে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্প্রিঞ্জের মত অল্প অল্প দুলতে লাগলো। আমার মুখ দিয়ে "ওয়াও" বলে একটা শব্দ বের হয়ে গেলো। কুহি এভাবে একদম চোখের সামনে তুহিনের বিশাল বড় ঠাঠানো বাড়াটাকে দুলতে দেখে যেন কামে পাগল হয়ে গেলো। ওর মন খপ করে ওটাকে ধরতে চাইলো, কিন্তু বিবেকবোধ যেন আমার সামনে নিজে থেকে ওটাকে ধরতে বাঁধা দিচ্ছিলো। ওর মনে পড়ে গেলো একটু আগে তুহিন ওর মাইতে ধরার আগে ওকে নিয়ে কিভাবে খেলছিলো, সে ও মনে মনে তুহিনকে নিয়ে খেলার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে নিলো। আমি বিছানার এক কোনে বসে দেখতে লাগলাম কুহি কি করে। কুহি নিজের মাথা এদিক ওদিক সরিয়ে তুহিনের বাড়াকে সামনে, পিছনে, পাশ থেকে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগলো। তুহিনের বাড়াটা লম্বায় বলদেবের বাড়া থেকে ও ইঞ্চি খানেক বড় হবে, মানে প্রায় ১৩ বা ১৪ ইঞ্চি হবে লম্বায়, আর ঘেরে মোটায় প্রায় সাড়ে ৩ ইঞ্চি মত হবে, বাড়াটা খুব শক্ত হয়ে একদম আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, বাড়ার গায়ের শিরাগুলি এখন ও তেমন করে ভেসে উঠেনি, কারন ওর বয়স অল্প। মেয়েদের গুদে যত বেশি রমন করবে এই বাড়া তত এটা আরও বেশি মোটা হবে আর বাড়ার চামড়ার গায়ের ভেসে থাকা শিরাগুলি একটু একটু করে প্রকাশিত হবে। বলদেবের বাড়া আকাটা ছিলো, তাই বাড়ার মুণ্ডটা খুব বেশি বড় ছিলো না। কিন্তু তুহিনের মোসলমানি কাঁটা বাড়ার মাথাটা ঘেরে যেন ওর বাড়ার শরীরের চেয়ে ও বেশি মোটা আর বড়, ফুলো ফুলো। বাড়ার মাথার বড় ছিদ্রটা দিয়ে ক্রমাগত চুইয়ে চুইয়ে কাম রস বের হচ্ছে। বাড়ার মাথাটা যেন কিছুটা লালচে লালচে হয়ে আছে, যদি ও ওর পুরো বাড়া মোটামুটি ফর্সাই বলতে হবে। তবে ওর বিচির খলিটা বেশ কালো, আর বিশাল বড় রাজহাঁসের ডিমের মত এক জোড়া বিচি। দেখেই বোঝা যায় ওই বিচিজোড়া অনেক মাল তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। কুহির সাথে সাথে আমি ও তুহিনের বাড়া ও বিচিতে সন্তর্পণে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম।

এদিকে তুহিন অর্ধহৃদয়ে উঠেছে, সে মনে মনে অপেক্ষা করছে কখন কুহি ওটাকে নিজের দুই হাত দিয়ে ধরবে। কিন্তু কুহি চোখে যে মুগ্ধতার ঘোর সেটা যেন কাটছেই না। "ওটাকে ধর, খালামনি"- তুহিন তাড়া দিলো।

"কি ধরবো?"-কুহি যেন বুঝতে পারছে না তুহিন কি বলছে।

"আমার বাড়া ধরো"-তুহিন বুঝতে পেরেছে, তার কিছু আগের খেলাই ওর বুদ্ধিমান খালামনি এখন ওর সাথে খেলবে। সে ও প্রস্তুত হয়ে নিলো।

"তোর বাড়া ধরবো? কি দিয়ে"-কুহি যেন ছোট্ট খুকি, জীবনে কখন ও বাড়া ধরেনি।

"তোমার হাত দিয়ে ধরো"- তুহিনের ঠোঁটের কোনে এক চিলতে হাঁসি।

"তোর বাড়াকে আমার হাত দিয়ে ধরবো কেন?"-কুহি তুহিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো।

"ধরলে আমার ভালো লাগবে। ভালো করে মুঠো করে ধরো"-তুহিন ও চোখে চোখ রেখেই জবাব দিলো।

"শুধু ধরবো, আর কিছু করতে হবে না তো?"-কুহি খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলো।

"না, না...শুধু ধরবে কেন? তোমার নরম হাত দিয়ে ধরে ভালো করে খিঁচে দাও"-তুহিন ও জবাব তৈরি করেই রেখেছে।

"শুধু খিঁচে দেবো? আর কিছু করতে বলবি না তো?"-কুহি বললো।

"বলবো,...খিঁচে তারপর তোমার শরীরের কোন এক ফুটোতে ঢুকিয়ে নিও"-তুহিন ও বেশ মজা পেয়ে গেছে এই খেলায়, তাই স্পষ্ট কোন কিছুর উল্লেখ না করে শুধু ফুটোর কথা বললো।

"আমার শরীরে তো তিনটা ফুটো আছে, কোনটাতে ঢুকাবো?"-কুহি যেন স্পষ্ট করে জানতে চাইছে।

"খালুজান, খালামনির শরীরের তিনটা ফুটোর কোনটাতে খালামনি আমার বাড়াকে ঢুকাবে, তুমিই বলে দাও না"-তুহিন আমার দিকে তাকিয়ে যেন অনুনয় করতে লাগলো।

বল এভাবে আমার কোর্টে চলে আসবে ভাবতে পারি নি। আমি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, "মুখে...তোমার খালামনির মুখে ঢুকা"-আমি কাঁপা গলায় জবাব দিলাম।

আমার কাছ থেকে গ্রিন সিগনাল পেয়ে তুহিন বললো, "ও আমার লক্ষ্মী খালামনি, খালু চায় যে তুমি তোমার সুন্দর মুখের ভিতরে আমার বাড়াটাকে ঢুকিয়ে নাও"।

"ঢুকিয়ে কি করবো, সেটা ও তোমার খালুকে জিজ্ঞেস করে নে?"-কুহি তুহিনের দিকে তাকিয়েই বলছিলো, কারণ সে জানে এইসব কথোপকথন আমাকে কি ভীষণভাবে উত্তেজিত করে তোলে।

তুহিন আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করার আগেই আমি নিজে থেকেই উত্তর দিয়ে দিলাম, "তোমার মুখে ঢুকিয়ে ভালো করে ওর বাড়াটাকে চুষে ওর বীর্যগুলি বের করে দাও"-আমি যেন আমার পাজামার ভিতরের আমার ঠাঠানো বাড়াটাকে আর কন্ট্রোল করতে পারছিলাম না, তাই আমি ও আমার পাজামা নিচের দিকে নামিয়ে কুহি ও তুহিনের সামনেই আমার বাড়া বের করে ধীরে ধীরে কেচতে শুরু করলাম। তুহিনের সামনে আমার ৭ ইঞ্চি বাড়া বের করতে যদি ও লজ্জা লাগছিলো, কিন্তু আমি উত্তেজনাকে আর কন্ট্রোল করতে না পেরে এই কাজ করে ফেললাম। তুহিন আমার বাড়া দেখে কিছু না বলে ঠোঁটের কিনারে একটা এক চিলতে হাঁসি ঝুলিয়ে রাখলো। কুহি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলো আমাকে এভাবে ওর বোনের ছেলের সামনে বাড়া বের করে খেঁচতে দেখে।

"তুহিনের বিচির ফ্যাদাগুলি কোথায় ফেলবে গো, সেটা ও বলে দাও?"-কুহির কথা যেন আমার শরীরে চাবুকের মত আছড়ে পরলো। আমি আর থাকতে পারলাম না। হাঁটু ভাজ করে উঠে কুহির দু পা টেনে আমার কোমরের দুপাশে রেখে ওর দু হাটুকে ভাজ করিয়ে উপরের দিকে তুলে দিয়ে, কুহিকে চিত করে ফেলে এক হাতে ওর গুদের ফুটোর কাছে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে ওর চিকন প্যানটিটাকে গুদের ফুটো থেকে পাশে সরিয়ে দিয়ে আমার বাড়াকে কে হাতে ধরে এক ধাক্কায় ওর গুদে ভরে দিলাম আমার বাড়াটা। তুহিন অবাক বিস্ময়ে আমার কাণ্ড দেখতে লাগলো।

"ওর ফ্যাদাগুলি তুমি গিলে নিও"- বলে কুহির প্রশ্নের উত্তর দিলাম আমি। আর ঘপাঘপ ঠাপ দিতে লাগলাম কুহির রসসিক্ত ভেজা গুদে। দু মিনিটের মধ্যে কুহি আর আমি একসাথে রাগমোচন করলাম। কুহি গুদ আমার ফ্যাদা দিয়ে ভর্তি করে আমি বাড়া বের করে নিলাম, আমি বেশ আশ্চর্য হ্যে গিয়েছিলাম এতো অল্প সময়ের চোদনে ও কুহিকে নিজের গুদের রস খসিয়ে দিতে দেখে। সেটা বোধহয় এই জন্যে যে, ওর বোনের ছেলের সামনে নিজের স্বামী ওকে এক টান দিয়ে চিত করে ফেলে দ্রুত বেগে ওর গরম উত্তেজিত গুদে বাড়া ভরে চূদতে দেখে। আমি বাড়া বের করে কুহির চিকন প্যানটি টেনে গুদের মুখে দিয়ে ওর গুদের মুখ দিয়ে আমার ফ্যাদা বের হওয়া আটকে দিলাম। আর তুহিনের দিকে তাকিয়ে একটা সলজ্জ হাঁসি দিয়ে বললাম, "স্যরি, তুহিন...আমি আর থাকতে পারছিলাম না"।

তুহিন আমার বিব্রত অবস্থা বুঝে বললো, "Its ok, খালুজান। খালামনি তো তোমার স্ত্রী, তার উপর তো তোমার পূর্ণ অধিকার আছেই।" কুহি একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিজের শ্বাসপ্রশ্বাস স্থির করে উঠে বসলো। তারপর নিজের খাত থেকে নেমে গিয়ে মেঝেতে হাঁটু গুঁড়ে বসে তুহিনকে খাটের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসতে ইঙ্গিত দিলো। তুহিন ও প্যান্ট পুরো খুলে নিজের পাছা খাটের কিনারে নিয়ে দু পা ফাঁক করে বাড়া উঁচিয়ে বসলো। কুহি মেজেহতে হাঁটুতে ভর দিয়ে নিজের দু হাত বাড়িয়ে তুহিনের শোল মাছটাকে ধরলো। এমন বিশাল সুন্দর বাড়া কুহির নরম হাতের মুঠোতে সে কখনও পায় নি। ভালো করে নিজের হাতের পেলব আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে তুহিনের বাড়াটাকে দু চোখ ভরে দেখতে লাগলো। "আমার বাড়াটাকে তোমার পছন্দ হয়েছে, খালামনি?"-তুহিন কুহির কামভরা চোখের দিকে তাকিয়ে বললো।

"হ্যাঁ, রে...খুব পছন্দ হয়েছে... এমন সুন্দর বিশাল বাড়া আমি কখনও দেখি নি রে...তুই এটাকে এমন মস্ত বড় কি করে বানালি রে?"- কুহি দু হাত দিয়ে ওর বাড়াকে মুঠোয় ভরে নিয়ে একটু একটু করে মুঠোর চাপ বাড়িয়ে টিপে টিপে দেখতে দেখতে বললো।

"তোমার জনোই, খালামনি...তোমার কথা চিন্তা করে করেই আমার বাড়া ফুলে এমন হয়েছে। তোমার নরম হাতের মুঠোয় ঢুকে ওটা খুব সুখ পাচ্ছে।"-তুহিন গুপ্তিগে উঠলে যেন সুখের আতিশয্যে।

এরপর খপ করে নিজের মুখ হাঁ করে ওর বাড়ার মুণ্ডটাকে মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো। বেশ ধীরে ধীরে নিজের মাথা উপর নিচ করে ওটাকে জিত দিয়ে নিজের মুখের থুথু দিয়ে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে পিছল করতে লাগলো।

"আর আমার মুখে ঢুকার পর?"-কুহি জানতে চাইলো।

"ওহঃ...তোমার মুখ এমন গরম...যেন মনে হচ্ছে যেন গরম একদলা মাখনের ভিতর আমার বাড়া ঢুকে যাচ্ছে...আরও বেশি করে ঢুকিয়ে নাও"-তুহিন তাড়া দিলো।

কুহি চেষ্টা করতে লাগলো তুহিনের বাড়া আরও বেশি করে মুখ ও গলার ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়ার জন্যে। বাড়া বেয়ে উঠার আর নামার সময় ওক ওক শব্দ বের হচ্ছিলো কুহির গলা দিয়ে। বেশ খানিকক্ষণ এভাবে চুষে কুহি তুহিনকে উঠে দাঁড়াতে বললো। তুহিন উঠে দাঁড়ানোর পরে কুহি ওর কাছে মুখচোদা খাওয়ার জন্যে বললো। আমি বুঝলাম সেত্বের খেলায় কুহি এখন আর প্যাসিভ(Passive) সঙ্গী হিসাবে নিজেকে দেখতে রাজী নয়, মাঝে মাঝে সে নিজেকে একটিভ (Active) হিসাবে জাহির করার চেষ্টা করছে। তুহিন ওর খালামনির মাথার পিছনে নিজের দু হাত বাড়াকে তাক করে ধীরে ধীরে কোমর সামনে পিছনে নিয়ে কুহির গলার ভিতর একটু একটু করে বাড়া ঠেলে ঢুকিয়ে ওকে মুখচোদা করতে শুরু করলো।

কুহি নিজের দুই হাত তুহিনের পিছনে নিয়ে ওর পাছার দাবনা দুটিকে খামছে ধরে নিজের শরীরের ব্যাল্যাপ রাখার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি বসে বসে দেখতে লাগলাম, কি নিপুন দক্ষতায় তুহিন কুহিকে মুখচোদা করছিলো। ঠিক যেন ব্রু ফিলো দেখা পূর্ণ ছবির নায়কেরা যেভাবে মেয়েদের মুখে বাড়া ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে চোদে, ঠিক সেভাবে। বাড়ার মাথার ক্রমাগত ধাক্কায় কুহি গলা দিয়ে ওক ওক, অথ অথ শব্দ বের হচ্ছিলো আর সাথে সাথে ওর চোখ বড় হয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মুখ দিয়ে লাল বের হয়ে ওর থুখনি, আর ঠোঁটের দু পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো। তুহিন একটু থেমে উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করলো ওর খালামনিকে, "খালামনি, তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো? আমি কি তোমাকে ব্যাথা দিচ্ছি?"

তুহিনের প্রশ্ন শুনে কুহি একটা অভয়ের হাঁসি দিয়ে বললো, "ওটা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না...তুই তোর ইচ্ছে মত আমার মুখকে ব্যবহার কর...আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না"-এই বলে কুহি নিজে থেকেই মাথা এগিয়ে নিয়ে তুহিনের বাড়াতে গলার ভিতরে ঢুকাতে শুরু করলো। কুহির অভয় পেয়ে তুহিন যেন দ্বিগুণ উদ্দমে কুহির মুখের ভিতর বাড়া ঢুকিয়ে বের করে একেবারে যেন পূর্ণ ছবির নায়িকাকে মুখচোদা করছে এমন ভঙ্গিতে কোন কিছু পরোয়া না করে চুদতে শুরু করলো। তুহিনের মুখের অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছিলো যে সে আর বেশিক্ষণ ওর মাল ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে তুহিন আরও ৪/৫ মিনিট একনাগাড়ে ওর খালামনিকে মুখচোদা করে গেলো। এদিকে কুহির মুখের অবস্থা খুব খারাপ, চোখের কোনো দিকে ক্রমাগত পানি বের হচ্ছে, গলার ভিতরে তুহিনের বাড়ার ধাক্কা লাগায় ওর নাক, চোখ ফুলে উঠেছে, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো যেন ওর চোখ ঠিকরে বের হয়ে যাবে, কুহি একটু পর পর কাশি দিয়ে নিজের শ্বাসকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছিলো। যদি ও তুহিনের পুরো বাড়া কুহির মুখে ঢুকে নাই, প্রায় ২ ইঞ্চির মত বাড়া মুখের বাইরে ছিলো সব সময়। অবশেষে তুহিন ঘোষণা করলো, "খালামনি, আমার মাল বের হবে...গিলে খেয়ে নাও আমার ফ্যাদা...আহঃ...ওহঃ..."-বলতে বলতে তুহিন কোমর নাচানো থামিয়ে বাড়াটাকে কিছুটা বের করে শুধু মুণ্ডটা কুহির মুখের ভিতর রেখে শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ওর বিচির থলি খালি করতে লাগলো কুহির মুখের ভিতর।

কুহি ও কেঁপে কেঁপে উঠে টোক গিলে গিলে তুহিনের বাড়ার ফ্যাদার স্রোত নিজের গলা দিয়ে পেতে চালান করতে লাগলো। ফ্যাদা ফালানোর পরে তুহিন ওর বাড়া কুহির মুখ থেকে বের করে নিয়ে বিছানার উপর চিত হয়ে বাড়াতে উর্ধ্বমুখে রেখেই শুয়ে পরলো। কুহি নিজের শ্বাস প্রশ্বাসকে স্থির হবার জন্যে একটু সময় দিলো ওখানে মেঝেতে বসেই। প্রায় ১ মিনিট পরে কুহি মেজেহ থেকে উঠে বিছানার উপর আবারও তুহিনের দু পায়ের ফাঁকে বসে ওর কিছুটা নরম হয়ে যাওয়া বাড়া মুখের ভিতর নিয়ে ওটা থেকে চুইয়ে চুইয়ে বের হওয়া ফ্যাদার শেষ বিন্দুগুলিও চুষে খেয়ে নিয়ে নিজের জিত দিয়ে ওটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে দিলো। আমার মনে পরে গেলো, অজিত বেশ জোর খাটিয়েই কুহিকে দিয়ে ওর বাড়া পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছিলো প্রথমবার, কিন্তু আজ তুহিন ওর খালামনিকে বলে ও নি, বা জোর ও করে নি, তারপর ও তুহিনের বাড়ার প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণে কুহি যেন তুহিনের বাড়াতে নিজের হাতের মুঠোর বাইরে সড়তে দিতেই চাইছিলো না। বেশ কিছুক্ষণ তুহিনের বাড়াতে চুষে কুহি উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু এর মধ্যেই তুহিনের বাড়া আবারও মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠতে শুরু করেছে। কুহি সেদিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি দিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। ও একবার বাড়ার দিকে আরেকবার আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, "চলো, জানু...ঘুমুতে হবে।"

কুহি আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানা থেকে উঠে গেলো, তুহিন ও সোজা হয়ে উঠে বসলো আর বুভুক্ষুর মত কুহির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো যেন আরও কিছু ভিক্ষের আশায়। কুহি তুহিনের কাতর দৃষ্টি বুঝতে পারলো, ও তুহিনের মাথা নিজের দুই বুকুর মাঝে চেপে ধরে ওর কপালে অনেকগুলি চুমু খেয়ে বললো, "লক্ষ্মী বাবা টা, আজ আর না, হে?...অন্যদিন হবে...রাগ করিস না...অনেক রাত হয়ে গেছে, ঘুমুতে হবে না?"

তুহিন বেশ কাতর কণ্ঠে আদার করলো, "তাহলে তোমার প্যানটি টা খুলে দিয়ে যাও। আমি ওটা দিয়ে বাড়াতে শান্ত করি।"

কুহি বললো, "দিতে পারি, কিন্তু তুই এটা দিয়ে তোর বাড়া খেঁচতে পারবি না, এই শর্তে। কারন আমি চাই না, তুই তোর বাড়ার এতো মিষ্টি ফ্যাদা গুলি যেখানে সেখানে ফেলে নষ্ট করিস, এখন থেকে তোর বাড়ার ফ্যাদা সব সময় আমার মুখে বা শরীরের ফেলবি, এটা যদি মানিস তাহলে তোকে আমার প্যানটি দিয়ে যাচ্ছি, ওটা দিয়ে তুই বাড়া ঘষাঘষি করতে পারিস, কিন্তু কথা দিতে হবে যে মাল ফেলবি না।"

"এটা কেমন কথা, খালামনি? আরেকবার এটাকে ঠাণ্ডা না করলে আমি ঘুমুতে পারবো?"-তুহিন আদারের ভঙ্গিতে চোখে দৃষ্টমির হাঁসি এনে বললো।

"ওরে আমার দামড়া ছেলে, না...আজ রাতে আর এটাকে ঠাণ্ডা করতে হবে না...চুপ করে ঘুমিয়ে থাক...সকালে আমি এটার সমস্যার সমাধান করে দিবো, ঠিক আছে? আমার কথা মানবি তো?"-কুহি ও নাছোড়বাদা, তুহিনের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিবেই নিবে।

অবশেষে তুহিন কথা দিলো যে সে আজ রাতে আর মাল ফেলবে না, তবে সকালে ওর খালামনিকে ওর চাই ই চাই। কুহি রাজী হয়ে ওর কপালে গালে ঠোঁটে অনেকগুলি চুমু দিয়ে নিজের নোংরা ময়লা প্যানটি খুলে তুহিনের হাতে দিয়ে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলো। তবে যাবার আগে আমি তুহিনকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম যে, ওর হ্যান্ডিক্যামে কুহির নেংটো বেশ কিছু ভিডিও আছে, ওগুলি যেন কেও না দেখে, তুহিনকে ওগুলি সাবধানে রাখতে বলে দিয়ে পরে আমি ওর কাছ থেকে ওগুলি নিয়ে নিবো বলে আমি কুহিকে নিয়ে নিজের রুমে ফেরত আসলাম। তবে ঘুমানোর আগে আবার ও পুরো বাড়ি একবার ঘুরে দেখে নিতে ভুললাম না। কুহি বাথরুমে ঢুকে ফ্রেস হয়ে নিচ্ছিলো আর এই ফাঁকে আমি পুরো বাড়ি একবার ঘুরে আসলাম। ঘড়িতে এর মধ্যেই রাত ২ টা বাজে, আমি হিসাব করলাম তুহিনের রুমে কুহি প্রায় সোয়া ১ ঘণ্টার উপরে ছিলো। আমি বিছানায় শুয়ে কুহির জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কুহি দ্রুতই বাথরুম থেকে বের হয়ে বিছানায় এসে আমার বুক লাফিয়ে পড়লো। ওকে যেন ঠিক ২০ বছরের যুবতী মেয়েদের মত চঞ্চল লাগছিলো। আমি ওকে সাবধান করে দিলাম জিসানের ব্যপারে, যে তুহিনের সাথে সম্পর্ক যেন জিসান কোন ভাবেই টের না পায়, কোন রকম রিক যেন না নেয় কুহি এটা ভালো করে বলে দিলাম। কুহি আমার দিকে পাশ ফিরে আমার বুক মাথা রেখে অশেষ ক্লান্তিতে ঘুমের দেশে খুব দ্রুতই হারিয়ে গেলো।

সকালে আমি ঘুম থেকে উঠলাম তখন ঘড়িতে প্রায় সারে ৯ টা বাজে। পাশে অবশ্যই কুহি ছিলো না। কারন সব সময়ই কুহি বেশ সকালে ঘুম থেকে উঠে যায়। আমি গোসল সেরে নিচে নেমে দেখতে পেলাম যে কুহি রান্নাঘরে রান্না করছে আর তুহিন বা জিসান কাওকেই দেখা যাচ্ছে না। কাজের মেয়েরা কাজ করছে। আমি টেবিলে বসে নাস্তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কুহি আর

আমি একসাথে নাস্তা করে নিলাম। আমি জানতে চাইলাম "জিসান কোথায়?" কুহি বললো যে, "জিসান সকালেই ওর নানার বাসায় চলে গেছে, কারন আরিবা ফোন করে ওকে যেতে বলেছিলো, আরিবা আর জিসান কোথায় যেন যাবে। সেখান থেকে জিসান আবার ওর ভার্টিটিতে ভর্তি তারিখ ও ভর্তি কবে হবে এসব জানতে যাবে। জিসান বিকালের দিকে বাসায় আসবে বলে চলে গেছে"।

"তুহিন কোথায়?"-আমি জানতে চাইলাম। কুহি যেন কিছুটা লজ্জা পেল তুহিনের কথা উঠায়।

"ও তো সকালে উঠে ফ্রেস হয়ে নাস্তা করে জিসানের সাথেই বেরিয়ে গেছে, জিসান ওকে ওর ভার্টিটিতে পৌঁছে দিয়ে ওর নানার বাসায় যাবে। তবে তুহিন আমাকে বলে গেছে, ও ক্লাস করবে না। একটু পরেই চলে আসবে এখানে।"-কুহি মুখে যেন আরও বেশি লজ্জা দেখা দিলো।

"আচ্ছা...যাবার আগে ও কোন দুস্তমি করে নি তো?"-আমি একটা মুচকি হেসে জানতে চাইলাম।

"করে নি, তবে করতো। ও যা দুস্তমি...আমি ভোরে উঠে আরও একবার ওর রুমে গিয়েছিলাম। তাই যাবার আগে আর দুস্তমি করে নি।"-কুহি মুখ নিচু করে খাবার খেতে লাগলো। আমি মনে মনে ওয়াও বলে উঠলাম। কুহি সকালে আরেকবার ঘুম থেকে উঠে তুহিনের ফ্যাডা গিলেছে শুনেই আমার বাড়ী যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। আমি জানতে চাইলাম, তুহিনের সাথে সকালে কুহি কি কি করেছে?

"কাল রাতের মত তুহিনের ওটাকে চুষে দিয়েছি, না হলে বেচারী খুব কষ্ট পেত, তাই। তুমি কি রাগ করেছো?"- কুহি আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

"না...রাগ করি নি...আমি তো তোমাকে বলেই দিয়েছি, ওর সাথে তুমি যখন যা ইচ্ছা করতে পারো, আমি কোন বাধাই দেবো না...কিন্তু জিসান যেন না জানতে পারে"-আমি একটা অভয়ের হাঁসি দিয়ে কুহিকে বললাম।

"যদি জিসান জেনে যায় বা দেখে ফেলে?"-কুহি ধীর গলায় প্রশ্ন করলো।

"সেটা মোটেই ভালো হবে না অন্তত এই মুহূর্তে। ও একবার আমাদের দেখে ফেলেছে অন্য দুজন লোকের সাথে, সেটা নিয়ে ও কি ভাবছে সেটা আমরা এখন ও জানি না। এখন প্রায় ওর সমবয়সী ওর খালাতো ভাইয়ের সাথে তোমাকে দেখলে ও কি ভাবে, সেটা না জেনে ওর কাছে কিছুই প্রকাশ করা ঠিক হবে না। আমি আগে ওর সাথে কথা বলি একবার খোলাখুলি, তারপর দেখা যাবে। তাই সেই সময় পর্যন্ত খুব সাবধানে, ঠিক আছে?"-আমি কুহিকে ব্যপারটা বুঝিয়ে বললাম।

"কিন্তু, ও আজ সকালে উঠে নিচে নেমেই আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে অনেকগুলি চুমু দিয়েছে, আমি ও দিয়েছি, আবার বের হবার সময় ও আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেকগুলি চুমু দিয়েছে, আর সবগুলোই আমার ঠোঁটে, যদিও ও আমার মুখের ভিতরে জিত বা ঠোঁট চুকানোর চেষ্টা করে নি..."-কুহি সকালের কথা আমাকে জানালো বেশ নিরুত্তাপ ভঙ্গীতে।

"ওয়াও...ওয়াও...জিসান আজ থেকেই তোমার ঠোঁটে চুমু দিচ্ছে, এর পরে তোমার মুখের ভিতরে জিত ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করবে এরপর হয়ত তোমার সমর্থন পেলে আরও সামনের দিকে এগুনের চেষ্টা করবে...তখন কি হবে"-আমি বেশ শঙ্কিত হয়ে বললাম। কিন্তু কুহিকে যেন খুব শান্ত আর নিশ্চিত মনে হচ্ছে। "সামনে কি হবে না হবে সেটা চিন্তা করে আমি আমার ছেলেকে চুমু খেতে মানা করবো?"- কুহি বেশ তির্যক একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলো আমার দিকে।

"ঠিক আছে, যা ভালো বুঝো, করো...আমি কিছু বলবো না...কিন্তু তুহিনের সাথে কিভাবে তুমি দেখা করবে, ও যদি ঘন ঘন এই বাসায় আসে তাহলে জিসান ও সন্দেহ করবে আর তুহিনের আব্দু, আমার দুলাভাই সে ও সন্দেহ করতে পারে।"-আমি বাস্তব অবস্থাটা কুহিকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম।

"ওটা নিয়ে তুমি ভেবে না...তুহিন মাঝে মাঝে ক্লাস ফাকি দিয়ে আমাদের বাসায় আসবে। তখন হয়ত বেশিরভাগ সময়ই জিসান ও ভার্টিটিতে থাকবে। আর ওর আব্দুকে তুহিন কিভাবে এগুলি বুঝবে, সেটা ওর উপরই ছেড়ে দাও। তুহিন বলেছে যে ওর খুব ফটোগ্রাফির সখ, আর আমাদের বাসার পাশেই একটা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ওগুলি সেখায়, তুহিন ওর আব্দুকে রাজী করিয়ে ওখানে ভর্তি হয়ে যাবে, তখন আমাদের বাসায় যখন তখন আসতে পারবে।"-কুহি আর তুহিন যে একান্তে অনেক কিছু প্ল্যান করছে সেটা আমি ভালো করেই বুঝতে পারলাম।

"কিন্তু জিসান?"-আমি আবার ও প্রশ্ন করলাম।

"ও দায়িত্ব তোমার...তুমি ওকে কি বুঝাবে, কিভাবে বুঝাবে, সেটা তুমিই ভেবে বের করো। আমাকে এই পথে এনেছো তুমি, এখন সামনের পথ পরিষ্কারের দায়িত্ব আমার একার না, তোমার ও"-কুহি খুব ঝাঁজের সাথে রক্ষতা নিয়ে আমাকে বললো। ওর চোখে মুখে আমি বেশ রাগ দেখতে পেলাম। অনেকদিন পরে কুহির চোখে মুখে আমি রাগ দেখতে পেলাম। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তুহিনের সাথে কোনভাবেই সম্পর্কে কোন ছেদ বা বাঁধা কুহি সহজে মেনে নিবে না। ওর ভাব দেখে আমার মনে এটা ও উদয় হলো যে জিসানকে এড়াতে না পারলে সে হয়ত জিসানের সামনেই তুহিনের সাথে চলাচল শুরু করবে। আমি কি করবো সেটা বুঝতে পারছিলাম না। তবে এটা সত্যি যে, কুহিকে এই পথে আমিই টেনে এনেছি। তাই আমার ও এই ক্ষেত্রে কিছু করার আছে।

আমি চুপ করে গেলাম, আর কোন কথা না বলে অফিসের জন্যে রেডি হওয়ার হতে আমি উপরে চলে গেলাম। অফিসে যাওয়ার কিছু পরেই আমার মনে একটা বুদ্ধি এলো যে, আমি আমাদের বাসার সন্ধ্যা যেখানে যেখানে কুহি বা জিসানের থাকার কথা সেখানে গোপন ক্যামেরা ফিট করে দেই, যেন ওরা কখন কি করছে সেটা জেনে আমি সেই মত ব্যবস্থা করতে পারি। প্রয়োজনে ফোন করে জিসানকে কোন কাজ দিতে পারি, বা কুহিকে সাবধান করে দিতে পারি। যেহেতু আমি নিজেই এসবের ব্যবসা করি, তাই আমি আমার একটা কর্মচারীকে ডেকে এখনই কিছু গোপন ক্যাম নিয়ে আমার বাসায় চলে যেতে বললাম, সেগুলি সব সেট করে আমার ট্যাবে ওগুলির পাসওয়ার্ড দিয়ে লিঙ্ক তৈরি করে দিতে বললাম যেন আমি ট্যাব থেকে সব সময় সবগুলি ক্যামেরার লাইভ ফিড দেখতে পারি, আর সেগুলি যেন বাসায় আমার যে পিসি আছে সেখানে একটা ব্যাকআপে জমা থাকে। ছেলোটো ওর এক সহযোগীকে নিয়ে দৌড় দিলো আমার বাসার উদ্দেশ্যে। আমি বলে দিয়েছিলাম যে রান্নাঘর, ভাইনিং, ড্রয়িং রুম, আমাদের বেডরুম, তুহিন যে রুমে গতকাল ছিলো সেই রুম, আমাদের ছাদে আর আরও দু-তিনটি রুমের কানেকশন দেয়ার জন্যে। আমি বাসায় কুহিকে ফোন করে বলে দিলাম এটার কথা, কুহি একটু অবাক হলে ও মেনে নিলো আমি যা করতে চাইছি। আমি কুহিকে বলে দিলাম যে এই ক্যামেরার কথা যেন বাড়ির কাজের লোক, তুহিন বা জিসান কেও জানতে না পারে। আমার অফিসের লোক যেই রুমে যখন কাজ করবে তখন সেই রুমে যে কেও না থাকে। ছেলেগুলি প্রায় দু-ঘণ্টার মধ্যে সব কাজ শেষ করে আমার কাছে এসে আমার ট্যাবে সব ক্যামেরার লাইভ ফিড সেট করে দিলো পাসওয়ার্ড দিয়ে। এখন আমি অফিসে বা গাড়িতে বা যেখানেই থাকি না কেন সব সময় বাসার উপর নজরদারি করতে পারবো।

আমি ট্যাঁবে বসে দেখছিলাম যে কুহি রান্না করছে, রান্না শেষে গোসল করতে ঢুকলো আমাদের বেডরুমের ভিতরের বাথরুমে। গোসল করে কুহি একটা ঢোলা ট্রাউজার আর গেঞ্জি পরে বের হলো। এরপর কুহি ডাইনিং গিয়ে টেবিলে খাবার সাজাতে লাগলো। খাবার সাজানো হলে কুহি কাজের মেয়েদের বিদায় করে দিলো, আর এর ৫ মিনিট পরেই তুহিন এসে ঢুকলো আমাদের বাসায়। কুহি তুহিনকে জড়িয়ে ধরে মেইন দরজার সামনে একটা লম্বা ঠোঁটে ঠোঁটে চুমু খেলো। তুহিন সোফার উপর ব্যাগ রেখে কুহির পিছু পিছু ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসলো। কুহি আর তুহিন দুজনে পাশাপাশি খেতে বসলো। তুহিন বার বারই কুহির শরীরের হাত দিচ্ছিলো, কখন ও ঘাড়ে, কখন ও মাইয়ের উপর, কখন ও ওর তলপেটে, কখন ও ওর পাছায়। তুহিনের প্রতিটি স্পর্শে কুহি বার বার দুঃস্বপ্ন হাঁসি দিয়ে দিয়ে ওকে লাই দিচ্ছিলো। খাওয়া শুরু পরে তুহিন ওর বাম হাত দিয়ে কুহির গলার দিক দিয়ে ঢোলা গেঞ্জির ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে ওর একটা মাইকে গেঞ্জির বাইরে বের করে আনলো। কুহি মুখে একটু না না করলে ও আদতে কোন বাধাই দিলো না। এখন কুহির একটা মাই গেঞ্জির উপর দিয়ে বাইরে বের করা আর অন্য মাইটি গেঞ্জির ভিতরে রাখা। তুহিন কুহির খোলা মাইয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিতে দিতে নানা রকম খারাপ কথা বলতে বলতে খেতে লাগলো। কুহি খুব অল্প খায়, তাই ওর খাওয়া বেশ তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেলো, কিন্তু সে না উঠে তুহিনের দিকে ফিরে ওকে আরও ভালো করে নিজের মাই দেখাতে দেখাতে কথা বলতে লাগলো। তুহিনের খাওয়া ও শেষ হয়ে গেলো। কুহি সব কিছু গোছগাছ করছিলো আর তুহিন একটা চেয়ারে বসে তাড়িয়ে তাড়িয়ে কুহিকে দেখছিলো। টেবিল থেকে সব কিছু সরানো হয়ে যাওয়ার পরে কুহি কাকে যেন ফোন করলো। কুহি কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে সে জিসানকে ফোন করেছে, আর জিসান কখন বাসায় ফিরবে জানতে চাইছে। কুহি যখন জিসানের সাথে কথা বলছিলো তখন তুহিন পিছন থেকে কুহিকে জড়িয়ে ধরে রেখে দু হাত বগলের নিচ দিয়ে সামনে এনে ওর মাই দুটিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে ধীরে ধীরে টিপে দিচ্ছিলো। আমি বসে বসে দেখছিলাম কুহি কিভাবে নিজের ছেলের সাথে ফোনে কথা বলতে বলতে কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই বোনের ছেলের হাতে মাই টিপা খাচ্ছিলো। কুহি ছেলের সাথে কথা বলে ফোন কেটে দিয়েই তুহিনের দিকে ফিরে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো। তুহিন জানতে চাইলো, "জিসান কখন ফিরবে?" কুহি বললো, "ও এখন আছে ওর নানার বাসায়। ৫ টার পরে ওর নানার বাসা থেকে ওর বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে যাবে, তারপর রাতে বাসায় ফিরবে।"

কুহির কাছ থেকে সামনের অনেকগুলি ঘটনা তুহিন কুহিকে একা পাঁবে জেনে ও খুব উত্তেজিত হয়ে গেলো। তুহিন পাঁজাকোলে করে ওর খালামনিকে এক হাত দিয়ে কোমর ধরে অন্য হাত দিয়ে কুহির হাঁটুর একটু আগে রানের নিচে হাত ঢুকিয়ে ওকে নিজের কোলে আড়াআড়িভাবে তুলে নিলো। কুহি ও বোনের ছেলের গলা দুই হাত দিয়ে ধরে ও কাঁধে মাথা রাখলো। তুহিন কুহিকে এভাবেই কোলে করে নিয়ে উপরের দিকে চললো। আমি ক্যামেরা চেঞ্জ করে দেখতে পেলাম যে তুহিন কুহিকে নিয়ে সরাসরি আমাদের বেডরুমে ঢুকলো।

তুহিন ওর খালামনিকে নিয়ে সরাসরি বিছানার উপর ফেললো। কুহি বলল, "তুহিন... বাবা দরজাটা বন্ধ করে দে।" তুহিন দরজা লক করে দিয়ে এক টানে নিজের গেঞ্জি, প্যান্ট, জাম্বিয়া সব খুলে লাফ দিয়েই বিছানায় উঠলো। "খালামনি, আগে তোমার পৌঁদ খাবো"- বায়না ধরলো কুহির কাছে। কুহির ও তেমন আপত্তি নেই, তাই নিচের ঢোলা ট্রাউজারটা খুলে ফেললো। তুহিন কুহিকে কুন্তিচোদা পজিশনে মাথা বিছানার সাথে রেখে, হাঁটুর উপর ভর দিয়ে পাছা উঁচু করে কোমর নিচু করিয়ে বসিয়ে পিছন দিক থেকে ওর পাছটাকে দেখলো। "আহঃ খালামনি... এতো সুন্দর উঁচু বড় পাছা সারা পৃথিবীতে আর একটুও নেই, এটা আমি বাজি ধরে বলতে পারি।"- তুহিনের মুখের প্রশংসা শুনে কুহি যেন ওমঃ বলে একটা আরামের শব্দ করলো।

"দেখ... ভালো করে দেখে নে...তোমার খালামনি বড় পৌঁদটাকে... আমার পৌঁদ তোর খুব পছন্দ, তাই না? এটার জন্যেই এতদিন হাঁ পিতোশ করতিস, তাই না?"- কুহি ওর পাছটাকে একটু নাড়িয়ে দিয়ে ওটা মধ্যে একটা ঢেউ খেলিয়ে বললো। কুহির এভাবে নোংরা মেয়েদের মত পৌঁদ নাচিয়ে মুখ দিয়ে নোংরাভাবে ওর পাছাকে পৌঁদ বলে সম্বোধন করতে তুহিনের শরীরে যে কামের আগুন জ্বলে উঠলো। তেমন নিজের বোনের ছেলের সামনে কুহিকে এভাবে বিশ্রীভাবে পৌঁদে ঢেউ তুলতে দেখে আমি যেন স্থানুর মত হয়ে গেলাম। ঠিক যেন পর্ণ ছবিতে দেখা মেয়েরা যেভাবে পর্ণ ছবির নায়ককে দেখিয়ে দেখিয়ে পৌঁদ নাচায়, ঠিক তেমনই ছিলো কুহির এই নোংরা কাজটা। আমি বুঝতে পারলাম যে কুহির মনে এখন আর কোন দ্বিধা সংকোচ নেই, ও এখন নিজেকে একজন পর্ণ ছবির নায়িকার মত করেই তুহিনের সামনে নিজেকে তুলে ধরতে চায়।

"ওহঃ... খালামনি... তোমার পৌঁদটাকে আরেকটু নাচাও... এভাবে কোনদিন নিজের চোখের সামনে তোমাকে নেংটো পৌঁদ নাচাতে দেখবো, সেটা আমার কল্পনাতেও ছিলো না।"- তুহিন জবাব দিলো। তুহিনের আবদারে কুহি আবার ও বেশ অনেকক্ষণ ধরেই নিজের পৌঁদ নাচাতে লাগলো, যেন ওর পৌঁদের দাবনা দুটি তুহিনকে পৌঁদ মারা খাওয়ার জন্যে কাছে ডাকছে।

"দেখে নে... ভালো করে দেখে নে... এখন থেকে তোর যখনই তোর খালার বুড়ো নোংরা পৌঁদের নাচুনি দেখতে ইচ্ছে করবে, আমাকে বলবি... আমি পৌঁদ নাচিয়ে নাচিয়ে তোকে দেখাবো..."- কুহি পৌঁদ নাচাতে নাচাতেই তুহিনকে বললো।

তুহিন এবার কুহির পাছার দুই দাবনার উপর দুই হাতের তালু রাখলো, আর সাথে সাথে কুহি পৌঁদ নাচানো বন্ধ করলো, আর যেন এক অজানা আনন্দের জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিলো। তুহিন দুই হাতে কুহির দাবনা দুটি দুদিকে সরিয়ে ওর পৌঁদের ফাঁক নিজের চোখের সামনে মেলে ধরলো। "আহঃ... খালামনি... তোমার পৌঁদের ফুটোটা ও খুব সুন্দর, ঠিক যেন একটা গোলাপ কুঁড়ি, এখন ও ফুল হয়ে ফুটে উঠার সময় পায়নি।"- তুহিন বিসায়ের সাথে কুহির পৌঁদের ফুটোকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললো, "আমি জানতাম যে মেয়েদের পৌঁদের ফুটো কালো হয়, তোমারটা তো দেখি বিদেশী সাদা চামড়ার মেয়েদের মত গোলাপি ফুটো। এই গোলাপ কুঁড়িকে আমি একটা পরিপূর্ণ ফুলে পরিণত করবো, আমার বাড়া দিয়ে... খালামনি, তুমি কি চাই চাও? তোমার পৌঁদের ফুটোকে আমি আমার বাড়া দিয়ে চুদে একটা পরিপূর্ণ ফুলে রূপান্তরিত করি?"- তুহিন জিজ্ঞেস করলো ওর খালামনিকে।

"ও আমার সোনা ছেলে... আমি তাই চাই রে... আমার পৌঁদে একটা লাল গোলাপ ফুটিয়ে দে। কিন্তু তোর এই ঘোড়ার বাড়া আমার পৌঁদে ঢুকলে তো আমার পৌঁদে ফেটে রক্ত বের হবে, বাবা? তখন কি হবে?"- কুহি তুহিনের আদর মাথা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পারলো না। সাথে সাথে কুহি আবার ও ওর পাছা নাড়ালো। তুহিন ওর পাছার দাবনায় শক্ত করে একটা চড় কষালো, চড় খেয়ে কুহি যেন কামে ফেটে পরলো, "উহঃ মাগোঃ... দুঃস্থ ছেলে আমার... কি করছিস? ব্যাথা পাই তো?"- কুহি যেন আরও চড় খাবার জন্যে আবার ও পাছা নাড়া দিলো। তুহিন আবার ও একটা চড় মারলো, কুহি ব্যথায় ককিয়ে উঠলো।

"আমার নষ্টা খালামনি... আমি তোমার পৌঁদ পরীক্ষা করছি, তুমি ওটাকে দোলাচ্ছে কেন? আবার ও দোলালে আবার ও চড় খাবে"- তুহিন কুহিকে সতর্ক করলো। কুহি এই কথা শুনে সাথে সাথে আবারও এক নাগাড়ে দোলাতে লাগলো ওর পৌঁদ। তুহিন বুঝে গেছে যে ওর খালামনি চড় খাবার জন্যেই এমন করছে। সে যেন নতুন খেলা পেয়েছে, এমনভাবে কুহির পাছায় একটার পর একটা চড়

মারতে লাগলো, আর প্রতি চড়ে কুহি গুঙ্গিয়ে উহঃ আহঃ ওহঃ শব্দ করতে করতে গুদ দিয়ে জল বাড়াতে লাগলো, তুহিনের হাতে মার খেয়ে ওর পাছা লাল হয়ে গেছে, কিন্তু তারপর ও কুহি পাছা নাড়াচ্ছিলো। তুহিন ও একবার এই দাবনা আরেকবার ওই দাবনা, এভাবে চড় দিতে লাগলো। প্রায় ১ মিনিট ধরে চললো কুহির পাছার তুহিনের চড়, তারপর কুহি পাছা নাড়ানো বন্ধ করলো।

"ওহঃ আমার নষ্টা আদরের খালামনি, তুমি এভাবে নোংরা মেয়েছেলেদের মত পৌঁদ দোলাও কেন?"-তুহিন কুহির পৌঁদের লাল জায়গায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, "তোমার পৌঁদের দুলুনি দেখলে মরা মানুষ ও বাড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে জাবে...আর আমি তো বাচ্চা ছেলে...ইচ্ছা ছিল তোমার পৌঁদের ফুটো চোষার, কিন্তু তোমার পৌঁদের দুলুনি দেখে এখন সেই ইচ্ছা মরে গেছে, এখন আমি তোমার পৌঁদে আমার বাড়া ঢুকাবে"-তুহিন যেন ঘোষণা দিল এমনভাবে বললো।

তুহিনের ঘোষণা শুনে কুহি যেন কেঁপে উঠলো, কিন্তু এতটুকু ও পজিশন চেঞ্জ না করে শুধু ঘাড় কাত করে তুহিনের চোখের দিকে চাইলো। যেন সে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন তুহিন ওর বাড়া ঢুকাবে। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম কুহির এই আচরণে। সে ছেলেটাকে উল্কে দিয়েছে, এখন সে ওর পৌঁদে বাড়া ধুকাবে সেটা শনার পরে ও কোন কথা না বলে পৌঁদ উঁচু করে ঠেলে দিয়ে যেন অপেক্ষা করছে কখন তুহিন ওর বাড়া দিয়ে ওর পৌঁদকে এফোঁড় ওফোঁড় করবে। আমি একবার ভাবলাম যে এখনই ফোন করি আর এই অঘটন বন্ধ করি, কিন্তু ফোন হাতে নেয়ার পরই আমার মনে হলো যে সকালে কুহিকে বলে এসেছিলাম যে সে তুহিনের সাথে যা ইচ্ছা করতে পারে, কিন্তু আমার মনে ভেবেছিলাম যে কুহি ধীরে ধীরে তুহিনের দিকে আগাবে কিন্তু কুহি যে এভাবে আজই ভর দুপুরে বোনের ছেলের কাছে পৌঁদ চোদা খাবার জন্যে রাজী হয়ে অধির আগ্রহে পৌঁদ উঁচিয়ে অপেক্ষা করবে সেটা আমার ধারণাতেই ছিলো না।

এদিকে তুহিন বসে নেই, যখন ওর কথা শুনে কুহি একটি জবাব ও না দিয়ে একই ভঙ্গীতে পৌঁদ ফাঁক করে বসে আছে, সেটা দেখে সে বুঝতে পেরেছে যে ওর খালা খুব গরম হয়ে আছে, আর খালার পৌঁদে বাড়া ঢুকানোর এটাই সর্বোত্তম সুযোগ। তাই সে নিজের মুখ থেকে একদলা থুথু নিয়ে নিজের বাড়ার মাথায় লাগালো। এদিকে কুহি বিছানার সাথে মাথা লাগিয়ে ঘাড় কাত করে দেখছে তুহিন কি করে, তুহিন যে বাড়ায় নিজের মুখ থেকে থুথু লাগাচ্ছে সেটা দেখে যেন ওর গুদে আবার ও মোচড় দিয়ে উঠলো। কুহি তুহিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "ড্রেসিংটেলের ড্রয়ারে একটা তেলের বোতল আছে, ওটা নিয়ে আমার পৌঁদে লাগিয়ে দে"। তুহিন এক দৌড়ে ওটা এনে মুখ খুলে বেশ কিছুটা তেল কুহির পৌঁদের ফুটোর কাছে ফেলে নিজের একটা আঙ্গুল ভিতরে ঢুকিয়ে ফুটোটাকে কিছুটা ফাঁক করে ভিতরে ও বেশ কিছুটা তেল ঢেলে দিলো। কুহির গুদ যেন আবার ও মোচড় দিয়ে দিয়ে জল বের করে দিতে লাগলো যখন তুহিনের একটা আঙ্গুল ওর পৌঁদে ঢুকলো আর কিছুটা তেল ওর পৌঁদের ফাঁকে পরলো। তুহিন এবার তেলের বোতল রেখে নিজের হু হাত থেকে একটা তোয়ালে দিয়ে সব তেল ভালো করে মুছে কুহির পৌঁদের কাছে যেয়ে নিজের বাড়াকে ওর পৌঁদের ফুটোর মুখে রাখলো। কুহি নিজের দুহাত দিয়ে বিছানার চাদর খামছে ধরে শরীর ছেড়ে দিয়ে চাপা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে কখন ওটা ভিতরে ঢুকে। তুহিন দু হাত দিয়ে কুহির পাছার দু পাশের মাংস টেনে ধরে চাপ দিলো। একটু একটু করে পৌঁদের ফুটো ওর চোখের সামনে ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে বাড়ার মাথাটা ঢুকে যেতে লাগলো কুহির নরম নধর মাংসল পৌঁদের ফুটোয়। কুহি দাঁত মুখ খিঁচে এমনভাবে চূপ করে আছে, যেন ওকে একটা শব্দ করতে ও নিষেধ করা হয়েছে। "আহঃ"-বলে একটা শব্দ করে তুহিন বুঝিয়ে দিলো যে ওর বাড়ার মাথাটা সে সৈঁধিয়ে দিয়েছে কুহির আচোদা পৌঁদের ফুটায়।

তুহিনের আগে অজিতের বাড়া পৌঁদে নিয়ে জীবনে প্রথমবার এক চরম সুখের সন্ধান পেয়েছিল কুহি, তাই আজ তুহিনের বাড়া পৌঁদে নেয়ার সময় ওর ভিতর সেই সুখে আকাঙ্ক্ষাই কাজ করেছে, আর বোনের ছেলেকে দিয়ে পৌঁদ মাড়ানোটা ছিলো সেই সুখের মধ্যের ঘি। সুখ আর ঘি দুটোই কুহির শরীরে কামের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। আমি এক রকম নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি যদি তুহিন বাড়া ঢুকানোর আগ মুহূর্তে ও ফোন করে কুহিকে মানা করতাম ও আমার কথা শুনতো না। কুহি যেন ধীরে ধীরে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, এমন মনে হচ্ছিলো আমার। তুহিন ওর খালামনির বিছানায় কাত করে মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিলো যে ওর খালামনি ব্যথা বা কষ্ট পাচ্ছে কি না, বাড়ার মাথা ঢুকতে। কিন্তু কুহির মুখে চোখে শুধু সুখের ছোঁয়া আর কামনার প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেল তুহিন। তাই সে কোন কথা না বলেই ধীরে ধীরে চাপ বাড়িয়ে বাড়িয়ে ওর বাড়া ঢুকতে শুরু করলো কুহির পৌঁদের ফুটায়। প্রতিটি চাপে একটু একটু করে তুহিনের বাড়া অদৃশ্য হতে শুরু করলো কুহির পৌঁদের ফাঁকে। কুহি দাঁত মুখ খিঁচে তুহিনের বাড়া পৌঁদের মাংসপেশি দিয়ে অল্প অল্প চাপ দিতে লাগলো। "ওহঃ খালামনি, তোমার পৌঁদের ফুটো এতো টাইট যে মনে হচ্ছে আমার বাড়া কে কোন মাংসল স্প্রিংয়ের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছি। তুমি পৌঁদ ঢিলা করে রাখো, এখনই আমার বাড়া কে কামড় দিও না।"-তুহিন বাড়ায় কুহি পৌঁদের কামড় খেয়ে বললো।

প্রায় অর্ধেক বাড়া ঢুকানোর পরে তুহিন এবার ঠাপ শুরু করলো কুহির পৌঁদে। নিজের বাড়া কে একদম মুণ্ডি পর্যন্ত টেনে এনে আবার ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে লাগলো। প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে আসতে বেগ বাড়তে লাগলো তুহিন। এদিকে প্রতি ঠাপের তালেই আরেকটু আরেকটু করে তুহিনের দীর্ঘ বাড়া আরও বেশি বেশি করে কুহি পৌঁদে ঢুকতে বেরুতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তুহিনের বাড়ার প্রায় দু ইঞ্চি বাদে পুরোটাই সৈঁধিয়ে গেল কুহির পৌঁদের ফাঁকে। তুহিনের বিশাল বাড়া কি বীভৎসভাবে কুহির পৌঁদের ফুটোতে ঢুকে আছে, দেখেই আমার যেন শরীর শিউরে উঠলো। কিছুক্ষণ ঠাপের পরই কুহি শরীর কাঁপিয়ে গুঙতে গুঙতে গুদের রস ছেড়ে দিলো। তুহিন ওর খালামনির গুদের দিকে তাকিয়ে দেখলো যে গুদের রসে পুরো গুদ ভিজে মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা রস নিচে বিছানার উপর পড়তে লাগলো, এতো বেশি রস ছাড়লো কুহি যে গুদ উল্টো থাকার কারণে, গুদের উপরের যে নরম মাংসল ফুলো বেদী ছিলো ওটা ও রসে ভিজে আছে। "ওহঃ খালামনি, তুমি পৌঁদে বাড়া নিতে খুব পছন্দ করো, তাই না? পৌঁদে বাড়া নিয়ে গুদে সাগর বানিয়ে দিয়েছো?"-তুহিন কুহির পৌঁদে একটা থাপড় কষিয়ে জানতে চাইলো।

তুহিনের থাপড় খেয়ে কুহি "ওহঃ মাগোঃ"- বলে যেন কাঁতরে উঠলো। "হ্যাঁ, রে...তুহিন তোর বাড়া পৌঁদে নিতে আমার খুব সুখ লাগছে, রে...আমার গুদ তোর চড় খেয়ে সাগর হয়ে যাচ্ছে বার বার"- কুহি যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলো।

"খালামনি, যদি ও তুমি বলেছিলে যে খালু তোমার পৌঁদে কখনও বাড়া ঢুকায় নি, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আমার বাড়াই তোমার পৌঁদের প্রথম অভিজাত্রী নয়, কি ঠিক বলেছি কি না, বলো?"-তুহিন কুহির পৌঁদে আরেকটি থাপড় মেরে জানতে চাইলো। আমি মনে মনে তুহিনের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না, এই ছেলে কুহির শরীরের ভাষা দেখে বুঝে ফেলছে যে কুহির পৌঁদে আগে ও কারো বাড়া ঢুকছে। কুহি বুঝতে পারলো তুহিনের কাছে কিছুই লুকানো যাবে না, তাই সে স্বীকার করতেই মনস্থ করলো।

"হ্যাঁ, রে সোনা...বুদ্ধিমান ছেলে আমার...আমার পৌঁদে আরেকটি বাড়া শুধু একবারই ঢুকছে।"- কুহি চোখ বন্ধ করে বলে ফেললো।

"ওহঃ...কি নংরা...আমার খালামনিটা...সেদিন রাতে তুমি আমাকে বললে যে তোমার পৌঁদে কেও কখনও ঢুকে নাই, এরপরে এই অল্প কদিনের মধ্যেই তুমি আমার বাড়ার আগেই আরেকটি বাড়া পৌঁদে নিয়ে ফেলেছো...ছিঃ...ছিঃ...ছিঃ..."-তুহিন ওর খালামনির পাছার চড় কষিয়ে বললো, "এর জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে খালামনি...কারণ তুমি কথা দিয়েছিলে যে, আমার বাড়াই তুমি প্রথম পৌঁদে নিবে...কিন্তু তুমি কার বাড়া পৌঁদে নিয়েছিলে, খালুর? নাকি ওই অজিত সাহেবের?"-তুহিন জানতে চাইলো।

কুহি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো, ভাবলো বোধহয় যে আমার নাম নিয়ে ব্যাপারটা থামিয়ে দিবে কি না, কিন্তু সে সত্যি কথাই বলার জন্যে মনস্থির করলো। "না...তোর খালুর না...ওই অজিতের..."-কুহি ধীর গলায় বললো।

তুহিন চোখ বড় বড় করে বললো, "কি বললে তুমি...তুমি খালুর বন্ধুর বাড়া পোঁদে নিয়েছো?ছিঃ...ছিঃ...আমার নষ্টা খালামনি...খালু জানে যে তুমি ওই লোকের বাড়া পোঁদে নিয়েছো?"

"জানে...তোর খালুর সামনেই ওই লোক আমার পোঁদ চুদে দিয়েছে?"-কুহির মুখে যেন এতটুকু ও লজ্জা নেই, সব কিছু গল গল করে বলে দিচ্ছে তুহিনকে।

"ওয়াও... ওয়াও...খালুর সামনে উনার বন্ধু তোমার পোঁদ মেরেছে, তাহলে আমি ও যদি খালুর সামনে তোমার পোঁদে বাড়া ঢুকাই, খালুজান নিশ্চয় কিছুই মনে করবে না, তাই না?"-তুহিন কি পরিকল্পনা করে এই কথা বলছে, সেটা আমি বুঝতে পারলাম না।

"না...কিছু মনে করবে না, তোর খালু...তুই আমাকে তোর খালুর সামনে ও পোঁদ চুদে দিতে পারিস। এখন কথা না বলে ঠাপ দে...আমার গুদ আর পোঁদ তোর ঠাপের জন্যে অপেক্ষা করছে"-কুহি যেন কাতর কণ্ঠে মিনতি করলো তুহিনকে।

"সে তো তোমার পোঁদ আমি ভালো করেই চুদে দিবে আজকে, কিন্তু তুমি যে অপরাধ করেছো, সে জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। তুমি আমার সাথে কথার বরখোলাপ করেছো?"-তুহিন বললো, "তুমি যে একটা দুষ্ট খালামনি...আর দুষ্ট খালামনিকে দুষ্টমীর জন্যে শাস্তি পেতে হবে এখনই"-তুহিন দাবি করলো যেন।

"কি শাস্তি দিবি, দে...কিন্তু ঠাপ দে..."-কুহি যেন ঠাপ না খেয়ে আর থাকতে পারছে না।

"কি শাস্তি দিবো? ...সেটাই চিন্তা করছি...মমম...ওমমম... কি শাস্তি দেয়া যায়?"-তুহিন চিন্তা করছিলো, "আমি যেই শাস্তি দিবো, সেটাই মেনে নিবে তো? মানা করবে না তো?"-তুহিন মনে হচ্ছে কোন একটা উপায় বের করে ফেলেছে।

"নিবো, মেনে নিবো..."-কুহি তাড়া দিলো, "তুই ঠাপ দে...আমি সত্যি আর পারছি না রে...তোর খালামনিকে আর কষ্ট দিস না...আমার পোঁদ চুদে ফাটিয়ে দে...আহঃ...আমার গুদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিস তুই রে"-বলে কুহি যেন পোঁদ সঙ্কুচিত প্রসারিত করে তুহিনের বাড়া কামড়ে ধরতে লাগলো।

বাড়ায় পোঁদের টাইট মাংসের কামড় খেয়ে আওঃ বলে একটা শীকার দিয়ে উঠলো তুহিন। ও হাত বাড়িয়ে বিছানার কিনার থেকে ওর মোবাইলটা নিয়ে কার নাহ্বারে যেন ডায়াল করতে লাগলো, আর এদিকে কোমর ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে ঠাপ মারতে শুরু করলো কুহির নরম পোঁদে। তুহিনকে মোবাইল কানে লাগিয়ে রাখতে দেখে কুহি কোন কথা না বলে চুপ করে ঠাপ খেতে লাগলো চোখ বুজে। কুহি ভেবেছিলো যে তুহিন মনে হয় আমাকে ফোন করবে, আমি ও আমার মোবাইলের দিকে তাকিয়ে রইলাম যে কখন তুহিন আমার মোবাইলে ফোন করে।

কিন্তু আমার মোবাইলে কোন ফোন এলো না, কিন্তু তুহিন ওদিকে হ্যালো বলে কথা শুরু করে দিয়েছে দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে তুহিন আমাকে নয়, অন্য কাউকে ফোন করেছে। তুহিন শয়তানি করে ফোন লাউডস্পীকারে দিয়ে দিলো, যার গলা আমি আর কুহি শুনতে পেলাম, আমাদের শরীর যেন হিম হয়ে শক্ত হয়ে গেলো। কারন ওটা ছিলো আমাদের ছেলে জিসানের গলা।

ওদের মধ্যে কি কথোপকথন হচ্ছিলো সেটা পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিচে লিখলামঃ

জিঃ হ্যালো, ভাইয়া।

তুঃ কি রে, তুই কোথায় আছিস? (তুহিন ঠাপ চালিয়ে যাচ্ছে কুহির পোঁদে)

জিঃ ভার্শিটিতে এসেছি ভাইয়া। তুমি কোথায়?

তুঃ আমি এক জায়গায় এসেছি একটা একটা মালের খোঁজে। বিকালে তোদের বাসায় যাবো, স্ট্যান্ড টা আনতে।

(কুহি নিজের মুখ চাপা দিলো বিছানার চাদরের আড়ালে। তুহিন এভাবে কুহির পোঁদে বাড়া ঢুকিয়ে জিসানের সাথে আলাপ করবে, সেটা যেন কুহি কল্পনাতে ও ছিলো না, তাহলে হয়ত কুহি এই শাস্তির জন্যে রাজী হতো না, নাকি হয়তো রাজী হয়ে ও যেতো, আমি মনে মনে বলছি যে সে রাজী হতো না...কুহি এমন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে দিন দিন।)

জিঃ মাল মানে আমাদের পছন্দমতো জিনিষ? নাকি অন্য কিছু?

তুঃ আরে একেবারে তোর আর আমার পছন্দের জিনিষ... হেভভি ফিগার...পটানোর জন্যে চেষ্টা করছি।

জিঃ ওহঃ ভাইয়া...কোথায় গেলে এমন জিনিষ...পটাতে পারলে আমাকে ছবি দেখাবা তো?

তুঃ আরে তুই আমার ছোট আদরের ভাই...তোকে না দেখলে আমি শান্তি পাবো না তো?

জিঃ ভাইয়া, বয়স কত? আর ফিগার কেমন, বলো না আমাকে?

তুঃ বয়স তোর আমুর মতই, আর ফিগার ও মাসাল্লাহ, একেবারে ফাটাফাটি, ঠিক তুই যেমন পছন্দ করিস তেমনই।

(ও আল্লাহ রে...ওরা কি নিয়ে কথা বলছে, জিসানের আমুর মত ফিগার...তুহিন কি বলছে এসব জিসানের সাথে...আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না, আর কুহি তো নিজের মুখ বিছানার চাদরে ঢাকা দিয়ে চুপ করে কান পেতে ওদের কথা শুনছে আর পোঁদে খুলে দিয়ে চোদা খাচ্ছে।)

জিঃ ওয়াও...ভাইয়া...তুমি তো তাহলে জ্যাকপট মেরে দিয়েছো? কোথায় গেলে এমন জিনিষ?

তুঃ তোকে বলেছিলাম না যে অনেক আগে থেকেই ওটাকে তারগেত করে পটানোর জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আজ বাগে পেয়ে গেছি। সত্যি কথা বললে বলতে হয়ে এখন ওই মহিলার পৌঁদে আমি বাড়া ঢুকিয়ে বসে আছি।

(তুহিন তো সব বলেই দিলো, কখন যে আবার বলে দেয় যে ওটা ওরই আমু...আমি কি করবো, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তুহিন যে এভাবে কুহিকে অপদস্ত করার ফাঁদ পাতবে, সেটা আমি বুঝতেই পারি নি। কিন্তু কুহি কি জেনে শুনেই এই ফাঁদে পা দিলো! উফঃ আমি আর ভাবতে পারছি না)

জিঃ ওয়াও...তাহলে তো তুমি গল করেই ফেলেছো...সাবাস ভাইয়া...তুমি এখন ওই মহিলার পৌঁদ মারছো?

তুঃ তোর বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই তো? ভালো করে শুন, আমি যে উনার পৌঁদে ঠাপ মারছি সেই শব্দ শুনতে পাবি। (এই বলে তুহিন মোবাইলটা ঠিক কুহির পৌঁদের কাছে নিয়ে ধমামধম ঠাপ মারতে মারতে তুহিনকে ঠাপের শব্দ শুনতে লাগলো।)

তুঃ কি শুনেছিস শব্দ...একেবারে খানদানি পৌঁদ। চুদে খুব মজা পাচ্ছি।

জিঃ উফঃ ভাইয়া...আমি খুব গরম হয়ে যাচ্ছি এটা শুনতে শুনতে। তুমি আমার সাথে কথা বলতে বলতে উনাকে চুদছো, উনি কিছু বলে নি তোমাকে, রাগ করে নি।

তুঃ নাহঃ...রাগ করবে কেন? সে তো আরও বেশি মজা পাচ্ছে, আমার কাছে চোদা খেতে খেতে তোকে শুনিয়ে শুনিয়ে আরাম নিচ্ছে।

জিঃ কিন্তু উনার মুখ থেকে কোন শব্দ তো শুনতে পারছি না। তুমি মনে হয় উনাকে আস্তে আস্তে চুদছো। তুমি জোরে ভালো করে উনাকে চোদো, খাহলে উনি আরামের শব্দ করবেন।

(তুহিন এবার জোরে জোরে ঠাপ মারতে শুরু করলো)

তুঃ এই পৌঁদমাড়ানি...আমার ঠাপ খেয়ে আরাম পাচ্ছিস কি না বল? আমার ছোট ভাই জানতে চায় যে, আমার বাড়া পৌঁদে নিয়ে তুই সুখ পাচ্ছিস কি না? বল...শব্দ করে বুঝিয়ে দে আমার ছোট ভাইকে, যে ওর বড় ভাইয়ের কাছে পৌঁদ মারা খেয়ে তোর কেমন লাগছে?

(কুহি তুহিনের বিশাল বাড়ার মক্কা মক্কা ঠাপ পৌঁদে নিতে নিতে ঘাড় কাত করে তুহিনের দিকে করুন অশ্রু সজল চোখে তাকিয়ে মুখের উপর চাদর চাপা দিয়েই "ওহঃ...আহঃ..." বলে গলা দিয়ে ঘড়ঘড় ঘোঁতঘোঁত শব্দ বের করতে লাগলো। সেই শব্দ জিসানকে শুনানোর জন্যে তুহিন ফোন হাত বাড়িয়ে কুহির মুখে কাছে ধরলো।)

তুঃ শুধু উহঃ আহঃ বললে হবে? আমার বাড়া তোকে সুখ দিচ্ছে কি না সেটা আমার ছোট ভাইকে বলতে হবে না, বল...ওকে বল...।

(তুহিন খেঁকিয়ে উঠলো কুহির দিকে তাকিয়ে। কুহি বুঝতে পারলো কুহি কিছু না বলা পর্যন্ত তুহিন খামবে না, কুহি কথা না বললে তুহিন হয়ত জিদ করে জিসানের কাছে ওর নাম ও বলে দিতে পারে, তাই কুহি মুখে চাদর চাপা দিয়েই কণ্ঠ কিছুটা বিকৃত করে "ওহঃ আরাম পাচ্ছি সোনা...তোর বাড়া পৌঁদে নিয়ে অনেক সুখ"-বলে কাঁতরে উঠলো। আমি বুঝতে পারলাম এভাবে তুহিন কুহিকে দিয়ে নোংরা কাজ করানোর কারণে কুহি আরও বেশি করে কামাতুর হয়ে পড়েছে। আর বোনের ছেলের বাড়া পৌঁদে নিয়ে নিজের ছেলেকে সেই বাড়ায় কি রকম সুখ পাচ্ছে সেটা বর্ণনা করা যে কি পরিমাণ নোংরামির নিদর্শন সেটা পাঠক ভালো করেই বুঝতে পারছেন। সেই বিকৃত কামনায় পুরে কুহি নিজের পৌঁদ জোরে জোরে তুহিনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে অহঃ...উফ...আহঃ... করে গোঙাতে লাগলো বেশ জোরে জোরে)

জিঃ আহঃ, ভাইয়া...তুমি তো উনাকে তোমার কুন্তি বানিয়ে ফেলেছো...তোমার কাছে পৌঁদ মারা খেয়ে কি রকম পাগল হয়ে গেছে উনি...দাও...উনাকে ভালো করে চুদে পৌঁদ ফাটিয়ে দাও।

তুঃ আহঃ...আমি ও এমন টাইট পৌঁদের কুন্তিকে চুদতে পেরে ধন্য হয়ে গেছি রে ভাই। তোকে যদি এটা দেখাতে পারতাম, তুই ও খুব খুশি হত ভাই না?

জিঃ উফঃ...ভাইয়া...ফোনে তোমার সেক্স শুনতে শুনতে আমি ও খুব গরম হয়ে গেছি। তুমি আমার জন্যে অনেকগুলি ছবি তুলে রেখো, উনার পৌঁদের, তোমার বাড়া ঢুকানো অবস্থায় ছবি, আর তুমি কি উনার পৌঁদে মাল ফেলবা, তাহলে মাল ফেলার পরে উনার পৌঁদের ছবি তুলে রেখো, আমি আসলে আমাকে দেখাবা, প্লিজ, ভাইয়া?

তুঃ আরে তুই আমার ছোট ভাই, তোর আবদার কি আমি ফেলতে পারি লিটল ব্রাদার, আমি তোর জন্যে ছবি তুলে রাখবো, আর পৌঁদে মাল ফেলবো কি না সেটা ও এই মালতার মুখ থেকেই শুনে নে তুই। এই পৌঁদমাড়ানি, আমার মাল তোর কোন ফুঁটায় ফেলবো, বলে দে আমার ছোট ভাইকে।

(কুহি কাঁতরে উঠে "আমার পৌঁদে ঢেলে দে"- বলে বেন আবার ও একটা শীৎকার দিয়ে নিজের গুদ থেকে রস ছেড়ে দিলো শরীর কাঁপিয়ে। এদিকে তুহিন ও আর ধরে রাখতে পারছিলো না।)

তুঃ আহঃ তোকে কথা শুনতে গিয়ে পৌঁদমাড়ানি তো গুদে জল ফেলে দিয়েছে। এখন আমি ও আমার বাড়ার ফ্যাদা ঢালবো ওই ভরা কলসির মত পৌঁদে। আহঃ...ঢালছি...তোর পৌঁদে আমার মাল ভরে নে...কুন্তি...আহঃ আহঃ...

(তুহিন স্থির হয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ফ্যাদা ঢালতে শুরু করলো কুহির পৌঁদে। প্রায় ১ মিনিট ধরে তুহিন ফ্যাদা ঢাললো, তারপর "তুই বাসায় আসলে তোকে ছবি দেখাবো, এখন রাখি..."-বলে ফোন কেটে দিয়ে বিছানার উপর রাখলো।)

এদিকে কুহির গুদের অবস্থা খুব খারাপ, ক্রমাগত রস ফেলতে ফেলতে সে সাগর বানিয়ে ফেলেছে। তুহিন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ধীরে ধীরে জানতে চাইলো, "ওহঃ খালামনি, জীবনে প্রথম কোন মেয়ের পৌঁদে আমি বাড়া ঢুকলাম, আর প্রথম বারেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ পেলাম...তুমি ও সত্যি সত্যি সুখ পেয়েছো তো, খালামনি?"

কুহি যেন এতক্ষণ ধ্যান মগ্ন হয়ে তুহিনের বাড়ার সুখ নিচ্ছিলো। তুহিনের প্রশ্নে ওর ধ্যান ভাঙলো। ধীরে ধীরে ঘাড় কাত করে তুহিনের দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি ও সত্যিই এতো সুখ আমার জীবনে ও পাই নি। তোর সুখের চেয়ে ও অনেক বেশি গাঢ় আর তীব্র ছিলো আমার সুখ। ও আমার সোনা ছেলে রে...তুই এমন করে মেয়ে মানুষকে সুখ দিতে কিভাবে শিখলি?"

"আমি ও জানতাম না, যে মেয়েদের পৌঁদ মারলে এতো সুখ পাওয়া যায়। আসলে আমি ভাবতেই পারি নি যে তুমি আমাকে আজ এভাবে তোমার পৌঁদ চুদতে দিবে। আর জিসানকে ফোন করাটা আমার মাথায় হঠাৎই এসে ছিলো, তখন ও আমি ভাবতেই পারি নি যে এভাবে ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে তোমার পৌঁদ চুদতে আমার কাছে এতো সুখ লাগবে। একটু আগে তোমাকে যে আমি এভাবে গালাগালি দিয়ে তুই তোকাকরি করে কথা বলেছি, সে জন্যে আমার উপর রাগ করো নাই তো, খালামনি?"-তুহিন ওর ভিতরের কথা কুহির সামনে প্রকাশ করে দিলো।

"না রে...সোনা...রাগ করি নি...সেজ্ঞের সময় খারাপ ভাষা শুনতে আমার কখনই খারাপ লাগে না...কিন্তু তোর আর জিসানের ব্যাপারটা কি আমাকে বলতো? তোর দুজন কি নিয়ে কথা বলিস?"-কুহি জানতে চাইলো।

"খালামনি, একদিন তোমার সাথে ফোনে আমি বলেছিলাম না যে আমার এক ঘনিষ্ঠ ছোট ভাই তার মা কে নিয়ে কল্পনা করে, সে হলো তোমার ছেলে জিসান। ওর সাথে তো আমি বন্ধুর মতই সব কিছুই শেয়ার করি...ও আমাকে বলেছে যে সে তোমাকে নিয়ে কল্পনা করে বাড়া খেঁচে মাল ফেলে। এর পর থেকে তোমাকে নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক কথা হয়। কিন্তু আমি ও যে তোমাকে চাই, সেটা ওকে কখন ও বলি নাই। তবে বলেছি যে ওর মার মতই একজন মহিলার প্রতি আমি খুবই দুর্বল, আমি তাকে বশে আনার চেষ্টা করছি, সেটা ও জানে, কিন্তু সেটা যে তুমি, ওর নিজেরই মা, সেটা জিসান জানে না। তাই তোমার ভয় পাবার কিছু নেই, জিসান তোমার কথা জানতে পারবে না। তবে সে জানবে যে আমি ওর মার মতই একজনের সাথে সেক্স করি...চিন্তা করে দেখো, খালামনি, ব্যাপারটা কেমন উত্তেজনা কর না? ওকে না জানিয়ে তোমার সাথে আমি সেক্স করবো, কিন্তু জিসান জানবে যে আমি অন্য কারো সাথে সেক্স করছি, আবার তুমি ও জানবে যে তোমার ছেলে সব জানে আমাদের মধ্যে কি হচ্ছে, কিন্তু সে জানে না যে ওই মহিলা তুমি...ভেবে দেখো কি রকম উত্তেজনা কর"-তুহিন এক নাগাড়ে কথাগুলি বলে থামলো।

কুহি কি বলবে বুঝতে পারছিলো না বোধহয়, কারণ ব্যাপারটা যে ভীষণ উত্তেজনা কর, সেটা সে একটু আগেই টের পেয়েছে, পৌঁদে বোনের ছেলের বাড়া নিয়ে ফোনে নিজের ছেলেকে শুনতে গিয়ে যে ও পাগল হয়ে গিয়েছিলো, সেটা যে খুবই সত্যি, তা অস্বীকার করতে পারছে না কুহি, কিন্তু শত হলেও জিসান ওর নিজের পেটের ছেলে, সেই ছেলেকে নিয়ে ওর নিজের ভিতর তেমন কোন ভাবনা কাজ না করলে ও এভাবে লুকিয়ে সেক্স করার মধ্যে যে খুব বড় রকমের একটা নোংরামি আছে, সেটা ও কুহির পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব না। "কিন্তু, তুই ওকে কখনও জানাবি না যে ওটা আমি সেটা আমার কাছে ওয়াদা কর।"-কুহি তুহিনের কাছ থেকে ওয়াদা আদায় করতে চেষ্টা করলো।

"ওয়াদা দিলাম, তোমার অনুমতি না নিয়ে ওকে কখন ও জানাবো না যে ওটা তুমি...তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।"-তুহিন বেশ আবেগি গলায় ওর খালামনিকে বললো।

"এখন তোর ওই হামান দিষ্টতা বের কর আমার পৌঁদ থেকে, আমার কোমর ধরে গেছে। তোর বাড়া নরম হচ্ছে না কেন?"- কুহি ওর পৌঁদে একটু নাড়া দিয়ে তুহিনের বাড়াকে যেন বের করে দিতে চাইলো।

"ওহঃ আমার আদরের লক্ষ্মী খালামনি, তোমার সাথে এসব কথা বলতে বলতেই আমার বাড়া আবার ও খাড়া হয়ে গেছে। ওটা আমি এখন বের করতে পারবো না। তোমাকে আরেকবার চুদে তারপর ওটা বের হবে"-তুহিন মাথা নাড়িয়ে কুহির কোমর শক্ত করে ধরে রেখে বলল।

"লক্ষ্মী বাবা...আমাকে একটু পজিশন চেঞ্জ করতে দে...আমার পা আর কোমর ব্যথা হয়ে গেছে, আমি চিত হয়ে শুই আর তুই এবার তোর বাড়াটা আমার গুদে ঢুকা, আমার পৌঁদ ব্যথা হয়ে গেছে তোর বিশাল বাড়ার গুতানি খেয়ে...প্লিজ,... লক্ষ্মী সোনা ছেলে আমার, তোর খালামনিকে কষ্ট দিস না"-কুহি অনুনয় করছিলো তুহিনের কাছে গুদ মারা খাবার জন্যে।

"খালামনি, তোমার পৌঁদ ব্যথা হলে ও আমার কিছুই করার নেই, আমি আরেকবার তোমার পৌঁদ না চুদে ওটা ওখান থেকে বের করবো না। কিন্তু যেহেতু তোমার কোমর ব্যথা হয়ে গেছে, তাই আমি তোমাকে পজিশন চেঞ্জ করতে দিবো। আরেকটা কথা, তুমি না বলেছিলে, আমাকে তোমার গুদের ফুটো ব্যবহার করতে দিবে না, এখন কি তোমার মত পরিবর্তন হয়েছে?"-তুহিন খচরামি করে ওর খালামনির পৌঁদে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো।

"ও রে আমার দুষ্ট ছেলে, তোকে আমি এতো ভালোবাসি যে, তোকে আমার অদেয় কিছুই নেই"-কুহি ওর ফ্যাদা ভর্তি পৌঁদে তুহিনের বাড়ার আক্রমণ নিতে নিতে বললো।

"আচ্ছা...খুব ভালো...আমার খালামনির গুদ চুদতে পারা আমার জন্যে বিশাল সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু তোমার পৌঁদে আমি আরেকবার ফ্যাদা ফেলে তবেই বাড়া বের করবো, এখন একটু চুপ করে স্থির হও, আমি তোমার পৌঁদে আমার বাড়া লাগানো অবস্থায়, কিছু ছবি তুলে নেই, তোমার পেটের ছেলেকে দেখানোর জন্যে।"-এই বলে তুহিন ওর মোবাইল দিয়ে পটাপট ছবি তুলতে লাগলো।

"তুহিন, আমার লক্ষ্মী বাবা, ছবিতে যেন বুঝা না যায় যে ওটা আমি, বা বিছানা বা রুমের কোন কিছু যেন না উঠে তোর ছবি তে।"-কুহি খুব আদুরে গলায় তুহিনকে বললো।

"ওটা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে না মানা করেছি না। তুমি নিশ্চিত থাকো।"-তুহিন বেশ কিছু ছবি তুলে নিজের বাড়ার মুণ্ডটা একদম কুহির পৌঁদের ফুটার কাছে রেখে ও অনেকগুলি ছবি তুলে, ছবি তুলতে তুলতেই ওর বাড়া ধীরে ধীরে পৌঁদ থেকে বের করতে লাগলো, পুরো বাড়া পৌঁদ থেকে বের করে এক হাতের আঙ্গুল দিয়ে কুহির পৌঁদ ফাঁক করিয়ে রেখেই পৌঁদের ভিতরে ওর নিজের ফ্যাদা ভর্তি ছবি ও অনেকগুলি তুলে নিলো। তারপর আবার ও ছবি তুলতে তুলতেই বাড়া ধীরে চুকিয়ে দিলো কুহি পৌঁদে। কুহির পুটকি থেকে যখন তুহিন বাড়া বের করেছিলো, তখন ওর পুরো বাড়া যে ফ্যাদা লেগে সাদা হয়েছিলো, সেটা আমি অফিসে বসেই দেখতে পেলাম।

পুরো বাড়া কুহির পুটকিতে ঢুকিয়ে তুহিন কুহিকে ধীরে ধীরে পৌঁদ নিচু করতে করতে পিছনের দিকে পৌঁদ ঠেলে দিতে বললো। কুহি ধীরে ধীরে পুটকি নিচু করতে করতে তুহিনের দিকে ওর পাছা ঠেলে দিতে লাগলো, আর তুহিন ও ধীরে ধীরে নিজেই পিছনের দিকে নিতে নিতে বিছানার উপর বসে গেল। কুহি নিজে ও ধীরে ধীরে পুটকিতে বাড়া গাঁথা অবস্থাতেই তুহিনের তলপেটের উপর বসে গেলো। কুহি ধীরে ধীরে নিজের শরীরকে পুরো তুহিনের তলপেট আর কোমরের উপর নিয়ে এলো, তুহিনের বাড়া একদম টাইট হয়ে কুহির পুটকির হেঁদায় পুরো ঢুকে গিয়েছিলো, কারণ এখন

কুহির শরীরের উপরের অংশের পুরো ভার তুহিনের বাড়ার উপর ন্যস্ত হয়ে আছে। পুরো বসা হয়ে গেলে তুহিন ওর পা লম্বা করে ছেড়ে দিলো আর কুহিকে ওর দু পা তুহিনের এক সাথে করা দু পায়ের দু পাশে নিয়ে যেতে বললো। এখন কুহির পৌঁদ তুহিনের মুখের দিকে আর তুহিনের পায়ের দিকে কুহির নিজের শরীরের মুখ ছিলো। তারপর তুহিন আবার ও ওর বাড়ায় গাঁথা অবস্থাতে কুহির পৌঁদের অনেকগুলি ছবি তুললো। এবার তুহিন হুকুম দিলো কুহিকে নিজের কোমর উপর নিচ করে তুহিনের বাড়াকে চুদে দেয়ার জন্যে। কুহির কাছে এই পজিশন একদম নতুন ছিলো, এভাবে পৌঁদে বাড়া ঢুকিয়ে নিজে উপরে বসে তুহিনকে চুদতে কুহি বেশ মজাই পাচ্ছিলো বলে মনে হলো আমার কাছে। কুহি ধীরে ধীরে নিজের কোমর উপরের দিকে টেনে তুহিনের বাড়াকে অনেকক্ষনি বের করিয়ে নিয়ে আবার শরীরের ধাক্কা ও চাপে শরীর ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথে বাড়া যেন এক রসালো গভীর নদীর চোরা বালিতে চড়চড় করে সৈঁধিয়ে যাচ্ছিলো। তুহিন ওর খালামনির পৌঁদে মাঝে মাঝে চড় দিয়ে দিয়ে ওকে উৎসাহিত করছিলো জোরে জোরে ওকে চোদার জন্যে। তুহিনের ফ্যাদা অল্প অল্প করে ওর পুরো বাড়ায় যি এর মত লেগে যাচ্ছিলো। কুহি কে হাত বিছানার উপর রেখে নিজের আরেকহাতে নিজের গুদকে মুঠো করে ধরে তুহিনকে চুদতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে চোদার পরে তুহিন কুহিকে থামতে বলে ওকে ধীরে ধীরে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে পুরো ১৮০ ডিগ্রি ঘুড়িয়ে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলো। এবার তুহিন কুহির বড় বড় মাই দুটি নিজের দু হাতে ধরে কুহিকে আবারও উপর নিচ করতে বললো। কুহি ও যেন মজা পেয়ে গেছে তুহিনের সাথে এভাবে চোদাচুদি করতে করতে, তুহিন যাই বলে কুহি সাথে সাথে তাই মান্য করতে লাগলো। যেন মনে হচ্ছিলো তুহিন ওর চোদন শিক্ষার মাস্টার আর কুহি একান্ত বাধ্যগত নিষ্ঠাবান ছাত্রী।

পুটকি উঁচিয়ে উঁচিয়ে তুহিনের বাড়া ফুটোতে গৌঁখে নিতে নিতে কুহি আবার ও শরীর কাঁপিয়ে গুদের রস আবার ও ছেড়ে দিলো, আর রস ছেড়ে দেয়ার সময় কুহির গুদের কম্পন আর সঙ্কন প্রসারণ সব কিছু তুহিন ওর মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করে নিলো। তুহিনকে ওর গুদের রস খসানো ভিডিও করতে দেখে কুহি যেন আরও জোরে জোরে শীৎকার দিয়ে গুদ দিয়ে পীচ পীচ করে রস খসচ্ছিলো। এই ভিডিও ও হয়ত তুহিন জিসানকে দেখাতে পারে, এই কথা ওর মনে উদয় হয়ে যে ওর জল খসানো আরও তীব্র হচ্ছিলো, সেটা সে অকপতে তুহিনের কাছে স্বীকার করে নিলো। তুহিন কুহিকে কিছুটা বিশ্রাম করতে দিয়ে তুজাক কথা বলতে লাগলো কুহির সাথে।

তুঃ ওহঃ খালামনি, তোমার গুদের জল খসানো দেখে তো আমি পুরো মুগ্ধ হয়ে গেছি। তুমি কি সব সময় এমন ভীষণ জোরে ও তীব্রতার সাথে রাগামোচন করো সব সময়?

কুঃ না রে সব সময় এটা হয় না। মাঝে মাঝে যখন তীব্র সুখের সাথে কোন নোংরামি জড়িয়ে থাকে, তখনই এমন হয়। তোর খালামনিটা খুব খারাপ হয়ে গেছে রে।

তুঃ ওহঃ খালামনি, তুমি যতই খারাপ হও না কেন, আমি তোমাকে সব সময়ই এভাবেই ভালবেসে যাবো, কেন জানো? কারন তুমি আমার দিন রাতের স্বপ্নের রানী, ছিলে, আছো এবং থাকবে। আমার মত বয়সের ছেলেদের অঙ্কে রকম ফ্যান্টাসি থাকে, কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয় এমন ছেলে খুব কমই আছে। আমি সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে অন্যতম, কারন, তোমার মতন সুন্দরী রূপসী, লাস্যময়ী খালা আর কারোই নেই। আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি, খালামনি।

কুঃ আমি ও তোকে অনেক ভালবাসি রে, তুহিন। নইলে কি তোর কাছে এভাবে নিজের শরীরকে সমর্পণ করি! তুই আমার আদরের সন্তান, আমার সোনা ছেলে, আমার জাদু মানিক। তোর খালাকে চুদে তুই সুখ পাচ্ছিস তো বেটা? তোর খালার পুটকিতে তোর বাড়ার মাল ঢেলে তুই সত্যি সুখ পাশ তো? বল বাবা, আমি আমার ছেলেকে সুখ দিতে পারছি তো?

(এগুলি বলতে বলতে কুহি তুহিনের বুকের দিকে ঝুঁকে ওর মুখে ঠোঁটে অজস্র চুমু দিতে দিতে বলছিলো)

তুঃ হা, মামনি, আমার আম্মু, আমার মা, আমার খালা...তোমার পৌঁদে বাড়া ঢুকিয়ে তোমার ছেলে অনেক সুখ পাচ্ছে, তোমার বড় বিশাল নরম পুটকিটা আমাকে অনেক সুখ দিচ্ছে, এর পরে যখন তোমার গুদে আমার বাড়টা ঢুকবে, তখন ও কি তুমি এভাবেই আমাকে সুখ দিবে, মামনি, আমার মা...

কুঃ দিবো রে, আমার সোনা ছেলে, এই গুদ পৌঁদ, তুই তোর ইচ্ছে মত ব্যবহার করবি, আমি এতটুকু ও বাঁধা দেবো না। তোর বাড়া গুদে নিলেই আমার মাতৃ জীবন সার্থক হবে, আমার গুদ শ্রেষ্ঠ সুখ পাবে আমার ছেলের বাড়া কাছেই। তুই আমার সন্তান, আমার বুকের ধন, তোর মায়ের গুদে বাড়া ঢুকিয়ে ওর অধিকার আদায় করে নিস আমার কাছ থেকে, আমি এতটুকু ও বাঁধা দিবো না।

(এভাবে নানা রকম নোংরা কথার মধ্যে দিয়ে দুজনের আদর ভালবাসা চললো বেশ কিছুক্ষণ ধরে)

এরপর তুহিন কুহিকে বললো সে যেন আবার তুহিনের দিকে পিছনের ফিরে যায় আর আবার দু পা এক সাথে করে ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকে পিছনটা উপরের দিয়ে উঠিয়ে ধীরে ধীরে কুত্তি আসনে চলে যায়। আমি বসে বসে দেখলাম কি নিপুন দক্ষতায় কুহি আর তুহিন দুজনে আবার আগের আসনে চলে গেল, কুহির হাতে পায়ের ভর দিয়ে কুত্তির মত উপর হয়ে গেল, আর তুহিন হাঁটু ভর করে দাঁড়িয়ে দু হাতে কুহির কোমর ধরে আমার বৌ কুহি কুত্তির পুটকি মারতে লাগলো। তুহিন ধীরে শুরু করলে ও দ্রুতই ওর গতি বাড়িয়ে ধামধাম চুদতে লাগলো কুহিকে। প্রায় ১০ মিনিট চুদে কুহির পৌঁদে বাড়া ঠেসে ধরে তুহিন ওর বীর্যের স্রোত ঢালতে শুরু করলো কুহির পুটকির বড় গর্তে। আমি বসে বসে কুহির এই নোংরা খেলা দেখছিলাম গত ২ ঘণ্টা ধরে। আমার কাছে খুব আশ্চর্যের ব্যাপার ছিলো তুহিনের পুরো বাড়া কুহি নিজের পুটকিতে ঢুকিয়ে নেয়া আর এতো বড় বাড়া পুটকিতে ঢুকানো থাকা অবস্থাতে এভাবে আসন পরিবর্তন করা আর পৌঁদের গর্তে দু দুবার তুহিনের বীর্যের ঢল পৌঁদে নেয়া। কুহি কিভাবে ওর পৌঁদে এতো শক্তি অর্জন করলো সেটা আমার নিজের কাছে ও বিস্ময়। যাই হোক, তুহিন আবারও ওর মোবাইলে ছবি তুলতে শুরু করলো, ধীরে ধীরে নিজের বাড়া টেনে বের করতে করতে ও ছবি তুলে যাচ্ছিলো, অবশেষে তুহিনের বাড়ার মাথাটা সে খুব ধীরে সত্ত্বর্ণণে কুহির পৌঁদ থেকে বের করছিলো। আমি বুঝতে পারলাম যে বাড়া বের করার সাথে সাথে কুহির পৌঁদ থেকে যেন বীর্য সব বেরিয়ে না যেতে পারে, সেজন্যেই তুহিন এই কাজ করছে। পুরো বাড়া বের করার পর কুহির পৌঁদ যেন বীভৎসভাবে ফাঁক হয়ে ফুলে ছিলো, আর যত সাবধানেই তুহিন বাড়া বের করুক না কেন, বেশ কিছুটা বীর্য বের হয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে কুহির গুদের ঠোঁটের কাছে গিয়ে জমা হলো। তুহিন সেগুলির ছবি তুলে কুহিকে নড়াচড়া না করতে নির্দেশ দিয়ে নিজে বিছানা থেকে নেমে একটা রুমাল এনে কুহির পৌঁদের ফুটোতে ভালো করে ঠেসে ঠেসে ঢুকিয়ে দিলো। কুহি ওর কাজ কর্মে যারপরনাই বিস্মিত হচ্ছিলো। কুহি জানতে চাইলো সে কেন এমন করছে?

"সুন, খালামনি, তোমার পৌঁদ থেকে আমার এক ফোঁটা বীর্য ও যেন বেরিয়ে না যায় জিসান আসার আগে, সে জন্যে এই রুমাল ঢুকিয়ে দিয়েছি।"-তুহিন ওর শয়তানি বুদ্ধি প্রকাশ করতে লাগলো কুহির কাছে, "তুমি পৌঁদ ভর্তি আমার ফ্যাদা নিয়ে হাঁটবে, চলবে, আর জিসান এলে ওকে জরিয়ে ধরে চুমু দিবে, ওকে স্বাগতম জানাবে, আর মনে মনে জানবে যে যখন তুমি তোমার ছেলেকে আদর করছো, তখন তোমার পৌঁদে আমার ফ্যাদা ভর্তি হয়ে বের হবার জন্যে হাঁসফাঁশ করছে?...চিত্ত করে দেখো, কি রকম উত্তেজনা তোমার শরীরকে ঘিরে রাখবে, এই নোংরা কথা মনে করে। আর জিসান ও জানবে না যে, তুমি পৌঁদে ওর ভাইয়ের ফ্যাদা নিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করছো...কি ভালো হবে না?"

"কি অসভ্য ছেলে রে বাবা, আমি পৌঁদ ভর্তি ওর ফ্যানা নিয়ে আমার ছেলেকে আদর করবো...এত তুই এতো নোংরামি কিভাবে শিখলি, কে শিখিয়েছে তোকে এমন করে মেয়েদেরকে কষ্ট দেয়া?...বল আমাকে?"-কুহি নিজের পাছা নিচের দিকে নামিয়ে বিছানার উপর বসতে বসতে তুহিনের দিকে তাকিয়ে একটা আদুরে সুরে বললো।

"তুমি খালামনি...তোমার এই লোভনীয় শরীরটা দেখে দেখেই আমার মাথায় যত দুষ্ট বুদ্ধি ভর করে...কিন্তু তুমি আমার কথা মানবে তো? জিসান আসার আগে পৌঁদ থেকে আমার মাল বের হতে দিবে না তো?"-তুহিন যেন নিশ্চিত হতে চাইলো যে ওর খালামনি ওর কথা শুনবে।

"শুনবে রে... শুনবে...তোর সব কথা শুনবে আমি...তুই আমার আদরের সোনা ছেলে না...তোর আবদার কি আমি ফেলতে পারি...আয় আমার সামনে আয়...তোর বাড়াটা নোংরা হয়ে গেছে, ওটাকে একটু পরিষ্কার করে দেই।"-কুহি তুহিনকে আহ্বান জানালো ওর বাড়া চুষে দেয়ার জন্যে।

"কিন্তু খালামনি, ওটা তো তোমার পৌঁদের ফুটোতে ছিলো, তোমার ঘিন্মা লাগবে না ওটা এখন মুখে নিতে?"-তুহিন মুখে এই কথা বললে ও নিজে ঠিকই উঠে দাঁড়িয়ে কুহির সামনে এসে কিছুটা নেতালো বাড়া ঠিক কুহির মুখের সামনে ধরলো। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলো না যে ওর খালামনি এতটা নোংরামি ওর সাথে করতে পারে।

কুহি তুহিনের কথার জবাব না দিয়ে খপ করে ধরে ওর বাড়ার মুণ্ডি মুখে ভরে নিলো, আর গোপ্রাসে ওটাকে চুষতে শুরু করে দিলো, বাড়াটা বেশ কিছুটা চুষে, তারপর বাড়ার বাকি অংশ জিভ বের করে জিভ আর ঠোঁট দিয়ে চেটে চেটে ওর পুরো বাড়া একদম ঝকঝক তকতকে করে ফেললো। তারপর বিছানা থেকে উঠে কুহি তুহিনকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। বাথরুম থেকে বেশ কিছুক্ষণ অল্প অল্প হাঁসির আওয়াজ আর পানি ঢালার আওয়াজ পেলাম। এর পরে ওরা দুজনেই বেরিয়ে আসলো ওখান থেকে। কুহি এসে বিছানার কিনারে বসলো।

"খালামনি, এবার ভালো করে তোমার গুদটা দেখবো আর চুষে খাব...তুমি চিত হয়ে যাও"-তুহিন ওর খালামনিকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় চিত করে ফেলে দিলো। "প্লিজ, বাবা টা, এখন না, পরে খাস, আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দে না"-কুহি কিছুটা আপত্তির সুরে বললো।

"আরে...আমি তোমাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যেই চিত হয়ে শুয়ে থাকতে বললাম। কাজ তো যা করার আমি করবো...তুমি শুয়ে বিশ্রাম নাও...আমার মন ভরে তোমার গুদের সৌন্দর্য দেখতা দাও"-তুহিন বিন্দুমাত্র সময় অপচয় না করে মেঝেতে হাঁটু পেঁড়ে বসে গেলো আর নিজের মুখটা কুহির দু পায়ের ফাঁকের কাছে নিয়ে গেলো। রমালটা তখন ও কুহির পৌঁদের ফুটোর ভিতর গোঁজা ছিলো। তুহিন কুহির দু পা দু দিকে একদম ছড়িয়ে দিয়ে তাকালো ওর খালামনি রসালো টসটসে যোনির দিকে। প্রথমেই ওর নজর গেল কুহির গুদের উপরিভাগে ফুলো বেদীর উপর। ক্লিন সেভ করা ফর্শা তেলতেলে গুদের বেদীটা খুব বেশি ফুলো আর ছড়ানো। তুহিন কুহির গুদের বেদীর উপর পুরো অংশটা চুমু দিতে দিতে নিজের জিভ বেড়ে করে চেটে দিতে লাগলো। গুদের বেদীতে তুহিন গরম জিভ আর ঠোঁটের ছোঁয়া লাগতেই কুহি আহঃ , ওহঃ করে শীৎকার দিয়ে উঠলো। নিজের দু হাত নিচের দিকে বাড়িয়ে তুহিনের মাথার উপর রাখলো আর মাথার ঘন চুলের ফাঁকে ওর চিকন লিকলিকে আঙ্গুল দিয়ে বিলি কেটে দিতে লাগলো। কুহির আচার আচরনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে সে সত্যি সত্যি তুহিনের প্রেমে পড়ে গেছে, কিন্তু আমি তো কুহিকে শরীরের প্রেম করার জন্যে এই পথে নামিয়েছিলাম, কিন্তু কুহি যে নিজের বোনের ছেলের সাথে এভাবে মনের প্রেমে ও পড়ে যাবে, সেটা তো আমার চিন্তায় ছিলো না কখনও। কিন্তু এখন আমার গাড়ীর ইঞ্জিনের চাবি কুহির হাতে, কুহি যেদিকে মোড় দিবে আমাকে ও সেদিকেই গতিপথ পরিবর্তন করে সঙ্গ দিতে হবে।

তুহিন কুহির গুদের বেদী চুমু খেয়ে জিভ দিয়ে চেটে তারপর নরম বেদীর উপর ওর দাঁত দিয়ে হালকা হালকা কামড় বসাতে লাগলো। "ওর আমার দুষ্ট সোনা ছেলে...তুই কি তোর মামনির গুদ কামড়ে খেয়ে ফেলবি নাকি? এভাবে কামড় দিলে তোর মামনি কষ্ট পাবে না রে, সোনা? মা কে কষ্ট দিয়ে সুখ নিতে চাস...উফঃ...কিভাবে কামড়াচ্ছে দস্যা ছেলোটা!"-কুহি নিজের দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে তুহিনের আদরের কামড়ে যেন গলে গলে যেতে লাগলো। তুহিন বেশ কিছুক্ষণ এভাবে হঠাৎ হঠাৎ কামড় দিয়ে কুহির গুদে আবারও আঙুন জ্বালাতে লাগলো। এরপ তুহিন কিছুটা নিচের দিকে নেমে কুহির গুদের পাশের জাং দুটিতে ওর চুমু আর জিভের খেলা, সাথে সাথে হালকা কামড় চালাতে লাগলো। পাঠকগণ ভালো করেই জানেন, মেয়েদের গুদের মাংস যেমন নরম, গুদের দু পাশের রানের জাঙের মাংস ও তেমনি নরম আর স্পর্শকাতর। সেই স্পর্শকাতর জায়গা গুলিতে তুহিন নিজের মুখের খেলায় আঙুন ধরিয়ে দিচ্ছিলো। কুহি ক্রমাগত শীৎকার দিয়ে দিয়ে তুহিনকে অনুরোধ করে যাচ্ছিলো যেন সে এই খেলা থামায়।

তুহিন যে ফোরপ্লে (যৌন ক্রিয়ার আগের উত্তেজনা কর কাজ) এর কাজে অত্যন্ত দক্ষ, সেটা কুহি নিজেও বুঝতে পারছিলো। এতো দীর্ঘ সময় ধরে এতো খুঁটিনাটি ভাবে তুহিন কুহির উপর যৌন অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগলো, যেন মনে হচ্ছিলো যে তুহিন বোধহয় আসল সেন্স করার কথা ভুলেই গেছে। কিন্তু মেয়েদের শরীরকে কিভাবে শূন্য থেকে জাগিয়ে ১০০ ডিগ্রিতে নিয়ে যেতে হয় সেটা তুহিনের কাছে শিখার আছে অনেকেরই। কুহির জাং ছেড়ে এবার ওর গুদের ঠোঁটের উপর নজর দিলো তুহিন। একই ভাবে কুহির গুদের ফোলা লাল টসটসে ঠোঁটগুলিকে নিজের মুখের ভিতর পুরো ঢুকিয়ে এমনভাবে চুষতে লাগলো তুহিন যেন সে এগুলির ভিতর থেকে ও রস বের করে ছাড়বে। রস অবশ্য বের হচ্ছিলো, কিন্তু গুদের ঠোঁটের ভিতর থেকে নয়, একদম গুদের সুড়ঙ্গপথ থেকে। কল কলিয়ে বাড় বাড়িয়ে রস বের হচ্ছিলো কুহির গুদ দিয়ে। এতো বেশি পরিমাণ কামরস কুহি ছারছিলো যে তুহিনের কাছে মনে হচ্ছিলো যে ওর খালা মনি হয়ত পেশাব করে দিয়েছে। কিন্তু সেই রস তুহিনের জিভা লাগার পরেই বুঝতে পারলো যে আঠালো, নোনতা নোনতা এই রস ওর খালামনির গুদের গভিরের সত্যিকারের কামরস। তুহিন সেই রস চুষে চুষে নিয়ে ওর খালামনিকে শৃঙ্গার সুখের এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে তুহিনের গুদ চোষন কার্য চলছিলো যে আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে ওটা বোধহয় খুব সহজেই শেষ হবার নয়, এদিকে ঘড়িতে বিকাল ৫ টা বাজে, আমি ট্যাব হাতে নিয়ে বাসায় যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিলাম। গাড়িতে বসে পাশের সিটে ট্যাব ফেলে রেখে আমি গাড়ী চালাতে চালাতে দেখছিলাম তুহিনের কর্ম। নগরীর ভিড় স্রোত থেকে কিছুটা সড়ে গিয়ে রাস্তার এক পাশে গাড়ী পার্ক করে আমি আবার ট্যাব কোলে নিয়ে দেখতে লাগলাম ওদের কামকেলি।

তুহিন এবার উঠে দাঁড়িয়ে গেল, কুহির গুদের রস পান করে আর গুদের রসের ড্রানে ওর বাড়া আবারও ঠাঠিয়ে গেছে। ওর পুরুষাঙ্গ আবার ও সগৌরবে ও স্বমহিমায় পূর্ণ রূপে অধিষ্ঠিত। আমি এই ছেলের এতো দ্রুত রেকভারিং (বীর্যপাত করার পর পুনরুত্থান) ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হলাম, প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে সে আমার বৌয়ের পৌঁদে দু বার ফ্যানা ফেলে, এখন আবারও ২০/৩০ মিনিটের মধ্যে ওর বাড়া আবার ও খাড়া হয়ে আছে। "খালামনি...আমার আদরের মামনি...তোমার ছেলের বাড়া এবার তোমার গুদে ঢুকাই?"-তুহিন খুব নরম স্বরে ওর খালামনির কাছে যেন আবদার করলো।

"ওহঃ...কি অসভ্য ছেলে রে বাবা...তোর মার গুদে বাড়া ঢুকাবি, সে জন্যে অনুমতি চাইছিস?"-কুহি যেন কিছুটা কপট রাগের ভঙ্গি করে বললো, "বদমাশ ছেলে, তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে দে...তোর মা গুদ পেতে রেখেছে কখন থেকে, ছেলের গাধার মত হোলটাকে নিজের ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়ার জন্যে দু পা ফাঁক করে গুদ খুলে দিয়েছে, আর তুই শয়তান চং করে অনুমতি চাইছিস...ভরে দে...তোর মার গুদে তোর শাবলটা ঢুকিয়ে খুঁড়তে শুরু করে দে...দেখছিস না, তোর মার গুদ কিভাবে তিরতির করে কাঁপছে ছেলের ধোন গুদে নেয়ার জন্যে...এতটুকু ও দেরি করিস না, সোনা"-এই বলে কুহি গুদকে বিছানা থেকে উপরের দিকে ঠেলে ঠেলে দিতে লাগলো।

তুহিন ওর খালামনির এই নোংরা গুদ প্রদর্শনীতে আর নোংরা কথায় আর থাকতে পারলো না। তুহিন মেঝেতে দাড়িয়েই কুহির গুদের ছোট ফুটার মুখে ওর বাড়ার মুণ্ডিটা লাগিয়ে রেখে দু হাত কুহির কোমর ধরে বেশ জোরেই একটা চাপ দিলো। এক চাপেই তুহিনের বাড়ার মুণ্ডিটা গলাধকরন করে নিলো কুহির নরম গুদের গরম ফুটো। "আহঃ"- বলে একটা শীৎকার দিয়ে উঠলো কুহি, বোনের ছেলের বাড়া প্রথমবারের মত গুদে ঢুকিয়ে আরামের শব্দ করতে লাগলো আমার আদরের স্ত্রী, আমার সন্তানের মা।

তুহিন ধীরে ধীরে ঠেসে ঠেসে ঢুকাতে লাগলো কুহির ছোট ফুটার মধ্যে তুহিনের তাগড়া বিশাল হোলখানাকে। একটু একটু করে কুহির গুদের নরম গরম কাঁদার স্তূপের ভিতর সঁধিয়ে যাচ্ছিলো তুহিনের আখায়া হোলটা। গুদের দু পাশের মাংসগুলিকে সরিয়ে সরিয়ে একটু একটু করে জায়গা চর দখলের মত করে নিজের দখলে নিয়ে নিচ্ছিলো তুহিনের বাড়া। কুহির গুদ যতই ফুলো, টসটসে আর রসে ভর্তিই হোক না কেন তুহিনের বিশাল বাড়ার জন্যে সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা ছিলো না, তাই গুদের মাংস তুহিনের বাড়াকে এমন টাইট করে চেপে কামড়ে ধরে রেখেছিলো যে প্রায় ২/৩ ইঞ্চির মত বাড়া গুদের বাইরেরই রয়ে গেলো, ঠেলে ঢুকানো সম্ভব হচ্ছিলো না তুহিনের পক্ষে। তুহিন তাই বিকল্প পদ্ধতি নিলো, ও ধীরে ধীরে ঠাপ শুরু করে দিলো। রসালো কাঁদার মধ্য থেকে ওর বাড়াকে শক্তি দিয়ে টেনে বের করে আবারও ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়ার কাজ। প্রথমের ধীরে ধীরে, তারপর আরেকতু জোরে জোরে, তারপর আরও বেশি জোরে জোরে ঠাপ। ৫ মিনিট পড়ে দেখা গেলো যে তুহিনের বাড়ার গোঁড়ার বাল কুহির গুদের বেদীর সাথে মিলিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ পুরো বাড়াকে সঁধিয়ে দিয়েছে কুহির বোনের ছেলে ওর গুদের ফুটায়। তুহিনের বাড়ার মাথা প্রতি ধাক্কা দিয়ে লাগছিলো একেবারে কুহির জরায়ুর ভিতরে যেখানে ওর বাচ্চাদানি অবস্থিত সেখানে।

"ওহঃ...সোনা ছেলে রে, তোর বাড়াটা একদম আমার পেটের ভিতর ঢুকে গেছে রে...উহঃ...আমার তলপেট ভারী হয়ে গেছে...আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না রে সোনা..."-কুহি বার বাড়া কাঁতরে উঠতে লাগলো, কিন্তু তুহিন বুঝতে পারলো যে এটা ওর খালামনির সুখের কাভরানি। কুহি যত কাঁতরে উঠে তুহিন তত জোরে জোরে কোমর ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে কুহির গুদের যেন আর ও গভিরে নিজের লিঙ্গকে প্রোথিত করে দেয়ার চেষ্টায় রত। ৩ মিনিটের মধ্যে কুহির তুহিনকে জড়িয়ে ধরে কঁপে কঁপে উঠে গুদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তুহিনের বাড়াকে কামড়ে ধরে গুদ সঙ্কচিত প্রসারিত করে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে গুদের রস খসাতে লাগলো।

"উহঃ...আমার সোনা ছেলে রে...তোর মার বাচ্চাদানিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিস রে সোনা...আমার পেট ফুলে গেছে তোর গাধার বাড়া গুদে নিয়ে...ওমঃ...কি সুখ রে সোনা...তোর বাড়া আমার গুদকে ফাটিয়ে দিচ্ছে সুখে রে সোনা ছেলে আমার..."-কুহি তুহিনের মুখে অজস্র চুমু খেতে খেতে কোমর তোলা দিতে দিতে বলছিলো।

"দে...চুদে দে...তোর মাকে ভালো করে চুদে দে...আমার সোনা ছেলেটার কি বিশাল বাড়া...আমার রাজা বাড়া...আমার গুদের সুখকাঠি...সোনা...তোর রাজা বাড়া দিয়ে তোর মা এর গুদটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেল...তোর বাড়া গুদে নিয়ে তোর মা সুখের আকাশে উড়ছে এখন রে।"- কুহি ক্রমাগত ফোঁপাচ্ছিলো আর মুখে দিয়ে অজস্র কথা বকবক করে যাচ্ছিলো। তুহিন চুপ করে ওর নিঃশ্বাস ধরে ধরে ওর খালামনিকে উনার চাহিদা মত সুখ দেয়ার কাজে সচেষ্ট ছিলো। তুহিনের মুখে থেকে জোরে জোরে নিঃশ্বাস আর সুখের আশ্রয় ছাড়া আর কিছু বের হচ্ছিলো না, তুহিন যেন আজ ওর বাড়া দিয়েই কথা বলছিলো ওর খালার সাথে।

তুহিনের বাড়া ২৫ মিনিটের চোদন খেয়ে কুহি ৩ বার গুদের রস খসালো আর শেষে তুহিন ও ওর বিচির থলি একদন খালি করে দিয়ে ওর খালার গুদে নিজের বীর্যরসের ধারা ছুটিয়ে দিলো। সঙ্গম শেষ হওয়ার পড়ে ও তুহিন কুহির বুকে মাথা রেখে শুয়ে ছিলো অনেকক্ষন। আর কুহি ওর মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে ওর সাথে সঙ্গমের শেষে রূপত রূপাতী যে মধুর সংলাপ করে, তাই করছিলো। এরপরে তুহিন কুহির গুদ থেকে বাড়া বের করে একটা প্যানটি এনে কুহিকে টাইট করে পড়িয়ে দিলো যেন ওর গুদ থেকে তুহিনের ফ্যাদা বের হতে না পারে। "এবার একদম ঠিক হয়েছে, তোমার গুদ আর পোঁদ দুটোই আমার ফ্যাদায় ভর্তি। তুমি জিসানের সামনে আমার ফ্যাদা নিয়েই ঘুরবে। আমি এই বাসা থেকে চলে যাওয়ার আগে তুমি পরিষ্কার হতে পারবে না। এটা আমার আদেশ, খালামনি...এটা তোমাকে মানতেই হবে"-বলে তুহিন দাবি করলো। আর কুহির তো তুহিনের আদেশ মানতে নিজের দিক থেকে কোন বাধাই নেই। সে উঠে একটা পাতলা শার্টের মত সাদা রঙের টপস পড়ে নিলো কোন রকম ব্রা ছাড়াই, আর একটা স্বচ্ছ হালকা নিল রঙের সূতি কাপড়ের ঢোলা স্কাট পড়ে নিলো প্যানটির উপর দিয়ে, গুদ দিয়ে রস বেরিয়ে এর মধ্যেই কুহির প্যানটি বেশ কিছুটা ভিজ়ে গেছে। তুহিন ও উঠে বাথরুম গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলো।

দুজনেই ফ্রেশ হয়ে ভদ্র পরিপাটি হয়ে নিচে নেমে ডাইনিঙে আসলো। কুহি তুহিনকে বসিয়ে রেখে রান্নাঘরে গিয়ে ওর জন্যে কিছু নাস্তা নিয়ে এলো। তারপর দুজনে মিলেই ডাইনিঙে বসে দুট্টমি করতে করতে নাস্তা করতে লাগলো, কারন দীর্ঘ সময়ের পরিশ্রমে তুহিন আর কুহি দুজনেই বেশ ক্লান্ত। নাস্তা করার ফাকেই কুহি আমাকে ফোন দিলো যেন আমি তুহিনের জন্যে স্ট্যান্ড আনতে না ভুলে যাই। কুহির সাথে কথা বলে আমি ওই শোরুমের দিকে রওনা দিলাম, আর একটা স্ট্যান্ড কিনে নিয়ে গাড়ীর পিছনের দিকের ড্রাঙ্কে রেখে দিলাম। গাড়িতে বসে আবার ও ট্যাবের দিকে তাকালাম, ওরা দুজন এখন ড্রয়িংরুম বসে টিভি দেখতে দেখতে গল্প করছে। তুহিন এক হাতে ওর খালামনিকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, আর কুহি ও তুহিনের কাঁধে মাথা রেখে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে টিভি দেখছিলো। প্রায় ২/৩ মিনিট পরেই ঘরের কলিং বেল বেজে উঠলো।

তুহিন সোজা হয়ে নড়েচড়ে বসলো, আর কুহি ওর টপস ঠিক করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো দরজা খোলার জন্যে। দরজার সামনে আমার ছেলে জিসান। জিসান ঘরে ঢুকানোর পড়ে দরজা বন্ধ করেই কুহি ছেলেকে জড়িয়ে ধরলো, আর নিজের দুই চোঁট ডুবিয়ে দিলো জিসানের দুই চোঁটের মাঝে। তুহিন ওর ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখছিলো, জিসান কিভাবে ওর আমাকে জড়িয়ে ধরছে। কুহি জিসানের চোঁটের উপর বেশ কটি চুমু দিয়ে নিজের জিভ ঢুকিয়ে দিলো জিসানের মুখের ভিতর, জিসান বেশ অবাক আর হতবিহবল হয়ে গেলো ওর আমায় এই কর্মকাণ্ডে। কিন্তু যেহেতু জিসান নিজেও একজন

যুবক স্বাস্থ্যবান পুরুষ, তাই ওর মা এর ডাকে সাড়া দিতে জিসানের দেরি হলো না, সে আগ্রহের সাথে ওর আমুর জিভ চুষতে চুষতে নিজের জিভ ও ঢুকিয়ে দিলো ওর আমুর মুখের ভিতর। এর পড়ে কুহি যেই কাজটা করলো, সেটা দেখে আমি যেমন বিস্মিত হয়ে গেলাম, তেমনি তুহিন ও চোখ বড় করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। কুহি ছেলের জিভ চুষতে চুষতেই তুহিনের দু হাত নিজের দু হাত দিয়ে ধরে নিজের পাছার পিছনে বড় বড় দাবনা দুটির উপর চেপে ধরলো। জিসানের বুঝতে বাকি রইলো না যে ওর মা চাইছে সে যেন ওর মার পাছা নিজের দিকে টেনে ধরে ওর মাকে চুমু খায়। জিসান ওর মার নরম নধর পাছার দাবনা দুটিতে হাত বুলিয়ে জীবনে প্রথমবারের মত কোন মেয়েমানুষের পাছার উপর হাত বুলানোর সুখ অনুভব করতে লাগলো। ফাঁকে ফাঁকে একটু টিপে খামছে ধরছিল জিসান ওর মায়ের পাছার দাবনা দুটিকে। চুমু শেষ করে কুহি ছেলের কানে কানে বললো, "I Love U বেটা!" জিসান ও ওর মায়ের কানে বললো, "I Love U আমু!"

"মাকে চুমু খেতে ভালো লেগেছে, সোনা?"-কুহি আদর মাখা কণ্ঠে ছেলেকে সুধালো।

"হ্যাঁ...মামনি...তোমাকে চুমু খেতে আমার সব সময়ই ভালো লাগে, তুমি যে আমার লক্ষ্মী আমু"-জিসান ও ওর মায়ের গালে আরেকটি চুমু দিয়ে জবাব দিলো।

"এখন থেকে আমাকে সব সময় এভাবেই চুমু দিবি তো আমার সোনা ছেলে?"-কুহি কি খেলা করছে জিসানের সাথে আমি বুঝতে পারলাম না। জিসান ঘাড় কাত করে হ্যাঁ জানানোর পরে তুহিনের দিকে ফিরে জানতে চাইলো, "তুমি কখন এলে, ভাইয়া?"

"এই তো ১০ মিনিট হলো, কিন্তু খালামনি তোকে যেভাবে আদর করে স্বাগতম জানালো, আমাকে তো সেভাবে স্বাগতম জানায় নি। খালামনি, এটা কিন্তু আমার প্রতি অবিচার করা হলো, তোমার!"-তুহিন কপট রাগের সাথে যেন অভিমান ফুটিয়ে তুললো নিজের মুখে।

"ও আমার আরেকটি ছেলের রাগ হয়েছে মা এর প্রতি...ঠিক আছে তোর রাগ ভাগিয়ে দিচ্ছি এখনই!"-এই বলে কুহি যেন ঝাঁপ দিয়ে পরলো তুহিনের উপর। তুহিন সোফায় চিত হয়ে পড়ে গেলো আচমকা ওর খালামনি ওর গায়ের উপর ঝাঁপ দেয়। কুহি নিজের ছেলের সামনেই বোনের ছেলের গায়ের উপর ঝাঁপ দিয়ে তুহিনের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে নিজের জীব ঢুকিয়ে দিলো তুহিনের মুখের ভিতর। তুহিন ও চিত হয়ে আধা শোয়া অবস্থাতেই ওর খালামনির আগ্রাসী চুমুতে সাড়া দিলো। তুহিন ও কুহির পাছার দাবনা টিপতে টিপতে ওর খালামনিকে চুমু খাচ্ছিলো। বেশ কিছুক্ষণ চুমু খেয়ে কুহি তুহিনের শরীরের উপর থেকে সড়ে গেলো। জিসান এক দৃষ্টিতে এতক্ষন দেখছিলো ওর মা কিভাবে ওর খালাতো ভাইকে ওর মত করে চুমু দিচ্ছে। কুহি সড়ে গিয়ে নিজের কর্মকাণ্ডে যেন নিজেই কিছুটা বিব্রত হয়ে জিসানকে বললো, "তুই, কাপড় পাল্টে ফ্রেস হয়ে আয়, নাস্তা দিচ্ছি তোকে!"-এই বলে কুহি রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো। কুহি চলে যেতেই জিসান এসে তুহিনের পাশে বসে ওর হাত ধরে জানতে চাইলো, "ভাইয়া, তুমি যেন আমার জন্যে কি নিয়ে আসার কথা ছিলো? এনেছো?"

"আরে, এতো অধৈর্য হচ্ছিস কেন, আমি তোকে কথা দিয়েছি না, এনেছি। তুই ফ্রেস হয়ে আয়, দেখাচ্ছি তোকে।"-বলে তুহিন যেন এক রকম ঠেলে জিসানকে উঠিয়ে দিলো। "ঠিক আছে, আমি যাবো আর আসবো"-এই বলে জিসান খুশিতে ওর রুমের দিকে দৌড় দিলো।

ঠিক যেন বিদ্যুতের গতিতে জিসান ২ মিনিটের মধ্যে নিচে নেমে তুহিনের পাশে বসলো, তুহিন জিসানের ব্যকুলতার কারন জানে, তাই আর দেরি না করে ওর মোবাইলে বের করে কুহিকে চোদার সময়ের ছবি আর ছোট্ট একটা ভিডিও যেটাতে কুহি তুহিনের বুকের উপর চড়ে পৌঁদ মারা খাচ্ছিলো, দেখালো জিসানকে। জিসানের দেখে যেন আঁশ মিটছে না। সে বার বার প্রশ্ন করতে লাগলো তুহিনকে, "প্লিজ, বলো না ভাইয়া...ইনি কে? কিভাবে পেলে তুমি উনাকে? উফঃ কি সুন্দর পাছটা উনার! আহঃ আমি যদি নিজের সামনে থেকে দেখতে পেতাম!"

তুহিন বললো, "ধৈর্য ধরো ছোট ভাই আমার, সব জানবে, তবে এখন না...আর পরে...সব কিছুই একটা সময় আছে...এখন বলো, পৌঁদটাকে কেমন লাগছে তোমার কাছে?"

"ওমঃ...অসাধারণ...এমন সুন্দর পৌঁদ, আর কিভাবে তুমি এই পৌঁদে বাড়া ঢুকালে, সেটা এক বিষয়...এমন সুন্দর বড় পৌঁদ আমি কখনও দেখি নাই। আহঃ...খুব মসৃণ...আর পৌঁদের ছিদ্রটা কেমন গোলাপি রঙের...উফঃ...এক কথায় মারভেলাস...তুমি বিরাট ভাগ্যবান ভাইয়া। এই জিনিষ নিজের চোখে দেখেছো আবার চুদতে ও পেরেছো"-জিসান প্রশংসা করতে লাগলো।

"তুই ও কম ভাগ্যবান না, আমার ছোট ভাই! একটু আগে তোর মায়ের পৌঁদে হাত লাগিয়ে টিপতে পারলি...তোর মায়ের পৌঁদ কিন্তু এই মহিলার পৌঁদ থেকে ও বেশি সুন্দর, তাই না?"-তুহিন জিসানকে উত্যক্ত (Tease) করার চেষ্টা করছিলো।

"হ্যাঁ...একদম ঠিক বলেছো, ভাইয়া...আমু যে এভাবে আজকে আমাকে উনার বড় পৌঁদে হাত দিতে দিবে, আমি ভাবতেই পারি নি! উফঃ আমুর পাছটা কি নরম ছিলো...আমার বাড়া পুরো ঠাঠিয়ে গিয়েছিলো আমুর পাছার হাত লাগাতে পেরে...তুমি ও তো ভাগ্যবান কম না...এই মহিলার পৌঁদ চুদে আবার আমার আমুর পৌঁদে ও তুমি ও হাত লাগিয়েছো!"-জিসান মুচকি হেসে তুহিনের কথার জবাব দিলো। জিসান বার বার ছবিগুলির সামনে পিছনে গিয়ে বার বার করে দেখছিলো ও গুলিকে। এভাবে ওদের মধ্যে নানা রকম নোংরা কথাবার্তা চলছিলো কুহিকে নিয়ে। আমার ছেলে নিজের আমুর পৌঁদ চুদার ছবি দেখতে দেখতে নিজের আমুকে নিয়ে ওর বড় ভাইয়ের সাথে আলাপ করছিলো, এই দৃশ্য আমার চোখের সামনে দেখে আমার ভিতরে উত্তেজনা প্রবল আকারে ছড়িয়ে পরছিলো। আমার প্যান্টের ভিতরে আমার বাড়া ফুলে যেন প্যান্ট ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছে।

একটু পরেই কুহি নাস্তার প্লেট নিয়ে ঢুকলো। জিসান ওর আমুর পায়ের শব্দ পেয়েই মোবাইলে বন্ধ করে তুহিনের হাতে দিয়ে দিলো। জিসানের প্যান্টের কাছে ওর বাড়া ও যে ফুলে ঢোল হয়ে আছে, সেটা আমার বা কুহির দুজনের কারোই দৃষ্টির বাইরে ছিলো না। কুহি বারবার আড়চোখে ছেলের প্যান্টের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলো ওই জায়গাটা এতো ফুলা কেন? কুহি বসেছিলো তুহিন আর জিসানের উল্টোদিকের সোফাতে। জিসান চুপ করে কথা না বলে টিভির দিকে মনোযোগ দিলো। কুহি ওর ভার্টিটেতে ভর্তির ব্যপারে জানতে চাইলো। জিসান বললো যে, কাল ভর্তি হবে। জিসান তুহিনের কাছে জানতে চাইলো যে ওর ক্যামেরার স্ট্যান্ড কোথায়? তুহিন বললো, "ওটা নিয়ে যেতেই তো এসেছি। গতকাল খালু যেটা নিয়ে এসেছিলো, ওটাতে কিছু সমস্যা আছে, তাই খালু আজ ওটা পাল্টে নিয়ে আসবে। আমি তো সেটা নেয়ার জন্যেই এখন আবার আসলাম।" আমি মনে মনে তুহিনের উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না। নাস্তা করার ফাঁকেই কুহি উঠে উপরে নিজের রুমে গেলো। আমি বেড়রুমের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, কুহি ড্রেসিংটবিলের আয়নার সামনে বসে ধীরে ধীরে ওর মাথার চুল আঁচড়াতে লাগলো।

এদিকে তুহিন জিসানকে বললো, "তোমার জন্যে একটা উপহার আছে, সেটা পেতে হলে তোকে চুপচাপ এখানে চোখ বন্ধ করে ২ মিনিট বসে থাকতে হবে, পারবি?"

জিসান তো মহা খুশি, বললো, "অবশ্যই পারবো, আমি চোখ বন্ধ করলাম। তুমি না বলা পর্যন্ত আমি চোখ খুলবো না।"

জিসান চোখ বন্ধ করার পর তুহিন দ্রুত বেগে উঠে দোতলায় আমাদের বেডরুমে এসে ঢুকলো। ওর খালামনিকে বসা থেকে উঠিয়ে প্যানটি টা খুলে ওর হাতে দিতে বললো, কুহি ওটা খুলে ওর হাতে দিলো, এবার তুহিন কুহিকে ফ্লোরে পেশাব করানোর ভঙ্গীতে বসালো, তারপর ওই প্যানটি টা দিয়ে কুহির গুদ দিয়ে এখন ও চুইয়ে চুইয়ে পড়া ওর ফ্যাদাগুলি ভালো করে মুছে দিলো আর হাত বাড়িয়ে কুহির পোঁদের ফুটো থেকে ও রুমালটা বের করে নিচে ফ্লোরের উপর মেলে দিলো আর কুহিকে বললো, কোঁথ দিয়ে দিয়ে ওর গুদ আর পোঁদের সব মাল রুমালের উপর ফেলতে। কুহি বুঝতে পারছিলো না যে তুহিন এসব কেন করছে। ও জানতে চাইলো, "কি করছিস তুই? তখন না বললি, ওগুলি আমার ভিতরে রেখে দিতে তুই না যাওয়ার আগ পর্যন্ত!"

"এখন আমি মত পাল্টেছি...তোমার প্যানটি আর এই রুমালটা আমি নিয়ে যাবো...তুমি তাড়াতাড়ি সব ফ্যাদা বের করে দাও এটার উপরে"-তুহিন তাড়া দিলো। কুহি নিজের পোঁদের ফুটায় একটা আঙ্গুল দিয়ে তুহিনের ফ্যাদা ফেলতে লাগলো রুমালের উপর আর গুদ থেকে ও অল্প কিছু রস বের হয়ে পরলো রুমালের উপর। তুহিন রুমাল উঠিয়ে কুহির পোঁদ আর গুদ ভালো করে রুমাল দিয়ে মুছিয়ে প্যানটি আর রুমাল নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিলো। কুহি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তুই সত্যি সত্যি এগুলি নিয়ে যাবি?" তুহিন কুহির গালে একটা চুমু দিয়ে বললো, "না...খালামনি...এগুলি আমি জিসানকে দিয়ে যাবো...জিসান এগুলি চেটে চেটে খাবে আর নিজের বাড়ায় মাথাবে"-এই বলে কুহিকে কোন কথা না বলার সুযোগ দিয়েই তুহিন চট করে নিচে নেমে গেলো। কুহি যেন স্থগুর মত কি করবে বা বলবে বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তুহিনের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, ওর নিজের ছেলে ওর গুদে তুহিনের ছেড়ে যাওয়া ফ্যাদা চেটে খাবে, গুঁকবে, নিজের বাড়ায় ডলে মাল ফেলবে, এসব চিন্তা করে কুহির শরীরে খুব উত্তেজনা কাজ করছিলো।

তুহিন নিচে নেমে জিসানের পাশে বসলো, আর ওকে চোখ খুলতে বললো। জিসান চোখ খুলে দেখে তুহিন ওর পাশে বসে মিটিমিটি হাসছে। "কোথায় আমার উপহার?"-জিসান যেন আর অপেক্ষা করতে পারছে না।

তুহিন নিজের প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে আঠালো রুমালটা আর কুহির প্যানটি টা বের করে ওর চোখের সামনে মেলে ধরলো। জিসান সাথে সাথেই বুঝতে পারলো এগুলি কি জিনিষ। "ওহঃ আল্লাহ...তুমি উনার সেই ময়লা জিনিষগুলি নিয়ে এসেছো আমার জন্যে? উফঃ...আমার যে কি খুশি লাগছে?"-জিসান হাত বাড়িয়ে ওগুলি নিজের হাতে নিয়ে নিজের কোলের উপর মেলে ধরলো। আঠালো চ্যাটচেটে জায়গায় জায়গায় দলা দলা বীর্ষ, একটা আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে পরলো ওখানে। জিসান নিজের নাকের কাছে রুমালটা লাগিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে ওর মায়ের গুদের রস আর ওর ভাইয়ের বীর্ষের স্রাব টেনে নিয়ে বললো, "উফঃ...কি সুন্দর গন্ধ...ভাইয়া...এটা আমার জন্যে একটা বিশাল বড় উপহার...আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ...এগুলি কি তুমি নিয়ে যাবে, নাকি আমাকে দিয়ে যাবে..."-জিসান জানতে চাইলো।

"এগুলি তোমার জন্যেই এনেছি...আমার ছোট ভাইয়াটার জন্যেই এনেছি...যেন তুই রাতে ভালো করে বাড়া খেঁচতে পারিস।"- বলে তুহিন জিসানের মাথার চুলে নিজের হাত দিয়ে একটু আদর করে দিলো। তুহিনের এসব নোংরা কর্মকাণ্ডে আমি যে কি পরিমাণ উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলাম বার বার, সেটা আপনাদের বোঝানো আমার জন্যে খুব কঠিন। আমার ছেলের হাতে ওর মায়ের ব্যবহার করা প্যানটি, সে ওটা নাকে নিয়ে বার বার করে গুঁক গুঁক স্রাব নিচ্ছে ওর মায়ের গুদের। আর তুহিন বসে বসে আমার ছেলেকে বোকা বানিয়ে ওর হাতে নিজের বীর্ষে ভরা রুমাল তুলে দিয়ে দুষ্ট, বিকৃত এক সুখ নিচ্ছে। আর দোতলায় আমার স্ত্রী ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে যে কিছুই হয় নি, এমন ভঙ্গীতে নিশ্চিন্তে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছে। আমি আর দেরি না করে বাসার দিকে গাড়ী ছোটলাম। বাসায় আসার পড়ে তুহিনকে ওর স্ট্যান্ড তুলে দিলাম। তুহিন আমার দিকে চোরা চোখের দৃষ্টি দিচ্ছিলো বার বার। কারন সে জানে না যে, ওর সারা দিনের সব কর্মের সাক্ষী আমি নিজে। আমি ও যেন কিছুই জানি না এমন ভাবে কুহিকে চুমু দিয়ে নিজের কাপড় পাল্টাতে লাগলাম। জিসান আমি আসার আগেই নিজের রুমে চলে গিয়েছিলো, আর তুহিন ও ওর খালামনিকে আমার সামনে ঠোঁটে একটা গাঢ় চুমু দিয়ে আজকের জন্যে বিদায় নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে গেলো।

তুহিন চলে যাওয়ার পরেই, আমি বেডরুমের দরজা বন্ধ করে কুহিকে বিছানায় ফেললাম, কুহি জানে আমি খুব উত্তেজিত হয়ে আছি। কুহির গুদে মাল ফেলে তারপর আমি গোসল করতে ঢুকলাম।

রাতে খাওয়ার পরে আমি টিভিতে খবর দেখছিলাম আর কুহি রান্নাঘরে সব গোছগাছ করছিলো। আমি বাসায় আসার পর থেকে, আজ সারাদিনের ঘটনা নিয়ে কুহির সাথে আমার কোন কথা হয় নি। ভেবেছিলাম, রাতে শোয়ার পরে কুহির সাথে এসব নিয়ে কথা বলবো। জিসান ও আমার সাথে বসে টিভি দেখেছিলো। ও কাল ভার্শিটিতে ভর্তি হবে, আমি ওকে বললাম যে কাল যেন সে যখন ভর্তি হতে যাবে, সাথে ওর আমুক নিয়ে যায়। জিসান বলছিলো যে সে একাই ভর্তি হতে পারবে। আমি বললাম, "দেখো বাবা, এটা একা পারা বা না পারার ব্যপার না। ভার্শিটিতে ভর্তি হওয়া তোমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাই এ সময় তোমার মা তোমার পাশে থাকা উচিত। আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি নিজেই যেতাম তোমার সাথে। শুন, তুমি এখন বড় হয়েছো, সব কিছু বুঝতে শিখেছো। ভালো মন্দ বিচার করার বুদ্ধি ও তোমার আছে। তাই সব সময় সামনে তোমার কি লক্ষ্য সেদিকে খেয়াল রাখবা। তোমার লক্ষ্য থেকে কোন কিছু যেন তোমাকে বিচ্যুত না করে, সেজন্যে সাবধান থাকবা। তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, লালন পালন করে এতো বড় করেছেন, আজ পর্যন্ত তোমার জীবনের সব কটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তোমার পাশে থেকেছেন, তাই কাল তুমি যে রাস্তায় চলা শুরু করবে, সেখানে ও তোমার মা এর হাত ধরেই তোমার চলা শুরু হোক, এটাই আমি চাই"-বেশ লম্বা চওড়া একটা ভাষণ দিয়ে ফেললাম ছেলেকে। তবে জিসান আমার সব কথাকেই সব সময় পজেটিভ ভাবেই নেয়। আজ ও নিলো। স্যরি আক্ব বলে কাল ওর মা কে নিয়েই ভর্তি হতে যাবে স্বীকার করে নিলো জিসান।

আমি একবার ভাবলাম যে কুহিকে নিয়ে ওর সাথে একটা খোলাখুলি আলাপ করা দরকার। সেটা এখন করে ফেলবো কি না ভাবছিলাম। পরে আবার ভাবলাম এখানে ড্রয়িংরুমে না করে, ওসব কথা ওর সাথে ওর রুমে বসে বলাই ভালো। তবে ওর সাথে কথা বলার আগে কুহির সাথে ও কথা বলা দরকার। কুহি নিজের ছেলেকে নিয়ে কি চিন্তা করছে, সেটা জানা জরুরী। জিসান একটু পরে শুতে

যাচ্ছে বলে আমাকে শুভরাত্রি জানিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো। আমি বুঝতে পারলাম যে উপরে যাওয়ার আগে ও একবার ওর মাকে চুমু না খেয়ে, আদর না করে যাবে না। আমি ওর পিছু পিছু চুপিসারে ডাইনিঙে উঁকি দিয়ে দেখতে চেঁটা করলাম যে ছেলে কি করে। ওর আম্মু তখন ও রান্নাঘরে খাবারে পাতিল গুছিয়ে রাখছিলো। জিসান গিয়ে ওর আম্মুকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। ওর আম্মু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। "আম্মু, আমি শুতে যাচ্ছি। আন্সু বলেছে, কাল ভার্গিটিতে ভর্তির সময় তোমাকে সাথে নিয়ে যেতে, তুমি যাবে আমার সাথে?"-পিছন থেকে কুহির ঘাড়ের একটা চুমু দিয়ে দু হাত বাড়িয়ে কুহির পেট জড়িয়ে ধরে জিসান বললো।

"তুই, কি আম্মুকে সাথে নিতে চাস না, তুই চাইলে আমি অবশ্যই যাবো তোর সাথে। যদি তুই না চাস, তাহলে তুই একাই যাস"-কুহি গভীর ভালোবাসা গলায় ফুটিয়ে ধীরে ধীরে ছেলেকে বললো।

"তোমার যেতে আপত্তি না থাকলে, আমার ভালো লাগবে তোমার সাথে যেতে, আম্মু..."-জিসান ওর আম্মুর ঘাড়ের আরও দুটি চুমু দিয়ে বললো। ছেলের আদরে কুহি যেন গলে যাচ্ছিলো, "তবে...ভার্গিটির ছেলেরা, আমার বন্ধুরা, তোমাকে দেখলে কিন্তু আমার আম্মু না আমার বড় বোন বলে মনে করবে, তখন তুমি লজ্জা পাবে না তো?"

"কেন? ওরা আম্মুকে তোর বড় বোন মনে করবে কেন?"-কুহি দুঃস্থমি করে জানতে চাইলো।

"ওমা...তুমি কত Young আর হট দেখতে...তোমাকে দেখে কেও বলবে যে আমি তোমার ছেলে...তুমি সেলোয়ার কামিজ পরে গেলে সবাই তোমাকে আমার বড় বোনই মনে করবে...আম্মুকে কেও যদি জানতে চায়, তুমি আমার কে, আমি কিন্তু আম্মু বলবো না...বলবো আমার বড় বোন...My bi g young and hot si ster...তুমি কি রাগ করবে এটা বললে?"-জিসান ওর আম্মুর ঘাড়ের আরও বেশ কিছু চুমু দিয়ে বললো।

"কেন, আম্মুকে তোর hot, young, dashi ng and sexy আম্মু হিসাবে পরিচয় দিতে কি খারাপ লাগবে?"-কুহি জিসানকে Tease করছিলো।

"খারাপ লাগবে না...কিন্তু আমার বন্ধুরা সব তোমার প্রেমে পরে যাবে তখন...তাই তো আমি চাইছিলাম যে ওরা আমার বড় বোনের প্রেমে পড়ুক...আম্মুর বন্ধুরা আমার আম্মুর প্রেমে পরে গেছে...এই কথাটা শুনতে কেমন বিস্মী শুনায় না?"-জিসান কৌতুকমাখা গলায় বললো।

"হ্যাঁ...তা তো বুঝলাম...শুধু তোর বন্ধুরাই আম্মুকে সেক্সি ভাবে, আর তুই আম্মুকে বড়ি ভাবিস, তাই আম্মুকে তোর আম্মু বলে পরিচয় করিয়ে দিতে চাস না, তাই না?"-কুহি ক্রমাগত Tease করে যাচ্ছিলো।

"কচু বুঝেছো তুমি!...আমি তো চাই তোমাকে আমার গার্লফ্রেন্ড হিসাবে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে কারণ তুমি এতো সুন্দর, এতো হট, কিন্তু তুমি তো সেটা শুনলে রাগ করবে, তাই তো বললাম যে তোমাকে আমার বড় বোন হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিতে।"-তুহিন ওর আম্মুর ঘাড়ের আরেকটা চুমু দিয়ে বললো।

"তুই আম্মুকে তোর গার্লফ্রেন্ড বা তোর বড় বোন বা তোর আম্মু, যেটা হিসাবেই আম্মুকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাস, আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু ওদের সামনে তুই আম্মুকে যাই বলিস না কেন, আসলে তো আমি তোর মা, তোর জন্মদাত্রী, আমার পেট থেকেই তুই এই পৃথিবীতে এসেছিস, তাই না? সেটাই তো সত্যি কথা, তাই না?"-কুহি ছেলের দিকে ঘুরে নিজের দু হাত ওর মাথার পিছনে নিয়ে বললো। কুহি নিজের দুই ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো জিসানের ঠোঁটের ভিতর। আজ সারা বিকেল জিসানকে ওর মায়ের চুমু খাওয়া আমি দেখেছিলাম ক্যামেরাতে, কিন্তু এখন দেখেছিলাম একদম আমার চোখের সামনে। আমার ভিতরে কি যে হচ্ছিলো কুহির এভাবে নিজের ছেলেকে চুমু খাওয়া দেখে।

কুহি যখন চুমু খেতে শুরু করলো, তখন জিসান বিকালের মত নিজের দুহাত ওর আম্মুর পিছনে নিয়ে ওর আম্মুর পাছ চোপে ধরে নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে নিলো। জিসানের ঢোলা প্যান্টের উপর দিয়ে ফুলা উঠা বাড়া ঠিক কুহির গুদের কিছুটা উপরে লেগেছিলো। এখন কুহির শরীর জিসানের সাথে মিশে যাবার কারণে, কুহির তলপেটে জিসানের বাড়া খোঁচা দিচ্ছিলো। আমি ওদের থেকে ৫-৬ হাত দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কুহি একটু আগে কিভাবে ওকে সুরগ করিয়ে দিলো যে সে জিসানের আম্মু, আর তারপরেই নিজের ছেলেকে ঠিক যেন প্রেমিকের মত করে চুমু খেতে লাগলো। কুহির এই দ্বিমুখী আচরণ কি ইচ্ছাকৃত না ওর মনের অজান্তেই ও অনেক কিছু করে ফেলছে, সেটা আমার মাথায় ঢুকলো না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কুহি আর জিসানের চুমু চললো, তারপর কুহি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ওকে শুভরাত্রি বলে শরীর ঘুড়িয়ে নিজের কাজে লেগে গেলো। আমি ও চট করে সড়ে গেলাম। জিসান এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো, তারপর রান্নাঘর থেকে বের হয়ে সোজা নিজের রুমে চলে গেলো। আমি ও ড্রয়িং রুমে এসে খবর দেখতে লাগলাম।

আরও প্রায় ২০ মিনিট পরে কুহি সব কিছু গুছিয়ে আমার কাছে এসে আমার পাশে বসলো। আমি ওকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে নিলাম। কুহির কপালে একটা চুমু খেয়ে জানতে চাইলাম, "তোমার দিন কেমন কাটলো আজ?"

"তুমি জানো না? তুমি তো সব দেখেছো!"-কুহি টিভির দিকে তাকিয়েই নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিলো। "তুহিনের সাথে যা করলে, সেটা তো আমি বুঝতে পারি, কিন্তু জিসানের সাথে যা করছো, ঠিক হচ্ছে?"-আমি কুহির চোখে দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলাম।

কুহি আমার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিলো, "জিসানের সাথে কি? ও তো আমার ছেলে, আমি ছেলেকে চুমু খেতে পারবো না?"

"কুহি...ছেলেকে চুমু খাওয়ার সময়ে ও যে তোমার পাছায় হাত দেয়, সেটা কি ঠিক? আর তুহিন যে তোমার সাথে সেক্সের ছবি ওকে দেখালো, আর তোমার ময়লা প্যান্ট আর রুমাল জিসানকে দিলো, সেটা?"-আমি বেশ শান্ত গলায় কুহিকে যেন মনে করিয়ে দিলাম যদিও সে ভালো করেই জানে আমি কি বলতে চাইছি।

"জিসান তো জানে না যে ওটা আমি"-কুহি যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজেকে নির্দোষ সাজাতে চাইলো।

"কুহি জিসান জানুক বা না জানুক, তুমি তো জানো যে তোমার ছেলে এগুলি দেখছে!"-আমার যেন হাঁসি পেয়ে গেলো কুহির বাচ্চা বাচ্চা কথা শুনে। "তুমি চাও ও দেখুক? তাই কি?"-আমি তির্যক প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম কুহির দিকে। কুহি চুপ করে রইলো। এবার আমার দিকে ঘুরে বসলো আর আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললো, "ও যদি দেখে, তাহলে তোমার কি আপত্তি আছে?"

"আমি কি মনে করি, সেটা আমি তোমাকে পরে বোলবো, আগে তুমি বলো যে তুমি কি চাও?"-আমি যেন কিছুটা রেগে গেলাম।

"জানু, তুমি যদি কষ্ট পেয়ে থাকো, তাহলে জানু আমি স্যারি...আর কখনও ওকে আমি কিছুই দেখাবো না। কিন্তু ব্যপারটা তুমি শুরু করেছ, আমি না, সেটা তুমি ভালো করেই জানো...আমার ও আপত্তি ছিল প্রথমে...পরে এর মধ্যের বিকৃত সুখটা আমার মনকে ছুঁয়ে গিয়েছে...তাই আমি ও তুমিহনকে আর বেশি বাঁধা দেই নি...আমি যে কি হয়ে গেছি, কত খারাপ...আমার মনে যে কত খারাপ চিন্তা ঘুরছে আজ কয়েকদিন ধরে...উফঃ জানু...আমি তোমাকে কি করে বুঝাবো...আমি নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণই রাখতে পারছি না...যত রকম নোংরামি আছে, আমার সব রকম করতে ইচ্ছে হচ্ছে"-কুহি নিজের মনকে খুলে দিলো আমার কাছে।

"তুমি তুমিহনের সাথে যা করছো, তা কি জিসানের সাথে ও করতে চাইছো তুমি? তোমার মন কি তোমাকে নিজের ছেলের সাথে যৌন মিলন করতে বলছে?"-আমি স্পষ্ট করেই জানতে চাইলাম।

"না, না...সেটা আমি পারবো না করতে...আমার মন বললে ও না..."-কুহি খুব দ্রুত জবাব দিলো, "নিজের ছেলের সাথে এসব করতে পারবো না আমি...কিন্তু দেখো এই কথাটা উঠার সাথে সাথেই আমার গুদ একদম ভিজে গেছে...আমি কি করবো...জিসানের সাথে আমি সেক্স করতে পারবো না...না...না, না...পারবো না"-কুহি কি আমাকে বলছে নাকি ওর নিজের মনকেই বলছে আমি বুঝতে পারলাম না।

"তুমি পারবে না করতে...কিন্তু তুমি চাও করতে, সেটাই কি বোঝাতে চাইছো?"-আমি যেন আরও পরিষ্কার হতে চাইলাম কুহির দিক থেকে। কুহি আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়ে বুকের মাঝে ওর মুখ লুকিয়ে ফেললো, "তুমি আমাকে বলে দাও, আমি কি করবো, আমি আমার মনকে শক্ত করে সেটাই করবো। আমি তোমার এতটুকু ও অব্যাহত হবো না, জানু...আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও"-কুহি ঝরঝর করে কেঁদে দিলো।

"শুন, জানু...তোমার মন তোমাকে অনেক খারাপ কাজ করতে বলবে...কিন্তু আমরা একটা সমাজে বাস করি, এখানে মা ছেলের সম্পর্ক কি সেটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে...তোমার মন যদি তোমাকে জিসানের সাথে সেক্স করতে বলেও, তারপর ও তুমি তা করতে পারো না...বুঝতে পারছো, আমি কি বলছি?...তুমি ওর সাথে সেক্স করতে পারবে না...এটা আমার নিষেধ...তাই তোমার নিজের মনকে সন্তুনা দেয়ার জন্যে তুমি ওর সাথে অন্য কিছু যদি করতে চাও, করতে পারো, আমি বাঁধা দিবো না...এমনকি আমার সামনে করলে ও আমি কিছুই বলবো না। কিন্তু সেক্স না, ভালো করে মনে রেখো...মা ছেলে সেক্স করতে পারে না"-আমি খুব শক্ত গলায় আমার মত কুহিকে জানিয়ে দিলাম।

"অন্য কিছু?...কি করবো অন্য কিছু?"-কুহি যেন বোকা হয়ে গেছে এমনভাবে আমার কাছে জানতে চাইলো।

"অন্য কিছু মানে হচ্ছে, আজ ওর সাথে যা যা করছো, সে সব"-আমি পরিষ্কার করেই দিলাম, "ওকে, চুমু খাওয়া, বা তোমার পাছায় হাত দেয়া...এটাতে আমার মানা নেই...বা ও যদি তোমার মাইতে ও হাত দেয়, ঠিক আছে, কিন্তু তোমার গুদে ওর বাড়া কখনই ঢুকাতে দিবা না, কখনও না..."-আমি দাতে দাঁত চেপে কুহিকে সতর্ক করে দিলাম।

কুহি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভালো করেই বুঝতে পারলো যে এই ব্যপারে আমি কতটা সিরিয়াস। তাই সে চুপ করে আমার কথা মেনে নিলো। "আরেকটি কথা, তুমিহনের সাথে তোমার সম্পর্ক ওকে এখনই বুঝতে দিও না...আর ও কিছুদিন যাক"-আমি বললাম।

"কিন্তু এক ঘরে থেকে তুমিহনের সাথে এসব আমি কতদিন লুকিয়ে রাখতে পারবো?"-কুহি জানতে চাইলো।

"যতদিন সম্ভব, চেষ্টা করে যাবে...যখন পারবে না, তখন আর কি করা, জিসান তখন জানবেই, কিন্তু এখন না"-আমি জবাব দিলাম।

এভাবে আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পরে আমরা শোয়ার জন্যে বেডরুমে চলে গেলাম। কুহিকে বুকের ভিতরে নিয়েই ঘুমের দেশে চলে গেলাম। পরদিন সকালে আমি অফিসে যাবার কিছু পরেই জিসান আর কুহি ভার্টিফিতে গেলো, ওরা ফিরে আসলো দুপুরের কিছু আগে। আমি ক্যামের মাধ্যমে দেখছিলাম কুহি বাসায় ফিরে একটা পাতলা টপস আর নিচে অনেকটা হাফ প্যান্টের মত ছোট একটা পাতলা শর্টস পরে নিলো, টপসের ভিতরে কোন ব্রা ছাড়াই। দিন দিন ঘরের ভিতরে কুহির পোশাক পড়াটা ও খুব খোলামেলা হয়ে যাচ্ছিলো, ছেলের সামনে, কাজের লোকদের সামনে সে এখন ব্রা পরেই না। তাই ওর শরীরের উর্ধ্বাংশে যে বড় বড় দুটি ডাব ঝুলতে থাকে সব সময়, সেগুলি বেশ প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়ে থাকে সব সময়। জিসান দুপুরে খাবার টেবিলে ওর আমুর বিপরিত দিকে বসে খাবার খেতে খেতে সারাম্পন কুহির বুকের দিকেই চোরা দৃষ্টি হানছিলো বার বার করে। আমি অফিসে বসে ও সেটা বুঝছিলাম, কিন্তু কুহি বেশ নির্বিকার ভাবে জিসানের দৃষ্টি উপেক্ষা করে বুকের দুটি বোতাম উন্মুক্ত করে দিয়ে বেশ কিছুটা বুকের খাঁজ দেখিয়ে রেখেই ওর খাওয়া শেষ করলো। খাওয়ার পরে কুহি রান্নাঘরে সব কিছু গুছিয়ে রাখছিলো, আর জিসান কোন কাজ না থাকার পরে ও রান্নাঘরে সিল্কের সাথে হেলান দিয়ে ওর আমুর সাথে কথা বলছিলো। আসলে কথা বলাটা ছিলো ওর অভ্যাস, একটু বেশি সময় ধরে কুহির বুক আর পাছা দেখাই যে ওর উদ্দেশ্য সেটা বুঝার জন্যে বৈজ্ঞানিক হতে হয় না।

জিসানঃ "আমু, দেখেছো, আজ আমার বন্ধুরা আর ভার্টিফির প্রফেসররা সবাই শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে তোমার রূপ সুখা পান করছিলো। আমার টিচাররা তো তোমার দিক থেকে চোখই ফিরাতে পারছিলো না। আর তোমাকে দেখে কিভাবে আদর আপ্যায়ন করলো এডমিশন হেড!"

কুহি মুচকি হেসে উত্তর দিলো, "পুরুষ মানুষেরা তো এমনই...চোখ দিয়েই মেয়েদেরকে গিলে ফেলতে চায়...তুই তো ভার্টিফিতে ঘুরতে থাকা কয়েকটা মেয়ের দিকে বার বার করে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিলি...কি ঠিক না?"

জিসান একটা লজ্জার হাসি দিয়ে বললো, "সে তো তাকাচ্ছিলাম, কারন তোমার সামনে যারা বসেছিলো সেই সময়ে, তারা আমি থাকতে তোমাকে ভালো করে দেখতে কিছুটা বিরতবোধ করছিলো, সেই জন্যে আমি এদিক অদিক তাকিয়ে ওদেরকে তোমাকে ভালো করে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছিলাম বার বার।"

কুহি চোখ বড় করে জিসানের একটা কান টেনে ধরে বললো, "আচ্ছা, দৃষ্ট ছেলে, এখন ধরা পড়ে কথা আমার দিকে ঘুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে! আমাকে মানুষের সামনে দেখাতে বুঝি তোর ভালো লাগে?"

জিসানঃ "তোমার মত এমন সুন্দর হট আমু থাকলে সবাই তোমাকে নিয়ে গর্ববোধ করতো আর সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে জেলাস করার চেষ্টা করতো...আমি ও তার ব্যতিক্রম নই। বাইরের অপরিচিত মানুষরা যখন তোমার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকায়, তখন আমার নিজেকে নিয়ে খুব গর্ববোধ হয়, যে তুমি আমার আমু...আমু, তুমি এতো সুন্দর কেন?"

আমি বুঝতে পারছিলাম যে তুহিন ওর আমুর সাথে Hirt করার চেষ্টা করছে। আর কুহি ও বুঝেছেনই ওর সাথে সায় দিয়ে যাচ্ছে।

কুহি জিসানকে জড়িয়ে ধরে ওর কপালে একটা বড় করে চুমু দিয়ে বললো, "তোমার মত ভালো সোনা ছেলে আছে যে আমার, সেই জনোই আমি এতো সুন্দর, বুঝেছিস? এখন তেল মারা বন্ধ করে এখন থেকে যা। আমাকে কাজ করতে দে।"-এই বলে কুহি যেন জিসানের উপস্থিতিতে বেশ বিরক্ত এমন একটা ভান করে কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো। জিসান চুপ করে কোন কথা না বলে একটু মন মরা হয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসলো।

জিসান কিছুক্ষণ বসে টিভি দেখার চেষ্টা করলো, তারপর আবার উঠে ওর নিজের রুমে চলে গেলো। কুহি সব কিছু গুছিয়ে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে কাকে যেন মোবাইলে ডায়াল করলো। একটু পরেই কথোপকথনে আমি বুঝতে পারলাম যে কুহি তুহিনকে ফোন করেছে আর ও কখন আসবে এই বাসায় সেটা জানতে চাইছে। "আচ্ছা...৪ টার দিকে আসবি...ঠিক আছে, বাই, আমার সোনা...আচ্ছা আমি তৈরি হয়ে থাকবো..."-এভাবে অল্প কিছু কথা আমি শুনতে পেলাম, বুঝতে পারলাম যে তুহিন ৪ তার দিকে আসবে, তবে কুহি কি করার জন্যে, নাকি কোথাও যাওয়ার জন্যে তৈরি থাকবে, সেটা বুঝতে পারলাম না।

কুহি এর পরে নিজের রুমে চলে গেলো। সেখানে গিয়ে বিছানায় একটা বই নিয়ে আধা শোয়া হয়ে পড়তে শুরু করলো। এর ফাঁকে আমি ও নিজের দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। ঠিক ৪ টা বাজার অল্প কিছু পরেই কলিংবেল বেজে উঠলো। কুহি কলিংবেল শুনে ওর টপসের সামনের দিকের বোতামগুলি খুলতে খুলতে নিচে নামতে শুরু করলো। দরজার কাছে পৌঁছার আগেই নিজের পুরো টপস সামনের দিকে পুরো খুলে ওর নিজের বুকের বড় বড় মাই দুটি উন্মুক্ত করে একটা মিষ্টি হাঁসি মুখে নিয়েই কুহি দরজার হাতলে টান দিলো। আমি বুঝতে পারলাম যে কুহি ইচ্ছে করেই শরীরের উপরের অংশ উন্মুক্ত করে তুহিনকে দেখানোর জন্যে এই কাজটা করলো। তুহিন দরজার সামনে ওর প্রিয় খালামনিকে বড় বড় দুটি মাই উন্মুক্ত করে ওকে স্বাগতম জানাতে দেখে একই সাথে পুলকিত আর চমকিত হয়ে গেলো। ঠোঁটের কোনে একটা শয়তানি হাঁসি ঝুলিয়ে রেখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো কুহির মাইয়ের দিকে। কুহি ওকে তাড়া দিলো তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকানোর জন্যে। ভিতরে ঢুকে তুহিন এক হাত দিয়ে কুহিকে জড়িয়ে ধরে নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে বললো, "ওয়াও...খালামনি...তুমি যে এভাবে আমার কথা শুনে টপস খুলে মাই দেখিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবে, আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না"-এই বলে তুহিন ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো কুহির নরম ঠোঁটের ভিতর। আমি বুঝতে পারলাম যে তুহিন ফোনে কুহিকে এই কাজটাই করতে বলেছে, আর কুহি ও দ্বিধাহীন চিন্তে ঘরে জিসান থাকা অবস্থায়ও প্রায় উলঙ্গ অবস্থাতে তুহিনকে স্বাগতম জানালো। তুহিন লম্বা চুমু খেলো কুহিকে। কুহি দরজা বন্ধ করে টপসের বোতাম বন্ধ করতে করতে তুহিনকে উপর গিয়ে জিসান কি করছে দেখে আসার জন্যে বললো। তুহিন ওর হাতের ব্যাগ সোফার উপর রেখে চুপি চুপি পায়ে তিন তলার দিকে গেলো। কুহি ও নিজের টপসের দুটি বাদে সব বোতাম বন্ধ করে নিজের বেডরুমের দিকে গেলো।

তুহিন জিসানে রুমে ঢুকে কি করলো বা বললো আমি জানতে পারলাম না, কারণ ওর রুমে আমি ক্যামেরা লাগাই নি, তবে এখন মনে হলো যে লাগানো উচিত ছিলো। কুহি আবার ও নিজের বিছানার উপর বসে দুরূ দুরূ বুক তুহিনের আসার অপেক্ষা করতে লাগলো। তুহিন খুব তাড়াতাড়িই নিচে নেমে এলো, রুমে ঢুকতেই কুহি জানতে চাইলো জিসান কি করছে?

তুহিন বললো, "ও ঘুমুচ্ছে। আমি দেখে এসেছি। দু বার ডাক ও দিয়েছি, কিন্তু উঠলো না।"

তুহিন লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে কুহির উপর ঝাপিয়ে পড়তে গেলো, কিন্তু কুহি চট করে সড়ে গিয়ে উঠে আগে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসলো। আমি বুঝতে পারছিলাম যে কুহি আজ ঘরে নিজের ছেলে উপর তলায় ঘুমুচ্ছে সেটাকে অগ্রাহ্য করে দিয়ে ও তুহিনের সাথে মিলিত হবার জন্যেই ওকে ডেকে এনেছে। কুহির মনে কি কোন ভয় কাজ করছে না ছেলের কাছে ধরা পড়ে যাবার, আমি বুঝতে পারলাম না। তবে আমি দোতলার করিডোরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে লাগলাম, আর নিজের মোবাইল ওপেন করে জিসানের নাম্বার ডায়াল লিস্ট থেকে রেডি করে রাখলাম, এই কারণে যদি জিসানকে করিডোরে দেখি সাথে সাথে আমি ওর ফোনে ডায়াল করে ওকে কোন একটা কাজ দিয়ে ব্যস্ত করে সরিয়ে নিতে হবে, নাহলে দরজা বন্ধ থাকলে ও কুহি আর তুহিন ভিতরে কি করছে সেটা বুঝার জন্যে আইনস্টাইন হতে হয় না।

কুহি দরজা বন্ধ করে এসেই চিত হয়ে শুয়ে থাকা তুহিনের বুকের উপর ঝাপিয়ে পরলো। তুহিনকে চুমু দিতে দিতে ওর শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করলো। তুহিন ও হাত বাড়িয়ে কুহির টপসের বোতাম খোলায় ব্যস্ত। তুহিন কুহির একটা মাই নিজের মুখে ভরে আরেকটা মাইকে চিপে টিপে নিপলটাকে মুচড়ে দিচ্ছিলো। কুহি তুহিনের কোমরের দু পাশে দুটি পা হাঁটু ভাজ করে রেখে ওর বুকের উপর ঝুঁকে ওকে মাই খাওয়াজ্ছিলো। অল্প কিছুক্ষণ পরেই কুহি তুহিনের পায়ের দিকে নেমে ওর প্যান্টের বোতাম খুলতে শুরু করে দিলো। কুহি যে যৌন মিলনের ক্ষেত্রে এভাবে টিনএজ মেয়েদের মত আগ্রাসী হয়ে নিজে থেকে এগিয়ে আসবে, এই স্বভাব আমি কুহির ভিতর কখনও দেখি নি। তুহিনের প্যান্ট কিছুটা নিচের দিকে নামিয়ে জাপিয়া সরিয়ে তুহিনের আখায়া বাড়াটাকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে মুখে ভরে নিলো কুহি এক বটকায়। তুহিন নিজে ও অবাধ হয়ে যাচ্ছিলো কুহির অগ্রগামী ভূমিকা দেখে। বাড়ার মুণ্ডটা কুহির গরম রসে ভেজা মুখের ভিতরে ঢুকতেই তুহিন আরামে "আহঃ"-বলে একটা শব্দ করে উঠলো।

"ওহঃ খালামনি, তুমি দেখছি আমার বাড়া জন্যে পাগল হয়ে আছে...ওহঃ...শুনে খুব চুলকানি হচ্ছে বুঝি তোমার...দাও, ভালো করে চুষে দাও আমার বাড়াটাকে"-তুহিন আরামে গুপ্তে গুপ্তে বলছিলো, "উফঃ...কি নোংরা হয়েছো তুমি খালামনি...ঘরের মধ্যে মাই দুলিয়ে ঘরে বেড়াও...আর নিজের বোনের ছেলেকে ডেকে ডেকে নিয়ে আসো ওর বাড়া চুষে দেয়ার জন্যে...ছিঃ ছিঃ...কি নোংরা হয়েছো তুমি, তাই না?"-তুহিন জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ...আমি অনেক নোংরা...তোমার বাড়া চুষে দেয়ার জন্যেই তোকে ডেকেছি..."-কুহি মুখে থেকে বাড়া বের করে জবাব দিয়েই আবারও বাড়া মুখে ভরে প্রায় অর্ধেকের মত বাড়া ধীরে ধীরে গলার দিকে ঢুকিয়ে নিচ্ছিলো।

"বলো...আমার নষ্টা খালামনি...আমার বাড়ার জন্যে তুমি কি কি করতে পারো? আর কতটুকু নিচে নামতে পারবে?"-তুহিন জনাতে চাইলো।

"তুই যা করতে বলবি, সব করতে পারবো...তুই তোর খালামনিকে যত নিচে নামাতে চাস নামাতে পারবি..."-কুহি বিদ্যুৎগতিতে জবাব দিলো তুহিনকে।

"ওহঃ...Uare ny Sut , তাই না? আমার নষ্টা খালামনি...বলো...তুমি আমার কি?...বলো"-তুহিন চট করে এক হাত বাড়িয়ে কুহির মাথার পিছনের চুলের গোছটাকে মুঠি করে ধরে উপরের দিকে টান দিলো যেন কুহির মুখ থেকে বাড়া বেরিয়ে যায়।

"আমি তোর SLUT...আমি তোর বাঁধা মাগী..."-কুহি যেন জবাব প্রস্তুত করেই রেখেছিলো।

"তাহলে দেখো, তোমার মত SLUT দেরকে কিভাবে চোদে, সেটা দেখো"-এই বলে তুহিন এক হাতে কুহির চুলের মুঠি ধরে রেখেই চট করে বিছানা থেকে উঠে বিছানার উপর দাঁড়িয়ে গেলো, আর কুহির চুল টেনে ওকে হাঁটুতে ভর করিয়ে দাঁড় করিয়ে নিজের বাড়াটা সরাসরি কুহির মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলো। তুহিন এবার কুহিকে মুখচোদা করতে লাগলো। কুহি মুখ হাঁ করিয়ে রেখে, নাক ফুলিয়ে নিজের দুই হাত তুহিনের পিছনে নিয়ে ওর পাছার দাবনা আঁকড়ে ধরে গলার ভিতরে তুহিনের বাড়ার ধাক্কা নিতে লাগলো।

"দেখো...SLUT দেরকে এভাবেই চোদে...ওদেরকে আরাম দিয়ে, সুখ দিয়ে চোদে না কেও...আমার লক্ষ্মী খালামনিটা এখন আমার SLUT, ওহঃ...আমার বাঁধা মাগী...উফঃ...আমার বন্ধুরা যদি জানতে পারে যে তুমি আমার বাঁধা মাগী, ওরা আমাকে মাথায় তুলে নাচবে...সেদিন জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ওরা তোমাকে নিয়ে অনেক খারাপ নোংরা কথা বলেছে, জানো তুমি? ওরা তোমার সাথে কত খারাপ কাজ করতে চাইছিলো সেদিন! আহঃ...আর ও ভিতরে ঢুকিয়ে নাও আমার বাড়াকে..."-তুহিন আরও জোরে জোরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলো কুহির গলার ভিতরে। কুহির মুখ দিয়ে ক্রমাগত লালা বের হয়ে ঠোঁটের দুই পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে, ওর চোখ ফুলে গেছে, চোখের কোনো দিকে পানি বের হচ্ছে। ক্রমাগত গলার ভিতরে তুহিনের শক্ত ঠাঠানো বাড়ার ধাক্কা ওর গলা ও যেন ফুলে উঠছে বার বার। তুহিন সত্যি কথাই বলেছে, এই মুহূর্তে কুহিকে একটা SLUT ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না, আমার নিজের কাছে ও। তুহিন বিভিন্ন অশ্রাব্য নোংরা কথা বলতে বলতে কুহিকে মুখচোদা করতে লাগলো। কুহির মুখ দিয়ে অক অক শব্দের সাথে নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ বের হচ্ছে। এর আগে তুহিন যখনই কুহির মুখে বাড়া ঢুকিয়েছিলো, তখন কুহি যেন এতটুকু ও কষ্ট না পায় সেদিকে খুব খেয়াল রেখেছিলো, কিন্তু আজ ওর কি হয়েছে কে জানে, আজ যেন আমি এক অন্য তুহিনকে দেখছি। ঠিক যেন প্রথমদিন অজিত যেভাবে কুহিকে ব্যবহার করেছিলো, সেই রকম ভাবে আজ কুহিকে চুদে যাচ্ছে তুহিন। তুহিনের ভিতর আমি যেন অজিতকেই দেখতে পেলাম আজ।

পাকা ১০ মিনিট চুদে কুহির মুখ থেকে বাড়া বের নিলো তুহিন। তারপর কুহির পরনের শর্টস টা এক ঝটকায় খুলে নিয়ে কুহিকে কুন্ডি পজিশনে রেখে ওর পিছনে হাঁটু গেঁড়ে বসে এক ধাক্কায় ঢুকিয়ে দিলো কুহি নরম রসসিক্ত গুদে ওর বিশাল শাবলটা। ক্ষুধার্ত গুদে তুহিনের শাবলটাকে পেয়ে কুহি যেন সুখের চরমে উঠতে বেশি সময় নিলো না, ৩ মিনিটের মধ্যেই কুহি রাগমোচন করে ফেললো। তুহিন পিছন থেকে কুহির চুলের মুঠি ধরে রেখেই যেন ঘরায় চড়ছে সে এমনভাবে আরও ১০ মিনিট চুদে নিজের বাড়ার প্রসাদ কুহির গুদের ভিতরে দান করলো। বাড়া টেনে বের করে কুহিকে গুদের মুখ চেপে ধরতে বলে ওয়ারড্রোবের ভিতর থেকে একটা রুমাল বের করে নিয়ে কুহির গুদে ঢুকিয়ে দিলো তুহিন, তবে রুমাল গুজে দেয়ার আগে নিজের মোবাইলে কুহির সদ্য চোদা খাওয়া গুদের ভিতর থেকে ফ্যানা বেরিয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থার বেশ কিছু ছবি তুলে নিলো। আর কুহিকে সাবধান করে দিলো যেন সে যাওয়ার আগে গুটা ওখান থেকে বের না করে আর বাথরুমে ও না যায়। কুহি বিনা লড়াইয়ে তুহিনের সব কথা মেনে নিয়ে চিত হয়ে গুয়ে পরলো অশেষ ক্লান্তিতে। ওর চোখ মুখ এখন ও ফোলা ফোলা, মুখের চারদিকে লালার দাগ, চোখের কাছে পানির দাগ, গলার কাছে ও যেন ফুলে আছে মনে হলো, কারণ তুহিন বেশ জোরে জোরেই কুহির গলার ভিতরে ওর বাড়া চালনা করেছিলো। তুহিন চট করে বিছানায় উঠে কুহির মাথার কাছে বসে নিজের বাড়া রেখে দিলো কুহির মুখের উপরে। কুহি বুঝতে পারলো যে ওটাকে চুষে পরিষ্কার করে দেয়ার জন্যেই তুহিন ওটা ওর মুখের উপর ঝুলিয়ে রেখেছে। কুহি নিজের জিভ আর ঠোঁট দিয়ে চুষে বাড়ার গায়ে লেগে থাকা তুহিনের বীর্যের ছিটেফোঁটা গিলে নিলো।

তুহিন কুহিকে দিয়ে বাড়া পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে "আমি জিসানের কাছে যাচ্ছি বলে" নিজের খোলা শার্ট হাতে নিয়ে বাড়াকে প্যান্টের ভিতর ঢুকিয়ে যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে করে দরজা খুলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। তুহিন দরজা খোলার সাথে সাথে কুহির ও যেন চেতনা এলো যে সে এখন ও নেংটে হয়ে শুয়ে আছে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ওর টপস টা পড়ে নিলো আর শর্টস ও পড়ে নিলো। তারপর আবার বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো। তুহিন উপরে গিয়ে জিসানকে জোরে ডাক দিয়ে ওর ঘুম ভাঙিয়ে নিচে আসতে বলে নিজে আবার ও নিচে নেমে ড্রয়িং রুমে এসে সোফার উপর হাত পা ছড়িয়ে বসে গেলো।

হঠাৎ করে তুহিনের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে জিসান বেশ দ্রুত বেগে রুম থেকে বেরিয়ে এলো, আর দোতলার কাছে এসে কি মনে করে ওর আমুর রুমের দিকে গিয়ে দরজা খোলা দেখে উকি মেরে দেখতে চাইলো যে ওর আমু কি ঘুমিয়ে আছে নাকি জেগে আছে? "আমু, তুমি ঘুমিয়েছো?"-দরজার কাছ থেকেই জিসান জানতে চাইলো। "না বাবা...ঘুমাইনি...তুহিন এসেছে, তুই নিচে যা, আমি আসছি একটু পরে।"- বলে কুহি বিছানার উপর সোজা হয়ে বসলো। জিসান চলে না গিয়ে কিছুটা অবাক চোখে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ওর মা এর দিকে তাকিয়ে রইলো, বিছানার চাদর অবিন্যস্ত সেটা হয়ত কুহি শুয়ে ছিলো, সেজন্যে হতে পারে, কিন্তু ওর মার চোখ মুখ ফোলা ফোলা, মুখের চারপাশে লালা লেগে রয়েছে, চুল উসকো খুসকো, সামনের দিকে কিছু চুল কপালের উপর লেগে আছে, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওর আমুর চোখের কাজল লেপটে চোখের পানির কারণে দু পাশে ছড়িয়ে গেছে। জিসানের চিন্তা হলো যে তুহিন ভাইয়াকে দরজা নিশ্চয় আমু খুলে দিয়েছে, তাহলে আমুর চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন? "আমু, তুমি ঠিক আছো তো?"-বেশ উদ্বিগ্ন গলায় জিসান জানতে চাইলো। কুহি বেশ রেগে যাচ্ছিলো এই কারণে যে জিসানকে নিচে যেতে বলার পর ও ও চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, আর এখন ও দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। "আমি ঠিক আছি...তুই নিচে যা এখন...তুহিন একা বসে আছে না?"-কুহি বেশ জোর দিয়ে কিছুটা রাগী গলায় বললো। জিসান ওর মাকে কোন কারণ ছাড়াই রেগে যেতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো, কিন্তু আর দেরি না করে নিচে ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলো।

নিচে সোফার উপরে দু হাত দু দিকে ছড়িয়ে দিয়ে তুহিন দু পা ফাঁক করে বসে আছে, ওর গায়ে কোন শার্ট নেই, গুটা পাশে রেখে দেয়া। তুহিন সারা শরীরে ঘাম লেগে আছে আর প্যান্টের চেইন ও খোলা, দু পা ছড়িয়ে বসে থাকার কারণে। জিসান এসে তুহিনের উল্টো দিকের সোফায় বসলো। "ভাইয়া, তুমি এই সময়ে? তোমার শার্ট খোলা কেন?"-জিসান জানতে চাইছিলো তুহিনের আসার উদ্দেশ্য।

"তোকে বলি নি, না? তোদের বাসার পাশে যে ফটোগ্রাফি শেখানোর একটা অফিস আছে না, আমি তো ওখানে ভর্তি হয়েছি...তাই এখন থেকে প্রতিদিন তোদেরকে জ্বালাবো...তুই এই সময় ঘুমুচ্ছিলি কেন? তোকে কতগুলি ডাক দেয়ার পর তুই উঠেছিস জানিনা?"-তুহিন বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলতে লাগলো, "আসতে আসতে গরমে অস্থির হয়ে গেছি, তাই শার্ট খুলে ফেলেছি...ভালো করেছি না?"

তোর জন্যে হাত মারার জিনিস এনেছি, ছোট ভাই...কাল কবার হাত মারলি ওগুলি দিয়ে?" তুহিন নিজে বিব্রত না হয়ে জিসানকে বিব্রত করার জন্যে ইচ্ছা করেই ওকে Tease করতে লাগলো। জিসানের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো নতুন কিছু পাবার লোভে। জিসান চট করে উঠে তুহিনের পাশে গিয়ে বসলো।

"আস্তে বলো, ভাইয়া। আমু শুনে ফেলবে। আজ কি এনেছো, দেখাও না?"-জিসান যেন ওর লোভকে সামলাতে পারছে না। "এই দেখো আমার ছোট ভাইয়া"-বলে তুহিন ওর ফোন বের করে জিসানকে ওর আমুর একটু আগের ছবিগুলি দেখাতে লাগলো। জিসান গভীর আগ্রহ নিয়ে ছবিগুলি নিয়ে দেখতে লাগলো, "উফঃ ভাইয়া...তুমি কিভাবে পেলে উনাকে...আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না...তুমি কি উনার সাথে প্রতিদিন সেন্স করো নাকি?"

"আজ করেছি...উনার বাসা ও তোদের বাসার কাছেই। এক কাট ধুনে তারপর তোদের বাসায় আসলাম"-তুহিন বেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো।

"ওয়াও...আমাদের বাসার কাছে!...ওমমম...তুমি যে উনার সাথে এসব করলে উনার ঘরে কেও ছিলো না?"-জিসান যেন ওর কৌতূহল মিটাতে পারছে না।

"উনার ছেলে ঘুমো ছিলো, আমি বেডরুমে ঢুকে একটা রামচৌদন দিয়ে তবেই আসলাম...বললি না যে কাল ওই রুমাল আর প্যানটি কি করেছিল? ওগুলি দে আমাকে"-তুহিন যেন সব সত্যি কথাই বলছে আমার ছেলেকে।

জিসান বললো, "ভাইয়া, ওগুলি যে তুমি আবার নিয়ে যাবে, আমি বুঝতে পারি নি...রাতে আমি একবার খেঁচে ওগুলির উপর মাল ফেলেছি, আর আজ দুপুরে খাওয়ার পরে আবার ও ওগুলির উপরে মাল ফেলেছি...আমি কাল তোমাকে ওগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপর দেবো, ঠিক আছে?"

"না, ঠিক নাই...এখনই নিয়ে আয় ওগুলি, উনাকে ওগুলি ফেরত দিতে হবে?"-তুহিন তাড়া দিলো জিসানকে।

জিসান আর কথা না বলে উপরে চলে গেলো ওগুলি আনতে। এদিকে কুহি উঠে কিছুটা ভদ্র পরিপাটি হয়ে নিচে নেমে সোজা রান্নাঘরে চলে গেলো। চুলায় চা বসিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে ভাবতে লাগলো আজ তো সে জিসানের কাছে ধরা পরেই যাচ্ছিলো, বৃদ্ধি করে ওকে ধমক দিয়ে নিচে না পাঠিয়ে দিলে জিসান হয়ত ওকে আরও কিছু জিজ্ঞেস করতো। এভাবে জিসানকে লুকিয়ে লুকিয়ে তুহিনের কাছে শরীরের সুখ নিতে কুহির কাছে একটা রোমাঞ্চকর অভিযানের নায়িকার মত নিজেকে মনে হচ্ছিলো, কুহি যেন ভিতরে ভিতরে আরও বেশি রোমাঞ্চের জন্যে নিজেকে মনে মনে তৈরি করে নিলো।

জিসান ওর আমুর রুমাল আর প্যানটি একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে ঢুকিয়ে নিচে আসলো। তুহিন খুলে দেখে নিলো যে প্যাকেটের ভিতর ওগুলি দল্যামোচা করে রাখা। তুহিন ওই প্যাকেট নিজের পাশে রেখে দিলো। "তোর আমু উঠেছে...বল তো আমাদেরকে চা দিতে..."-বলে তুহিন যেন কিছুটা হুকুমের সুরে বললো।

জিসান তুহিনের কথা বলার ভঙ্গিটা খেয়াল করলো, তবে কোন কিছু না বলে চুপ করে উঠে রান্নাঘরের দিকে গেলো। রান্নাঘরে কুহি দেয়ালে হেলান দিয়ে চায়ের পাতিলের দিকে তাকিয়ে আছে। জিসান দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে বললো, "আমু, আমাদের জন্যে কি চা বানিয়েছো? ভাইয়া, চা চাইছে..."।

"বানাচ্ছি...কিন্তু কোন নাস্তা তো নেই, তুই একটু সামনের দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে আসবি?"-কুহি জানতে চাইলো।

"টাকা দাও, নিয়ে আসছি?"-জিসান বললো।

"আমার রুমে যা, আমার ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারে টাকা আছে, নিয়ে হালকা কিছু, এই কয়েকটা পেটিস আর তোর আর তুহিনের জন্যে পেন্ড্রি কেব নিয়ে আয়।"-কুহি ছেলেকে বলে দিলো।

জিসান আমাদের বেডরুমে এসে ঢুকলো। ড্রয়ার থেকে টাকা নিয়ে জিসান বের হয়ে যাবে এমন মুহুর্তে ও খেমে গেলো, সড়ে বিছানার কাছে গিয়ে দেখতে পেলো বিছানার উপর কি যেন ভেজা ভেজা দেখা যাচ্ছে। জিসান একদম কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে নিজের নাক লাগিয়ে শঁকে দেখতে লাগলো ওগুলি किसের দাগ। নাকে স্নান লাগার পরে ওর মনে কোন সন্দেহই রইলো না যে এগুলি মেয়েদের গুদের যৌন রস বা এমন কিছু। জিসান আবার ও ওই জায়গার স্নান নিয়ে চুপ করে বেরিয়ে গেলো। জিসান হয়ত ভেবে নিলো যে ওর মা শুয়ে শুয়ে নিজের গুদে আঙ্গুল ঢুকিয়ে মাস্টারবেট করছিলো। কিন্তু আমার ছেলে জানে না যে, কিছুক্ষণ আগে এই জায়গার উপরেই ওর আমুকে ওর ভাইয়া রামখোলাই দিয়েছে, যেটা শুধু আমি জানি।

জিসানকে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে তুহিন উঠে সোজা রান্নাঘরে চলে গেলো, রান্নাঘরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের কিছুটা নেতানো বাড়াকে প্যান্টের চেইনের ফাঁক দিয়ে বের করে নিজের হাতের একটা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে কুহিকে ডাকলো, "এই যে জিসানের নষ্ট মামনি, আমার বাড়াকে চুষে দাঁড় করিয়ে দাও"। কুহি তুহিনকে রান্নাঘরের দরজায় দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো যে তুহিন আবার না জানি কি দুষ্টমি করে, এখন ওর মুখ থেকে খারাপ কথা শুনে কুহি যেন লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললো, কিন্তু তুহিনের ডাক উপেক্ষা করা বা বাঁধা দেয়ার কোন শক্তিই যেন নেই কুহির শরীরে ও মনে। কুহি মন্ত্রমুগ্ধের মত তুহিনের কাছে আসলো। তুহিন ওর একটা আঙ্গুল নিচের দিকে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলো ওর সামনে হাঁটু পৌঁড়ে বসার জন্যে। কুহি রান্নাঘরের মেঝেতে হাঁটু পৌঁড়ে বসে এক হাতে তুহিনের বাড়া ধরলো, "জিসান চলে আসবে এখনই, তুহিন"-খুব ছোট করে কুহি বললো যেন এর চেয়ে বেশি প্রতিবাদ করার কোন শক্তি বা ইচ্ছা ওর ভিতরে নেই।

"এতো তাড়াতাড়া না!...কমপক্ষে ১০ মিনিট তো লাগবেই...সেই সময়টুকু আমি নষ্ট করবো কেন?"-তুহিন যেন খুব জরুরী কোন কাজে ব্যস্ত এমন ভঙ্গিতে বললো, "আর আমি জানি, আমার নোংরা খালামনিটা আমার বাড়া মুখে নেয়ার জন্যে এতটুকু সময় ও নষ্ট হতে দিতে চায় না, তাই না?...সে জন্যেই তো আমি ওই রুম থেকে এখানে এসেছি তোমাকে সাহায্য করার জন্যে...এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত কাজে লেগে যাও তো"-তুহিন তাড়া দিলো কুহিকে।

কুহি সময় নষ্ট না করে দু হাতে তুহিনের বাড়া মুখে ঢুকিয়ে নিয়ে ওর ঠোঁট আর জিভের জাদু চালাতে লাগলো। খুব দ্রুতই তুহিনের বাড়া পুরো ঠাঠিয়ে গেল। এবার কুহি ওটাকে নিজের গলার ভিতরে ঢুকাতে আর বের করতে করতে তুহিনকে একটা অনন্য অসাধারণ ব্লাগজব দিতে শুরু করলো। তুহিন আবার ও কুহির চুল মুঠি করে ধরে নিজের কোমর এগিয়ে পিছিয়ে ঠাপ দিতে লাগলো কুহির মুখের ভিতর। কুহির চোখ আবার ও যেন ঠিকরে বেরিয়ে যেতে লাগলো আর ওর মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া লালায় ওর থুঁতনি ভিজে গিয়ে নিচে ওর বুকের উপর পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা করে।

"আহঃ...জিসানের নোংরা আমার মুখটাকে চুদতে খুব মজা...আর জিসানের আমু ও আমার বাড়া মুখে নিয়ে খুব সুখ পায়, তাই না? জিসানের আমু?"-তুহিন জনে বার বার করে কুহিকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো যে ও এখন জিসানের আমুকে মুখচোদা করছে, "জিসানের বাড়াচোষানি আমু...কি সুন্দর করে কত একাগ্রতার সাথে বাড়া চোষে...ভালো করে চুষে দাও, জিসানের আমু...তুমি আমার বাড়াকে খুব পছন্দ করো, তাই না?"

"হে রে অসভ্য ছেলে, আমি তোমার মোটা বাড়াটাকে খুব পছন্দ করি, আর তোমার বাড়াকে সব সময় আমার মুখের ভিতর রাখতে চাই"-কুহি এক ঝটকায় মুখ থেকে বাড়া বের করে তুহিনের চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেই নিজের মুখে আবার ও তুহিনের মোটা বাড়াটাকে ঢুকিয়ে নিলো, যেন সে যা মুখে বলেছে, সেটাই যে সে অন্তরে ধারণ করে, এটা যেন তুহিনের কাছে প্রমাণিত হয়।

"আহঃ...জিসানের দুষ্ট মামনিকে চুদে অনেক সুখ...ওমমম..."-তুহিন যেন সুখের আকাশে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু এই সুখ বেশি দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হলো না কারণ মেইন দরজা খলার আওয়াজ পাওয়া গেলো। তুহিন ওর খালামনিকে সরিয়ে দিয়ে নিজের প্যান্টের একটা বোতাম খুলে বহু কষ্টে ঠাঠানো বাড়াকে ভিতরে ঢুকিয়ে প্যান্ট উপরে উঠালো, আর কুহি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তুহিনের দিকে পিছন দিয়ে চুলার সামনে গিয়ে চায়ের পাতিলে চামচ ঢুকিয়ে নাড়তে লাগলো। পিছন থেকে আমার সতী লক্ষ্মী ভদ্র স্ত্রীকে দেখে কে বলবে যে ১০ সেকেন্ড আগেও ওর মুখে তুহিন বাড়া ঢুকিয়ে বসে ছিলো। জিসান ডাইনিং টেবিলের উপর নাস্তা রেখে তুহিনকে ওর দিকে পিছন দিয়ে ওর আমুর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে যেন কিছুটা অবাক হলো। "ভাইয়া, এখানে কি করছো, তুমি?"-জিসান অবাক গলায় জানতে চাইলো।

"তুই তো তোমার আমুকে কোন কাজেই হেল্প করিস না, তাই আমি নিজেই এসেছিলাম আমার লক্ষ্মী খালামনিকাকে একটু হেল্প করতে"-তুহিন জিসানের দিকে না ফিরেই কুহির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো। জিসান ওর আমুর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল যে পিছন থেকে ওর আমুর চুল আবারও এলোমেলো হয়ে আছে, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও সেগুলি পরিপাটি ছিলো। জিসান ভাবতে পারছিলো না, ওর কাছে ওর আমুর আচরণ আর তুহিনের আচরণ দুটোই রহস্যময় লাগছিলো।

"আমার কোন হেল্প লাগবে না, তোরা টেবিলে বস, চা হয়ে গেছে, নিয়ে আসছি"-কুহি ওদের দিকে না ফিরেই জবাব দিলো। জিসান টেবিলের কাছে এসে নাস্তাগুলি প্লেটে সাজাতে লাগলো আর জিসান অন্যদিকে ফিরেছে বুঝতে পেরে তুহিন চট করে ঘুরে টেবিলের একপাশে একটা চেয়ার টেনে বসে গেলো। তুহিন টেবিলে এমনভাবে বসলো যেন ওর বাড়া টেবিলের ক্রুথের নিচে ঢেকে যায় আর জিসান সেটা বুঝতে না পারে, কারণ প্যান্টে ঢুকানোর পরে ও তুহিনের বাড়া ভীষণভাবে ফুলে ঠিক যেন একটা কাঠের টুকরা তুহিন ওর প্যান্টের ভিতর ঢুকিয়ে রেখেছে, এমন দেখা যাচ্ছিলো। জিসান নাস্তা সাজিয়ে ঠিক তুহিনের ডান পাশের চেয়ারে বসতে গেলে তুহিন বললো, "তুই ও পাশে বস, খালামনি আমার পাশে বসবে"। জিসান বুঝতে পারছিলো না যে ওর আমুকে তুহিনের পাশের চেয়ারেই বসতে হবে কেন? কিন্তু যেহেতু তুহিন ওকে আজ দুদিন ধরে বেশ কিছু ব্যক্তিগত ছবি দেখতে দিয়েছে, তাই তুহিনকে না রাগানোর জন্যেই জিসান কোন প্রতিবাদ না করে অন্য পাশে গিয়ে বসলো। তুহিন আর জিসান নাস্তা খেতে শুরু করলো। এদিকে কুহি রান্নাঘরে ঝোলানো তাওয়ালে নিজের মুখ মুছে চা নিয়ে ওদের কাছে আসলো। "খালামনি, তুমি আমার পাশে বস"- না কোন অনুরোধের সুরে নয়, ঠিক যেন আদেশের সুরে কথাটা বের হলো তুহিনের মুখ দিয়ে। কুহি চুপ করে ওর পাশে এসে বসলো। সবাই মিলে নানা কথা বলতে বলতে খেতে লাগলো।

কুহি বসার পর পরই তুহিন কুহির বাম হাত টেনে নিয়ে নিজের বাড়া উপর রাখলো। কুহি ওর মুখে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে প্যান্টের উপর দিয়ে তুহিনের বাড়া টিপতে টিপতে ডান হাতে খেতে লাগলো। জিসানের সাথে তুহিন কথা বলছিলো কেবে থেকে ক্লাস শুরু হবে ওর, আর কোন টিচার কেমন পরায় এসব নিয়ে। জিসানের খাওয়া শেষ হওয়ার পরে ও উঠে যাচ্ছিলো দেখে কুহি হাত সরিয়ে নিচ্ছিলো, কিন্তু তুহিন কুহির হাত জোর করে নিজের বাড়ার উপর ধরে রাখলো। তুহিন বেশ আন্তে আন্তে খাচ্ছিলো, জিসান খাওয়া শেষ করে "আমি টিভি দেখতে যাচ্ছি, ভাইয়া তোমার মোবাইলটা দিবা?"-বলে তুহিনের দিকে হাত বাড়ালো। তুহিন পকেট থেকে ফোন বের করে লক খুলে কুহির ছবির এ্যালবাম বের করে ফোনটা জিসানের হাতে দিয়ে দিলো। জিসান সন্তুষ্ট চিন্তে ছবি দেখতে দেখতে ড্রয়িংরুমের দিকে চলে গেলো। জিসান চলে যাওয়ার পরে তুহিন কুহিকে বললো, "খালামনি...তোমার বোকা ছেলেটা এখন ওর মায়ের গুদের ছবির দেখছে আর তুমি আমার বার চুষে একটু আগের অসমাপ্ত কাজটা শেষ করার কাজটা শুরু করে দাও"-এই বলে কুহিকে ঠেলে ডাইনিং টেবিলের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের বাড়াকে প্যান্টের ভিতর থেকে বের করে দিলো। কুহি জানে এই খেলায় যত রিস্ক নিবে ততই খেলার মজা বাড়বে, তাই সে বাধ্য মেয়ের মত টেবিলের নিচে বসে তুহিনের বাড়া চুষতে লাগলো, যেখান থেকে মাত্র ১০ হাত দূরে ওর নিজের ছেলে বসে বসে তুহিনের মোবাইল থেকে ওর নিজের গুদ আর পোঁদের ছবি দেখছিলো।

কুহি ওর জিভ আর ঠোঁটের জাদু কাজে লাগিয়ে আর এক হাতে তুহিনের বিচির থলি টিপতে টিপতে চেপ্টা করে যাচ্ছিলো যেন যত তাড়াতাড়ি তুহিনের বাড়ার মাল বের করে নেয়া যায় ততই তাড়াতাড়ি সে এর থেকে মুক্তি পাবে। তুহিন নিজের হাত মুখে চাপা দিয়ে ওর খালামনির মুখের জাদু উপভোগ করতে লাগলো। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে তুহিন চেয়ার পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুহির চুলের মুঠি ধরে এক হাতে নিজের বাড়া খিঁচে কুহির হ্যাঁ করা মুখের ভিতর এক গাদা ফ্যাদা ঢেলে দিলো। "গিলবে না...এক ফোঁটা ও গিলবে না"- বলে সতর্ক করে দিয়ে নিজের বাড়াকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তুহিন শেষ ফোঁটা টুকু ও কুহির মুখে ঢেলে দিলো। কুহি চুপ করে হ্যাঁ করা মুখে ফ্যাদা ভর্তি করিয়ে নিয়ে ওভাবেই হাঁটু ভাজ করে বসে রইলো। তুহিন নিজের বাড়া প্যান্টের ভিতর ঢুকিয়ে আদেশ দিলো, "পুরোটা গিলবে না, কিছুটা ফ্যাদা মুখে রেখে দাও, বাকিটা গিলে ফেলো"-তুহিন আদেশ শুনে কুহি একটা দোঁক গিলে ফেললো, কিন্তু সামান্য কিছু ছাড়া প্রায় ৯৫% ফ্যাদাই ঢুকে গেছে কুহির পেটের ভিতরে।

"নষ্টা খালামনি আমার...ফ্যাদা পেলে আর না গিলে থাকতে পারে না..."-তুহিন কুহির চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললো, "এখন তোমার ছেলেকে পাঠাচ্ছি তোমার কাছে, ওকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু দিতে দিতে ওর মুখে তোমার থুথুর সাথে আমার অবশিষ্ট ফ্যাদাগুলি ঠেলে ওর মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে সেগুলি গিলাবা...বুঝতে পারছো?"-তুহিন কড়া চোখে কুহির দিকে তাকিয়ে আদেশ দিয়ে কুহির উত্তরের অপেক্ষা না করে ড্রয়িং রুমের দিকে চলে গেলো। কুহি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো, লজ্জার সাথে সাথে প্রচণ্ড রকম উত্তেজনা ও ওর ভিতরে কাজ করেছিলো, সেটা আমি বুঝতে পারলাম। কিভাবে সে নিজের মুখ থেকে নিজের ছেলেকে তুহিনের ফ্যাদা খাওয়াবে, সেটা কুহি ভেবেই পাচ্ছিলো না। তুহিন সোফায় বসে জিসানের হাত থেকে মোবাইলটা যেন এক রকম কেঁড়েই নিলো। "তোকে তোমার আমু ডাকছে, যা"-বলে টিভির রিমোট হাতে নিয়ে চ্যানেল পালটিয়ে দেখতে লাগলো।

জিসান উঠে ডাইনিং রুমে ঢুকে ওর আম্মুকে না পেয়ে রান্নাঘরের দিকে গেলো। ওর আম্মু ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো। জিসান ওর আম্মুর কাছে যেয়ে কুহির কাঁধে হাত রেখে বললো, "আম্মু, তুমি ডেকেছো আম্মাকে?" কুহি ওর দিকে ঘুরে সাথে সাথেই নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো ওর দুই ঠোঁটে জিসানকে দুই হাতে সজোরে জড়িয়ে ধরে। নিজের ছেলের সাথে এভাবে আচমকা রান্নাঘরের ভিতরে চুমচুমি করতে গিয়ে কুহি নিজে ও যেমন উত্তেজিত, তেমনি জিসান ও খুব উত্তেজিত হয়ে ওর আম্মুর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের জিত ঢুকিয়ে দিলো কুহির মুখে। জিতে একটা অন্য রকম স্বাদ পেয়ে জিসান হঠাৎ করে যেন একটু স্থির হয়ে গেলো, কিন্তু কুহি নিজের মুখের ভিতর থেকে থুথু আর তুহিনের কিছুটা মাল ধীরে ধীরে জিসানের মুখে ঠেলে দিতে লাগলো। জিসান বুঝতে পারছিলো না যে, ওর আম্মুর মুখে কিসের স্বাদ আর স্বাদতাই বা এমন লাগছে কেন? কিন্তু ওর আম্মু যেভাবে ওকে আচমকা চুমু খাচ্ছিলো, সেটা ওর উত্তেজনাকে বাড়িয়ে দেয়াতে, সে ওই অন্যরকম স্বাদকে উপেক্ষা করে ওর আম্মুর মুখ থেকে লালসা সহ ফ্যাদা চুষে খেয়ে নিতে লাগলো। এদিকে তুহিন ধীরে ধীরে পায়ের হেঁটে রান্নাঘরের দিকে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো কুহির নোংরা কার্যকলাপ। প্রায় ৩/৪ মিনিট ধরে কুহি চুমু খেয়ে যাচ্ছিলো জিসানকে, জিসান ওর দু হাত কুহির পিছনে নিয়ে ওর পাছার নরম মাংসগুলি টিপে টিপে দিতে লাগলো। প্রায় ৫ মিনিট পরে কুহি যখন ওর মুখ জিসানের কাছ থেকে সরিয়ে নিলো, তখন ব্যাখ্যা দেবার ভঙ্গীতে কুহি বললো, "তখন তোকে বকা দিয়েছিলাম দেখে রাগ করেছিল, সে জন্যে তোকে এখন ঘুষ দিলাম...আমার সোনা ছেলে...মায়ের উপর রাগ করিস না"-কুহি জিসানের কপালে আরেকটি চুমু খেয়ে বললো। জিসান যেন কিছুটা হতবিহবল হয়ে গেলো ওর আম্মুর একন আগ্রাসী চুমুর কারণে। তখন কুহি একটু জোরে জিসানের সাথে কথা বলেছে, কিন্তু সেটা তো বকা নয়, যাই হোক এটা নিয়ে কথা বলে ওর আম্মুর মুদ নষ্ট করার মত বোকা জিসান নয়। তাই সে ও ওর আম্মুর কপালে একটা চুমু দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

জিসান অবাক হয়ে গেলো তুহিনকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। "হ্যাঁ...আমি দেখছিলাম...মা...ছেলের প্রেম...কিন্তু সব প্রেম কি নিজের ছেলের জন্যেই...বোনের ছেলের জন্যে কিছু নেই?"- তুহিন যেন ব্যাখ্যা দিলো আর সাথে কিছুটা Tease করে নিলো কুহি আর জিসান উভয়কে। জিসান কথা না বলে ওখান থেকে বেরিয়ে গেল। "আয়...তুই ও আদর নিয়ে যা..."- বলে কুহি একটা মিষ্টি হাঁসি দিয়ে ওর দু হাত বাড়িয়ে দিলো।

তুহিন এগিয়ে এসে কুহিকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে একটা চুমু দিয়ে বললো, "ওহঃ খালামনি...তুমি যে এতো দুষ্ট আর নোংরা হতে পারো, আমি ভাবতেই পারছি না...তুমি সত্যি সত্যি জিসানকে আমার ফ্যাদা খাইয়ে দিলে! ওয়াও...ওয়াও...তবে আমি জানি যে আরও অনেক বেশি খারাপ কাজ করতে পারো আমার জন্যে...তাই না"-তুহিন কুহির একটা মাই এক হাতের মুঠোয় নিয়ে জোরে মুচড়িয়ে ধরে বললো।

"হ্যাঁ...রে সোনা...আমি তোমার জন্যে সব করতে পারি...তুই আমার রাজা বাড়া...আম্মাকে তুই তোমার ইচ্ছেমত ব্যবহার কর...তোমার খালাকে তুই যা খুশি করতে পারিস"-কুহি তুহিনের হাতে ওর মাইয়ের মুচড়ানি উপভোগ করতে করতে একটা আরামের শীৎকার দিয়ে বললো।

"তোমার শরীরের মালিক কে?"-তুহিন একটু কড়া গলায় কুহির কাছে জানতে চাইলো।

"তুই রে সোনা...আমার গুদের, পোঁদের, সব কিছু মালিক তো তুই!"-কুহি তুহিনের ঠোঁটে একটা চুমু দিয়ে জবাব দিলো।

"তোমার ছেলেকে এই মুহূর্তে আমার সামনে ডেকে এটা বলতে পারবে?"-তুহিন গলা নরম করে বললো।

"হ্যাঁ...পারবো...তুই আম্মাকে আদেশ দিলে পারবো...তুই কি চাস আমি ওকে এখনই ডেকে একথা বলি..."-কুহি তুহিনের চোখে চোখ রেখে জানতে চাইলো। আমি বুঝতে পারলাম কুহি মানসিকভাবে ও পুরো তৈরি তুহিনের খুশির জন্যে যে কোন কিছু করতে, কিন্তু আমি মনে মনে প্রমোদ গুনলাম এই ভেবে যে তুহিন যদি হ্যাঁ বলে দেয়, তাহলে কুহি এই মুহূর্তেই হয়ত একটা বড় রকমের কেলেকারি ঘটনায় ফেলবে। কিন্তু আমার ভয়কে এই বারের মত অভয় ডান করে তুহিন একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, "না...আজ নয়...অন্য কোন দিন...ঠিক আছে?"-একটা চুমু দিয়ে তুহিন বললো। এতক্ষন কুহি নিঃশ্বাস বন্ধ করে তুহিনের উত্তরের অপেক্ষা করছিলো, কারণ তুহিন হ্যাঁ বললে ওকে জিসানকে ডেকে এই কথা বলে দিতে হবে এটা ভেবে ওর গুদে যেন ক্রমাগত স্পন্দন হচ্ছিলো কিন্তু তুহিনের মুখ থেকে জবাব শুনে ও সস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

তুহিন কুহিকে ছেড়ে দিয়ে ড্রয়িংরুমে গিয়ে সোফার উপর থেকে জিসানের দেয়া ব্যাগটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে আবার রান্নাঘরে এলো, তারপর পকেট থেকে ওটা বের করে কুহির হাতে দিয়ে বললো, "নাও...তোমার গতকালের কাপড়...তোমার ছেলে রাতে একবার আর আজ দুপুরে একবার তোমার প্যানটিতে মাল ফেলেছে...ওগুলি ভালো করে পরিষ্কার করে আবার হাতের কাছেই রেখে দিও...কাল হয়ত আবার কাজে লাগবে..."-তুহিন একটা শয়তানি হাঁসি দিয়ে বললো, "একটু আগে যে তোমার গুদে একটা রুমাল ঢুকিয়েছিলাম, সেটা আছে এখনও, নাকি বের করে ফেলেছো?"

"না...বের করি নি তো...তুই না বললি ওটা ঢুকিয়ে রেখে দিতে..."-কুহি নিজের হাতে ছেলের মালে ভরা নিজের প্যানটি আর রুমাল নিলো তুহিনের হাত থেকে।

"ওটা বের করে আম্মাকে দাও...তোমার ছেলেকে উপহার দিয়ে যাই...তোমার ছেলে আজ রাতে আবার এটাতে মাল ফেলবে"-তুহিনের ঠোঁটের কোনে একটা ক্রুর হাঁসি। কুহির চোখের কোনে যেন কোন রকম লজ্জা বা ঘৃণার কোন লক্ষন নেই। সে নিজের স্কারত উপর উঠিয়ে ফ্লোরের উপর পেশাব করার ভঙ্গীতে বসে গুদ থেকে ফ্যাদা ভরা রুমাল বের করে তুহিনের হাতে দিলো। তুহিন সেটা দলা করে আবার ও ওই প্লাস্টিকের প্যাকেটে ঢুকিয়ে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিলো। "কাল কখন আসবো?"-তুহিন জানতে চাইলো।

"তুই যখন সময় পাবি চলে আশিস...আমি অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে...এখন চলে যাবি?"-কুহি কিছুটা লজ্জিত হয়ে বললো। আজ সারাদিনের মধ্যে এখন আমি কুহির মুখে কিছুটা লজ্জার ছায়া দেখতে পেলাম, যখন সে মনে মনে ওর প্রেমিকের আসার প্রহর গুনবে বলছিলো।

"হ্যাঁ...এখন তো যেতে হবে...তোমাকে আজ চোদার সময় যে চুল ধরে ব্যথা দিয়েছি, সে জন্যে আমার উপর রাগ করো নাই তো, খালামনি?"-তুহিন কিছুটা উৎকণ্ঠার সাথে জানতে চাইলো।

"না রে বোকা ছেলে...এগুলিতে আমি আরও বেশি সুখ পাই...চোদার সময় ব্যথা দিলে আমার উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়..."-কুহি তুহিনের কপালে একটা চুমু দিয়ে ওকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললো, "তুই বুঝতে পারিস না? বোকা ছেলে...একবারই তো বলেছি তুই আমাকে নিয়ে তোর যা ইচ্ছে সব করতে পারবি...আমি এতটুকু ও রাগ করবো না তোর উপর...তুই যদি আমাকে পিটাতে বা মারতে চাস, তাও করতে পারিস...আমাকে গালাগালি করতে চাইলে করবি...তুই যে আমার সোনা...আমার কলিজা!...আমি কি তোর উপর এতটুকু ও রাগ করতে পারি?"-কুহি পরম মমতায় তুহিনকে বললো।

তুহিন কুহির ঠোঁটে আরেকটা চুমু দিয়ে বললো, "ঠিক আছে আমার নোংরা খালামনি, কাল তাহলে একটা ভালো রকমের মার খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত থেকে...এখন আমি গেলাম"-তুহিন এই বলে ওখানে থেকে বেরিয়ে গেলো। কুহি রান্নাঘরেই দাঁড়িয়ে তুহিনের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি বুঝতে পারছিলাম যে কুহি এক মুহূর্তের জন্যে ও তুহিনকে ওর চোখের আড়াল করতে চাইছিলো না।

তুহিন সোফার কাছে এসে ওর খোলা শার্ট পরে নিতে শুরু করলো, জিসান জানতে চাইলো, "ভাইয়া, এখনই চলে যাবে?"

"হ্যাঁ...রে...ক্রাসের দেরি হয়ে গেছে...কাল আসবো"-এই বলে শার্ট পরে ওর ব্যাগ নিয়ে রেডি হয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে ও আবার থেমে গেলো, "ওহঃ তোর জন্যে এটা এনেছিলাম"-বলে কুহির কাছ থেকে নেয়া একটা আগের ভিজে রুমালটা পকেট থেকে বের করে জিসানের দিকে বাড়িয়ে দিলো, জিসানের চোখ যেন চকচক করে উঠলো। সে লাফ দিয়ে উঠে তুহিনকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে ওর হাত থেকে ওটা নিলো। তুহিন চলে যাওয়ার সাথে সাথে জিসান প্যাকেট খুলে রুমালটা হাতে নিলো, ওটা এখন ও এতো ভিজা কিভাবে আছে, সেটা নিয়ে ওকে কিছুটা চিন্তিত মনে হলো। "ভাইয়া...কখন এসেছে...কিন্তু এটা এখনও ভিজা রয়েছে কিভাবে?"-এই কথাটা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো যে ওর অজান্তেই। তবে এটা নিয়ে বেশি চিন্তা না করে জিসান সোজা ওর রুমের দিকে চলে গেলো। আমি ও অফিস শেষ করে বাসার পথ ধরলাম।

রাতে খাবার টেবিলে জিসানকে খুব চুপচাপ মনে হচ্ছিলো, যদি ও ওর আমু খুব হাসিখুশি ছিলো, বার বার ওর সাথে খুনসুটি করছিলো। খাবার পর আমি কিছুক্ষণ টিভি দেখে উঠে বেডরুমে গেলাম, সেখানে কুহি বেশ আগে থেকেই তৈরি ছিলো, কারণ ও জানে যে আমি ওর সারাদিনের সব কাণ্ড দেখে খুব উত্তেজিত আর কামাতুর হয়ে আছে। আমাকে বঞ্চিত করতে ওর মন সায় দিলো না। কুহিকে খুব উচ্ছল আর প্রাণবন্ত মনে হচ্ছিলো, সেটা যে তুহিনের কড়া চোদন খেয়ে, সেটা তো আমি জানি। আমি গিয়ে ওর শরীরের উপর যেন হামলে পড়লাম, বেশ সময় নিয়ে আমরা দুজন সেক্স বা চোদন নয়, ভালোবাসা বাসি (Love Making) করলাম, তারপর দুজনে ঘুমের দেশে হারিয়ে গেলাম।

পরদিন আমি অফিসে যাওয়ার কিছু পরে আমার মেয়ে আরিবা ফোন করে জিসানকে ওর নানুর বাসায় ডেকে নিয়ে যায়, কারণ আরিবা ওর ভাইকে নিয়ে কিছু কেনাকাটা করতে যাবে। জিসান যাবার সময় ওর আমুকে জড়িয়ে ধরে ভালো করে চুমু খেয়ে পাছা টিপে বলে গেলো যে সে বিকালের আগে ফিরবে না ওর নানুর বাসা থেকে। দুপুরের খাওয়া জিসান ওর নানুর বাসাতেই খাবে। জিসান চলে যাওয়ায় কুহি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো আর কাজের লোকদের তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে চলে যাওয়ার ছকুম দিলো। এদিকে আমি ও তাড়াতাড়ি আমার অফিস থেকে একটা লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম জিসানের রুম ও একটা গোপন ক্যামেরা বসিয়ে দেয়ার জন্যে। জিসান বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই কুহির ফোনে একটা কল আসলো যেটা দেখে কুহি খুব খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ওটা রিসিভ করলো। ওপাশে কে কি বলছে সেটা শোনা তো আমার পক্ষে সম্ভব হলো না, কিন্তু কুহি যা যা বললো, সেটা আপনাদেরকে সুনালেই আপনারা নিজে থেকেই বুঝতে পারবেন যে ওটা কার ফোন ছিলো।

"হ্যাঁ, সোনা বল..."।

"আমি ভালো আছি...তুই ভালো আছিস তো বাবা?"

"শুন...জিসান ওর নানার বাসায় গেছে, বিকালের আগে আসবে না।"

"তুই ক্লাস করবি না?...এখনই আসবি?"

"লক্ষ্মী বাবা... এমন করে না...ক্রাসে না গেলে কিভাবে হবে...সামনে দু মাস পরেই তোর ফাইনাল পরীক্ষা না?...আমি তো আর কোথাও চলে যাচ্ছি না..."

"আচ্ছা... ঠিক আছে...আয়...কিন্তু বাসায় কাজের লোক আছে...মনে রাখিস..."

"কি পরবো?...তুই বল?"

"লাল রঙের ওয়েস্টার্ন কাপড় আছে..."

"আচ্ছা ওটা পরবো..."

"জিসান? ও তো শশা তেমন পছন্দ করে না, গাজর করে, কেন?"

"আছে, গাজর আছে ফ্রিজ..."

"না, অতো মোটা হবে না...বড় সাইজের আছে কিন্তু অতো মোটা হবে না"

"আচ্ছা...ঠিক আছে...ছুলে রাখবো...টুকরো করবো না...কিন্তু ওগুলি দিয়ে কি করবি?"

"বল না...তোর যে কোন কথা শুনে আমার ভয় লাগে...কি যে সব উদ্ভট কাজ করিস!"

"আচ্ছা...আয়...তাড়াতাড়ি...এখন রাখছি...সাবধানে আসিস"

পাঠকগণ বুঝতেই পারছেন তুহিন আসছে কিছুক্ষনের মধ্যে। কুহি ফোন রেখে যেন কাঁপতে লাগলো উত্তেজনা। তুহিন ওকে কি বলেছে সেটা আমরা না জানলে ও, এমন কিছু যে বলেছে, যেটা কুহি কখন ও করে নি, সেটা বুঝতে আমার দেরি হলো না। ঘড়িতে এখন শোয়া ১১ টা। কুহি দৌড়ে নিচে নেমে কাজের মেয়েদের তাড়া দিলো কাজ শেষ করার জন্যে। কুহি ফ্রিজ থেকে দুটো মোটা মোটা বড় বড় গাজর নামিয়ে নিজের হাতে ওগুলির চামড়া ছুলে চকচকে করে রাখলো। তারপর নিজের রুমে গিয়ে ওয়ারড্রব খুলে কাপড় বাছতে লাগলো। একটা খুব ছোট লাল রঙের টপস আর সাথে একটা পাতলা ফিনফিনে সাদা রঙের ব্রা আর একটা চিকন পাতলা প্যানটি বের করে কুহি বিছানার উপর রাখলো। এর মধ্যেই আমার অফিসের লোক এসে জিসানের রুমের একটা ক্যামেরা বসিয়ে দিয়ে চলে আসলো আমার কাছে। আমার ট্যাবে নতুন ক্যামেরার কানেকশন সেট করে দিয়ে ও চলে গেলো।

আধাঘণ্টার মধ্যে কুহি বাথরুম থেকে গোসল সেরে বের হয়ে কাজের মেয়েদের বিদায় দিয়ে দিলো। তারপর ওই ব্রা প্যানটি আর লাল রঙের টপস পরে দুরদুর বুকু তুহিনের আসার অপেক্ষা করতে লাগলো। তুহিন ঠিক ১২:৩০ মিনিটে দরজায় বেল বাজালো। কুহি কাছেই ছিলো, তাই এক দৌড়ে দরজা খুলে তুহিনের বুকু ঝাপিয়ে পড়লো। তুহিন একটা চুমু দিয়ে কুহিকে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরলো। তারপর কুহিকে নিয়ে সোফার উপরে বসলো। "তোমার পছন্দ হয়েছে এই ড্রেসটা?"-কুহি তুহিনের একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ...এটা খুব সুন্দর...তোমার শরীরের সাথে খুব ভালভাবে লেপটে আছে টপসটা...তোমার মাই দুটি যেন আরও বড় হয়ে গেছে মনে হচ্ছে...তুমি কার জন্যে এমন করে সেজেছো, খালামনি?"-তুহিন জানতে চাইলো।

"তোমার জন্যে রে...তোমার জন্যে...তুই যে আমার বাড়া রাজা..."-এই বলে কুহি ওর একটা হাত এগিয়ে নিয়ে প্যান্টের উপর দিয়ে তুহিনের বাড়ার উপর রাখলো।

"হেই...নষ্টা খালামনি আমার...কি করছো, তুমি?"-তুহিন কুহির হাত এক বাটকায় সরিয়ে দিলো ওর বাড়ার উপর থেকে, "বোনের ছেলের বাড়ায় কোন ভালো খালামনি হাত দেয় কখনও? আবার বোনের ছেলেকে দেখানোর জন্যে প্রায় নেংটো একটা পোশাক পরে আছে? ছি...ছি...ছি...তুমি এতো নোংরা কেন?"-তুহিন ওর গলায় খানিকটা রাগ আর উম্মা প্রকাশ করলো যেন। তুহিন কুহির হাত ওর বাড়ার উপর থেকে সরিয়ে দেয়ায় কুহির মুখ লজ্জা লাল হয়ে গেলো যেন।

"আমি তো ভালো না...আমি তোমার খারাপ খালামনি"-এই বলে কুহি আবারও ওর হাত নিয়ে তুহিনের বাড়ার কাপড়ের উপর দিয়ে মুঠি করে ধরতে গেলো। তুহিন আবার ও কুহির হাত সরিয়ে দিলো আর বললো, "নষ্টা খালামনি...আমার বাড়ায় আমার অনুমতি না নিয়ে হাত দেয়ার জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে...চলো উপরে চলো, তোমার বেডরুমে নিয়ে তোমাকে শাস্তি দিবো। যেন আর কখনও আমার কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে আমার বাড়ায় হাত দেয়ার সাহস তোমার না হয়"-কড়া গলায় কথাগুলি বলেই তুহিন ওর খালামনির মাথার পিছনে হাত বাড়িয়ে চুলের গোছা মুঠি করে ধরলো। তারপর যেন অনেকটা টেনে হিচড়ে চুলের মুঠি ধরে কুহিকে টানতে টানতে সোফা থেকে উঠিয়ে সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেলো, দোতলা পর্যন্ত উঠে কি মনে করে বললো, "না...আজ তোমাকে তোমার বেডরুমে না, তোমার ছেলের রুমে নিয়ে শাস্তি দিবো...এতো বড় সাহস...ছেলের বড় ভাইয়ের বাড়ায় হাত দাও তুমি!"-এই বলে আবার সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে গেলো আর সোজা জিসানের রুমের দিকে নিয়ে গেলো কুহিকে ওর চুলের গোছা ধরে টানতে টানতে। আমি মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম এই জন্যে যে জিসানের রুমে একই আগে ক্যামেরা লাগানো হয়েছে, নাহলে তুহিন আমার সুন্দরী রূপবতী লক্ষ্মী স্ত্রীর সাথে কি করবে, সেটা হয়ত আমি জানতেও পারতাম না।

তুহিনের এই হঠাৎ আক্রমণে কুহির শরীরে প্রচণ্ড কামের সঞ্চারণ হলো, সে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলো তুহিনের কাছ থেকে এক মধুর শাস্তি পাওয়ার অপেক্ষায়। তুহিন রুমে ঢুকে ওর খালামনিকে নিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে কুস্তি পজিশনে বসিয়ে দিলো জিসানের রুমের ভিতরে একটা বড় আলমারির একটা বড় আয়না যেটা ফ্লোরের দু ইঞ্চি উপর থেকে প্রায় ৬ ফিট লম্বা ওটার সামনে ফ্লোরের উপর। কুহি হাত আর হাঁটুর উপর ভর করে আয়নার সামনে নিজের দিকে তাকালো। তুহিন এখন ও ওর চুলের গোছা এক হাতে ধরে রেখেছে। "কি শাস্তি দিবি দে আমাকে..."-কুহি আয়নার ভিতর দিয়ে তুহিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, সেই মুখের মধ্যে এতটুকু কষ্ট বা ব্যথা ছিলো না, যা ছিলো সেটা একটা শুদ্ধ কামক্ষুধা আর আকাঙ্ক্ষা। তুহিন কুহির চোখের মুখের এই ভাষা স্পষ্টভাবে পড়তে পারলো।

"কুস্তি, জিসানের মা...তোমার টপস কোমরের উপর উঠিয়ে নে।"-তুহিন যেন কিছুটা হুংকার দিলো। কুহি এক হাত পিছনের বাড়িয়ে লাল রঙের টপসটাকে কোমরের উপর উঠিয়ে দিলো।

"দেখো...আমার নষ্টা খালামনিটা...কেমন পাতলা চিকন একটা প্যানটি পড়ে আছে! ওটা নিচের দিকে নামিয়ে দে"-তুহিন কিছুটা বিক্রপ করে কুহিকে আদেশ দিলো। কুহি আবার ও হাত বাড়িয়ে পড়নের প্যানটিটা টেনে নিচের দিকে নামিয়ে প্রায় হাঁটুর কাছে নিয়ে রাখলো। "আহঃ জিসানের মায়ের পুটকিটা কত বড়...ওয়াও...ওয়াও...আমার আদরের নষ্টা খালামনিটার একটু ও লজ্জা নেই, তাই না...কিভাবে বোনের ছেলের সামনে নিজের পুটকির কাপড় সরিয়ে দিয়ে এতো বড় উঁচু পোঁদটাকে আমার সামনে খুলে দিয়েছে"-তুহিন কুহির পোঁদের নরম মসৃণ দাবনার উপর নিজের একটা হাত ধীরে ধীরে বুলিয়ে বলতে লাগলো। আচমকা তুহিনের এই হাতটা উপরদের দিকে উঠে সজোরে নেমে এলো কুহির একটা দাবনার উপর, সাথে সাথে আহঃ বলে একটা আর্ত চিৎকার এর সাথে সাথে জন্তুর মত গোঙ্গানি বের হলো কুহির মুখ দিয়ে আর আমি দেখলাম কুহির পাছার উপর তুহিনের হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের লাল দাগ।

"কি ব্যথা পেয়েছো, জিসানের আমু...গুদে চুলকানি হচ্ছে না তো"-তুহিন মুখ দিয়ে চু চু শব্দ করে বিক্রপ মাথা গলায় বললো। এক হাতের চুলের মুঠি ধরে রেখেই অন্য হাতটা আবারও উপরে উঠিয়ে সজোরে নামিয়ে আনলো তুহিন কুহির অন্য দাবনার উপরে। কুহির গলা দিয়ে একটা জান্তব ওহঃ শব্দ যেন বের হয়ে গেলো, ওর চোখের দুই কোনা দিয়ে দু ফোঁটা অশ্রুণ রেখা যেন দেখা দিলো।

"দেখ, তোর ছেলের আয়নায় নিজেকে দেখে নে, আমার কুন্ডি খালামনি, দেখ কিভাবে তোকে তোর বোনের ছেলের এখন ঠিক একটা কুন্ডার মত পিটিয়ে পিটিয়ে তোকে চুদবে...ছেলের রুমে বসে নিজের বোনের ছেলেকে দিয়ে পুটকি মারা খাবি নাকি...আমার কুন্ডি খালামনি...আজ তোর ছেলের এই রুমের প্রতিটি ইঞ্চির মধ্যে তুই চোদা খাবি, যেন তোর ছেলে এসে এই রুমে শুধু তোর গুদের আর পোঁদের ড্রান আর আমার বাড়ার সুগন্ধ পায়..."-এগুলি বলতে বলতে তুহিন এবার ছোট ছোট চড়ে কুহির পাছার দুই দাবনার উপর ক্রমাগত ফেলতে লাগলো। প্রথম দুটি চড় তুহিন মেরেছিলো ওর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে, এখন ছোট ছোট আঙ্গুর চড়ে যেন আদর দিয়ে দিয়ে তুহিন খেলতে লাগলো কুহির পোঁদ নিয়ে।

"আমার আদরের কুন্ডি খালা...আমার গুদমাড়ানি খালা...আমার বাড়াচোষানি খালা...আহঃ...আমার আদরের খানকী খালা তুমি...বলো খালামনি?...তুমি আমার আদরের খানকী খালা?"-তুহিন যেন আবেগি গলায় জানতে চাইলো কুহির কাছ থেকে।

"হ্যাঁ রে...আমার রাজা বাড়া, সোনা ছেলে...আমি তোর আদরের খানকী খালা...আমি তোর আদরের কুন্ডি খালা..."-কুহি যেন তুহিনের আদর মাখা কথায় আর পোঁদের উপর ওর সুখ থাপ্পড় খেয়ে প্রচণ্ড উত্তেজনার চোটে গুপ্তিয়ে উঠলো। "আরে...থাপ্পড় খেয়ে দেখি আমার কুন্ডি খালামনিটা মুতে দিয়েছে?"-তুহিনের চোখ পড়লো কুহির গুদের ভেজা ঠোঁট দুটির উপর, যেগুলি দিয়ে ক্রমাগত রস বেরিয়ে কুহির গুদের বাইরের অংশের ঠোঁট ও কিছুটা ভিজিয়ে ফেলেছে। তুহিন ওর থাপ্পড় দেয়া হাতের দুটি আঙ্গুল চড়চড় করে চুকিয়ে দিলো কুহির নরম গরম ভেজা গুদের ফাঁকে। আচমকা গুদের ভিতর তুহিনের দুটো আঙ্গুল ঢুকাতে এতক্ষন ধরে তিরতির করে কাঁপতে থাকা কুহির গুদের শূন্যস্থান যেন এতক্ষনে পূরণ হলো, কুহির মুখ দিয়ে আহঃ...ওমমমমম...বলে আরামের শব্দ বের হতে লাগলো। তুহিন ওর সেই হাতে কুহির চুলের গোছা ধরা ছিলো, সেটাকে আর ও বেশি করে নিজের দিকে টেনে ধরে কুহির মুখকে উপরের দিকে টেনে ধরে ওকে আয়নার দিকে তাকাতে বললো তুহিন আর গুদের ভিতর সঁধিয়ে থাকা ওর আঙ্গুল দুটো টেনে বের করে আবার ও সজোরে ঠেলে চুকিয়ে দিতে লাগলো।

"তাকাও...তোমার ছেলের রুমের আয়নার দিকে তাকাও...দেখো...জিসানের আমুটা কত খারাপ! কি রকম কুন্ডি আমুটা জিসানের...কিভাবে ছেলের রুমে বসে আয়নায় নিজেকে দেখে দেখে বোনের ছেলের কাছে আঙ্গুল চোদা খাচ্ছে জিসানের আদরের মা...আয়নায় এটা কে বলোতো খালামনি...ওখানে কাকে দেখা যাচ্ছে?"-তুহিন কুহিকে খারাপ খারাপ কথা বলে আরও বেশি করে উত্তেজিত করতে চাইছে।

"ওটা আমি...জিসানের আমু...তুহিনের খালা...একটা নোংরা মহিলা...উফঃ..."-একটা কাতরানির সাথে কুহি তুহিনের কথার জবাব দিলো যেন। কুহির জবাব শুনে তুহিন যেন আরও উন্মত্ত হয়ে উঠতে লাগলো, ওর হাতের দুটো আঙ্গুল আরও দ্রুত বেগে কুহির গুদে ঢুকছিলো আর বের হচ্ছিলো। আয়নায় চোখ রেখে নিজেকে দেখছিলো কিভাবে সে নিজের ছেলের রুমে বসে বোনের ছেলের কাছে আঙ্গুল চোদা খাচ্ছে। কুহির মুখ দিয়ে একটা জন্তব পশুর মত শীৎকার যেন বের হচ্ছিলো বার বার, পশুর মত যোঁত যোঁত করতে করতে খুব দ্রুতই কুহি কাঁপতে কাঁপতে গুদের জল ছেড়ে দিলো, আর সেই জলের পরিমাণ এতো বেশি ছিলো যে পিচ পিচ করে তুহিনের আঙ্গুলে বাঁধা খেয়ে ছিটকে ছিটকে ফ্লোরে আর আলমারির আয়নার গায়ে পড়ছিলো ওগুলি। কুহির গুদ এমন ভীষণভাবে টাইট হয়ে ক্রমাগত সঙ্কোচন আর প্রসারনের মাধ্যমে তুহিনের আঙ্গুলকে কামড়ে কামড়ে ধরছিলো।

"দেখো, দেখো...জিসানের নোংরা আমুটা কি রকম SLUT, কিভাবে চিড়িক চিড়িক করে গুদের রস ছেড়ে দিয়েছে বোনের ছেলের কাছে আঙ্গুল চোদা খেয়ে, তাও আবার জিসানের রুমের ফ্লোর ওর আলমারির আয়না সব নোংরা করে দিয়েছে...ছি...ছি...ছি...জিসান যখন এসে দেখবে যে ওর রুমে ওর আমুর গুদের রস ভরা তখন কি ভাববে তোমাকে নিয়ে, সেটা চিন্তা করেছে, ছিঃ..."-তুহিন ক্রমাগত Tease করে যাচ্ছিলো কুহিকে। আর সেই Tease যেন কুহির এই রকম বিশাল বিশাল রাগ মোচনের এক প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠছে দিনে দিনে।

কুহির গুদ থেকে হাতের আঙ্গুল বের করে ভেজা হাতের আঙ্গুলের দিকে তাকালো তুহিন, তারপর আলমারি থেকে জিসানের একটা গেঞ্জি টেনে নিয়ে নিজের হাতে লেগে থাকা কুহির গুদের সব রস মুখে পরিষ্কার করে নিলো, এরপর ওই গেঞ্জিটা রুমের এক কোনের দিকে ছুড়ে ফেললো তুহিন। নিজের শরীরকে কুহির মুখের সামনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো তুহিন আর কুহির চুল টেনে ধরে ওকে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে সোজা করে আদেশ দিলো ওর প্যান্ট খোলার জন্যে। কুহি কাঁপা হাতে তুহিনের প্যান্ট খুলে জাপিয়া খুলে দিতেই বিশাল মোটা একটা ফনা তোলা সাপের মত লাফ দিয়ে দুলতে লাগলো তুহিনের পুরুষাঙ্গটা। প্যান্ট সরিয়ে দিয়েই কুহি কাঁপা হাতে তুহিনের বাড়া ধরলো। আর সাথে কুহির গালে একটা চড় এসে আচমকা পড়লো, "হেই...SLUT...আমি তোকে বলেছি না আমার বাড়া ধরার আগে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিতে। সড়া... তোর নোংরা হাত আমার বাড়া থেকে...সড়া..."-তুহিন যেন খঁকিয়ে উঠলো। গালে তীর জ্বলুনি সত্ত্বেও কুহি ওর হাত সরিয়ে নিলো তুহিনের বাড়া থেকে। "এবার আমার কাছে অনুমতি চাও, জিসানের মা..."-তুহিন ভরা গলায় হুকুম দিলো।

"প্লিজ, বাবা, তুহিন, আমাকে তোমার বাড়া ধরতে দাও...প্লিজ..."-কুহি তুহিনের চোখের দিকে তাকিয়ে দু হাত জোর করে যেন ভিক্ষে চাইলো। "আয়নার দিকে তাকিয়ে বলো, ওখানে যে নোংরা মহিলাটাকে দেখা যাচ্ছে, ওর দিকে তাকিয়ে বলো, আর তোমার ছেলের নামে করে আমার কাছে দয়া চাও"-তুহিন কড়া গলায় আদেশ দিলো।

"আমার সোনা ছেলে তুহিন, বাবা...জিসানের মা কে তোমার বড় মোটা বাড়াটা ধরতে দাও, প্লিজ...জিসান তোমার ছোট ভাই না!...তোমার আদরের ছোট ভাইয়ের আমুকে তোমার বাড়াটা ধরতে দাও না..."-এর চেয়ে বেশি কিছু বোধহয় কুহির গলা দিয়ে বের হবে না, যে প্রচণ্ড রকম বিকৃতি এই কটি কথার মধ্যে রয়েছে, সেটা নিজের ভিতরে অনুভব করে কুহির গুদ বার বার মোচড় দিয়ে উঠছিলো। সে যেন এই মুহুর্তে তুহিনের পোষা কুন্ডিতে পরিণত হয়েছে, তুহিন যাই বলে, সেটা মানতেই যেন সে প্রস্তুত। আমি অফিসে বসে কুহির মুখ থেকে উচ্চারিত এই নোংরা শব্দ মালা শুনে আমার বাড়াতে আর প্যান্টের ভিতর বঁধে রাখতে পারলাম না। আমার ঘরের বৌ আর আমার সন্তানের মা এর অধঃপতন দেখতে দেখতে আমি ধীরে ধীরে আমার বাড়া খঁচতে লাগলাম।

তুহিনের মনে যেন এবার দয়া হলো ওর খালামনির প্রতি, "অনুমতি দিলাম, ধরো"-কথাটি মুখ দিয়ে বের হতেই কুহি যেন লাফ দিয়ে পড়লো তুহিনের বাড়ার উপর। দু হাতে ওর বাড়া ধরে বাড়ার মুণ্ডিটা মুখের ভিতর গলিয়ে নিলো। নিজের ঠোঁট আর জিভের খেলা শুরু করে দিলো তুহিনের বাড়ার উপর, আর তুহিনে "আহঃ...জিসানের আমুটা পাগল হয়ে আছে আমার বাড়ার জন্যে...এই আমার আদরের লক্ষ্মী খালামনি...ভালো করে চুষে দাও তোমার বোনের ছেলের বাড়াকে। আহঃ...কি গরম মুখ টা জিসানের আমুর...আমার বাড়াকে যেন গলিয়ে দিবে এখনই..."-তুহিনের মুখ দিয়ে আদর সোহাগের সাথে সাথে সুখের শব্দ ও বের হতে শুরু করলো।

বেশ কিছুক্ষণ কুহিকে দিয়ে ভালো করে বাড়া চুষানোর পড়ে তুহিন আদেশ দিলো ওর বিচি জোড়াকে চুষে দেয়ার জন্যে। কুহি মাথা কিছুটা নিচু করে তুহিনের বড় বড় আমড়ার মত বিচি দুটিকে পালা করে করে মুখের ভিতর পুরো ঢুকিয়ে চুষে চুষে আরাম দিতে লাগলো তুহিনকে। তুহিনের মুখ দিয়ে আরামের নান রকম শব্দ বের হচ্ছিলো। বিচি চোষার পরে তুহিন ওর বাড়া সরিয়ে নিয়ে কুহির পিছনের গিয়ে নিজের হাতে এক দলা থুথু নিয়ে কুহির পোঁদের ফুটোতে ঢুকিয়ে দিলো, কুহি মাথা নিচু করে ফ্লোরের সাথে লাগিয়ে দিয়ে ঘাড় কাত করে আয়নার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো তুহিনের মস্ত বাড়াটাকে পোঁদের গর্তে পাবার জন্যে। ওর সমস্ত মুখে বিশুদ্ধ কামনা ছাড়া আর কিছু ছিলো না ওই মুহূর্তে। তুহিন কুহির পুটকির ছিদ্রটা তৈরি করে নিজের বাড়া সেট করে একটা ধাক্কা দিলো। কুহির পোঁদের নরম গর্তে হারিয়ে যেতে লাগলো তুহিনের বাড়ার মাথা। কুহিকে আয়নার ভিতর দিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তুহিনের মুখে একটা ক্রুর হাঁসি দেখা দিলো।

"দেখো, দেখো...আমার নষ্টা খালামনিটা কিভাবে নিজের পোঁদে বোনের ছেলের বাড়া ঢুকানো দেখছে। কি জিসানকে দেখাতে ইচ্ছে করছে, কিভাবে আমার বাড়া তোমার পোঁদে ঢুকে, তাই না?"-তুহিন জানতে চাইলো। কারণ সে এখন কুহির প্রতিটি চাহনিকে বুঝতে শিখে গেছে। কুহি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ জানানোর সাথে সাথে তুহিন ওর মোবাইল বের করে পটাপট ছবি তুলতে লাগলো কুহির পোঁদের গর্তে ওর বাড়ার হারিয়ে যাওয়ার সেই অসাধারণ সুন্দর দৃশ্যকে ক্যামেরায় বন্দী করার জন্যে। কুহির শরীরের উত্তেজনা আরও বেশি করে ছড়িয়ে পরছিলো। তুহিন কোমর চালাতে চালাতে ধীরে ধীরে ওর পুরো বাড়া কুহির পোঁদের গর্তে ঢুকিয়ে দিলো, এরপরে ঠাপ শুরু করলো। এক হাতে মোবাইলে ভিডিও করতে করতে তুহিন চুদতে লাগলো কুহির পোঁদ। "আহঃ"- একটা আরামের শব্দ যেন বের হয়ে গেলো আমার মুখ দিয়ে ও, নিজের ঘরে একটা অল্প বয়সী ছেলের কাছে নিজের বোঁকে পোঁদ মারা খেতে দেখতে দেখতে যে কি সুখ, কি আলোড়ন আমার ভিতরে চলছে, সেটা পাঠকদের বুঝিয়ে বলা সত্তি দুষ্কর।

তুহিন বিভিন্ন খারাপ নোংরা কথা বলতে বলতে কুহিকে পাকা ৪ মিনিট ওই পজিশনে রেখে পুটকি মারলো। তারপর কুহির পোঁদে বাড়া ঢুকিয়ে রেখেই ওকে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে আদেশ দিলো তুহিন। কুহি মাথা কিছুটা উঠিয়ে ধীরে ধীরে হাত পা, হাঁটু কিছুটা সামনে দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো আর তুহিন ওর পিছু পিছু নিজের বাড়া ক্ষমতা দেখিয়ে দেখিয়ে ছোট ছোট ঠাপ চালিয়ে চালিয়ে ধীরে ধীরে পুরো রুমের সমস্ত ফ্লোরের উপর কুহিকে ঐভাবে কুন্ডি বানিয়ে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে চুদতে লাগলো। আমি তুহিনের বাড়ার ক্ষমতা আর ওর ভিতরের বিকৃত কামনার রূপ দেখে যেন একটু পর পর শিউরে উঠতে লাগলাম। জিসানের পুরো রুমের সমস্ত খালি ফ্লোরের জায়গাটুকুতে কুহি শরীর এগিয়ে এগিয়ে কুন্ডির মত হাঁটতে লাগলো আর তুহিন এগিয়ে এগিয়ে ঠাপ চালিয়ে কুহিকে একটা নোংরা বেশ্যার মত ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে পুটকি মারতে লাগলো।

এভাবে ঝাড়া ১০ মিনিট পুরো রুমের ঘুরে ঘুরে কুহির পোঁদের গর্তে নিজের বাড়া ঢুকিয়ে রেখেই চুদে এবার তুহিন ওর বাড়া বের করে নিলো, আর কুহিকে জিসানের বিছানার উপর উঠে আবার ও কুন্ডি পজিশনে বসতে বলে নিজেও বিছানায় উঠে গেলো। "এবার তোমার ছেলের বিছানার উপর তোমার পোঁদ মারব আমি, আমার নষ্টা খালামনি, জিসানের আমু"-বলে আবার ও কুহির হাঁ হয়ে থাকে পোঁদের গর্তের কিছু ছবি তুলে নিজের বাড়া ঢুকিয়ে দিলো তুহিন। নানা রকম নোংরা অশ্রাব্য ভাষার মধ্যে ওদের চোদন যুদ্ধ চললো আরও পাকা ১০ মিনিট। আমি তুহিনে কোমরের জোর দেখে দিন দিন যেন অবাক হচ্ছি। কুহি ও তুহিনের নোংরা কথার জবাব মাঝে মাঝে দিয়ে যাচ্ছিলো। এরপর তুহিন ওর খালামনির পোঁদের গর্তে নিজের বিচির খালি খালি করে দিলো আর নিজের বাড়া ধীরে ধীরে টেনে বের করে কুহিকে নড়াচড়া করতে মানা করে দিলো তুহিন। কুহির কাছে জানতে চাইলো তুহিন যে গাজর কোথায় রেখেছে কুহি। কুহি বুঝতে পারলো যে এবার ওর পোঁদের গর্তে তুহিন গাজর ঢুকাবে। কুহির বলা নির্দেশ মত তুহিন নিচে নেমে রান্নাঘর থেকে গাজর দুটি নিয়ে আসলো। তবে আনার আগে তুহিন ও দুটোকে নিজের বাড়ার সাথে মেপে ওর বাড়া থেকে কিছুটা ছোট করে নিলো।

তুহিন রুমে ঢুকে দেখলো যে কুহি একই পজিশনে পোঁদ উঁচু করে হামাগুড়ি দিয়ে আছে। "এখন একটা গাজর ঢুকবে তোমার পোঁদে, জিসান আসার আগ পর্যন্ত তুমি এই গাজর পোঁদে নিয়ে ঘুরবে আর ও আসার পরে এটা বের করে ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে, তোমার পোঁদ থেকে আমার ফ্যাদা আঙ্গুল ঢুকিয়ে বের করে গাজরের টুকরোর সাথে মিশ্রিত করে ওকে দিবে আর জিসানকে বলবে যে তুমি মেয়নিজ দিয়ে ওর জন্যে গাজরের সালাদ তৈরি করেছো, তারপর ওর কোলে বসে একটা একটা করে সবটুকু গাজর ওকে নিজের হাতে খাইয়ে দিবে...বুঝতে পারছো কি বলেছি?"-তুহিন কুহির চোখে দিকে তাকিয়ে বললো। উফঃ আমি যেন আর থাকতে পারছি না উত্তেজনায়, এই ছেলেটা এমন অদ্ভুদ নোংরা আদেশ কিভাবে যে করছে কুহিকে, আমার মাথায় ঢুকছে না। আর আমি নিশ্চিত যে তুহিনের এই আদেশ ও কুহি একদম যথাযথভাবে পালন করবে। আমি ও কি বলে সেটা শোনার জন্যে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কুহি তুহিনের চোখে চোখ রেখে বললো, "এই নোংরা কাজটা করলে তুই খুশি হবি? তুই যদি খুশি হোশ তাহলে আমি আমার ছেলেকে এই গাজর পোঁদ থেকে বের করে না ধুয়েই খাইয়ে দিবে...তুই কি তাই চাস? তোর ছোট ভাইকে তোর বাড়ার ফ্যাদা আমার পোঁদ থেকে নিয়ে খাওয়াতে চাস?"-কামনা ভরা গলায় কুহি প্রশ্ন করলো। তুহিন মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে ওর হ্যাঁ জানালো। "তাহলে দে ঢুকিয়ে ওটা আমার পোঁদের ভিতর...কিন্তু ওটা পোঁদে নিয়ে আমি নড়াচড়া করবো কিভাবে?"-কুহি যেন নিজেই প্রশ্ন করলো।

"সে আমি জানি না..."-এই বলে তুহিন গাজরের চিকন জায়গাটা কুহির ফাঁক করা পোঁদের মুখে রেখে চেপে চেপে ঢুকিয়ে দিতে শুরু করলো, কুহি যেন পোঁদের ভিতরে গাজরের চাপ খেয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। পুরো গাজরটা ভরে দিয়ে তুহিন উঠে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু ছবি তুলে নিলো। গাজরের মোটা মাথাটাকে কুহি পোঁদের মাংসপেশি খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে একদম ভিতরে নিজে নিজেই টেনে নিতে লাগলো। অল্প সময়ের ভিতরেই কুহির পোঁদে যে একটা গাজর ঢুকানো আছে, সেটা বাইরে থেকে বোঝার আর কোন সম্ভাবনাই রইলো না। "ওহঃ আমার পদে যেন একটা বাঁশ ঢুকে আছে রে, সোনা...কত রকম নোংরা খেলা যে তুই জানিস...তোর খালাকে দিয়ে এইসব নোংরামি করিয়ে নিতে তোর খুব ভালো লাগে, তাই না রে সোনা..."-কুহি তুহিনের মাথা টেনে নিয়ে চুমু খেতে খেতে

বললো। কুহি নিজের শরীর সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে উপর হয়ে শুয়ে পরলো, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে চিত হলো। তুহিন ওর ময়লা বাড়াটাকে নিয়ে কুহির মাথার পাশে জিসানের বালিসের উপর রেখে বাড়া আর বিচি ঘষে ঘষে জিসানের বালিশে ওর বাড়ার সমস্ত নোংরা রসগুলি মুছে নিলো। "কি করছিস, তুই? তোর বাড়টা আমার মুখে দে...আমি ওটাকে চুষে পরিষ্কার করে দিচ্ছি..."- কিন্তু কুহির কাতর আবেদন শোনার মত ধৈর্য তুহিনের আছে বলে মনে হলো না। বালিসের উপর দাগ পরে রইলো। "এই বালিশে তোমার ছেলে শুয়ে শুয়ে আমার বাড়ার ফ্যাদা আর তোমার পোঁদের নোংরা ময়লার ড্রান নিতে নিতে আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়বে।"-তুহিন ওর মনের বিকৃতকাম মানসিকতা ধীরে ধীরে যেন উন্মুক্ত করছে কুহির সামনে।

কুহির পাশে নিজে ও লম্বা হয়ে উপর হয়ে শুয়ে তুহিন কুহির বুকের কাছে নিজের মুখ নিয়ে বললো, "খালামনি, তোমাকে আজ অনেক ব্যথা দিয়েছি, সোনা, তুমি রাগ করেছো?"

"না রে...আমিই তো তোকে বলেছি এমন করতে, এটা নিয়ে রাগ করবো কেন? কিন্তু তুই এতো রকম নোংরামি শিখলি কার কাছ থেকে"-কুহি এক হাত বাড়িয়ে তুহিনের বুক হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো।

"ইন্টারনেটে বহু সাইট আছে এগুলির উপরে...সেখান থেকে আমি জানি, এই রকম নোংরামি করতে কত মজা...কিন্তু জানতাম না যে এগুলি কারো উপর সত্যি সত্যি প্রয়োগ করা যায়। তুমি যে এভাবে আমার সাথে সাই দিবে, এটা বুঝতে আমার ও অনেক সময় লেগেছে...এখন যখন আমি জেনে গেছি যে তোমার আর আমার চাওয়া প্রায় এক রকম, তাই সামনে দেখো আরও মজা হবে..."-তুহিন কুহির টপসের গলার কাছের ফাঁক দিয়ে একটা মাই টেনে বের করে নিয়ে ওটাকে টিপতে টিপতে বললো।

"আমার কাছে ও খুব ভালো লাগে তোর সাথে এইসব নোংরামি করতে। জিসান সেদিন বুঝতে পারিনি যে ওকে আমি তোর ফ্যাদা আমার মুখ থেকে খাইয়েছি, কিন্তু আজ ওর রুমে ঢুকে ও এসব কিছু দেখলে আমার কাছে জানতে চাইবে যে ওর রুমে কে ঢুকেছে? কে এসব করেছে? তখন আমি কি বলবো?"-কুহি শান্ত গলায় জানতে চাইলো।

"সব কিছুর দায়িত্ব তুমি নিবে কেন? খালু কে ও কিছু কাজ করতে দাও। খালু বাসায় আসলে উনাকে বলে দিবে যেন উনি জিসানকে বুঝিয়ে বলে তোমার আর আমার কথা..."-তুহিন যেন সমাধান পেয়ে গেছে এমনভাবে বললো।

"ইস...কি বলছিস তুই...তোর খালু জিসানকে বলবে যে তুই আমাকে এই রুমে এনে চুদেছিস...উফঃ...আমি ভাবতেই পারছি না...তোর খালু রাজী হবে কি না, আমি জানি না...তবে আজ আমি আমার ছেলেকে আমার পোঁদের ড্রানে ভরা গাজর কিভাবে খাওয়ানো, সেটা নিয়েই ভাবছি...ভাবতে ভাবতে আমার গুদে পানি এসে যাচ্ছে রে সোনা ছেলে...তুই আমাকে আর কত নিচে নামাবি...চিন্তা করলেই আমার শরীরে শিরশিরে একটা শীতল অনুভূতি হয়।"-কুহি নিজের টপসটাকে টেনে উপরের দিকে উঠিয়ে তুহিনের একটা হাত নিজের পেটের উপর রেখে বললো।

"তোমার তো দেখি সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে গেছে জিসানের কথা চিন্তা করে!"-তুহিন অবাক করা গলায় বললো, "আমার কয়েকজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে ভাসিটিতে, ওদেরকে সেদিন তুমি আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে দেখেছিলে। ওরা সেদিন তোমাকে নিয়ে যা যা নোংরা কথা বলেছিলো আমার সাথে, সেগুলি যদি তুমি শুনতে! ওদেরকে কাল নিয়ে আসি তোমার বাসায়, দুপুরের পরে?"-কিছুটা দ্বিধা নিয়ে তুহিন জানতে চাইলো। আমি যেমন বুঝতে পারছিলাম না যে তুহিন ওর বন্ধুদের আমার বাসায় এনে কি করতে চাইছে, সে কি কুহি কে?...না না আমি ভাবতেই পারছি না, তেমনি কুহি ও যে শিউরে উঠলো তুহিন দুষ্ট বুদ্ধি শুনে, কুহি ও আমার মত বুঝতে পারছিলো না যে তুহিন সত্যি কি চাইছে?

"মানে কি? ওদেরকে এই বাসায় নিয়ে আসবি কেন? তোর মতলবটা কি একদম পরিষ্কার করে বল?"-কুহির গলার স্বরে পরিষ্কার উত্তেজনা ও ভয় কাজ করছে।

"আমার মতলব হলো, তোমাকে ওদের সামনে দেখানো...আমি তোমাকে আদর করবো, তোমার সাথে ওদের সামনে নোংরা নোংরা কথা বলবো, তুমি ও ওদের সাথে খারাপ কথা বলতে পারো। ওরা তোমাকে ধরতে পারবে না, ছুঁতে পারবে না, কিন্তু দেখতে পারবে, তোমার মুখ থেকে খারাপ কথা শুনতে পারবে, হয়ত আমি ওদের সামনে তোমাকে চুদে ও দিতে পারি, কিন্তু ওরা শুধু দেখে চোখের সুখ নিতে পারবে, অন্য কিছু নয়...এটাই আমার প্ল্যান।"-তুহিন বেশ পরিষ্কার করেই ওর মতলব বর্ণনা করলো কুহির সামনে।

"ও আমার আল্লাহ! তুই ওদের সামনে আমার সাথে খারাপ কথা বলবি, আমাকে নেংটো করে চুদবি, তখন কি ওরা বসে থাকবে, ওরা ও তোকে জোর করে সড়িয়ে দিয়ে আমাকে রেপ করে ফেলবে? না...না...এটা করা যাবে না"-কুহি ওর মাথা দুদিকে ঝাঁকিয়ে ভয়ধরা গলায় বললো।

"তুমি বুঝতে পারছো না...আমি ওদেরকে ওভাবে বলে সতর্ক দিয়েই আনবো...ওরা তোমাকে ধরলে আমার কাছেই খারাপ লাগবে...আর আমার বন্ধুদের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রন নেই, সেটা তুমি ভাবছো কি করে? পুরো ঘটনা আমার পুরো নিয়ন্ত্রনে থাকবে, এটা নিয়ে তুমি এতটুকু সন্দেহ ও মনের ভিতর রেখো না... আমার লক্ষ্মী খালামনি, তুমি রাজী হয়ে যাও...আমি তোমাকে পুরো নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে ওরা তোমাকে ছুবে না। বা আমি চাই না এমন কিছু ও করবে না। ওদের সামনে তোমার সাথে খারাপ কথা বলতে, তোমাকে নেংটো করে দেখাতে আমার কাছে খুব ভালো লাগবে...প্লিজ, প্লিজ, তুমি রাজী হয়ে যাও।"-তুহিন আদুরে গলায় ওর আবেদন জানাতে লাগলো।

"আচ্ছা...ওদের কথা বাদ দে, তোর নিজের কথাই ধর, এখন বলছিস আমাকে ছুঁতে দিবি না ওদেরকে, কিন্তু পরে ওদের সামনে যদি তোর নিজের মত পরিবর্তন হয়ে যায়, তুই যদি তখন আমাকে বলিস যে আমি যেন ওদেরকে আমার সাথে সেক্স করতে দেই, তখন?"-কুহি সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আঁচ করতে পারছে দেখে আমার কাছে ভালো লাগলো।

"না, আমি তা কখনই বলবো না...কারণ তোমার ভাগ আমি কারো সাথে শেয়ার করতে পারবো না...আমি শুধু আমার মজার জন্যে এটা করতে চাইছি, আর আমার বন্ধুরা ও আমাকে সেদিন থেকে সব সময় উত্‍সুক করে যাচ্ছে যেন আমি তোমাকে পটিয়ে ওদেরকে একটু দেখার সুযোগ করে দেই...আমি অনেক চিন্তা করে তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি ওদেরকে সেই সুযোগ দিতে চাই। সুনো খালামনি, শুধুমাত্র খালু তোমার স্বামী বলে, উনি তোমাকে স্পর্শ করে সেটা আমি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু আমি ছাড়া অন্য কেও তোমার শরীর ধরবে, মজা নিবে, এটা আমি একদমই মানতে পারবো না...তুমি যদি আমার অজান্তে ও কারো সাথে কিছু করো, তাহলে তোমার সাথে আমার এখনকার সম্পর্ক পুরো শেষ, এটা মনে রেখো। তুমি আমার সম্পদ, তোমার শরীর আমার, আমি এটার মালিক, আমার অনুমতি ছাড়া এটা ধরার কোন ক্ষমতা কারো নেই, ভালো করে মনে রেখো..."-তুহিন নরম গরম গলায় কুহিকে বোঝানোর সাথে সাথে সতর্ক করে দিলো। এটা যে তুহিনের একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি ও, সেটা আমি আর কুহি দুজনেই ভালো করেই বুঝতে পারলাম।

"কিন্তু ওরা যদি, এই সব কথা তোর কলেজের অন্য বন্ধুদেরকে বলে দেয়, বা ছবি তুলে নিয়ে যায়, তখন আমার মান সম্মান কথায় যাবে, ভেবেছিস তুই?"-কুহি যেন অনেকটা কনভিন্স এখন।

"সেটা ও আমি চিন্তা করে রেখেছি, এই ঘরে ঢুকেই ওরা সব মোবাইলে আমার কাছে জমা দিয়ে দিবে, আর ওরা যে আমার অবাধ্য হয়ে এই কথা বাইরের কারো কাছে প্রকাশ করে দিবে না, সেটা ও আমার নিশ্চয়তা, আমি ওভাবেই ওদেরকে সিলেন্ট করে এখানে আনবো, যে আমার গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারবে না, তাকে আমি এখানে আনবো না। ওদের কাছে তোমাকে ব্লাকমেইল করার জন্যে কোন প্রমান থাকবে না, এটা নিয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো..."-তুহিন যেন ভরসা দিতে চাইলো কুহিকে।

"উফঃ...আমি ভাবতেই পারছি না, এতগুলি অল্প বয়সী ছেলের সামনে তুই আমার সাথে কত খারাপ খারাপ কাজ করবি! কয়জনকে আনতে চাস তুই?"-কুহি যেন মেনেই নিয়েছে তুহিনের বন্ধুদের সামনে নিজের শরীর প্রদর্শন করার কথা।

"এই ধরো, ৪/৫ জন...আসলে আমার বন্ধুদের গ্রুপে আছে প্রায় ১২ জনের মত, কিন্তু ওদের মধ্যে থেকে ৪ বা ৫ জনকে আমি আনতে চাই, এর বেশি হবে না..."-তুহিন একটু চিন্তা করে বললো।

"উফঃ...কি যে করতে চাইছিস তুই, আমার মাথা কাজ করছে না...তুই কি ওদের সামনে আমার সাথে নোংরা কথা ও বলবি? আহঃ...আমার বোনের ছেলে ওর বন্ধুদের সামনে আমাকে কি বলে পরিচয় করিয়ে দিবে, তোর মাগী বলে?"-কুহি যে এসব কথা বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে, সেটা তুহিন বেশ ভালো করেই বুঝে ফেললো। "সব কথা এখন বলে ফেললে তো কালকের মজা নষ্ট হয়ে যাবে...ওসব কালকের জন্যেই তুলে রাখো, তখনই দেখবে আমি তোমার সাথে কি কি খারাপ কথা বলি, আর কি বলে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই, ঠিক আছে?"-এই বলে তুহিন ওর একটা হাত নিয়ে গেলো কুহির গুদের ফুটোর কাছে, ওটা পুরো রসে চবচব করছে, যেন রসে ভরা চমচম, চিপা দিলেই রস ঝরে পড়বে।

"ওয়াও...তুমি তো দেখি আমার বন্ধুদের কথা শুনতে শুনতে গুদ ভিজিয়ে ফেলেছো?"-তুহিন ওর দুটো আঙ্গুল কুহির গুদে চুকিয়ে দিয়ে বললো।

"হ্যাঁ...আমি সত্যি খুব গরম হয়ে গেছি রে সোনা...তোর খালামনিকে একটু ভালো করে চুদে দে না?"-কুহি কাতর কণ্ঠে যেন মিনতি করলো, তুহিন বুঝতে পারছিলো কুহির অবস্থা, কিন্তু সে কুহির কথায় কর্ণপাত করার কোন চেষ্টাই করলো না।

"গরম হও, আরও বেশি করে গরম হও...এখন থেকে তোমার গুদের জল কখন খসাতে দিবো, সেটা আমি ঠিক করবো, তুমি না, বুঝতে পারছো? তুমি আমার কাছে ভিক্ষা চাইবা, আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহলে তোমার আবদার রাখবো, ইচ্ছা না করলে রাখবো না, কারণ তুমি আমার SLUT, আর আমি তোমার শরীরের মালিক, আমার বন্ধুদের সামনে তুমি ওদেরকে এই কথাই বলবে, বুঝেছো? ওদেরকে বলবে যে তুমি আমার SLUT, ওদের সামনে তুমি আমার পায়ের কাছে কুকুরের মত বসে থাকবে, আমি যদি ইচ্ছা করি তোমাকে কোলে তুলে নিবো, নাহলে পায়ের কাছে ফেলে রাখবো, ওদের সামনে তোমাকে যা আদেশ করবো, সব তুমি পালন করবে, এমনকি যদি পেশাব ও করতে বলি, সেটা ও মানবে, বুঝতে পেরেছো, তাহলেই তোমার শরীরের মালিক খুশি হবে, তখন সে যদি চায়, তোমাকে তোমার প্রাপ্য সুখ দিবে, নইলে নয়।"-তুহিন যেন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছে কুহির সাথে ওর সম্পর্ক।

"আচ্ছা, বলবো, ওদের সামনে যা করতে বলবি তাই করবো, তাহলে তুই খুশি হবি তো? আমাকে ভালো করে জোরে জোরে চুদবি তো?"-কুহি জানতে চাইলো। "না, না...তুমি কোন সর্ত দিতে পারবে না, আমি তোমার উপর খুশি হলে ও তোমাকে জোরে চুদবো নাকি আন্তে চুদবো, সেটা ও আমার ইচ্ছা...সেটা নিরধারন করার কেও না তুমি, বুঝেছো?"-তুহিন কড়া গলায় জানিয়ে দিলো কুহির অবস্থান।

কুহি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলো, সে যে ভিতরে ভিতরে চোদন খাবার জন্যে তেঁতে আছে, সেটা তুহিন ও যেমন বুঝেছে, তেমনি আমি ও বুঝতে পারছিলাম। আর তুহিন যে এখন থেকে কুহির ইচ্ছেমত ওকে গাদন দিবে না সেটা ও কুহি বুঝে গেছে। তুহিন গুদে আবার ও দুটো আঙ্গুল দিয়ে কিছুক্ষণ আঙুলি করে তারপর সড়ে গেলো বিছানার উপর থেকে। "চলো, আমার খিদে লেগেছে, খেতে দাও খালামনি"-বলে তুহিন যেন বিরতির ঘোষণা দিলো, আর উঠে নিজের প্যান্ট পরে নিলো। তবে কুহিকে এখন গাজর পোঁদে নিয়ে হাঁটাচলা, কাজ কর্ম করতে হবে। হাঁটা চলাতে বেশি সমস্যা না হলে ও চেয়ারে বসে খাবার কিভাবে খাবে, সেটা নিয়ে কুহি বেশ চিন্তিত। খুব ধীর ভাবে শরীর কাত করে কোমর সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে বিছানা থেকে উঠে তো দাঁড়ালো কুহি, কিন্তু হেঁটে কিভাবে তিনতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নামবে, সে নিয়ে ও চিন্তায় পরে গেলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কুহি ও টপসটা নামিয়ে দিয়ে প্যানটিটা পরে নিলো, তারপর খুব ধীরে ধীরে রুম থেকে বের হলো, কুহির অবস্থা দেখে তুহিন মুচকি মুচকি হাসছে। "শয়তান ছেলে!"- বলে কুহি একটা চোখ রাঙ্গানি দিলো তুহিনের দিকে তাকিয়ে। কুহি কিভাবে পোঁদে মোটা গাজরটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবে সেটা দেখার জন্যে তুহিন অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে যেন। কুহি সিঁড়ির কাছ এগিয়ে সিঁড়ির হাতলের উপর ভর দিয়ে অনেকটা যেন ক্যাদার মত লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ির ধাপগুলি পার হচ্ছিলো। পিছনে তুহিন হো হো করে হাঁসতে লাগলো কুহির লাফানোর ভঙ্গি দেখে।

নিচে নেমে দুজনে টেবিলে খাবার খেতে বসলো, কিন্তু কুহির পক্ষে সোজা হয়ে বসা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ, সোজা হতে গেলেই পাছার উপর চাপ পড়াতে গাজর যেন নিজে নিজেই চাপ খেয়ে আরও ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। তাই তুহিন ওকে চেয়ারে কাত হয়ে এক রানের উপর ভর করে বসতে বললো আর ওর খালামনিকে খাওয়ানোর কাজটা সে নিজের হাতে তুলে নিলো। অল্প অল্প করে খাবারের লোকমা তুলে পরম মমতায় যেন খাওয়াতে লাগলো কুহিকে। কুহি ও তুহিনের একটু আগে এক রূপ, আবার এখন আরেক রূপ দেখে বিমোহিত, বিস্মিত। কুহি খুব অল্প খায়, তাই ওকে খাইয়ে দিয়ে তুহিন নিজে খেতে লাগলো। খাওয়ার পরে টেবিলের উপরেই সব কিছু ঢেকে রেখে তুহিন কুহিকে পাঁজা কোলে করে নিয়ে সোজা তিনতলায় জিসানের রুমে নিয়ে গেলো। জিসানের বিছানার উপর কুহিকে ফেলে দিয়ে নিজে ও কুহির পাশে বসলো, আর কুহি কাত হয়ে আধা শোয়া হয়ে তুহিনকে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে কথা বলতে লাগলো। তুহিন কুহির টপসের পিছনের চেইনটা খুলে দিলো, যার ফলে ওটা টিলে হয়ে যাওয়ায় টপসের উপর দিয়ে কুহির মাই বের করতে সুবিধা হলো। তুহিন শুয়ে শুয়ে কুহির মাই নিয়ে খেলা করতে লাগলো, আর ফাঁকে ফাঁকে কুহির গুদ মুঠো করে ধরে চিপে দিচ্ছিলো।

প্রায় আধাঘণ্টা ধরে এভাবে খুনসুটি করে তারপর তুহিন উঠে দাঁড়ালো আর নিজের প্যান্ট গেঞ্জি খুলে নেংটো হলো। তুহিন বিছানার কিনারে পা ঝুলিয়ে বসলো, আর কুহির উপর আদেশ হলো নিচে নেমে হাঁটুতে ভর দিয়ে ওর বাড়া চুষে দেয়ার জন্যে। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে কুহি তুহিনের বাড়া বিচি সব চুষে ঝকঝকে করে ফেললো। তুহিন অনেকটা চুপচাপ হয়ে বসে ছিলো কুহির হাতে বাড়া চুষার সময়ে। মাঝে মাঝে শুধু উঃঃ আহঃঃ ছাড়া তেমন কোন নোংরা কথা বলে নি। তুহিন উঠে দাঁড়িয়ে কুহিকে জিসানের রুমের একটা সোফার উপরে হামাগুড়ি দিয়ে কুন্তি পজিশনে বসতে বললো সোফার সামনের দিকে পাছা রেখে। কুহি ওভাবে হওয়ার পরে তুহিন উঠে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে কুহির গুদে ওর বাড়া ভরে দিয়ে কিছুক্ষণ চুদে নিলো, তারপর আবার বাড়া বের করে কিছুক্ষণ কুহিকে আঙ্গুল চোদা করে নিলো, কিন্তু একবার ও কুহিকে চরম সুখ পেতে দিলো না, যখনই কুহির উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছিলো, তখনই তুহিন ওর বাড়ার কাজ বা হাতের কাজ থামিয়ে দিচ্ছিলো, এদিকে কুহির গুদের কাম রস ওর জাং দিয়ে গড়িয়ে সোফার উপরে যেখানে ওর হাঁটু লেগে ছিলো, সেখানটা ভিজ়ে যাচ্ছিলো। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে তুহিন কুহিকে কিছুক্ষণ বাড়া দিয়ে, কিছুক্ষণ আঙ্গুল দিয়ে থেমে থেমে চুদে গেলো। তারপর তুহিন কুহিকে আবারও বিছানায় নিয়ে এলো, তারপর চিত করে সুইয়ে দিয়ে মিশনারি পজিশনে আরও ২০ মিনিট চুদে কুহির গুদে ওর মাল ফেললো, সেই সাথে কুহির ও রাগ মোচন হলো। মাল ফেলে বাড়া ভিতরে রেখেই তুহিন ওর খালামনির বুকের উপর নিজের মাথা রেখে বললো, "খালামনি, তোমাকে কষ্ট দিতে আমার কাছে খুব ভালো লাগে...তাই এতক্ষণ ধরে তোমাকে ইচ্ছে করেই জল খসাতে দিলাম না...আমার উপর তোমার খুব রাগ হচ্ছে কি?"

"না রে সোনা ছেলে আমার...আমি তো জানি...তুই আমাকে কষ্ট দিতে ভালবাসিস, তাই রাগ হবে কেন? আমার শরীরের কাছে খারাপ লাগলে ও আমার মনের কাছে তোর খুশিই সবচেয়ে বেশি দামী রে..."-কুহি তুহিনের মাথার চুলে হাত ঝুলিয়ে দিতে লাগলো। তুহিন সড়ে গিয়ে বাড়া বের করতেই গুদ বেয়ে ওর মাল বের হতে লাগলো আর বিছানার উপর পড়তে লাগলো। তুহিন আবার ও জিসানের সেই গেঞ্জিটা যেটা দিয়ে ও একটু আগে কুহির গুদের আর নিজের হাতে লেগে থাকার রস মুছেছিলো, সেটা এনে কুহির গুদের চারপাশের মাথা রস আর গুন্ডিয়ে বেরিয়ে আসা নিজের ফ্যাদা মুছে দিলো, তারপর বিছানার পাশে রাখা অন্য গাজরটা এনে কুহির গুদে ঢুকিয়ে দিলো। কুহি পৌঁদে একটা গাজর আর গুদে ও একটা গাজর নিয়ে যেন বহু কষ্টে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলো। গুদে গাজর ঢুকানোর সময় আরও কিছুটা তুহিনের ফ্যাদা গুদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো, তুহিন সেগুলি ও জিসানের গেঞ্জি দিয়ে মুছে ওটাকে আবার ও ছুড়ে ফেলে দিলো ঘরের এক কোণে। তারপর নিজের ভেজা বাড়াটা নিয়ে কুহিকে মুখ বন্ধ করতে বলে বাড়ার গায়ের লেগে থাকা নিজের ফ্যাদা আর কুহির গুদের রস ওর মুখের, ঠোঁটের, গালের, চোখের, কপালের, থুঁতনির উপর ডলে ডলে মুছে নিলো। নিজের বিচি জোড়াকে ও ডলে ডলে কুহির গালে আর কপালে ভালো করে মুছে নিলো, কিন্তু ওই পুরো সময় কুহি যেন মুখ ফাঁক না করে সে জন্যে সাবধান করে দিলো। কুহির খুব ইচ্ছে করছিলো তুহিনের বাড়াকে মুখ নিয়ে চুষে দিতে, কিন্তু তুহিন কড়া চোখে মুখ না খোলার জন্যে নিষেধ করতে কুহি সেটা করার চেষ্টা করলো না। তুহিন কুহিকে মুখ যেন না মুছে ফেলে, বা না ধুয়ে ফেলে সেজন্যে কড়া করে নির্দেশ দিয়ে দিলো, আর বলে দিলো যেন জিসান যখন আসবে তখন ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবার সময় জিসানকে দিয়ে যেন কুহি নিজের মুখটা চাটিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নেয়। কুহির গুদে গাজর ভালো করে ঢুকে আছে কি না সেটা আবার ও চেক করে কুহিকে ওর প্যানটিটা আবারও পড়িয়ে দিলো। তারপর জিসানের রুমে অজস্র যৌনতার লক্ষন ফেলে রেখে তুহিন আবারও কুহিকে পাঁজা কোলে করে নিয়ে নিচে নেমে আসলো। সোফার উপর কুহি কাত হয়ে শুয়ে পরলো।

তুহিন ওর প্যান্ট পরে কুহির পাশে বসে টিভি ছেড়ে দেখতে লাগলো। কিন্তু ঠিক দু মিনিট পরেই ওর মোবাইলে একটা ফোন আসলো। তুহিন কার সাথে যেন কথা বলে, আচ্ছা আমি আসছি, বলে ফোন কেটে দিলো। তারপর কুহির দিকে তাকিয়ে বললো, "খালামনি, ইচ্ছে ছিল জিসানকে তোমার গুদ আর পৌঁদের গাজর আর ফ্যাদা খাওয়ানো, নিজের চোখে দেখবো, কিন্তু আমার ভার্টিটির একজন টিচার একটা বড় রকমের এল্লিভেন্ট করেছ, আমাকে এখনই যেতে হবে। কিন্তু আমি যা বা বলেছি তোমাকে, সেগুলি তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তো?"-তুহিন যেন ওয়াদা নিতে চাইলো কুহির কাছ থেকে। কুহি ওকে ওয়াদা দিলো, জিসানের সাথে যা যা করতে বলেছে তুহিন, সবই সে করবে। তারপর তুহিন কুহির কপালে একটা চুমু দিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে বের হয়ে গেলো। আমি ভেবেছিলাম কুহি হয়ত তুহিন বেরিয়ে যাবার পরেই গাজর গুলি বের করে ফেলবে, আর জিসানের রুমে গিয়ে ওদের এতক্ষনের মিলনের সব লক্ষন মুছে ফেলবে। কিন্তু আমার ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করে সোফার উপর কাত হয়ে শুয়ে রইলো কুহি। নিজের মোবাইল হাতে নিয়ে ছেলেকে ফোন করলো আর জানতে চাইলো যে সে কখন আসবে। "আয়...তাড়াতাড়ি আয়..."-বলে ফোন রেখে দিলো কুহি। আমি জিসানকে ফোন করে জেনে নিলাম যে ওদের কেনাকাটা শেষ হয়ে গেছে আর সে ওর নানার বাসা থেকে বের হয়ে বাসার দিকে চলে আসছে, এখন পথে। আমি বুঝতে পারলাম যে জিসান হয়ত কুহিকে বলেছে যে সে অল্প ক্ষনের মধ্যেই বাসায় পৌঁছবে। কুহি বেশ হাসিখুশি মুখে জিসানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। আমি ভালো করেই বুঝতে পারলাম যে তুহিন কুহির ভিতরে যে বিকৃত সুখে জন্ম দিয়েছে, সেটা এখন থেকে কুহি নিজের ভিতরে ও ধারণ করতে শুরু করে দিয়েছে। হয়ত সামনে দিন গুলিতে তুহিনের আর কোন কিছু বলতে হবে না কুহিকে, সে নিজে থেকেই বিভিন্ন বিকৃতকাম সুখ পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করে যাবে, তবে তুহিন হঠাৎ করে চলে যাওয়ায় কুহি মনে মনে বেশ বিরক্ত ওর উপর।

আমি নিজে ও বেশ দুরদুর বৃকে অপেক্ষা করতে লাগলাম জিসানের আসার। ও আসলে কুহি আজ ফাঁকা বাসায় ওর সাথে কি করে, সেটা দেখার জন্যে আমি ও মনে মনে উত্তেজিত বোধ করছিলাম। ঠিক ১০ মিনিটের মধ্যে জিসান এসে দরজায় বেল বাজালো। কুহি কোন রকম লেংচে লেংচে উঠে ধীর পায়ে দরজা খুলে দিলো। "হেই আম্মু, তোমার চোখমুখ এমন দেখাচ্ছে কেন?"-বলে জিসান ভিতরে আসলো। কুহির চোখে মুখে তুহিনের বাড়ার রস আর নিজের গুদের রস লেগে থাকায়, সেগুলি কিছুটা শুকিয়ে সাড়া মুখে হালকা হালকা ছোপ ছোপ দাগ লেগেছিলো, আর কুহির মুখ ও শরীর

থেকে উৎকট যৌনতার স্বাদ এসে লেগেছিলো জিসানের নাকে। জিসান ঘরে ঢুকেই কুহির দিকে ফিরে ওকে দেখতে লাগলো। কুহি দরজা বন্ধ করে নিজের দু হাত বাড়িয়ে জিসানকে জড়িয়ে ধরলো, আর ওর কাঁপা ধরা গলায় বললো, "আমাকে কোলে করে সোফায় নিয়ে চল।" জিসান ওর আমুর কথায় বেশ আশ্চর্য হলে ও পাঁজা কোলে করে কুহিকে তুলে নিয়ে সোফার দিকে এগিয়ে চললো।

সোফার কাছে যেতেই কুহি ওকে বললো, "তুই আমাকে কোলে নিয়ে বস।" জিসান যেন আরও আশ্চর্য হলো। জিসান নিজে বসে নিজের দুই পায়ের উপর কুহিকে বসিয়ে দিতেই কুহি যেন কিছুটা ককিয়ে উঠলো, সেটা যে জিসানের পায়ের রানের চাপ কুহির পাছার উপর পড়তে, আমি বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলাম, কিন্তু জিসান কিছুটা অবাক হয়ে জানতে চাইলো, "আমু, তোমার কি হয়েছে? তোমার শরীর থেকে কেমন যেন একটা গন্ধ লাগছে, তুমি গোসল করো নাই?"

"না, রে গোসল করি নাই...তোর আবু অফিসে বসে আছে, তাই আমার শরীরটা যেন কেমন কেমন করছে, ভালো লাগছে না, তুই কখন আসবি সে জন্যে বসে আছি।"-কুহি কি অজুহাত দিবে সেটা যেন খুজে পাচ্ছিলো না, "তুই এখন বড় হয়েছিস, বুধিস তো, মাঝে মাঝে মেয়েদের শরীরের খুব কামভাব জেগে উঠে, আমার ও সেই রকমই হয়েছে, কিন্তু তোর আবু কাছে নেই যে, আমাকে ঠাণ্ডা করবে।"

(ওয়াও, ওয়াও, ওয়াও...আমার মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই শব্দগুলি বের হয়ে গেলো। কুহি এসব কি কথা বলছে নিজের ছেলের সাথে।)

"ও আচ্ছা...তার মানে তুমি গরম হয়ে আছো? তাই কি আমু?"-জিসান যেন নিশ্চিত হতে চাইলো ওর আমু কি বলছে ওর সাথে আজ। কুহির মুখ দিয়ে যে নিজের এই কামভাবের কথা বের হবে নিজের ছেলের সামনে সেটা জিসান নিজেও বিশ্বাসই করতে পারছে না।

"হ্যাঁ, রে...ভাল করে আমুকে একটু চুমু দে..."-কুহির গলা যেন উত্তেজনায় কেঁপে উঠলো আবার ও। জিসান নিজের দুই ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো ওর আমুর ঠোঁটে, প্রায় ৩/৪ মিনিট চললো একজন আরেকজনের মুখের ভিতর জিতে দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি, এরপরে কুহি দু হাতে জিসানের গলা জড়িয়ে ধরে আবদার করলো, "আমার পুরো মুখটাকে একটু চেটে খাবি, সোনা?" কুহির প্রতিটি আবদার জিসানের কাছে যৌনতার কিন্তু কুহির নিজের কাছে আর আমার কাছে প্রচণ্ড বিকৃত মন মানসিকতার। জিসান যেন ওর আমুর মুখকে একটা সুস্বাদু পিৎজার মত চেটে চেটে খেয়ে নিতে শুরু করলো। জিসানের একটা হাত ছিলো কুহির পিঠের ঠিক মাঝ বরাবর জড়িয়ে ধরা অবস্থায়, জিসানের হাতের আঙ্গুল গিয়ে লেগেছিলো কুহির অন্য পাশের মাইয়ের ঠিক কিনারের ফুলে উঠা অংশের সাথে। সেখানে যেন ক্রমাগত জিসানের আঙ্গুলের চাপ লাগছিলো কুহির ওপাশের মাইয়ের গোঁড়ার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ জিসানের আমুর সাড়া মুখ নিজের জিত দিয়ে চেটে চেটে খেতে লাগলো, একটা অন্য রকম স্বাদে সে যেন বেশ অভ্যস্ত ভঙ্গীতে চেটে যাচ্ছিলো কুহির মুখের উপর থেকে তুহিনের বাড়ার রস। চাটা শেষ হওয়ার পর মনে হচ্ছিলো কুহির সারা মুখ যেন কেও পানি দিয়ে লেপটে দিয়েছে। কারণ এখন কুহির সারা মুখে জিসানের জিভের লাল লেগে আছে, ওর নিজের গুদের রস আর তুহিনের বাড়ার ফ্যাদা, ওখানে আর এতটুকু ও নেই।

"আবু, তুই না খুব গাজর পছন্দ করিস, তাই আমি তোর জন্যে দুটো গাজর ছুলে রেখেছি, ওগুলি নিয়ে আসি?"-কুহি আদর মাথা কপ্টে বললো। জিসানের মাথায় ঢুকছিলো না যে এই সময়ে হঠাৎ করে ওর আমু ওকে গাজর খেতে কেন বলছে।

"এখন? না, এখন খাবো না, আমু, পরে খাবো।"-জিসান মানা করলো।

"কিন্তু আবু সোনা, আমি তো তোর জন্যে একটা বিশেষ সস দিয়ে গাজর রেডি করে রেখেছি, দেরি করলে সসটা নষ্ট হয়ে যাবে। প্লিজ, আবু, ওটা খেয়ে নে, আমি তোর কোলে বসে বসে তোকে খাইয়ে দিবো, হ্যাঁ?"-কুহি ছেলেকে কোলে বসিয়ে খাওয়ানোর লোভ দেখানোর পরে জিসানের পক্ষে আর না করা সম্ভব হলো না। কারণ, তাহলে ও ওর আমুকে আরও কিছুক্ষণ কোলে রাখতে পারবে।

জিসান রাজী হতেই কুহি ধীরে ধীরে উঠে খুব ধীর পদক্ষেপে আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছিলো, জিসান ওর আমুর গমন পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো, ওর আমু এভাবে হাটছে কেন? "আমু, তোমার কি কোমরে ব্যথা, এভাবে হাটছো যে?"-জিসান প্রশ্ন না করে পারলো না। "না, এমনই কিছু হয় নি, তুই বস এখানে, কোথাও যাস না"-বলে ওকে উঠতে মানা করে দিয়ে কুহি একটু জোরে পা চালানার চেষ্টা করলো। জিসানের সন্দেহ হলো যে ওর আমুর কথাবার্তা আর চলাফেরা ওর কাছে ভালো ঠেকছে না। ওর আমু রান্নাঘরে ঢুকে যেতেই জিসান চুপি চুপি পায়ের ডাইনিঙের কাছে গিয়ে উকি মেরে দেখার চেষ্টা করলো যে ওর আমু কি করে। আমি বুঝতে পারলাম আমার ছেলের মাথায় ও বুদ্ধির বড় একটা অভাব নেই। এখন রান্নাঘরের সব কিছু আমি যেমন দেখতে পাচ্ছি, তেমনি জিসান ও দেখতে পাচ্ছে।

কুহি রান্নাঘরে ঢুকে একটা প্লেট নিয়ে আস্তে আস্তে বাঁকে ওটাকে ফ্লোরে রেখে, উবু হয়ে নিজের প্যানটিটা নামিয়ে দিলো পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, তারপর প্যানটি সরিয়ে দিয়ে নিজের টপসটা উপরের দিকে উঠাতে শুরু করলো, আমার মতই জিসানের চোখের সামনে ওর আমুর নেংটো গুদের উপরের অংশ তলপেট সহ দৃশ্যমান হলো। জিসান চোখ বড় করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওর আমুর কাণ্ডকার্তি দেখতে লাগলো। টপসটা কোমরের কাছে এনে ধীরে ধীরে কুহি ঠিক পেশাব করার ভঙ্গীতে ফ্লোরে রাখা প্লেটের উপর ধীরে ধীরে বসে গেলো। এখন প্লেটটা ঠিক কুহির গুদের মুখের নিচে রয়েছে।

কুহির গুদের ফুলো ঠোঁট দুটি আর গুদের ফাঁকটা এখন জিসানের সামনে পুরো উন্মুক্ত, যদি ও ওকে একটু দূর থেকে দেখতে হচ্ছে। কুহি একটা জোরে কোঁথ দিলো, আর ধীরে ধীরে ওর গুদ ফাঁক হয়ে গাজরের মাথা বের হয়ে এলো ওর গুদ থেকে, জিসান এবার বুঝতে পারলো যে ওর আম্মু ওকে একটু পরে কোন জায়গার গাজর খাওয়াবে। ধীরে ধীরে গুদের চাপে একটু একটু করে বেশ বড়সড় আর মোটা গাজরটা বের হয়ে প্লেটের উপর পরে গেলো, আর সাথে বেশ কিছুটা ফ্যাদা আর গুদের রস ও ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়তে লাগলো প্লেটের উপর। কুহি নিজের একটা আঙ্গুল গুদে ঢুকিয়ে নেড়ে নেড়ে গুদের ভিতরের সব রস খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফেলতে লাগলো প্লেটের উপর। সব রস ফেলা হয়ে যাবার পরে কুহি ওই আঙ্গুলটি বের করে ওর গুদের ঠোঁট দুটি মুছে ও যেন কিছুটা রস ফেললো প্লেটের উপর। এবার কুহি প্লেটটাকে কিছুটা ওর শরীরের পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে আবার ও কোঁথ দিতে লাগলো। ধীরে ধীরে ওর পোঁদের ফুটো থেকে ও একটা গাজরের মাথা উকি দিতে শুরু করলো, জিসানের বিস্ফোরিত চোখের সামনে। জিসান যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো ওর আম্মুর এই কদর্য নোংরা কাণ্ড নিজের চোখে দেখে। ধীরে ধীরে কুহির কোঁথের সাথে সাথে একটু একটু করে পুরো আরেকটি গাজর বের হয়ে প্লেটের উপর পরলো, ঠিক যেন আগের গাজরটির ঠিক পাশেই। ওয়া ও শব্দটি আম্মুর মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো। কুহি নিজের একটা হাত পিছনে নিয়ে নিজের পোঁদের ফুটোতে ও একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে বের করতে চেষ্টা করলো পোঁদের মধ্যে সঞ্চিত তুহিনের বাড়ার রস। তবে পোঁদে আঙ্গুল সে বেশি দূর ঢুকতে পারলো না, দুর্ভাগ্যের কারণে। পোঁদে থেকে ও তুহিনের বেশ কিছুটা ফ্যাদা পরছিলো প্লেটের উপর, এদিকে কুহি যেন এতক্ষণে ঠিকভাবে নিজের নিঃশ্বাসটা নিতে পারলো, ওর গুদ আর পোঁদের উপর চাপ কমে যাওয়ার কারণে। কিন্তু জিসান ওর চোখের সামনে আজ এ কি ঘটনা অবলোকন করছে, বুঝতে পারলো না। ওর আম্মুর গুদে আর পোঁদে এতো রস কোথা থেকে এলো, সেটা ও ওর কাছে বিস্ময়ের ব্যপার ছিলো।

কুহি এবার সোজা হয়ে ওর উপর ঠিক করে নিচের দিকে নামিয়ে ভদ্র সুস্থ মানুষের মত দাঁড়িয়ে গিয়ে, হাতে একটা ছুরি নিয়ে প্লেটের উপর রাখা গাজর দুটিকে ছোট ছোট গোল গোল পিছ করে কেটে নিলো। এদিকে জিসান ওর ফুলে উঠা বিশাল বাড়াটাকে নিজের প্যাণ্টের একদিকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি পায়ে সোফায় ওর আগের জায়গায় গিয়ে বসে টিভির রিমোট হাতে নিয়ে ওটাকে অন করে দেখতে লাগলো, কিন্তু বার বার পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, ওর আম্মু কিভাবে এখন হেঁটে এসে ওকে গাজর খাওয়ায় সেটা দেখার জন্যে। কুহি দেরি করলো না, দ্রুতই বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে হেঁটে এসে গাজরের প্লেট সোফার সামনের টেবিলের উপর রেখে জিসানের এক রানের উপর বসে নিজের দু পা আড়াআড়িভাবে সোফার উপর উঠিয়ে এক হাতে জসিয়ানের গলা জরিয়ে ধরে বসলো। জিসান ওর ফুলে উঠা বাড়ার উপর ওর আম্মুর নরম পাছার অস্তিত্ব টের পেলো, কুহি ও টের পেলো ওর পাছার নিচে ছেলের ফুলে উঠা বাড়ার অস্তিত্ব।

জিসানের ঠোঁটে একটা চুমু দিয়ে এক হাতে একটা গাজরের টুকরো ঠিক আম্মুরা যেভাবে সিঙ্গারা সসে লাগিয়ে খাই, সেইভাবে ও টুকরোটা প্লেটে রাখা রসে লাগিয়ে জিসানের মুখে ঢুকিয়ে দিলো। জিসান কচ কচ করে চাবিয়ে খেতে লাগলো টুকরোটাকে, আর ঠিক সেই স্বাদটাই পেলো, যেটা এর আগেরদিন ওর আম্মুকে রান্নাঘরে চুমু খেতে গিয়ে পেয়েছিলো। জিসান বুঝতে পারলো না যে, ওর আম্মুর গুদের রসের স্বাদ ওর আম্মুর মুখে গেলো কিভাবে। চুপচাপ জিসান ওর আম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে খেতে লাগলো, কুহির হঠাৎ কি যে হলো, নিজের মুখটা টিভির দিকে ফিরিয়ে সে জিসানের একটা হাত যেটা সোফার উপরে মেলে দেয়া ছিলো, সেটা টেনে নিয়ে নিজের একটা মাইয়ের উপর আলতো করে ধরে রাখলো। জিসান যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো আচমকা কুহির এই কাণ্ডে। জিসান ওর আম্মুর মাই মুঠো করে না ধরে আলতো করে মাইয়ের উপর লাগিয়ে রাখলো ওর হাতে তালু। জিসানের হাত নিজের মাইয়ের উপর রেখে কুহি নিজের হাত সরিয়ে নিলো জিসানের হাতের উপর থেকে। জিসান ভেবে পাচ্ছে না ও চাপ দিবে কি না।

জিসান মনে মনে বেশ ঘাবড়ে গেছে, বুঝতে পারছে না কি করবে, তাই চুপ করে হাতের তালু ওভাবেই রেখে নড়াচড়া না করে চুপচাপ ওর মায়ের গুদের রসে ভেজা গাজর চাবাতে লাগলো। মিনিট খানেক পরে কুহি বুঝতে পারলো ওর ছেলের মানসিক অবস্থা, তাই আবারও নিজের একটা হাত নিজের মাইয়ের উপরে রাখা জিসানের হাতের উপর রেখে একটা চাপ দিলো নিজের মাইয়ে। এবার জিসান বুঝতে পারলো ওর আম্মু কি চাইছে। ওর মনে আর কোন দ্বিধা কাজ করলো না। ধীরে ধীরে নরম সিল্কি কাপড়ের উপর দিয়ে ভালো করে টিপে টিপে দেখতে লাগলো ওর আম্মুর বড় বড় মাইয়ের কোমলতা। এতো বড় ছেলে থাকার পরে ও কোন রকম ক্রিম বা ঔষুধ ব্যবহার না করে ও কুহির মাই গুলি ছিলো খুব মসৃণ, টাইট, আর খুব সামান্যই নিচের দিকে বুলেছে, যেটুকু বুলেছে সেটা শুধু বৃহৎ আকৃতির জন্যে, মাইয়ের চামড়া এতটুকু ও ঢিলে হয় নি। কিছু মানুষকে সৃষ্টিকর্তা অসন্তব রকম সুন্দর শরীরের অধিকারী করেই পৃথিবীতে পাঠান, যাদের মধ্যে কুহি অন্যতম একজন। নিজের মায়ের মাইয়ের বিশালতা ও কোমলতা অনুভব করে জিসানের নিঃশ্বাস ঘন হয়ে বাড়ার মধ্যে বার বার মোচড় মারছিলো। আর কুহি ওর পাছার নিচে সেই মোচড় মারা বেশ ভালো করেই অনুভব করছে।

এভাবে কুহির মাই টিপতে টিপতে জিসান ওর আম্মুর স্পেশাল সব গাজর খেয়ে শেষ করে ফেললো। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে কুহি জিসানের কোলে বসেই দু হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওর মুখ থেকে গাজর আর তুহিনের ফ্যাদার স্বাদ নিতে নিতে ওকে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেলো।

"ও আমার সোনা ছেলে...আম্মুর স্পেশাল গাজর খেতে তোর ভালো লেগেছে?"-কুহি আদর মাথা কঠে জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ...আম্মু...খুব টেস্টি আর মজার ছিলো...আর নেই? আমার আরও খেতে ইচ্ছে করছে। কাল বিকালে তোমাকে চুমু খাওয়ার সময় ও এই রকম মজার একটা স্বাদ পেয়েছিলাম।"-জিসান যেন জানেই না যে ওগুলির উৎসমুখ কথা থেকে, এমনভাবে বললো।

"ও আমার সোনা, আমি এখন থেকে মাঝে মাঝেই তোর জন্যে এমন মজার মজার খাবার করবো। আজ আর নেই তো সোনা।"-কুহি জিসানের মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বললো।

এরপর কুহি উঠে সোজা হয়ে দোতলায় চলে গেলো আর সোজা আমাদের বেডরুমে ঢুকে বাথরুমে চলে গেলো, কারণ গাজর ঢুকানো থাকার কারণে, এতক্ষণ ও পেশাব করতে পারে নি। কুহি বাথরুমে থেকে ফ্রেস হয়ে মুখ ধুয়ে বের হয়ে নিচে নেমে দেখলো যে ওখানে জিসান নেই। কুহি বুঝতে পারলো যে জিসান নিশ্চয় ওর রুমে গেছে, কিন্তু সেখানে ওর জন্যে কত রহস্যময় জিনিষ যে অপেক্ষা করছে, সেটা ভেবেই কুহির গুদে বার বার মোচড় মারছিলো।

এদিকে জিসান ওর রুমে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলো, ওর বিছানা এলোমেলো, বিছানার চাদরে দাগ, ভেজা ভেজা জায়গা, বালিসে কিসের যেন দাগ, ফ্লোরের উপর ফোঁটা ফোঁটা পানি শুকিয়ে যাওয়ার দাগ, সর্বোপরি সারা ঘরে যৌনতার সেক্সের স্বাদ। ও বুঝতে পারছিলো যে ওর রুমে ওর আম্মু ছিলো, কিন্তু আম্মুর সাথে কি আর কেও ছিলো নাকি আম্মু একা একাই এসব করেছে ওর রুমে, এটা ওর মাথায় ঢুকছিলো না। ঘরের এক কোণে ওর গোল্ডি পরে থাকতে দেখে ও বেশ কৌতূহলী হয়ে ওটা উঠিয়ে সেখানে ও অনেক দাগ দেখতে পেলো, গোল্ডি নাকের কাছে নিয়ে স্বান ঝঁকে সেই পরিচিত যৌনতার স্বাদই যেন পেলো সে। জিসান বুঝতে পারলো না যে, ওর আম্মু কি ইচ্ছে করেই ওর রুমে এসব লক্ষণ রেখে গেছে নাকি, অন্য কিছু। সে যত্ন করে ওর গোল্ডিটা ভাজ করে ওর বালিসের কাছে রেখে ওর জামা কাপড় পাল্টে ফ্রেস হয়ে নিলো।

সন্ধ্যার কিছু পরে আমি বাসায় ফিরে আসলাম। কুহিকে খুব উৎফুল্ল দেখাছিলো, আর জিসানকে ও। আমু জিসানের সাথে বেশ কিছু গল্প করলাম। জানতে পারলাম যে সামনের সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে ওর ক্লাস শুরু হবে, জিসান বেশ আগ্রহ নিয়ে ওর ভার্চুয়াল জীবন শুরু করার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি জানি আজকের ঘটনা নিয়ে জিসানের মনে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, তাই আমি মনস্ত্রি করলাম যে আজ রাতেই আমি ওর সাথে কুহিকে নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করবো, নাহলে দিন দিন ঘটনা জটিল আকার ধারণ করবে। আর সব জটিলতা তৈরি করছে কুহি নিজেই। জিসান যেন ওর মায়ের দিকে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে সেজন্যে ওকে সাবধান করার এটাই মোক্ষম সময়। আমি টিভি দেখতে দেখতে জিসানকে বললাম যে, "আব্বু, তোর সাথে আমার কিছু গোপন কথা আছে, আমি কি রাতে খাবারের পর তোর রুমে আসতে পারি?"। জিসান গোপন কথা শব্দটা শুনেই কেমন যেন ঘাবড়ে গেলো। আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করে বললো, "হ্যাঁ...আব্বু, তুমি আসতে পারো আমার রুমে, যখন তোমার ইচ্ছে, আমার কোন সমস্যা নেই।" আমি মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম ছেলের সাথে কি কি নিয়ে কথা বলবো।

রাতে খাওয়া বেশ নিস্তরঙ্গভাবেই শেষ হলো। কুহি রান্নাঘরে সব গোছগাছ করছিলো, আমি ওকে বললাম, "তুমি কাজ শেষ করে বেডরুমে চলে যেও, আমি জিসানের রুমে যাচ্ছি, ওর সাথে কিছু কথা বলার দরকার তোমার ব্যাপারে।" আমি ওর সাথে কথা শেষ করে তারপর যাবো বিছানায়।" কুহি ওর চোখ বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো, আমি কি কথা বলবো। আমি আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় কুহি পিছন থেকে বললো, "আমি কি আসবো জিসানের রুমে... কাজ শেষ করে?" আমি জবাব দিলাম, "না, জানু, তোমার যাওয়াটা ঠিক হবে না, এই মুহূর্তে, ওকে?"-এই বলে আমি সোজা তিন তলায় জিসানের রুমের দিকে চললাম।

জিসান রুমের দরজা খোলা রেখেই আমার জন্যে দুরদুর বৃকে অপেক্ষা করছিলো, "আসবো, জিসান"-বলে আমি দরজায় নক করলাম। সাথে সাথেই "আসো, আব্বু"-বলে জিসানের গলা শুনতে পেলাম আমি। আমি ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম ভিতর থেকে আর জিন্মা বিছানার উপর বসে ছিলো দেখে আমি ও বিছানার অন্য প্রান্তে বসলাম। তারপর আমাদের বাবা-ছেলের কথোপকথন নিচে আপনাদের সামনে তুলে ধরলামঃ

আঃ জিসান, বাবা, তোমার সাথে এখন আমি যা যা কথা বলবো, তা বলাটা যে কোন বাবার জন্যে খুব অস্বস্তির ব্যাপার, কিন্তু তোমার আমার ভালোর জন্যেই কথাগুলি তোমার সাথে আলোচনা করাটা খুব জরুরী মনে করছি। তুমি কথাগুলি ভালো করে শুনে, তোমার মনে কি ভাবছো, সেটা আমার কাছে তুমি স্পষ্ট করে জানাবা, এটাই তোমার কাছে আমার চাওয়া। এবং তোমার মনের সত্যি ভাবনাটাই আমাকে বলবা, বানিয়ে কোন কিছু বলার চেষ্টা করবে না তুমি, এটাই তোমার কাছে আমার চাওয়া। তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার সাথে সত্যি কথাটা বলবে তো? তোমার মনের অবস্থাটা আমাকে খোলাখুলি বলবে তো, বাবা?

(জিসান যেন আরও ঘাবড়ে গেলো)

জিঃ আমি কথা দিচ্ছি বাবা, তুমি যা জানতে চাও আমার কাছে, আমি সত্যি কথাটাই বলবো। আর তুমি আমাকে ভালো করেই জানো, বাবা, আমি আজ পর্যন্ত তোমার সাথে কখনও মিথ্যে কথা বলেছি, তুমি বলো?

আঃ আমি জানি, বাবা, তুমি আমার সাথে মিথ্যে বলো না। কিন্তু এখন যে বিষয় নিয়ে তোমার সাথে আমি কথা বলবো, সেই ব্যাপারে, বেশীরভাগ ছেলেমেয়েই মা-বাবার কাছে মিথ্যে বলে, তাই তোমাকে আগেই এই কথাটা বলে নিলাম।

(আমি একটু থেমে গলা খাঁকারি দিয়ে জিসানের চোখের দিকে তাকালাম।)

আঃ জিসান, তোমার মা আর আমার এমন কিছু জিনিষ তুমি আমাদের অসাবধানতা বসত জেনে গেছো, যেটা জানা বা দেখা তোমার উচিত না। এটা আসলে আমাদেরই একটা ভুলের কারণে, তুমি ব্যাপারটা জানতে পেরেছো, তাই আসলে এই ব্যাপারে, তোমার কোন দোষই নেই...যা দোষ সবই আমার আর তোমার মায়ের। সেদিন রাতে তুমি যে তোমার নানার বাসা থেকে মাঝরাতে এই বাসায় এসেছিলে, আবার কিছুক্ষণ থেকে আবার চলে গেছো, সেটা আমরা জানি।

(জিসান মাথা নিচু করে ফেললো, ওর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছিলো না, কারন থলের ভিতরের বেড়াল এখন বের হয়ে গেছে আমাদের দুজনের সামনে)

আঃ জিসান, সেদিন তুমি কি কি দেখেছো, আমাকে বলো, প্লিজ।

জিঃ আব্বু, আমি তোমাদের না জানিয়েই আসলে আমার রাতের পোশাক নেয়ার জন্যেই সেদিন এসেছিলাম। আমার ভয় ছিলো যে, আমাকে বললে, আমু হয়ত রাগ করতে পারে, তাই তোমাদের না জানিয়েই আমি রাতে বাসায় এসেছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম না যে, বাসায় অন্য মানুষ থাকতে পারে... (একটু থেমে...) আমি বাসায় ঢুকে নিচে থেকেই অনেক রকম শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম, তাই কৌতূহল বসত তোমাদের বেডরুমের কাছে যেয়ে উকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলাম যে, এমন সব শব্দ কোথা থেকে আসছে। তখন দেখলাম যে রুমে তুমি, আমু, আমার গাড়ী যে কিনলাম, সেই লোকটা, আর আরেকটা মোটা বিশালদেহী লোক তোমাদের বেডরুমে, আমুর সাথে ওসব করছে। বিশ্বাস করো আব্বু, আমি সাথে সড়ে চলে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রুমের ভিতরের দৃশ্যগুলি সত্যিই এতো সুন্দর আর রোমাঞ্চকর ছিলো যে, কেউ যেন আমার দু পা আঠা দিয়ে ফ্লোরের সাথে আটকে দিয়েছিলো, আমি যেন নড়তেই পারছিলাম না। এরপর আমি দেখতেই থাকলাম, অনেক পরে আমার যেন হুঁশ ফিরে এসেছিলো, আর সাথে সাথে আমি দৌড়ে আবার ও চুপি চুপি বেরিয়ে নানুর বাসায় চলে গিয়েছিলাম। আমি সত্যিই জানতাম না যে, বাসায় এসে এমন কোন দৃশ্য দেখবো। আমি খুব লজ্জিত, আব্বু।

আঃ না, বেটা। এখানে তোমার লজ্জার কিছুই নেই। লজ্জা তো আমাদের, আমরা আমাদের শারীরিক সুখের ভিতর এমনভাবে ডুবে গিয়েছিলাম যে স্থান, কাল, পাত্র সব কিছুই আমাদের সামনে খুব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলো। আমারদের যেন নিজেদের উপর কোন নিয়ন্ত্রন ছিলো না। তাই, এই ব্যপারটা তুমি জেনে যাওয়ায় আমরা দুঃখিত তোমার কাছে।

জিঃ আব্দু, সত্যি বলতে, আমি যে এমন কিছু করতে পারে, বা তুমি ঐদিন আম্মুকে এভাবে সাপোর্ট করতে পারো, এটা আমার মাথায় এতটুকু ধারণা ও ছিলো না। কিন্তু যখন আমি নিজের চোখে ও সব দেখতে পেলাম, তখন আমি ঘটনার আকস্মিকতায় আর সৌন্দর্যে এমনভাবে কুপোকাত হয়ে গিয়েছিলাম যে, ওখান থেকে আম্মুকে কেউ ওই মুহূর্তে ফ্রেন দিয়ে ও সড়াতে পারবে বলে মনে হচ্ছিলো না।

আঃ শুন বাবা, ঐদিন যে ঘটেছে, ওটা নিয়ে আমার বা তোমার আম্মুর মনে বিন্দুমাত্র ও পরিতাপ নেই, আমরা দুজনে স্বেচ্ছায় ওই ঘটনায় অংশ নিয়েছিলাম। তবে পরিতাপের বিষয় যেটা ছিলো, তা হলো তুমি সেগুলি দেখে ফেলা। আমার মনে খুব ভয় হয়েছিলো, যে তুমি হয়ত এই ঘটনায় খুব আঘাত পেয়েছো, বা তুমি হয়ত কারো সাথে কথাটা শেয়ার করে ফেলতে পারো। তাই ওই মুহূর্তে আমি তোমার সাথে এই ব্যপারে কথা বলতে বেশ ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু মাকের এই কটা দিন তোমাকে আমি ভালো করে লক্ষ্য করেছি, দেখেছি, যে তুমি বেশ স্বাভাবিক আছো, তাই আমি বুঝতে পারলাম যে তুমি হয়ত কথাটা কারো সাথে শেয়ার করো নাই।

জিঃ না আব্দু, ওটা শুধু আমি জানি, আর কেও না। এসব কথা যে কারো সাথে বলা বা শেয়ার করা যায়, সেটা ও আমার মাথায় আসে নি। কারন, তোমার বা আম্মুর যে কোন অসম্মান, আমার নিজের জন্যে ও অসম্মান, তাই না? এই শিক্ষাই তো আম্মু আম্মুকে দিয়েছে, আমি সেটা কিভাবে ভুলি, বলো?

আঃ জিসান, আমি এইজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দেই। কারন ছেলে মেয়েরা সুশিক্ষা পেলে সেটা মায়ের জন্যে অনেক গর্বের ব্যপার। আমি আর তোমার আম্মু, এই জায়গায় কিভাবে এলাম, সেটা তোমার সাথে শেয়ার করাটা আমি সম্মীচীন মনে করি। আমি তোমাকে সেই কথাটাই এখন বলবো। তুমি মন দিয়ে শুন।

(আমি একটু দম নিয়ে নিলাম।)

আঃ ইংরেজি একটা শব্দ আছে, তুমি শুনেছো কখনও "COD-শব্দটা?

জিঃ আব্দু, আমি শুনেছি এবং ভালো করেই জানি, ওটার মানে কি...তুমি হয়ত শুনে আশ্চর্য হবে যে আমি নিজেও মনে মনে ওই রকমই, মানে ওগুলি আমি খুব পছন্দ করি।

আঃ যাক, ভালোই হলো, তাহলে তোমাকে বুঝাতে আমার সহজ হবে। শুন তোমাকে পুরো কাহিনি বলতে গেলে আম্মুকে হয়ত বেশ কিছু খারাপ শব্দ, যা আমরা স্বাভাবিক জীবনে উচ্চারণ করি না, ওই শব্দগুলি বলতে হবে। মানে যৌনতা সম্পর্কিত শব্দ, যেমন চোদন, মাই, বাড়া, গুদ- এসব শব্দ আমার মুখ থেকে শুনতে তোমার কাছে খারাপ লাগবে না তো, জিসান?

জিঃ না আব্দু, বরং ওগুলি উচ্চারণ না করে যৌনতা সম্পর্কীয় কিছু বলতে গেলে উল্টো খারাপ লাগে। আমার কোন সমস্যা নেই, তুমি যা খুশি উচ্চারণ করতে পারো, আর আমি ও এগুলি সম্পর্কে জানি।

আঃ ঠিক আছে, আরও ভালো হলো। শুন তাহলে, অজিত আমার কলেজ জীবনের বন্ধু, ও আর আমি এক বাসায় থাকতাম একটা সময়ে। তোমার আম্মুকে বিয়ের আগে কলেজ জীবনে আমার এক বান্ধবী ছিলো যার নাম জেনি। সেই বান্ধবী একদিন আমার বাসায় এসেছিলো, তখন বাসায় অজিত ও ছিলো, আমরা কথায় কথায় কিছুটা বিয়ার খেয়ে ফেলেছিলাম, আর অনেক রাত ও হয়ে গিয়েছিলো। অজিত তো কথায় খুব ধুরন্ধর, সে বিভিন্ন আজেবাজে কথা বলে আমাদের সবাইকে উত্তেজিত করে ফেলেছিলো, তাই হঠাৎ কি যে হলো আমাদের, দেখলাম আমরা তিনজনেই নেংটো, এরপর যা হবার তাই হলো, জেনিকে আমি আর অজিত এক নাগড়ে সারা রাত চুদেছিলাম। এরপরে তো জেনির সাথে আমার সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। আর অজিতের সাথে ও আমার যোগাযোগ ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তোমার খালাতো বোনের বিয়ের দু দিন আগে, হঠাৎ একদিন আমি তোমার আম্মুর সাথে শপিংমলে গিয়েছিলাম, কিছু কেনাকাটা করতে। তখন ওর সাথে এই প্রায় ২১ বছর পরে দেখা। অজিত তোমার আম্মুকে দেখেই, তোমার আম্মুর পিছনে পরে গিয়েছিলো। যাই হোক তোমার আম্মুর সাথে ওর কিছু কথা কাটাকাটি হওয়াতে তোমার আম্মু ওকে অপমান করে, আর আমরা তোমার নানার বাসায় চলে যাই, তোমাদের দুজনকে নিয়ে আসতে। কিন্তু ভুলে অজিতের ব্যাগের সাথে আমার ব্যাগ অদলবদল হয়ে গিয়েছিলো। তোমার নানার বাসায় যাওয়ার পথে, তোমার আম্মু আম্মুকে অজিত সম্পর্কে কথা জিজ্ঞেস করে, তখন কথায় কথায় তোমার আম্মু জেনে যায় যে একবার অজিতের সাথে আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে শেয়ার করেছিলাম। এসব কথা বলতে বলতে আমি আর তোমার আম্মু দুজনেই বেশ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম। তখন তোমার আম্মু জানতে চায় যে, আমি কখন ও ওকে কারো সাথে শেয়ার করার কথা চিন্তা করেছি কি না। যদিও ব্যপারটা আমাদের কারো মাথাতেই ছিলো না, কিন্তু ওই একটি কথা আমাদের ভিতরের কোন এক বন্ধ দরজায় কড়া নেড়ে দিয়েছিলো। তোমরা সেদিন আমাদের সাথে বাসায় ফিরতে চাইলে না। সেদিন রাতে যখন আমি ঘুমুতে যাবো, ঠিক তখনই অজিত আম্মুকে ফোন করে ব্যাগ পাল্টানোর জন্যে আসতে চাইলো, আমি বললাম, আসো, নিয়ে যাও তোমার ব্যাগ। তোমার আম্মু বেডরুমে ছিলো। অজিত ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছে, এমন সময় তোমার আম্মু ওর রাতের পোশাক পড়া অবস্থাতে নিচে নেমে অজিতকে দেখে। তখন আমার ভিতরে ও তোমার আম্মুকে যেন ভালো করে অজিত দেখতে পারে, এমন একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো। আমি অজিতকে বিয়ার খেয়ে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করাতে সে যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেলো। এরপর আমাদের তিনজনের মধ্যে অনেক কথা, তর্ক, বিতর্ক হতে হতে, এক সময় আমি আর তোমার আম্মু এতো বেশি HOT আর HORNY হয়ে গেলাম, যে এরপরে তোমার আম্মুকে অজিতের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আমার কোন উপায় ছিলো না, ওই মুহূর্তে।

(আমি দম নেয়ার জন্যে একটু থামলাম। জিসান চোখ বড় বড় করে আমার আর ওর আম্মুর কাহিনি শুনছিলো)

আঃ সেই রাতে অজিত তোমার আম্মুকে দুই বার ভোগ করে, আর তোমার আম্মু ও জীবনে প্রথমবার আম্মুকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষের সাথে মিলিত হয়। সেদিন রাতে তোমার মা আর আমার জীবনের সেই বন্ধ দরজা যেন হাট হয়ে খুলে যায় আর এক বিশাল আলোর বলকানি এসে তোমার আম্মুকে আর আম্মুকে যেন কিছুক্ষনের জন্যে অন্ধ করে দেয়। আমি আবিষ্কার করি যে নিজের ভিতরের আমার শারীরিক সত্তা আসলে কি চায়, নিজের স্ত্রীকে অন্য পুরুষকে দিয়ে ভোগ করানোর মাঝে যে এক চরম আনন্দ আছে, সেটা আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করি। আর তোমার মা যে প্রচণ্ড রকমের সেক্সি, যৌনতার ক্ষেত্রে কি রকম বেপরোয়া, মরিয়া সেটা আমি আর তোমার মা দুজনেই বুঝতে পারি। সেদিন তোমার মা কে দিয়ে অজিত এমন সব নোংরা কাজ করিয়েছিলো, যেটা আমি এই ২১ বছরের সংসার জীবনেও কখনও তোমার আম্মুকে দিয়ে করানো তো দুরের কথা, বলার ও সাহস পাই নি। আর তোমার মা সেসব আদেশ নির্দিধায় আমার সামনে পালন করে আম্মুকেও

বুঝিয়ে দিলো আর নিজে ও জেনে নিলো যে ওর ভিতরে একটা **slut** বাস করে, আর অজিত সেই **slut** কে পুরো উন্মুক্ত করে দিলো, সেই রাতে। সে এক ভয়াবহ রাতে ছিলো আমাদের জীবনে। তোমার মা যে ভিতরে ভিতরে কি রকম **Submissive** সেটা ও আমরা জানতে পারি সেই রাতে। সেই রাতে তোমার মা অজিতের ক্রীতদাস হয়ে গিয়েছিলো।

(আমি আবারও একটু থামলাম।)

আঃ এরপরে যতবার অজিত তোমার মায়ের সামনে আসে, তোমার মা পুরো ওর গোলাম হয়ে যায়। অজিত তোমার আম্মুকে, মারে, পিটে, মুখে থুথু দেয়, যা ইচ্ছে করে, তোমার মা সব কিছু উপভোগ করে। এরপর সেদিন রাতে অজিত ওর অফিসের মালিককে নিয়ে আসে আমার বাসায়, আর এরপরে সেই রাতে প্রায় ৩ টা পর্যন্ত তোমার মাকে অজিত আর ওর বস ভোগ করে ইচ্ছে মত। আমি ও তোমার মায়ের এই খেলায় মজা পাই, তোমার মা যত রকম নোংরা কাজ করে, আমার তত ভালো লাগে। তাই আমি ও তোমার আম্মুকে এসব করতে উৎসাহ দিয়ে আসছি। সেই রাতের পরে অজিতকে ওর বস দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাই ওই রাতের পরে আর তোমার মা অজিতকে আজ পর্যন্ত দেখিনি।

(আমি আবার একটু থেমে মনে মনে প্রস্তুতি নিলাম এইবার তুহিনের কথা বলে দেবার জন্যে)

আঃ এরপরে কোন এক ঘটনাক্রমে তুহিন চলে এসেছে তোমার মায়ের জীবনে।

(জিসান চোখ বড় করে আমার দিকে তাকালো।)

আঃ হ্যাঁ, তোমার খালাতো ভাই, তুহিন। তোমার মা এখন তুহিনের বাঁধা রক্ষিতার মত, তুহিন ওর ইচ্ছে মত ব্যবহার করে তোমার মা কে। তুহিন তোমাকে যে কে মহিলার সাথে সম্পর্ক আছে বলে বোকা বানাচ্ছে, সে আসলে তোমার মা। আজ ও দুপুরের পর থেকে তোমার এই রুমে তুহিন তোমার মা কে দুইবার চুদেছে, একবার তোমার আম্মুর পোঁদে ঢুকিয়েছে, আরেকবার তোমার আম্মুর গুদে। আর তোমার আম্মুকে ওর ফাদা ভরা গাজর খাওয়াতে তুহিনই বলেছে।

(আমি একটু থামলাম। কথাগুলি ছেলেকে হজম করার জন্যে সময় দিতে চাইলাম)

জিঃ আমার খুব সন্দেহ হচ্ছিলো, কিন্তু আম্মু যে তুহিন ভাইয়ার সাথে এসব করতে পারে, এটা আমার কল্পনাতে ও আসে নাই। তুহিন ভাইয়া আম্মুকে যে ছবি দেখিয়েছে, সেগুলি তাহলে আম্মুর। ওয়াও...আমি একটু ও বুঝতে পারি নি, আমার বড় ভাইয়া প্রতিদিন এসে তাহলে আমার আম্মুকে চুদে যায়, ওয়াও, ওয়াও...

আঃ হ্যাঁ...এই ব্যাপারগুলি আর তোমার কাছে গোপন করে রাখতে চাইছিলাম না। তোমার এগুলি জানা উচিত। এখন তোমার মনের কথা আম্মুকে বলো, তোমার মনের অনুভূতি?

জিঃ ওয়াও...আব্বু, কি বলবো, আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, আমি জানি আমার মা খুব সুন্দর, যে কারোই উনার প্রতি লোভ হবে। তোমার বন্ধুর সাথে, বা বন্ধুর বসের সাথে সম্পর্ক, সেটা খুবই উত্তেজনাকর আর রোমাঞ্চকর আমার কাছে ও। সেদিন রাতে তুমি সামনে থেকে ওই লোকগুলিকে আম্মুর সাথে সেন্স করতে দেখে যে আনন্দ পেয়েছো, আমি কিন্তু লুকিয়ে দেখে ও সেই রকমই আনন্দ পেয়েছি, কারণ তোমার মন মানসিকতার সাথে আমার নিজের ও খুব মিল। আমার মাকে অন্য লোক ভোগ করছে, এটা আমার কাছে ও খুব সুখের একটা ব্যাপার। হয়ত সামনের কোন দিনে আমার স্ত্রীকে ও আমি এই পথে নামিয়ে দিবো। কিন্তু তুহিন ভাইয়া, আমার বড় ভাইয়ের মত, আম্মু কিভাবে উনার সাথে রকম সম্পর্ক করতে পারলো, আমার মাথায় আসছে না।

আঃ শুন বাবা, তোমার মা একজন **Slut**, একেবারে মনেপ্রাণে **Slut**। কাজেই তার কাছে একটা মোটা বড় বাড়া আর একজন কর্তৃত্ববান পুরুষই শেষ কথা। তুহিন ওর সেই চাহিদাই পূরণ করছে। আর আসলে তুহিনের ব্যাপারটাতে, আমি নিজে ও কিছুটা দায়ী। অজিত চলে যাবার পরে, তোমার মায়ের জন্যে অজিতের মত **Dominant** একজন পুরুষের দরকার হয়ে পড়েছিলো, যে তোমার মায়ের কাছে যখন তখন এসে ওর বিকৃত মনের ক্ষুধা মিটাতে পারবে। তুহিনের দিকে তোমার মা কে আমিই ঠেলে দিয়েছি আর উৎসাহ দিয়েছি। তুহিন আজ কি বলেছে, তোমার মাকে জানো, যে তোমার মায়ের শরীরের মালিক সে। এর মানে হচ্ছে, তোমার মায়ের শরীরের উপর আমার ও কোন অধিকার নেই আর সেটা তোমার মা ও মেনে নিয়েছে নির্ধিধায়। কারণ সে নিজে ও তুহিনকে ওর মালিকই মনে করে।

জিঃ কিন্তু আব্বু, তুমি জানো না, আমি ও আম্মুকে মনেপ্রাণে কামনা করি। আম্মুর শরীরের প্রতি আমি নিজে ও খুব আকর্ষিত, আম্মুকে কল্পনা করেই আমি সব সময় বাড়া খেঁচি। (জিসান মাথা নিচু করে ওর মনের কথা আমার কাছে উন্মুক্ত করে দিলো)

আঃ আমি জানি, বাবা। আমি জানি। কিন্তু সে তোমার মা, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে, তুমি তোমার মাকে কল্পনা করতে পারো, কিন্তু তার সাথে সেন্স করতে পারবে না, এটা আমি মেনে নিতে পারবো না, তুহিন তোমার মায়ের পেটের ছেলে না, তাই সে তোমার মায়ের সাথে সব করতে পারবে, কিন্তু তুমি না। আমি জানি, তোমার মা খুব আকর্ষণীয়, স্পর্শকাতর ও উত্তেজনাকর একজন মহিলা, তাই তুমি তোমার আম্মুকে যৌনতার দিক থেকে কামনা করতেই পারো, কিন্তু কামনা করা আর কামনা মিটিয়ে ফেলা এক জিনিষ না। এই অন্যায্য আমি তোমাকে বা তোমার আম্মুকে করতে দিতে পারি না।

জিঃ তাহলে তুমিই বলো আব্বু আমি কি করবো?

আঃ সেটা বলার আগে, তুমি আম্মুকে বলো, যে তুহিন তোমার আম্মুর সাথে সেন্স করছে, এটা দেখলে তোমার কাছে কেমন লাগবে?

জিঃ আম্মুকে সুখ পেতে দেখলে আমার কাছে ভালো লাগে, সেই রাতের পর থেকে আমি মনে মনে চাইতাম যে আম্মুকে যে আরও লোক চুদে, আর আমি যেন তা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে পারি। সেটা যদি তুহিন ভাইয়া হয়, আমার কাছে খারাপ লাগবে। কারণ সে আমার ভাইয়ের মত, আমার ভাই যা পেতে পারে, সেটা আমি কেন পেতে পারি না।

আঃ সেটা অবশ্যই তুমি পেতে পারো বাবা, যদি না সেই জিনিষটা হয় তোমার আম্মু। তোমার মায়ের সাথে তুমি যৌন মিলন করতে পারো না, তাই দেখা ছাড়া তোমার কোন পথ খোলা নেই, বাবা।

জিঃ তাহলে কি করবো, সেটা বলো?

আঃ তুমি আজ কদিন ধরে তোমার আমুর সাথে যা করছো, তা করতে পারো, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তোমার মা কে চুদতে পারবে না, এটা তোমাকে মেনে নিতে হবে, এবং মেনে চলতে হবে। আর এখন থেকে আমি যেভাবে তোমার মাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি তুমিও তোমার সাথে যৌন মিলনের ক্ষেত্রে, আমি চাই যে তুমি ও সেটাই করো। তুমিও তোমার সাথে যৌন মিলনের ক্ষেত্রে, আমি চাই যে তুমি ও সেটাই করো। তুমিও তোমার সাথে যৌন মিলনের ক্ষেত্রে, আমি চাই যে তুমি ও সেটাই করো।

জিঃ হ্যাঁ, আব্বু, বুঝতে পারছি। আমি তোমার কথা মেনে চলার চেষ্টা করবো। কিন্তু আমি যদি আম্মুকে মাঝে মাঝে তোমার সামনে ও আদর করি, তুমি কি রাগ করবে?

আঃ না রে বাবা, সে তো তোর মা। তোর মাকে তুই যখন যেখানে খুশি আদর করতে পারবি, আমি কিছুই মনে করবো না। কিন্তু একটাই সতর্কতা, তোর বাড়া যেন তোর মায়ের গুদ বা পোঁদের সাথে না লাগে, মানে সরাসরি না লাগে, কোন কাপড় ছাড়া, এটা যদি মেনে চলিস, বাকি কোন কিছুতে আমার কোন বাঁধা নেই তোর উপর। তুই কি আমার কথা সুনবি, বাব, বল, আমার কথা মেনে চলবি তো?

(জিসান একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে একটুক্ষণ চুপ করে থাকলো।)

জিঃ জি আব্বু, আমি তোমার কথা মেনে চলবো। কিন্তু আমি যেন মাঝে মাঝে আম্মুর সেন্স করা দেখতে পারি, সামনে থেকে না হলে ও যেন লুকিয়ে দেখতে পারি, তুমি আম্মুকে সেটা বলে দিবা? যেন আম্মুকে মাঝে মাঝে দেখতে দেয়?

আঃ সেটা তো বাবা আমার হাতে নেই, সেটা নির্ভর করবে, তোর আম্মু আর তুমিই উপর। ধর তোর আম্মু রাজী হলো, কিন্তু তুমি চায় না যে, তুই ওর সামনে থাকিস, তাহলে তোর আম্মু কিভাবে তোর কথা মানবে বল?

জিঃ ঠিক আছে, আব্বু, আমি বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, কিন্তু সামনে থেকে নাই বা দেখতে দিলো, আমি যদি লুকিয়ে দেখি, তুমি রাগ করবে না তো?

আঃ না রে বাবা, আমি কিছু বলবো না। কিন্তু তুমিও তোমার সামনে, মনে রাখবি সব সময়, যে তোর মায়ের শরীরের মালিক সে, তাকে সম্মান করে চলবি, ঠিক আছে?

জিসান মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানালো।

আঃ আর একটা কথা, আরিবা যেন এসব জানতে না পারে। আমি চাই না যে ও জানুক, কারণ ওর বয়স কম, আর ও যদি জেনে যায়, তাহলে তুমি যদি ওর দিকে ও হাত বাড়ায়, সেটা আমি মানতে পারবো না। আমি তোকে ও এইসব থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতাম যদি না তুই প্রাণবয়স্ক হতি আর তোর মায়ের প্রতি তুই আকৃষ্ট না হতি। যেহেতু তোর আম্মুর শরীর তুই মনে মনে কামনা করিস, ঠিক আছে কামনা কর, তোর আম্মুকে ভেবে বাড়া খিচ, কিন্তু তোর আম্মুকে চোদার চেষ্টা করবি না, তোর বয়সী কোন মেয়ের সাথে সম্পর্ক কর, আমি জানি তোর ভাবসিঁটিতে অনেক মেয়েই তোর প্রতি আকৃষ্ট হবে, ওদের সাথে প্রেম কর, বিছানায় নিয়ে যা, যা খুশি কর, চাইলে এই বাসায় ও নিয়ে আসতে পারবি, দরজা বন্ধ করে যা খুশি কর, আমি বা তোর আম্মু কোন বাঁধা দিবো না তোকে। কিন্তু, খেয়াল রাখিস, যৌবনের উদ্ভাসিত নিজে লেখাপড়া ভাসিয়ে দিস না। মনে থাকবে তোর আব্বুর কথা?

জিঃ জি আব্বু, মনে থাকবে। তুমি তো জানো, লেখাপড়া করতে আমার ভালো লাগে, ওটা আমি কখনই অবহেলা করবো না। দেখি ভাসিঁটির কোন মেয়ের আম্মুকে পছন্দ হয় কি না! হলে তোমাকে জানাবো। আর আমার আম্মুকে আমি যখন তখন আদর ও করতে পারবো, তাহলে আর কি চাই আমার জীবনের সুখের জন্যে।

(আমি চুপ করে জিসানের কথা শুনছিলাম, আমি জানি জিসান আমার কথা ফেলবে না আর ও লেখাপড়ায় ও বেশ সিরিয়াস)

জিঃ আব্বু, আরেকটা কথা জানার ছিলো, মানে পরামর্শ আর কি। তুমি যেভাবে অন্য লোককে দিয়ে আম্মুকে চুদিয়ে সুখ পাও, আমি ও তেমনি চাই যে আমার ভবিষ্যৎ স্ত্রী ও যেন আমার সামনে অন্য লোকের সাথে সেন্স করে, এটা কি খুব খারাপ চাওয়া, আব্বু? আর আমার ভবিষ্যৎ স্ত্রী যদি এটা মানতে না পারে? তখন তো আমার সংসার ভেঙ্গে যাবে।

আঃ না বাবা, এটা কোন খারাপ বিষয় না। নিজের রমণীকে প্রচণ্ড রকম ভালবাসতে পারলেই, নিজের জিনিষকে অন্যের হাতে তুলে দেয়া যায়, নইলে নয়। আর তুই নিজে ও শারীরিক দিক থেকে যে কোন মেয়েকে খুশি করতে যথেষ্ট বলেই আমি মনে করি, তাই না?

জিঃ আব্বু, আমি তো মনে করি আমি শারীরিক দিক থেকে পুরো ফিট, কিন্তু আসলে আমি কখন ও কোন মেয়ের সাথে সেন্স করি নাই তো, তাই কিছুটা সন্দেহ আছে আমার মনে। কিন্তু আমি চাই যে, আমার স্ত্রীর সাথে আমি তো সেন্স করবোই, কিন্তু মাঝে মাঝে দু একজন অন্য লোকের সাথে যদি সে সেন্স করেও, সেটাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

(আমি ওর কথা শুনে একটু মুচকি হাসলাম)

আঃ সেটা কোন খারাপ ইচ্ছা না। তবে কমপক্ষে দু বা তিনবার কোন মেয়ের সাথে সেন্স না করলে, তোর শরীরের সক্ষমতা সম্পর্কে তুই নিজে পুরো আস্থা রাখতে পারবি না। তবে আমি তোকে এমন মেয়ের সাথেই বিয়ে দিবো, যে তোর শরীরের সব চাহিদা পূরণ করে, তারপর তোর মনের সব চাওয়া ও যেন পূরণ করতে উদ্যোগী হয়। আমার উপর বিশ্বাস রাখ, আমি এমন মেয়ে খুঁজে বের করবো তোর জন্যে। তবে সেই পর্যন্ত, তোর সমবয়সী মেয়েদের নিয়ে বিছানায় যা, আর তোর মায়ের সাথে হালকা মৌজ মস্তি তো করছিসই, এভাবে নিজের শরীরকে মেয়েদের শরীরের চাহিদা পূরণের জন্যে প্রস্তুত করে নে, ঠিক আছে?

জিসান ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলার পরে আমি ওকে গুডনাইট জানিয়ে চলে আসলাম ওর রুম থেকে। নিচে বেডরুমে তখন ও কুহি জেগে বসেছিল আমার জন্যে। আমাদের বাপ বেটার সংলাপ জানার জন্যে সে অধির আগ্রহে বসে ছিলো। আমি ওকে সংক্ষেপে বললাম যে জিসানের সাথে আমার কি কি কথা হয়েছে। কুহি সব কিছু শুনে খুব খুশি হয়ে আম্মুকে অনেক আদর করতে লাগলো, কারণ এখন থেকে সে কোন রকম দুশ্চিন্তা ছাড়াই তুমিও তোমার সাথে জিসানের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে যখন তখন মিলিত হতে পারবে। এটা ওর জন্যে প্রচণ্ড রকম সন্তির ব্যাপার ছিলো। সারাদিন ধরে কুহির বিভিন্ন

কুকর্ম দেখে আমি নিজেও বেশ উত্তেজিত হয়েছিলাম, তাই কুহির শরীরে একবার প্রবেশ করে আমার সব ক্রান্তি ওর ভিতরে ঢেলে দিয়ে কুহিকে বুকের মাঝে নিয়ে ঘুমের দেশে পাড়ি দিলাম আমরা দুজন।

সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল সেয়ে নাস্তার টেবিলে বসলাম, জিসান ও আমার জন্যে না খেয়ে অপেক্ষা করছিলো, আর কুহি তো সব সময়ই ঘুম থেকে খুব সকালে উঠে যায়। জিসানকে ডাক দিয়ে আমি সহ বসলাম ডাইনিঙে, কুহি সব কিছু টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে জিসানের পাশেই বসে গেলো আমাদের সাথে নাস্তা খাওয়ার জন্যে। "তো জানু, আজকে তোমার আর তুহিনের প্ল্যান কি?"-আমি কোন লুকোছাপা না করেই জিসানের সামনে কুহির কাছেই জানতে চাইলাম, কারণ তুহিন যে আজ ওর বন্ধুদের নিয়ে বাসায় আসতে চাইছিলো, সেটা নিয়ে যে কুহি আমার সাথে কোন কথা বলে নাই কাল রাতে, সেটা আমার বেশ মনে আছে। কুহি একটু যেন লজ্জা পেল, নিজের ছেলের সামনে আমার মুখ থেকে এই প্রশ্ন শুনে।

"ওহঃ...আজকে? তুহিন কাল বলেছিলো, ওর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে আসতে চায় আজ দুপুরের পরে। আমি ওকে বলেছি যে পরে জানাবো, কিন্তু তোমার সাথে আর কথা বলার সময় পাই নি।"-কুহি মুখ নিচু করে আমার বা জিসানের দিকে না তাকিয়ে জবাব দিলো।

"মানে কি? তুহিন ভাইয়া, ওর বন্ধুদের নিয়ে আসবে এই বাসায়?"-জিসান কিছুটা বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইলো। জিসানের অবাক কড়া গলা শুনে কুহি যেন আরও বেশি লজ্জিত হয়ে গেলো। আমি কুহিকে সেই লজ্জা থেকে উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে আসলাম।

"জিসান, তোকে বলতে ভুলে গেছি কাল রাতে, তুহিন তোর আমুর কাছে আবদার করেছে যে সে ওর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এই বাসায় আসতে চায়। মানে ওদের সামনে তোর আমুকে ওর নিজের রমণী বানিয়ে ওদেরকে দেখাবে, তবে ওর বন্ধুরা তোর আমুকে ছুঁতে পারবে না, সেটা সে আগেই বলে দিয়েছে, ও শুধু বন্ধুদের সামনে তোর আমুকে দিয়ে সে কি কি করতে পারে, সেটা প্রদর্শন করতে চায়, তাই না?"-আমি কুহির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, ও বলেছে, শুধু দেখাবে, ওদেরকে কিছু করতে দিবে না, ও আমাকে ওয়াদা দিয়েছে"-কুহি মুখ নিচু করেই জবাব দিলো।

"তাহলে, তুমি ওকে ফোন করে, বলে দাও যেন ওর বন্ধুদের নিয়ে দুপুরে এখানেই খাওয়া দাওয়া করে। তুমি কিছু ভালমন্দ রান্না করো, ওদেরকে তোমার নিজের হাতে খাওয়াও, ঠিক আছে? আর জিসান, তুমি বোধহয় ওই সময়ে তোমার নানার বাসায় চলে যেতে পারো, কি বলে তুমি?"-আমি কুহির দিকে তাকিয়েই জবাব দিলাম।

"আবু, আমি থাকি না বাসায়! দরকার হলে আমি নিচে নামবো না, তুহিন ভাইয়ার বন্ধুদের সামনে আসবো না, লুকিয়ে থাকবো"-জিসান ওর আমুর এই মজার দৃশ্যগুলী না দেখে থাকতে পারবে না, তাই ওর করুণ আবদার আমার কাছে।

"বাবা, আমার তো কোন সমস্যা নেই, কিন্তু তোর আমুর প্রেমিক যদি তোকে সড়ে যেতে বলে, তাহলে তো তোর আমুর সুখের জন্যে তোর তাই কড়া উচিত, তাই না? তোর চাস না, তোর আমু অনেক অনেক সুখ পাক?"-আমি জিসানকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

"ঠিক আছে, আবু, আমি ওরা আসার আগে বাইরে চলে যাবো"-জিসান কিছুটা মন মরা হয়ে বললো।

"এই তো আমার ভালো লক্ষী ছেলে, তোর আমুর সব কাজকর্ম ভিডিও করা থাকবে, তুই রাতে দেখতে পারবি, ওকে?"-আমি জিসানকে আশস্ত করতে চাইলাম।

"কিভাবে আবু, কে ভিডিও করবে?"-জিসান বেশ অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

"কেও ভিডিও করবে না। এই বাসার বেশিভাগ রুমে গোপন ক্যামেরা লাগানো আছে, কয়েকদিন আগে আমি লাগিয়েছি, সেখানে সব ভিডিও থাকে, তুই রাতে দেখতে পারবি, এটা নিয়ে চিন্তা করিস না"-আমি জিসানের কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইলাম না।

"মানে, আমার রুমে ও কি ক্যামেরা লাগানো আছে?"-জিসান জানতে চাইলো।

"তোর রুমে গতকাল লাগিয়েছি। এর আগে ছিলো না"-আমি বললাম।

"তাহলে আবু, গতকালের আমার রুমের ভিডিওটা দাও না আমাকে। আমি এখন বসে বসে দেখি।"-জিসান আবদার করলো।

"আচ্ছা, আমার রুমে আয়, আমি তোকে দিচ্ছি ফাইলটা।"-আমি ওর আবদার ফেলতে পারলাম না। কুহি চোখ বড় বড় করে বললো, "প্লিজ, জানু, জিসানকে ওগুলি দেখতে দিও না, আমার খুব লজ্জা লাগবে, প্লিজ"

"জিসান, তোর আমুর নাকি খুব লজ্জা লাগবে, তুহিনের কাছে তোর আমুর গাদন খাওয়া তোকে দেখাতে?"-আমি জিসানের দিকে একটা চোখ টিপ দিয়ে বললাম।

জিসান উঠে ওর আমুর ঠোঁটে ঠোঁটে ডুবিয়ে একটা লম্বা চুমু দিয়ে বললো, "প্লিজ, আমুকে, আমাকে দেখতে দাও, না। তোমাকে সেক্স করতে দেখলে আমার কাছে খুব ভালো লাগবে, প্লিজ, আবুকে বলো, আমাকে যেন দেয় ফাইলগুলি। আমি আমার রুমে বসে বসে দেখবো, আমার সেক্স আমুকে তুহিন ভাইয়া কিভাবে আচ্ছা করে গাদন দেয়"-জিসান ওর আমুকে আরও বেশ কয়েকটা চুমু দিয়ে বললো।

"তোর আমুকে তোর ভাইয়ার সাথে সেক্স করতে দেখলে তোর রাগ লাগবে না, সোনা? তোর কাছে ভালো লাগবে?"-কুহি কামনা মাথা গলায় বললো।

"হ্যাঁ, মামনি, আমার খুব ভালো লাগবে, একটু ও রাগ লাগবে না।"-জিসান নিশ্চিত করতে চাইলো কুহিকে।

"ঠিক আছে, জানু, ওকে তুমি ভিডিও ফাইলগুলি দিয়ে যাও। ওর রুমে গিয়ে ও দেখুক, এদিকে আমি রান্নার আয়োজন করি।"-বলে জিসানের কপালে একটা চুমু দিয়ে কুহি উঠে গেলো টেবিল ছেড়ে।

"তুহিনকে আগে ফোন করে জানিয়ে দাও, তারপর রান্না করতে যাও"-আমি কুহিকে মনে করিয়ে দিলাম।

আমি জিসানকে নিয়ে আমার বেডরুমে এসে পিসি থেকে গতকালের ফাইলটা খুঁজে ওকে দিয়ে দিলাম আর অফিসের জন্যে রেডি হয়ে আমার সুন্দরী স্ত্রীকে শুভকামনা জানিয়ে বের হয়ে গেলাম। জিসান ওর রুমে বসে গতকালে ভিডিও দেখতে দেখতে নিজের বাড়া খেঁচতে লাগলো। কুহির আমন্ত্রণ পেয়ে তুহিন খুব খুশি হয়ে গিয়েছিলো, সে দুপুরে ২ টার মধ্যে ওর বন্ধুদের নিয়ে বাসায় হাজির হবে জানিয়ে দিল কুহিকে, আর কুহি কি পোশাক পড়ে ওর বন্ধুদের রিসিড করবে সেটা ও বলে দিলো। কুহি ওদের জন্যে বিরিয়ানি আর মাংসের ঝোল রান্না করে গোসল করতে ঢুকে গেলো তখন প্রায় ১ টা বাজে। এদিকে দুপুরের খাবার খেয়ে জিসান কিছু পরেই বের হয়ে গেলো ওর নানার বাসার উদ্দেশ্যে, যদি ও ওর মন পড়েছিলো আমাদের ড্রয়িংরুমে।

কুহি গোসল শেষ করে বের হয়ে খুব সুন্দর পাতলা নেতের কাপড়ের ব্রা, আর চিকন বিকিনি টাইপের একটা প্যানটি পড়ে নিলো, এর উপরে ম্যাচিং করা ব্লাউজ পড়ে, পেটিকোট না পড়ে সুন্দর পাতলা জর্জেটের একটা শাড়ি পড়ে নিলো। শাড়ির কোমরে অংশ পেটিকোট না পড়ার কারণে প্যানটির কিনারেই গুজতে হলো। ফলে ওর শাড়ি ঠিক এমন জায়গায় পড়েছে, যেখান থেকে ওর মসৃণ কামানো গুদের বাল শুরু হয়েছে, যদি ও ওর কামানো গুদের কারণে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আমার ভয় করতে লাগলো, যে যদি একটু টান খায় তাহলেই কুহির শাড়ি খুলে যাবে, কিন্তু আবার চিন্তা করলাম, যে শাড়ি আর কতক্ষণ ওর গায়ে থাকবে তুহিনের সামনে। শাড়ি এতো নিচে পড়ার কারণে পিছন দিকে ওর উঁচু দাবনা দুটির খাঁজ যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেই জায়গাটা ও বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। একটা চিকন Strap দেয়া ব্লাউজ যেটার পিছন দিকে গলার কাছে এক জোড়া ফিতে আর বুকের মাঝামাঝি বরাবর আরেক জোড়া কিছুটা মোটা ফিতে দিয়ে পিছনে আটকানো। পুরো পিঠের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পুরো উমুক্ত। কুহি শাড়ি পড়ে হালকা মেকআপ সজ্জার নিয়ে একটা উঁচু হাই হিলের জুতো পড়ে নিচে নেমে ডাইনিঙয়ে সব সাজিয়ে নিলো। এর মধ্যেই ঘড়িতে প্রায় ২ টার কাছাকাছি, ওদের আসার সময় হয়ে গেছে। আমি নিজে ও লাঞ্চ শেষ করে অধির আগ্রহে ট্যাবে চোখ লাগিয়ে রাখলাম।

অবশেষে আমার ও কুহির প্রতিশ্রুতির অবসান হলো যখন ২ টা বাজার ১০ মিনিট পরে ঘরের দরজায় কলিংবেলের আওয়াজ আমার ও কুহির কানে মধুর সঙ্গিতের মত প্রবেশ করলো। কুহি হাতে একটা বিয়ার নিয়ে অল্প অল্প চুমুক দিতে দিতে ড্রয়িং রুমে পায়চারি করছিলো, বেলের আওয়াজ শুনে বিয়ার হাতে নিয়েই কুহি মুখে কিছুটা হাঁসি ফুটিয়ে দরজা খুলে দিলো। "ওয়াও...আমার গরম খালামনি..."-বলে প্রথম কমেট আসলো তুহিনের মুখ থেকেই, আর ওর পিছনের দাঁড়ানো ওর বন্ধুরা মুখ টিপে টিপে হাসছিলো। "আয়...ভিতরে আয়..."-বলে মুখের হাঁসি বিস্তৃত করে কুহি আমন্ত্রণ জানালো। তুহিনের বন্ধুরা সবাই "আসসালামুয়ালাইকুম আনটি"-বলে কুহিকে সম্বোধন জানালো।

"শালারা...আমার খালামনিকে কি তোদের কাছে এতই বুড়ো মনে হচ্ছে যে, উনাকে আনটি বলে ডাকলি?"-তুহিন খেপে গিয়ে বললো, "এমন হট খালামনি তোদের কারো আছে রে শালারা? খালামনিকে, জড়িয়ে ধরে হাগ করে তারপর উনাকে সম্বোধন কর।"

ওর বন্ধুরা খুব লজ্জা পেলো যেন, এমনভাবে করে বাসায় ঢুকে এক এক করে কুহিকে হালকা করে দুহাত দিয়ে কুহির দু হাতের বাহুতে জড়িয়ে ধরে "হ্যালো, খালামনি"-বলে সন্তোষ জানালো। আমি গুনতে শুরু করলাম, এক এক করে ৬ জন, আর তুহিন সহ ৭ জন। কুহি ওদের সবাইকে "প্লিজ, বসো, তোমরা সবাই"-বলে সোফার দিকে দেখিয়ে দিলো। তুহিন গিয়ে আমার ভালবাসার সোফাটোতে বসে পড়লো, আর কুহিকে টান দিয়ে নিজের পাশে বসিয়ে নিলো। ওর বন্ধুরা বসার পরে তুহিন কুহিকে ওদের সবার সাথে পরিচিত করিয়ে দিলো, "এ হচ্ছে আমার দুস্ট, মিষ্টি, এক মাত্র আদরের খালামনি, কুহি। আর খালামনি ও হচ্ছে রাশেদ, ও নওশাদ, ও কবির, ও সুনিল, ও বাদল আর ও হচ্ছে কৃষ্ণা। সুনিল আর কৃষ্ণা কিন্তু হিন্দু, ওরা দুজন গরুর মাংস খায় না, তুমি কি রান্না করেছো, খালামনি?"-তুহিন উদ্বিগ্ন মুখে জানতে চাইলো।

"আমি তো খাসীর মাংসের বিরিয়ানি আর মুরগী ঝাল ফ্রাই করেছি। তোমাদের সমস্যা হবে না তো?"-কুহি সুনিল আর কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো। ওর দুজনেই কোন সমস্যা নেই বলে মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো। কুহি বা আমার কোন ধারণাই ছিলো না যে, তুহিনের বন্ধুদের মধ্যে কেও আবার হিন্দু ও থাকতে পারে। যাই হোক, খাবার নিয়ে কোন সমস্যা নেই দেখে কুহি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। "তোমরা সবাই কি তুহিনের সাথে একই ভার্টিটিতে পড়ো?"-কুহি জানতে চাইলো।

"জি...আমরা একই ভার্টিটিতে, একই সাবজেঙ্কে লেখাপড়া করি।"-রাশেদ জবাব দিলো।

"আপনাকে সেদিন তুহিনের জন্মদিনে দেখেছিলাম, সেদিন বলতে পারি নি, কিন্তু আজ বলছি, আপনি অসাধারণ সুন্দরী। সেদিন ও আপনাকে দেখে আমাদের চোখ ধাধিয়ে গিয়েছিলো।"-কবির কুহির দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো।

"হ্যাঁ...সত্যি, সেদিন ও আপনাকে খুব হট দেখাচ্ছিলো, তবে আজ যেন আরও বেশি হট মনে হচ্ছে।"-প্রশংসা থেকে এক ধাপ এগিয়ে কিছুটা flirt এর সুরে কথাটি বললো কৃষ্ণা।

"ধন্যবাদ, তবে এতটা প্রশংসার মত সুন্দরী নই নিশ্চয়ই আমি, আমার ছেলের বয়স ১৯, তোমাদের বয়সের খুব কাছাকাছি, সে এখন ভার্টিটিতে পড়ে। তোমাদের ক্লাসে কত সুন্দর স্মার্ট মেয়েরা আছে, তোমাদের চোখে ও অদেরকেই ভালো লাগার কথা, আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি"-কুহি কিছুটা বিনয়ের সুরে বললো ওদেরকে।

"খালামনি, আমাদের ক্লাসে, কেন, আমাদের পুরো ভার্টিটিতে ও তোমার মত হট মাল একটাও নেই, কি রে ঠিক বলেছি না?"-এবার গলাটা তুহিনের। ও এক হাত কুহির কোমরে দিয়ে ওকে নিজের দিকে টেনে ধরে বললো।

ওর বন্ধুরা সব সমস্বরে, "হ্যাঁ...ঠিক বলেছিল..."-বলে সমর্থন জানালো।

কবিরঃ এমন হট মাল তো দূরের কথা, তুহিনের মত এতো হট খালা ও আমাদের কারোই নেই, তাই তো আমরা তুহিনের খালামনি এতো ভক্ত। আর আপনাকে যে বুড়ি বলবে, ওর তো দু চোখই নষ্ট হয়ে গেছে, ওর জায়গা হাসপাতালে, ঘরে নয়। আমাদের চোখে তো আপনি আমাদের ক্লাসের মেয়েদের চেয়ে বেশি যৌবনের অধিকারী।

রাশেদঃ কেও যদি আপনাকে যুবতী বলতে রাজী না ও হয়, তাহলে কমপক্ষে **MLF** বলতে পারে, তাই না?

(রাশেদের কথায় বাকিরা সবাই হ্যাঁ মিলালো)

কুহিঃ এটা কি বললে? **MILF** কি শব্দ? এর মানে কি?

তুহিনঃ ওহঃ খালামনি, তুমি এটার মানে জানো না, **MLF** এর মানে হচ্ছে "M~~o~~t h~~er~~s I L~~i~~ke t~~o~~ F~~u~~ck"

(কুহি ওদের কথা বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো)

তুহিনঃ এখন ও বুঝতে পারো নি খালামনি, এর মানে হচ্ছে যেসব মহিলারা মা হয়েছে, বা যাদের বাচ্চা আছে, তারা যদি এমন গরম শরীরের মালিক হয়, যে তাদেরকে দেখেই চূদতে ইচ্ছা করে, সেই সব বিরল প্রজাতির মহিলাকে **MILF** বলে ডেকে থাকে পশ্চিমা দুনিয়ার মানুষেরা। তুমি হচ্ছে সেই রকম একজন গরম **MILF**।

(কুহি এতোগুলো অল্প বয়সী ছেলের সামনে তুহিনের মুখ থেকে ব্যাখ্যা শুনে খুব লজ্জা পেলো, আর তুহিনের বন্ধুরা তুহিনের মুখ থেকে চোদন শব্দটা শুনে যেন কিছুটা সাহস ও পেলো। কুহি মুখ নিচু করে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো, ও যে খুব লজ্জা পাচ্ছে সেটা তুহিন ও তার বন্ধুরা বুঝতে পারলো।)

কৃষ্ণাঃ দোস্ত, তোমার গরম খালামনিকে, আমরা আজ কি বলে সম্বোধন করবো, তুমিই ঠিক করে দাও।

তুহিন একটু চিন্তা করে বললো, "বন্ধুরা, তোমার, আজকের জন্যে আমার খালামনিকে যা খুশি ডাকতে পারো, আমি কিছু মনে করবো না, খালামনি ডাকতে পারো, বা নাম ধরে কুহি বলেও ডাকতে পারো, বা তুহিনের কুন্তি বলে ও ডাকতে পারো, বা তুহিনের **Sut** বলে ও ডাকতে পারো, বা তুই করে ও বলতে পারো। কি খালামনি, তুমিই বলো, ওরা তোমাকে কি বলে ডাকলে তুমি সবচেয়ে বেশি খুশি হবে?"

(কুহি যেন আরও বেশি লজ্জা পেয়ে মাথা উঠাতেই পারছিলো না। এতগুলি যুবক ছেলের সামনে এভাবে নিজেকে তুহিনের বাঁধা মাগীর মত আচরণ করতে ওর কাছে লজ্জা হচ্ছিলো, কিন্তু লজ্জার চেয়ে ও বেশি হচ্ছিলো ওর গুদে চুলকানি, শরীরে আগুনের উত্তাপ একটু পর পর যেন দমকা হওয়ার মত ছড়িয়ে পড়ছিলো, সেই কামনার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে দেয়ার জন্যে ভিতরে ভিতরে সাহস সঞ্চয় করে নিজের মাথা উঠিয়ে নিজের মুখ তুহিনের কানের কাছে নিয়ে গেলো আর ওর কানে কানে কি যেন বলতে লাগলো)

কৃষ্ণাঃ না, না, এটা হবে না। আমাদের সামনে কানে কানে কোন কথা বলা চলবে না আজকে। যা বলবে আমাদের সামনে জোরে বলতে হবে যেন, আমরা শুনতে পাই। কি, বন্ধুরা ঠিক কি না?

(কৃষ্ণা ওর বাকি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে সমর্থন চাইলো, বাকিরা সমস্বরে সমর্থন দিলো যে আজকের জন্যে কোন লুকোছাপা চলবে না, তুহিন কুহির মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের দু হাত ছড়িয়ে দিয়ে কাঁধ বাঁকিয়ে শ্রাগ করে বুঝিয়ে দিলো যে ওর কিছুই করার নেই, যা বলার কুহিকে সবার সামনেই বলতে হবে। কুহি কানে কানে তুহিনকে কি বলেছে, সেটা যে খুব লজ্জার কথা, সবার সামনে যে সেটা উচ্চারণ করতে কুহি খুব অস্বস্তিবোধ করছে, এটা সবাই বুঝতে পারলো)

কুহিঃ শুন দুষ্ট ছেলেরা, তোমরা আজ আমাকে তুহিনের কুন্তি বলে ডাকলেই আমি বেশি খুশি হবে, তবে এছাড়া ও তোমাদের আর যা ইচ্ছে, তাই বলে আমাকে ডাকতে পারো, যদি অন্য কোন খারাপ নামে ও আমাকে ডাকতে চাও, ডেকো, তবে শুধু আজকের জন্যে, সেটা মনে রেখো।

(কুহি বেশ জোরেই সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো। তবে কথাগুলি বলার সময় তুহিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলছিলো। তুহিনের বন্ধুরা ওয়াও, ওয়াও বলে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে কুহির মুখের দিকে তাকালো। আর তুহিনের যেন গর্বে বৃকের ছাতি ২ ইঞ্চি বেশি চওড়া হয়ে গেলো। বন্ধুদের সামনে কুহিকে নিজের বাঁধা মাগী বলে পরিচিত করিয়ে দিতে যে সে খুব আনন্দ পাচ্ছে, সেটা কুহি তুহিনের মুখের অভিব্যক্তি দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলো। প্রথম কথাটা কৃষ্ণার মুখ থেকেই বের হলো)

কৃষ্ণাঃ ওহঃ আমাদের বন্ধুর কুন্তি! তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। কুন্তি, তুই আমাদের বন্ধু তুহিনকে কেন পছন্দ করিস, সেটা আমাদেরকে খুলে বল।

(কুহি আচমকা কৃষ্ণার মুখ থেকে তুই তোকারি আর কুন্তি ডাক শুনে যেন কামাতুর হয়ে গেলো। একটা অল্প বয়সী অচেনা ছেলে আমার স্ত্রীকে আমার বাসার ড্রয়িংরুমে বসে কুন্তি বলে তুই করে ডাকছে, ব্যপারটা যে কি ভীষণ উত্তেজনাকর, তা বুঝতে পেরে আমার বাড়া ফুলে উঠতে শুরু করলো। কৃষ্ণার প্রশ্ন শুনে কুহি কি বলবে বুঝে উঠতে পারছিলো না। একটু আমতা আমতা করছিলো।)

রাশেদঃ কি রে দোস্ত, তোর কুন্তি দেখি কথা বলে না, লজ্জা পাচ্ছে নাকি তোর কুন্তীটা?

(তুহিন কিছুটা রাগী চোখে কুহির দিকে তাকালো। কুহি তুহিনের চোখে রাগের লক্ষন দেখে তাড়াতাড়ি ওর মুখ খুললো।)

কুহিঃ তুহিন, আমার সোনা ছেলে, ওকে তো আমি ছোটবেলা থেকেই অনেক আদর করে বড় করেছি। এখন বড় হওয়ার পরে ও যদি ভিন্ন রকম আদর চায় আমার কাছে, আমি মানা করবো কি করে। ও যদি আমাকে ওর কুন্তি বানিয়ে রাখতে চায়, আর সেটাই যদি ওকে খুশি দেয়, তাহলে আমার তো তাই করাই উচিত, তাই না? আর ও এখন একজন সুদর্শন সুপুরুষ হয়ে উঠেছে, তাই যে কোন মেয়েই ওকে মনে মনে কামনা করবে, আমি তো কোন ছাই!

কথাগুলি বলতে গিয়ে কুহির নিঃশ্বাস ঘন হয়ে বড় আর ধীর হয়ে গিয়েছিলো, কথা বলতে বলতে ও বুকে যেন তুহিনের জন্যে ভালোবাসা আর মমতা জেগে উঠেছিলো, একই সাথে অল্প বয়সী জওয়ান ছেলেগুলির কাছে নিজেকে তুহিনের কুন্ডি পরিচয় দিতে ওর শরীরের কামের আঙুন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।)

কৃষ্ণাঃ ও ছোটবেলায় অনেক আদর করেছে, তাই এখন ওর কুন্ডি হয়েছে? কি হাস্যকর যুক্তি! আচ্ছা, তুহিন তোমাকে কেন কুন্ডি বানিয়েছে, সেটা ও আমাদেরকে বলো, তাহলে?

কুহিঃ সেটা তুহিনকেই জিজ্ঞেস করো, তুহিন কেন চায় আমাকে, সেটা তো ওই ভালো বলতে পারবে, তাই না?

রশেদঃ না, আমরা তোমার মুখ থেকেই সেটা শুনতে চাই, ও তোমাকে কেন নিজের কুন্ডি বানিয়ে রাখতে চায়?

কুহিঃ একটু চিন্তা করে তুহিনের চোখের দিকে তাকিয়েই আবেগময় কণ্ঠে জবাব দিলো।

কুহিঃ আমার মনে হয়, একটা কুন্ডির কাছ থেকে ওর মালিক যা চায়, আমি ও তুহিনকে তাই দেই, বলেই, ও আমাকে ওর কুন্ডি হিসাবে পছন্দ করে। আমি ওর সব রকম চাহিদা পূরণ করতে পারি বলেই, ও আমাকে অনেকের মধ্য থেকে বাছাই করেছে।

কুহির সহজ সরল স্বীকারকৃতি শুনে তুহিন যেমন খুশি হয় তেমনি ওর বন্ধুরা ও বেশ খুশি। একটা ঘরের গৃহবধূর মুখ থেকে এসব কথা শোনা যে ওদের সাত জন্মের ভাগ্য, সেটা ওরা ভালোই বুঝতে পারছে।)

কবিরঃ তুহিনের কি কি চাহিদা তুই পূরণ করিস? আমাদের বন্ধুকে কি কি করতে দিস তুই?

কুহিঃ বুঝতে পারলো, ছেলেগুলি ওর মুখ থেকে নোংরা কথা শুনতে চায়, আর স্পষ্ট করে জানতে চায়, তুহিন ওকে কি কি ভাবে ব্যবহার করে। আর ওকে এখন সব লজ্জা বিসর্জন দিয়েই ওগুলি এই জওয়ান ছেলেগুলির সামনে বলতে হবে।)

কুহিঃ ও যা করতে চায়, আমি সব কিছুই জেনে প্রস্তুত থাকি। ও আমার গুদ চুদতে পছন্দ করে, ও আমার পৌঁদ মারতে পছন্দ করে, ও আমাকে দিয়ে বাড়া চুষাতে পছন্দ করে, মাঝে মাঝে ওর পুরো বাড়া আমার গলায় ঢুকিয়ে আমাকে মুখচোদা করতে ও খুব পছন্দ করে। আমি সব করতে দেই ওকে। ওর প্রতিটি আদেশ মেনে চলি, মাঝে মাঝে আমার গুদের ভিতর বিভিন্ন জিনিস ঢুকিয়ে রাখতে ও তুহিন খুব পছন্দ করে, আমি তাও করতে দেই ওকে। যেমন আজ ও তোমাদেরকে ডেকে নিয়ে এসেছে, আমাকে তোমাদের সামনে দেখাবে বলে, আমি সেটা করতে ও রাজী হয়েছি, সেই জন্যেই তো তোমরা এখানে আসতে পেরেছো, তাই না?

রশেদঃ তুহিন তোকে কি কি করে, সেটা বললি, কিন্তু তুহিনের সাথে কি কি করতে তোর ভালো লাগে, সেটা ও বল? আমাদের বন্ধুর বাড়া পছন্দ হয় তোর? ওটাকে কোথায় ঢুকিয়ে রাখতে তোর বেশি ভালো লাগে?

কুহিঃ একটু চুপ করে থেকে বললো, "তুহিনের বাড়া খুব পছন্দ করি আমি। সত্যি বলতে এতো বড় আর মোটা বাড়া কখনও ঢুকে নি আমার শরীরে। ও যা করতে চায়, সব কিছু করতেই আমার অনেক ভালো লাগে। তুহিনের বাড়া আমার যেখানেই ঢুকে, আমি খুশি হই। তবে পৌঁদে নিতে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।"

কুহিঃ ফ্লোরের দিকে তাকিয়েই ওদের কথা জবাব দিচ্ছিলো, কিন্তু পৌঁদ মারা খাবার কথা বলার সময়ে ওর গলা ভারী হয়ে, চোখ মুখ লাল হয়ে গিয়েছিলো। ওর রক্তিমভাব মুখ দেখে তুহিনের বন্ধুরা ও যেন ধিরে ধিরে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলো।

কৃষ্ণাঃ তার মানে তুই পৌঁদ মাড়া খেতেই বেশি পছন্দ করিস, তাই না? কোন আসনে চোদা খেতে তোর বেশি ভালো লাগে?

কুহিঃ হ্যাঁ, আমি তুহিনের কাছে পৌঁদ মারা খেতেই বেশি ভালবাসি। আর যেহেতু আমি ওর কুন্ডি, তাই কুন্ডি আসনে চোদা খেতেই আমি বেশি পছন্দ করি।

সুনিলঃ (এই প্রথম কথা বলে উঠলো) আমার মনে হয়, তুমি আমাদেরকে কোন পজিশনে তুহিনের কাছে চোদা খেতে বেশি পছন্দ করো, সেটা হাতে কলমে দেখিয়ে দিলে বুঝতে সুবিধা হতো।

কুহিঃ তুহিনের দিকে তাকালো, তুহিন ওকে চোখে ইঙ্গিত আর অভয় দিলো করার জন্যে। কুহিঃ সোফা নিচে ফ্লোরের নেমে তুহিনের দিকে ফিরে ধীরে ধীরে হাঁটু গেঁড়ে ফ্লোরের কার্পেটের উপর বসে শরীর তুহিনের দিকে ঝুঁকিয়ে, তুহিন দিকেই মুখ রেখে, আর ওর বন্ধুদের দিকে পাছা ঠেলে দিয়ে দুহাতের কনুই কার্পেটের উপর রেখে ঘাড় আর মাথা কার্পেটের সাথে লাগিয়ে দিলো। ঘাড়টা কাত করে এক পাশে ঘুরিয়ে রাখলো। এমনিতেই বড় আর উঁচু পাছার মালিক হওয়াতে কুহির শরীরের দিকে তাকালেই সবার নজর আগেই ওই জায়গার দিকে চলে যায়, আর এখন এতোগুলো অল্প বয়সী ছেলের সামনে হামাগুড়ি দিয়ে, কুন্ডি পজিশনে নিজের পাছা দেখিয়ে কুহি যেন কামে ফেটে পরছিলো। তুহিন সোফা থেকে উঠে এসে কাপড়ের উপর দিয়েই কুহির পাছার দাবনার একটিতে একটা থাপ্পড় কষালো, কুহি ব্যথায় উহঃ করে উঠলো, ওর চোখ মুখ সব যেন লাল হয়ে আছে, এভাবে নিজের শরীরকে কয়েকটি ছেলের চোখের সামনে মেলে ধরতে গিয়ে। ওর বন্ধুরা অবাক করা চোখে তুহিনের কাণ্ড দেখছিলো, কি পরিমাণ নিয়ন্ত্রন কুহির উপর ওদের বন্ধুর আছে, সেটা দেখে ওরা বিস্মিত হলো। তুহিনের নিজের বীরত্ব দেখানোর জন্যে কুহির অন্য পাছার দাবনার উপর আরেকটি চড় দিলো। এবার কুহি আর শব্দ করলো না। শুধু চড় খেয়ে ওর পাছার নরম মাংসপিণ্ড যেন কিছুটা দুলে উঠে আবার থেমে গেলো।)

তুহিনঃ দোসরা, এই কুন্ডিকে আমি ও ঠিক এভাবেই চুদতে পছন্দ করি। এটা আমার খুব প্রিয় কুন্ডি। আমার পোষা কুন্ডি। এই কুন্ডি তোর জিভ বের করে আমার বন্ধুদের দেখা, ঠিক কুকুর তার মালিককে দেখে যেভাবে জিভ বের করে রাখে, সেভাবে কর।

মুখ কাত করে কার্পেটের সাথে গাল লেপটে থাকা অবস্থাতেই কুহি নিজের মুখ থেকে জিভকে যতদূর সম্ভব ঠেলে বের করে ধরে রাখলো কিছুক্ষণ ওর বন্ধুদের দেখানোর জন্যে। তুহিনের বন্ধুরা সমস্বরে উল্লাস প্রকাশ করলো কুহিকে এভাবে নিজের জিভ বের ওদেরকে দেখাতে দেখে।

কৃষ্ণাঃ এবার তোকে সত্যিকারের কুস্তির মতই মনে হচ্ছে। দোস্ত, তোর কুস্তীটা মনে হয় গরম হয়ে গেছে।

তুহিনঃ হ্যাঁ, তাই তো দেখা দরকার তো কুস্তিটা গরম হয়ে গেছে কি না? এই কুস্তি, উঠে দাঁড়া।

কুহি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই, তুহিন হাঁটুগেঁড়ে নিচে বসে কুহির শাড়ির নিচের প্রান্ত হাঁটু পর্যন্ত উপরে উঠিয়ে নিজের হাত শাড়ির ভিতর দিক দিয়ে গলিয়ে কুহির গুদের কাছে হাত দিলো। কুহির পাতলা প্যানটি পুরো রসে ভিজ়ে গেছে, এতক্ষন ধরে তুহিনের বন্ধুদের সামনে নোংরা কথা বলতে বলতে। তুহিন ওর ভেজা আঙ্গুল বের করে বন্ধুদের দেখালো যে ওর খালামনি প্যানটি ভিজ়িয়ে ফেলেছে।

তুহিনঃ দেখো, দোস্ত, কুস্তিটাকে এখনও আমি ধরই নি, তার আগেই, ওর গুদ দিয়ে যেন মুতে দিয়েছে, এমনভাবে রস পড়ছে। তুই ঠিক বলেছিস, **This Btch is in Heat**. কি রে কুস্তি গুদে খুব চুলকাচ্ছে, তাই না?

কুহি কথা না বলে, নিজের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে তুহিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।)

তুহিনঃ আমার মনে হয় এই ভেজা প্যানটি পড়ে থাকার কোন মানেই হয় না, তুমি প্যানটি খুলে ফেলো।

কুহিঃ কিন্তু আমার শাড়ি যে প্যানটির কিনারে গোঁজা। প্যানটি খুললে তো শাড়ি খুলে যাবে।

কৃষ্ণাঃ কি রকম খানকী তোর খালামনিটা, দেখেছিস, দোস্ত, শাড়ির ভিতরে পেটিকোট পড়ে নি, প্যানটির মধ্যে শাড়ি গুঁজেছে।

তুহিনঃ হ্যাঁ, দোস্ত, **She is my hot slut whore**.

কুহিঃ খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, আসো সবাই খেয়ে নাও আগে। কথা বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে খাবার পরে।

রাশেদঃ কেন রে কুস্তি, তোর স্বামী বাসায় আসবে না, আর তোর ছেলে কোথায়, ওকে কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিস?

কুহিঃ ছেলে ওর নানার বাসায় গেছে, তোমরা চলে যাওয়ার পরে, আমি ফোন করলে তারপর আসবে। আর আমার স্বামী ও তোমরা চলে যাওয়ার আগে আসবে না আজকে। তোমরা যতক্ষণ খুশি থাকতে পারো আজ।

তুহিনঃ ও দোস্ত, তোদেরকে তো বলা হয় নি। আমার সতী সাধ্বী খালামনি আবার আমার ভালো মানুষ খালুকে না জানিয়ে কিছু করেন না, তাই না? আজ যে তোর আসবি, সেটা আমার খালু ও জানে, তবে আমার খালামনির বোকাচোদা ছেলেটা জানে না। ওটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে, আমার খালামনির কাছে আমাকে অভিসারে আসতে হয়, তাই না?

রাশেদঃ ওয়াও, দোস্ত, ওয়াও...তোমার কুস্তিটা ওর স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রেখেছে বোনের ছেলের বন্ধুদের সামনে শরীর দেখানোর জন্যে। একেই বলে একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি প্রেম। স্বামীর প্রতি ও বিশ্বস্ত, আবার বোনের ছেলের প্রতি ও বিশ্বস্ত আর একান্ত অনুগত। এমন জিনিষ যদি আমাদের কপালে থাকতো, আমরা তো রাজা হয়ে যেতাম রে, এই দুনিয়ার।

কবিরঃ কুস্তীটার স্বামী মনে হয় ওকে চুদে ঠাণ্ডা করতে পারে না, তাই না? সেজন্যে তুহিনের বাড়ার দাসী হয়ে গেছে, কুস্তীটা। এই কুস্তি, তোর স্বামীর বাড়ার সাইজ কতটুকু বলতো?

তুহিন কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলো বন্ধুর মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে যাওয়া অপমানজনক কথা শুনে, ওর চোখ মুখের অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছে যে ওর বন্ধুর আচমকা বলে ফেলা বেফাস কথাটা ওর একদমই পছন্দ হয় নি। কুহির চোখমুখ রাগে অপমানে লাল হয়ে গেছে, আমার কোন অপমান কুহি বাইরের মানুষের সামনে সহিতে পারে না। তুহিন কিছু বলার জন্যে মুখ খোলার ঠিক আগ মুহূর্তে কুহি জবাবটা দিয়ে দিলো।)

কুহিঃ শুন ছেলেরা। তোমরা যে মজা করতে এসেছ, সেটা করে চলে যাও। আমাকে যত ইচ্ছা অপমান করো, খারাপ কথা বলো, আমি কোন বাঁধা দিবো না কিন্তু আমার স্বামীকে নিয়ে কোন বাজে কথা বলো না, প্লিজ। তাহলে আমি তোমাদেরকে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দিবো, বুঝতে পারছো? আর তোমাদের জানার জন্যে যদি বলি, তাহলে শুন, আমার স্বামী আমাকে ২১ বছর ধরে চুদে ঠাণ্ডা করে আসছে, আর সামনের দিনে ও আমাকে চুদে ঠাণ্ডা করার ক্ষমতা আছে আমার স্বামীর। আর বাঙ্গালী পুরুষদের তুলনায় আমার স্বামীর বাড়ার সাইজ ও যথেষ্ট বড়। তুহিনের সাথে আমার সম্পর্ক বোঝার ক্ষমতা তোমাদের মত অর্বাচীন অল্প বয়সী ছেলেদের নেই, সেটা আমি ভালো করেই জানি। এটা আমার স্বামীর বাড়ি, এখানে বসে উনাকে অপমান করার চেষ্টা দ্বিতীয়বার করো না, প্লিজ। যে আনন্দ করার জন্যে এসেছ, সেটাকে নষ্ট করে দিও না, বাজে কোন কথা বলে।

কুহি হয়ত আরও কিছু কড়া কথা ওদেরকে বলতো, কিন্তু তার আগে তুহিন ওর খালামনিকে জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমু দিয়ে কবিরের দিকে চোখ রাঙ্গিয়ে হুমকি দিলো।)

তুহিনঃ কবির, তুই স্যরি বল খালামনিকে, এখনই।

তুহিন ও বেশ কড়া গলায় ছেলেটাকে ধমক দিলো। কবির নিজের ভুল বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়িয়ে কুহির কাছে এসে স্যরি বললো, আর এরকম ভুল হবে না প্রমিজ করলো। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কুহির বেশ মায়া হলো, বেফাস কথাটা বলে সে যে বেশ অনুতপ্ত সেটা কুহি বুঝতে পারলো। কুহি ওকে বলে, নিজেকে স্বাভাবিক করতে চাইলো।)

তুহিনঃ প্লিজ, আমার লক্ষ্মী সোনা খালামনি, তুমি মুড অফ করে রেখো না প্লিজ, তাহলে আমাদের ভালো লাগবে না। একটু আগে যেমন হাঁসি খুশি ছিলে তেমন হয়ে যাও। আমার আদরের পোষা কুস্তি হয়ে যাও, প্লিজ।

তুহিন কুহির গলায় ঘাড় চুমু দিয়ে ওর ভিতরের রাগকে প্রশমনের চেষ্টা করতে লাগলো।)

তুহিনের আদর পেয়ে কুহি খুব তাড়াতাড়িই স্বাভাবিক হয়ে গেলো। কুহির ভিতরে সেই উচ্ছলতা, উদ্দামতা, হরিণীর মত তিরু চঞ্চল চপলতা বেশ দ্রুতই ফিরে এলো। এটা তাড়াতাড়ি হবার পিছনে তুহিনের বন্ধুদের সামনে দেখিয়ে দেখিয়ে তুহিনের কুহিকে আদর করাটাই দায়ী ছিলো। তুহিন আদর করতে করতে ওর দু'ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো কুহির নরম পেলব রসে ভরা দুই ঠোঁটের ভিতর, তুহিনের জিভ কুহির মুখের ভিতরে ঢুকে যেতেই, কুহির শরীরে আর মনে কামনা আবারও বাসা বাঁধতে শুরু করলো। তুহিনের আদরে কুহির নিঃশ্বাস ঘন হয়ে চোখ বন্ধ হয়ে আরামের গোগানি বের হচ্ছিলো। দুজন অসম বয়সী নরনারীকে এভাবে নিজেদের চোখের সামনে চুমু খেতে দেখে তুহিনের বন্ধুরা ও ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে চুমু শেষ করে তুহিন সড়ে গেলো।

তুহিনঃ খালামনি, আমাদেরকে খাবার দিবে না, আমাদের সবার খুব খিদে লেগেছে তো, ঘড়িতে দেখো, প্রায় ৩ টা বাজে।

(কুহির কাছে সময়ের হিসেব ছিলো না। সে কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে বললো...)

কুহিঃ স্যরি সোনা, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মনে হয়। আমি গিয়ে গরম করছি, তোরা ৫ মিনিট পরে চলে আয় টেবিলে, সোনা। এই তোমরা সবাই চলে এসে টেবিলে ৫ মিনিট পরে, ঠিক আছে?

(কুহি সবাইকে খাবার খাওয়ার জন্যে ডাইনিঙয়ে আসার কথা বলে নিজে উঠে ভিতরে চলে গেলো খাবার গরম করতে।)

কুহি উঠে যেতেই তুহিন ও তার বন্ধুরা কুহির গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো, আমি বুঝতে পারলাম যে ওরা হাঁটার সময় কুহির পাছায় যে চেউ খেলে সেটার দিকে তাকিয়ে বসে বসে টোক গিলছে। এদিকে কুহি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেই তুহিন চোখ গরম করে চাপা স্বরে কবিরের দিকে তাকিয়ে বললো, “শালা...হরামি...আমাদের সবার মজা নষ্ট করে দিচ্ছিল তুই। তোকে তো আনাটাই ভুল হয়ে গেছে। ইচ্ছা করছে তোর বিচি জোড়া কেটে নেই...শালা, বলার জন্যে আর কথা খুঁজে পেল না।” তুহিনের অন্য বন্ধুরা ও বেশ ভালো করে বকা দিয়ে দিলো। কবির বার বার সবার কাছে স্যরি বলে কোনোরকমে এ যাত্রায় পার পেয়ে গেলো।)

(এবার তুহিন ওদের সবাইকে বসিয়ে রেখে নিজে উঠে রান্নাঘরের দিকে গেলো। কুহি ওভেনে খাবার গরম করছে, তুহিন পিছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর ঘাড়ের কাছে চুমু দিয়ে বললো, “খালামনি, প্লিজ, স্যরি, ও ব্যাটা ভুল করে মুখ ফস্কে কথাটা বলে ফেলেছে, তুমি প্লিজ রাগ করো না। তোমার মুড অফ থাকলে আমার কাছে খুব খারাপ লাগবে।” কুহি ওর দিকে ফিরে ওকে ঠোঁটে একটা চুমু দিয়ে বললো, “না, সোনা, আমি রাগ করি নি, তোরা সবাই বাচ্চা ছেলে, তাদের তো ভুল হতেই পারে। আমি ওকে মাফ করে দিয়েছি, সত্যি। তুই ও মন খারাপ করিস না, আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নে আজ।” কুহি ওর সম্মতি দিয়ে দিলো তুহিনকে। খাবার গরম হয়ে যাবার পরে তুহিন সবাইকে টেবিলে ডেকে নিয়ে এলো। ওর বন্ধুরা একটু চূপচাপ হয়ে ছিলো, কারন একটা গুমোট হাওয়া থেকে ওরা মাত্র বের হয়ে এসেছে। ওরা যে কিছুটা ভয়ে ফ্রি হতে পারছে না, সেটা কুহি আর তুহিন দুজনেই বুঝতে পারলো। তাই কুহি নিজেই এগিয়ে এলো ওদের ভয় ভাঙ্গিয়ে দিতে।)

কুহিঃ কি ব্যপার, তোমরা সবাই এমন চূপ হয়ে আছ কেন? মনে হচ্ছে যেন বিচারকের আদালতে বসে আছে? সবাই নিজের প্লেটে বিরিয়ানি নিয়ে নাও। আমার রান্না কিন্তু খুব খারাপ না, তোমাদের খেতে খারাপ লাগবে বলে মনে হয় না...আর এই কুত্তিটা ও তোমাদের জন্যে না খেয়ে বসে আছে, সেটা বোধহয় তোমরা জানো না, তাই না? তোমরা না খেলে যে আমি ও খেতে পারছি না।

(কুহি একটু মুচকি হেসে কথাগুলি বলে পরিবেশটা হাল্কা করে নেয়ার চেষ্টা করলো। ওর কথায় সবাই বুঝতে পারলো যে কুহি আবার ও আগের মুডে ফেরত গিয়েছে। তাই কৃষ্ণাই সবার আগে মুখ খুললো, কারন প্রথম থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি, ও বেশ কর্তৃত্ববান প্রকৃতির।)

কৃষ্ণাঃ ওহঃ হোঃ...ভুল হয়ে গেছে। আমাদের জন্যে তুহিনের কুত্তীটাকে কষ্ট দেয়া আমাদের মোটেই উচিত হয় নি। এই কুত্তি তুই আমার কোলে বসতে পারিস, আমি তোকে আমার নিজ হাতে খাইয়ে দিবো, অবশ্য যদি তোর মালিকের অনুমতি হয় তাহলে।

তুহিনঃ হ্যাঁ, বসা না তোর কোলে। আমার কুত্তীটাকে ভালো করে খাইয়ে দে, তবে তোরা কিন্তু মজার আর ফ্রি খাবার পেয়ে বেশি খেয়ে ফেলিস না, পেটে কিছুটা খালি জায়গা রেখে দিস, নাহলে ভরা পেটে বাড়া খিঁচে মজা পাবি না, বুঝলি?

(তুহিন অনুমতি দিতেই কুহি নিজে থেকে গিয়ে কৃষ্ণার কোলে বসে এক হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরলো। নরম জাং দুটি কৃষ্ণা নিজের শরীরের উপর পেতেই সে যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি করে বিরিয়ানি নিয়ে প্রথম লোকমাটা কুহির মুখেই দিলো। তুহিন সহ অন্যরা খেতে শুরু করলো।)

তুহিনঃ এই কুত্তি, কৃষ্ণা তোকে কত আদর করে খাইয়ে দিচ্ছে, তুই ও ওকে একটু আদর করে দে না, বেচারি কখনও এভাবে মেয়েমানুষকে কোলের ভিতর বসিয়ে খাইয়ে দিয়েছে, এই জীবনে!

(তুহিনের আদেশ শুনে কুহি ওর দু'ঠোঁট একত্রে করে কৃষ্ণার কপালে একটা চুমু দিলো।)

কুহিঃ এমা, তোমাকে তো এঁটো করে দিলাম!

(এই বলে নিজের শাড়ির আঁচল উঠিয়ে কৃষ্ণার কপাল মুছে দিতে লাগলো, বুকের এক পাশ থেকে আঁচল সড়ে যাওয়ায় কৃষ্ণার বাম পাশে বসা রাশেদ আর তুহিন কুহির বড় বড় মাই দুটির ব্লাউজের উপর দিয়ে সাইড ভিউ দেখতে পেলো।)

তুহিনঃ এই আমার কুন্ডি খালামনি, তুমি তোমার বুকের উপর থেকে আঁচলটা সরিয়ে নিচে নামিয়ে দাও। তাহলে আমার বন্ধুরা তোমার বুকের জামুরা দুটি দেখতে দেখতে আরাম করে খেতে পারবে।

(কুহি প্রথমে একটু ইতস্তত করে তারপর ধিরে ধিরে ওর পুরো আঁচল নামিয়ে দিয়ে নিজের কোলের কাছে ফেলে রাখলো। ৭ জোড়া চোখের দৃষ্টি এখন ওর ব্লাউজ পড়া বুকের উপর নিবিষ্ট। বড় সাইজের বুকের কারণে ব্লাউজটা যেন টাইট হয়ে কুহির মাইগুলিকে ধরে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত। ব্লাউজের উপরের অংশে ও খোলা জায়গায় কিছুটা নরম মাংসপিণ্ড ফুলে বের হয়ে আছে। সবার যেন খাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো এই দৃশ্য দেখতে দেখতে।)

কুহিঃ কি সবার খাওয়া বন্ধ কেন? আরে কাপড়ের উপর দিয়ে দেখেই যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে তো আমার ব্লাউজটা আজ তোমাদের সামনে খোলা যাবে না। কারন খুললে তোমরা না জানি কি কাণ্ড করে ফেলো!

রাশেদঃ আসলে আমরা অবাধ হয়ে তুহিনের কুন্ডিটার বুকের সৌন্দর্য দেখছিলাম। এমন ভরাট বুক দেখার সৌভাগ্য আমাদের খুব একটা হয় না তো। এখনকার মেয়েরা চেষ্টা করে কার বুক কত ছোট রাখা যায়। কিন্তু পুরুষদের চোখ যে মেয়েদের ভরাট উঁচু বুকের দিকেই আগে যায়, সেটা ওরা একদমই বুঝতে চায় না।

সুনিলঃ ওয়াও...কুহি তোমার বুক দুইটা তো এক কথায় অসাধারণ। এমন সুডোল বড় স্তন তুমি কাপড়ের নিচে কিভাবে লুকিয়ে রাখো? আর এমন সুন্দর জিনিষ কাপড়ের নিচে লুকিয়ে রাখা খুব অন্যায্য, তাই না?

(সুনিল প্রথম থেকেই কুহিকে তুমি করে কথা বলছে, এটা কুহি খেয়াল করলো)

কুহিঃ এই ছেলে, তুমি আমাকে তুমি তুমি করে বলছো কেন? আমাকে তুই করে বলো আজকের জন্যে। আমার ভালো লাগবে শুনতে।

(কুহি যেন একটু বকা দিয়ে দিলো সুনীলকে।)

তুহিনঃ শুনো বন্ধুরা, আজকের জন্যে আমার খালামনি তোদের সবার কাছে আমার কুন্ডি। তাই আমার নোংরা খালামনিটা তোদের কাছ থেকে একটা কুন্ডির সাথে তোরা যে ব্যবহার করিস, ঠিক সেটাই আশা করে।

বাদলঃ কুহি, তোর বড় বড় জামুরা দুইটা দেইখা আমার বাড়া তো বামু হয়ে গেছে। এখন কি করি?

কুহি খিলখিল করে হেসে উঠে বললঃ “কি আর করবে, ডান হাত দিয়ে খেতে খেতে, বাম হাত দিয়ে খেঁচতে থাকো।”

(কুহির মুখ থেকে নোংরা কথা শুনে সবার ভিতর চঞ্চলতা তৈরি হলো।)

বাদলঃ সে তো খেঁচবোই, কিন্তু তুই যে শুধু কৃষ্ণার কোলে বসে ওর বুকের সাথে তোর জামুরাগুলি ডলে যাচ্ছিস, আমরা বাকিরা কি বাণের জলে ভেসে এসেছি নাকি?

তুহিনঃ এটা তো ঠিক না, আমার কুন্ডি এক এক করে তোদের সবার কোলে বসে তোদের কাছ থেকে খাবার খেতে খেতে তোদের বুকের সাথে ওর বুক ডলে ডলে দিবে। কুহি, যা, এক এক করে ওদের সবার কোলে বস।

(তুহিন যেন কড়া গলায় নির্দেশ দিলো কুহিকে। কুহি উঠে এক এক করে পর পর সবার কোলে কিছুক্ষণ বসে, ওদের প্রত্যেকের কাছ থেকে দু-এক লোকমা করে খেয়ে ওদের বুকের সাথে নিজের বুক অল্প একটু ঘষা দিয়ে উঠে গেলো। সব শেষে গেলো তুহিনের কোলে। তুহিনের ঠোঁটের সাথে ঠোঁট মিলিয়ে দিয়ে খাওয়া অবস্থাতেই ওকে অনেকগুলি চুমু দিয়ে ওর শরীরের সাথে নিজের বুক ভালো করে ডলে নিলো। আর এই পুরোটা সময় ওর শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছিলো। কুহির খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিলো, এমনতেই সে খুব অল্প খায়, তাই সে তুহিনের কোল থেকে উঠে গেলো। এদিকে তুহিনের বন্ধুরা ও অল্প খাবার খেয়েই উঠে গেলো, কারন ওরা সবাই সামনের রোমাঞ্চের জন্যে অপেক্ষা করছে।)

(খাবারের পর কুহি সব কিছু টেবিলেই ঢেকে রেখে দিলো। শুধু এঁটো প্লেটগুলি তুহিন সহ সিন্ধের উপরে রেখে দিলো। তুহিনের বন্ধুরা ড্রয়িং রুমে বসে অধীর আগ্রহে কুহির জন্যে অপেক্ষা করছিলো। তুহিন ও দেরি না করেই দ্রুত কুহিকে নিয়ে রুমে ফিরলো। এখন কুহির আঁচল ঠিক জায়গা মতই ছিলো। তুহিন কুহিকে নিয়ে ওর আগের জায়গায় এসে বসলো। তবে কুহিকে পাশে না বসিয়ে নিজের ফ্লোরে কার্পেটের উপর বসতে বললো, কারন পোষা কুন্ডির জায়গা পায়ের কাছেই থাকে।)

তুহিনঃ দোস্ত, খাওয়া শেষ, তাই এখন খেলার সময়। তোরা রেডি তো আমার কুস্তির পারফরমেন্স দেখার জন্যে। আগে সর্ব মোতাবেক তোদের সবার মোবাইলে আমার কাছে জমা দিয়ে দে, আর মনে রাখবি, আমার অনুমতি ছাড়া আমার মালের শরীর স্পর্শ করতে পারবি না তোরা কেউ।

(সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ জানালো আর প্রত্যেকের মোবাইল বের করে অফ করে তুহিনের হাতে দিলো, তুহিন সেগুলি অন্য রুমে নিয়ে রেখে এলো)

তুহিনঃ তাহলে, প্রথমে তোমরা আমার কুস্তিটার কাপড় খোলা দেখো, গানের তালে আমার খালামনি ওর শাড়ি খুলবে, দেখতে চাও?

(তুহিনের বন্ধুদের কিন্তু অপেক্ষা আর সেইছে না, তাই সবাই সমস্বরে হ্যাঁ বললো।)

প্রত্যেকের চোখ কুহির দিকে নিবিষ্ট দেখে তুহিন বললো, "কুহি, উঠে দাঁড়া। আমার বন্ধুদের মনোরঞ্জনের জন্যে এখন তুই শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে তোর এই সুন্দর শরীর থেকে, তোর শরীরকে ঢেকে রেখেছে যেই শাড়িটা, ওটা খুলে ফেলবি। আমি সিডিতে গান চালিয়ে দিচ্ছি, তুই সেটার তালে তালে তোর বুক, পাছা, কোমর নাচিয়ে নাচিয়ে ধীরে ধীরে খুলবি, আর কাপড় খোলার সময় আমার বন্ধুদের চোখের দিকে তাকিয়ে খারাপ মেয়েদের মত চোখ টিপ দিয়ে, জিভ বের করে, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে করে আমার বন্ধুদের দেখাবি, যেন তোর শাড়ি খোলা দেখেই ওদের বাড়া আর প্যাণ্টের ভিতর না রাখতে পারে। বুঝলি তো?"

(তুহিন কুহির পাছার উপর একটা চড় মেরে ওকে যেন তাড়া দিলো, এমনভাবে সোফা থেকে একটু দূরে খোলা জায়গার দিকে ঠেলে দিলো। তুহিন নিজে ও উঠে সিডিতে একটা ইংলিশ হট গান অল্প ভলিউম দিয়ে ছেড়ে দিলো, আর ওর বন্ধুদের নিয়ে ফ্লোরের উপর বসে কুহিকে সবাই মিলে গোল হয়ে ঘিরে ধরলো। কুহি ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলো। সবার হাত প্যাণ্টের উপর নিজ নিজ বাড়ার উপর রেখে কুহির শরীর দুলালো **S r i p t e a s e** নাচ দেখার জন্যে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে)

(কুহি ধীরে ধীরে ওর শরীর ডানে বামে দোলাতে দোলাতে, কিছুটা ঝুঁকে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচল একটু একটু করে নিচের দিকে নামাতে লাগলো, ৭ জোড়া চোখে সামনে কুহির কাঁধ, হাতের লিকলিকে মসৃণ ফর্সা বাছ একটু একটু করে উন্মুক্ত হচ্ছে আর ওর বুকের উপর থেকে ওর আঁচল ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে ওর পুরো ব্লাউজটা ওদের চোখে সামনে উন্মুক্ত হলো। কুহি যেন আজ নিজেকে উজার করে দেখাতে লাগলো এই বাচ্চা ছেলেগুলোর সামনে, সেটা কি শুধু তুহিনকে খুশি করানোর জন্যে নাকি ওর মনের ভিতরের নোংরা বিকৃতকামিতার তৃষ্ণা মিটানোর জন্যে, সেটা এই মুহূর্তে আমি ঠিক বলতে পারছিলাম না। কুহি এক এক করে ওদের প্রত্যেকের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কামনা মাখা দৃষ্টি দিয়ে ওদের শরীরে ও কামনার সঞ্চারণ করানোর চেষ্টা করে যেতে লাগলো। কুহি বার বার ওর উপরের দাতের পাটি দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে নোংরা মেয়েছেলেদের মত চোখ ছোট করে তাকিয়ে নিজের শরীরের উত্তেজনা ওদেরকে জানান দিচ্ছিলো।)

(শাড়ির আঁচল বুকের উপর থেকে নামানো হলে কুহি সেটাকে আরও নিচের দিকে নামিয়ে ব্লাউজের নিচ থেকে প্যানটি পর্যন্ত ওর খোলা ফর্সা সামান্য মেদবেহুল পেট, আর তলপেট আর সুগভির নাভি ধীরে ধীরে চারদিকে শরীর ঘূড়িয়ে ঘূড়িয়ে উন্মুক্ত করতে লাগলো। কুহি মসৃণ পেট, আর ছড়ানো খোলা ফর্সা পীঠ দেখে সবার বাড়ার যেন আর প্যাণ্টের উপর দিয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, কুহির চোখ সেদিকে ও গেলো। কুহি বাজারের নোংরা খানকী মেয়েদের মত করে প্যাণ্টের উপর ওদের ঠেলে উঠে বাড়ার দিকে চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে নিজের জিভ বের করে নিজের দুটি রসালো ঠোঁটকে চেটে চেটে এক এক করে ওদের সবার বাড়াকে যেন প্যাণ্টের উপর দিয়েই দেখে নিচ্ছিলো। চোখে নোংরা দৃষ্টি, জিভ বের ঠোঁট চাটা আর শরীরের উর্ধ্বাংশ একরকম উন্মুক্ত করতাই তুহিনের বন্ধুদের যেন আর অপেক্ষা সেইছিলো না। প্রথমে কৃষ্ণা ওর প্যাণ্টের চেইন খুলে ওর বাড়ার বের করে উর্ধ্বমুখী করে নাচাতে লাগলো। কৃষ্ণাকে বাড়ার বের করতে দেখে, বাকিদের ও যেন আর তড়সইলো না। এঁকে এক সবাই ওদের ঠাঠানো বাড়ার বের করে ফেললো। ৬ টি বাড়ার এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন চাতক পাখির মত বৃষ্টির আরাধনা করছে। শুধু তুহিনের বাড়ার এখনো প্যাণ্টের ভিতরে, চোখের সামনে তরতাজা ৬ টি বাড়ার দেখে যেন কুহির কামক্ষুধার রাজ্যে দাউ দাউ করে অগুন জ্বলে উঠতে লাগলো। কুহি ওর পুরো আঁচল মাটিতে ফেলে দিয়ে নিজের শরীর ঘূড়িয়ে ঘূড়িয়ে ওদের বাড়ার গুলিকে যেন চোখ দিয়ে গিলতে লাগলো, ওর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে চোখ ঠিকরে বের হয়ে যাচ্ছিলো। কারণ, একসাথে ৬ টি অল্প বয়সী ছেলের শক্ত ফুলে উঠা বাড়ার ও এ জীবনে আর কখনও দেখেনি।)

(কুহি এবার নিজের কোমরে গোঁজা শাড়ির কিনারে টান দিলো, ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে একটু একটু করে ওর শরীরে লেগে থাকা পর্দার আড়াল যেন একটু একটু করে কমতে থাকলো আর সবার চোখ যেন ওর কোমরের নিচের অংশে কি আছে সেটা দেখার জন্যে ব্যকুল হয়ে উঠতে শুরু করলো। খুলতে খুলতে যখন শেষ পরতটা বাকি আছে এমন সময় কুহি ওর শাড়ির খুলে যাওয়া অংশটুকু এক হাতে ধরে কোমর ঝুঁকিয়ে ওর পাছটাকে বীভৎস নোংরা ভাবে তুহিন আর তুহিনের বন্ধুদের চোখের সামনে নাড়াতে লাগলো। একদিকে ফিরে নাড়ালে সবাই দেখতে পারবে না ওর পোঁদের নাচ, তাই শরীর ঘূড়িয়ে একে এঁকে সবার চোখের সামনে নিয়ে নিয়ে নিজের পাছা দলা দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। আর এক ঝটকায় পেনটিতে গোঁজা শেষ অংশটুকু টান দিয়ে খুলে নিয়ে ঝুপ করে ওর পড়নের শাড়ি মাটিতে ফেলে দিলো। সবার মুখ থেকে ওয়াও, ওয়াও শব্দ বের হতে লাগলো। ব্লাউজের নিচের অংশ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত একটা পাতলা চিকন স্বচ্ছ প্যানটি আর পায়ের হাই হিল জুতা ছাড়া আর কিছুই নেই ওর শরীরে। কোমরের দু পাশে দু হাত রেখে যেমন মডেল মেয়েরা কোমর ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের দেহ পল্লব প্রদর্শন করে থাকে, কুহি যেন আজ নিজের ঘরে তুহিনের বন্ধুদের সামনে সেভাবেই নিজের দেহ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তুহিনের বন্ধুদের সবার মুখ যেন সিলগালা করে কেউ বন্ধ করে দিয়েছে, নিশ্চুপভাবে দেখতে দেখতে বাড়ার খিঁচা ছাড়া যেন আর ওদের কোন কাজ নেই। কুহি ঘুরে ঘুরে সবার দিকে ফিরে ফিরে নিজের শরীরের সামনের দিক আর পিছনের দিক সবাইকে দেখাতে লাগলো।)

তুহিনঃ দোস্তরা, দেখ, ভালো করে দেখে নে, এমন সুযোগ এই জীবনে আর পাবি না। কুহির মত মালকে এমনভাবে নিজের শরীর দেখাতে দেখে তোদের চোখ জুরিয়ে নে, কারণ এই সুযোগ জীবনে আর দ্বিতীয়বার পাবি না। দেখেছিস আমার মালের শরীর, ফিগার, কি রকম মারাত্মক, আর কেমন বাজারের নোংরা মেয়েছেলেদের মত করে নিজের শাড়ি খুলে তোদের সামনে ওর চিকন কোমর, ভরাট উঁচু পোঁদ নাড়িয়ে নাড়িয়ে তোদেরকে দেখাচ্ছে। তোদের গার্লফ্রেন্ডের কাছ থেকে ও কখনও এমন হট ভাবে কাপড় খোলা দেখতে পাবি না। এই কুস্তি তোর বড় বড় জায়ুরা দুটি নাচিয়ে দেখা না, আমার বন্ধুদের।

তুহিনের চোখে যে কামনার দৃষ্টি এখন দেখছে কুহি, কিছুদিন আগেই কুহি এমন একটা দৃষ্টি দেখেছে আমার চোখের কাছ থেকে, যখন অজিত প্রথমবার আমার সামনে কুহিকে চুদে চুদে ওর গুদে ফেনা তুলেছিলো। তুহিনের চোখে ও সেই ব্যকুলতা দেখে কুহি যে নার গরম হয়ে গেলো। কুহি ভীষণ বিস্মিতভাবে ওর বুক দোলাতে দোলাতে ওর দু হাত শরীরের দু দিকে লম্বা করে মেলে দিয়ে কিছুটা ঝুঁকে ঝুঁকে তুহিনের আদেশ পালন করতে লেগে গেলো। কিছুক্ষণ এভাবে শরীর দোলানোর পর তুহিন উঠে দাঁড়িয়ে সবার মাঝখানে কুহির কাছে এসে দাঁড়ালো। কুহিকে থামিয়ে দিয়ে, ওর কাঁধে চাপ দিয়ে ওকে হাত ভাজ করিয়ে বসালো তুহিন।)

তুহিনঃ এই আমার আদরের কুন্তি খালামনি, আমার প্যান্ট খুলে আমার বাড়া বের কর। আমার বন্ধুদের দেখিয়ে দে কিভাবে তুই আমার বাড়ার সেবা করিস, আমার প্যান্ট খুলে বাড়া বের করতে তোর কাছে ভালো লাগে কি না, বল ওদেরকে।

কুহিঃ ও আমার সোনা মানিক, তোর প্যান্ট খুলে তোর বিশাল তাগড়া ঠাঠানো বাড়া বের করতে আমার খুব ভালো লাগে রে। তোর নোংরা খালামনিটা সব সময় তোর বাড়াতে মুখ গুঁজে রাখতে চায় রে... দিবি তোর খালামনির নোংরা মুখে তোর রাজা বাড়াকে, দিবি তো সোনা মানিক?

কুহি হাঁটু গাঁড়ে সোজা হয়ে বসে তুহিনের প্যান্টের বেলতে হাত দিলো, কামঘন চোখে প্যান্টের উপর দিয়ে ফুলে উঠা তুহিনের বাড়াকে দেখতে দেখতে প্যান্টের হুক, চেইন খুলে ওটাকে ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে দিলো)

কুহিঃ ওহঃ সোনা, আমার রাজা বাড়াটা কিভাবে টাইট হয়ে ফুলে আছে, দুষ্ট অসভ্য ছেলে আমার, খালামনিকে দেখে বাড়া ঠাঠিয়ে রেখেছিস, তোর খালামনিকে নেংটো করে তোর বন্ধুদের দেখাতে বুঝি তোর খুব ভালো লাগে!

কুহির মুখের কামনামাখা নোংরা নোংরা কথা শুনে তুহিনের বন্ধুদের অবস্থা খারাপ।)

রাশেদঃ কুহি, কুন্তি, তুই তো বাজারের নোংরা মেয়েছেলেদের মত করে নোংরা নোংরা কথা বলিস, তোর মুখের ওই নোংরা কথা শুনলে আমাদের বন্ধুর বাড়া তো ঠাঠাবেই।

সুনিলঃ কুন্তি, এতক্ষন কিভাবে নোংরা অঙ্গভঙ্গি করে করে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে কাপড় খুললো। এখন আবার আমাদের সামনে আমাদের বন্ধুর প্যান্ট খুলে ওর মোটা কলাটাকে বের করছে দেখ।

বাদলঃ তুহিন, তুই তো শালা জব্বর মাল পটাইছোস, এমন গরম মালের গরম কাপড় খোলা দেখে তো এখন এটাকে চুদে দিতে মন চাইছে।

তুহিনঃ না বন্ধু, এই মাল আমার, এটা ধরা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ, তোমরা শুধু দেখে দেখে খেঁচো আর তোমাদের মনে যত খারাপ কথা আছে, সব উগড়ে দাও আমার প্রিয়তমার সামনে।

কৃষ্ণাঃ দোস্তু, গালি দিবো তোর কুন্তিটাকে? রাগ করবি না তো?

তুহিনঃ না দোস্তু, যা ইচ্ছা গালি দে। তোদের মুখ থেকে নোংরা খারাপ কথা শুনলে আমার কুন্তিটা আরও বেশি করে গরম হয়ে যাবে।

(এদিকে তুহিনের জাপিয়াটা ও কুহি খুলে ফেলেছে, তুহিনের বাড়া যেন রাগে ফুঁসছে, এমনভাবে একটু একটু নড়ে নড়ে উঠছে, বাড়ার গায়ের শিরাগুলি ফুলে উঠেছে, আর তুহিনের বিচিজোড়া ও যেন কিছুটা নিচের দিকে ঝুলে গিয়ে যেন ষাঁড়ের বিচির মত দোল খাচ্ছে।)

কৃষ্ণাঃ এই খানকী মাগী, কুহি, আমার বন্ধুর বাড়াটাকে তোর মুখে ঢুকিয়ে নে, আর আমাদেরকে দেখা কিভাবে তুই তোর বোনের ছেলের বাড়া চুষে ওকে সুখ দিস।

বাদলঃ হ্যাঁ, তুহিন ভরে দে, কুন্তীটার মুখে তোর বাড়াটা। দেখি কুন্তিটা তোর বাড়ার কতটুকু নিজের মুখে ভরে নিতে পারে। গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে মাগীতার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দে, যেন মাগীর চোখ বের হয়ে যায়।

রাশেদঃ আমার মনে হয়, কুন্তিটা এতো গরম হয়ে আছে যে, তুহিনের পুরো বাড়াই গলায় ভরে নিতে পারবে, একেবারে পাকা রসালো ঠোঁট মাগীটার। গলায় ঢুকালে একদম গুদ চোদার মতই সুখ পাবি দোস্তু।

(এদিকে কুহি তুহিনের বাড়ার মুণ্ডটা মুখে ভরে নিয়েছে, কিছুক্ষণ ওটা চুষে, মুখ থেকে ওটা বের করে নিজের জিভ কিছুটা বের করে, জিভ আর ঠোঁট দিয়ে ঘষে ঘষে তুহিনের পুরো বাড়াটাকে ভিজিয়ে নিতে লাগলো কুহি।)

নওশাদঃ দেখ কিভাবে, জিভ বের করে ঠিক বাজারের মেয়েদের মত করে তুহিনের অঙ্গের সাপটাকে নিজের মুখের থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছে, যেন ঠাপ খেতে কষ্ট না হয়। ওই কুন্তি, তুহিনের বাড়াকে ভিজালে হবে, ওর বিচি জোড়াকে ও চুষে দে না, ঢামনা মাগী কোথাকার। তোর ছেনালি দেখা আমাদেরকে। আমাদের বন্ধুর বিচি চুষে ভালো করে ওকে সুখ দে। তোর মুখের ক্ষমতা দেখা আমাদেরকে।

কবিরঃ দেখ, তোর কথা শুনেই কুন্তি মাগীটা কিভাবে তুহিনের একটা বিচি মুখে ঢুকিয়ে যেন ফজলি আমের বিচি চুষে খাচ্ছে, এমনভাবে মুখে ঢুকিয়ে নিয়েছে, দেখ এখন আবার ওটা মুখ থেকে বের করে অন্য বিচিটাকে ও মুখে ঢুকিয়ে নিয়েছে।

কৃষ্ণাঃ খা, ভালো করে খা, আমাদের বন্ধুর বিচি চেটে চুষে খেয়ে নে। দেখ তুহিন শালা কি মজা নিচ্ছে, মাগিটাকে দিয়ে বিচি চুষিয়ে! একেবারে পাকা বাড়া চোষানী খানকী একটা! বাড়া দেখলেই পাগল হয়ে যায়, আর এটা তো অল্প বয়সী ছেলের বাড়া। তাই যেন অমৃত মনে করে খেয়ে নিচ্ছে কুন্তিটা।

কিছুক্ষণ বিচি চুমে কুহি আবার তুহিনের বাড়া গলায় ভরে নিলো। ধীরে ধীরে এতু একটু করে তুহিনের বাড়া পুরোটা বের করে আবার নিজে নিজেই ঢুকিয়ে নিতে নিতে দু ইঞ্চি বাদে বাকিটা ওই পজিশনে গলায় ভরে নিতে লাগলো কুহি। ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে ওর শ্বাস আটকে, নাক আর চোখ দিয়ে পানি বের হতে লাগলো, মুখের লালটা ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ওর থুঁতনি বেয়ে নিচে ব্লাউজের উপর পরছিলো। এবার ঠাপের নিয়ন্ত্রন তুহিন নিজের হাতে নিয়ে নিলো। কুহির মাথার দুই পাশে দুই হাত দিয়ে ধরে কুহির মুখের ফুটোকে যেন একটা চোদাঁর ছিদ্র বানিয়ে বন্ধদের দেখিয়ে দেখিয়ে চুদতে লাগলো কুহিকে।

তুহিনঃ আমার কুত্তি, খালা, বোনের ছেলের বাড়া মুখে নিয়ে চোদা খা ভালো করে। দেখেছিস, বন্ধুরা, এই মাগী আমার বাড়া মুখে নিয়ে কিভাবে চোদা খায়। মাগীটাকে মুখ চোদা করলে, এতো খুশি হয় খানকীটা। আমাকে আরও বেশি করে আদর করে। একেবারে আমার পোষা কুত্তি হয়ে যায়, আমার কাছে মুখ চোদা খেতে খুব ভালবাসে আমার আদরের খালাটা। আমার মায়ের বোন, আমার বাড়া মুখে নিয়ে কিভাবে শ্বাস বন্ধ করে চোদা খাচ্ছে, দেখো...

(তুহিন ওর বাড়াটাকে ঠেসে কুহির মুখের ভিতর ঢুকিয়ে চুপ করে ওখানেই ওর গলার ভিতরে প্রায় ২০ সেকেন্ড ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো, আর এই পুরো সময় কুহির নিঃশ্বাস পুরো বন্ধ হয়ে ওর চোখের মনি যেন ঠিকরে বের হয়ে যাবে, এমন অবস্থা হলো, এরপর তুহিন বাড়া টেনে বের করে আবার ২০ সেকেন্ড কুহিকে নিঃশ্বাস নিতে দিয়ে, আবারও গলার ভিতরে বাড়া ঠেসে ২০ সেকেন্ড ধরে রাখলো, আবার বাড়া বের করে ২০ সেকেন্ড ওকে শ্বাস নেয়ার সুযোগ করে দিলো। ওর বন্ধুরা কুহির গলার ক্ষমতা আর তুহিনের বাড়া চোষানোর টেকনিক দেখে যেন অবাক না হয়ে পারছিলো না।)

বাদলঃ আহঃ দোস্ত, তুই কি যে সুখ পাচ্ছিস এই রাণী শালীর মুখের ভিতর বাড়া ঢুকিয়ে। আহঃ আমরা ও যদি এমন করে এই কুত্তির গলার ভিতর নিজের বাড়াটাকে ঠেসে ধরতে পারতাম, আমার জীবন তো ধন্য হয়ে যেত। মাগীটার গলার ক্ষমতা আছে বলতে হবে, তোর এই বিশাল বাড়া কিভাবে গলার ভিতরে নিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে! ওয়াও, অসাধারণ, দোস্ত, তুই আজ আমাদের না দেখালে, আমরা জাভেই পারতাম না যে কিভাবে গলার একদম ভিতরে বাড়া ঢুকিয়ে মাগিদেরকে নিজের গোলাম বানিয়ে ফেলতে হয়। সাবাস, দোস্ত, আমরা তোর পারফরমেন্সে খুব গর্বিত। আরও চোদ তোর কুত্তীটাকে, একদম কাহিল করে দে শালীকে, যেন গলা ব্যথা হয়ে যায়।

বন্ধুদের মুখে উৎসাহ আর কুহির চোখের অশ্রু, আর গলার ভিতরের অক অক শব্দ তুহিনের কামের আঙনে যেন ঘি ছেড়ে দিলো। সে আরও বেশি উদ্যমে ওর খালামনিকে মুখ চোদা করতে লাগলো। এভাবে আরও ৫ মিনিট চুদে তুহিন যখন ছাড়লো কুহিকে, তখন কুহি ধপাস করে ফ্লোরের উপর পরে গেলো, আর ওর চোখের পানি আর মুখের থুথু লাল পড়ে ওর ব্লাউজের প্রায় অর্ধেক ভিজে গেছে, আর ধীরে ধীরে শ্বাস নিয়ে কুহি নিজের উপর চলা এতক্ষনের বাড়ার আঘাত যেন কিছুটা সামলে নেয়ার চেষ্টা করছিলো।)

কৃষ্ণাঃ দোস্ত, ওয়াও, তুই কুত্তীটাকে খুব ভালো করে মুখচোদা করেছিস, মাগীটা পুরো ক্লান্ত হয়ে গেছে।

(তুহিন কুহির মাথার পাশে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। কুহি মাথায় নরম হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘাড় যুড়িয়ে তাকিয়ে তুহিনকে দেখলো, তুহিন ওর দিকে তাকিয়ে একটা বিশ্ব জয়ীর হাঁসি দেয়ার চেষ্টা করলো। কুহি ও ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাঁসিতে ওকে আশ্বস্ত করতে চাইলো।)

তুহিনঃ খালামনি, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি না? খুব ব্যথা পেয়েছো?

কুহিঃ না রে, আমার সোনা মানিক, তোর দেয়া কোন ব্যথা, কষ্ট আমাকে স্পর্শ করে না রে। তুই যে আমার রাজা বাড়া, আমি যে তোর বাড়ার দাসী, আমাকে তোর ইচ্ছে মত ব্যবহার কর, আমার কষ্টের কথা ভাবতে হবে না তোকে।

মৃদু গলায় ফিসফিস করে বলা কথাগুলি যেন স্পষ্টই তুহিন আর ওর বন্ধুদের কানে গেলো। তুহিনের বন্ধুরা বুঝতে পারলো তুহিন আর কুহির মধ্যকার বন্ধন কি ভীষণ আবেগপ্রবণ ভালবাসায় আবদ্ধ। তুহিন কুহির মুখের ভিতর নিজের জিভ ঢুকিয়ে ওকে গভীর আবেগে চুমু দিতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে কুহি যখন একটু স্বাভাবিক হয়ে এলো, তখন তুহিন ওকে দাঁড়িয়ে ওর ব্লাউজ খুলে ফেলতে আদেশ দিলো। তুহিন কুহিকে ওর চোখ মুখের যে অবস্থা সেটা মুছে ফেলতে মানা করে দিলো, যেন ওর বন্ধুরার কুহির মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে, যে তুহিন ওকে কি ভীষণভাবে মুখচোদা করেছে একটু আগে। তুহিনের কথা শুনে কুহি বেশ লজ্জা পাচ্ছিলো। কিন্তু ওর আদেশ না মেনে ওর কোন উপায় নেই, তাই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে তুহিনের বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে পিছনের দিকে হাত বাড়িয়ে নিজের ব্লাউজের ফিতে গলা ও পিঠ থেকে ছক খুলে ফেলতে লাগলো। প্রথমে ছক খুলে ফেললো, তারপর গলার কাছে ফিতে টেনে খুলে দিতেই যেন ওর ব্লাউজ শরীর থেকে খসে পড়ে যেতে শুরু করলো। তুহিনের বন্ধুদের চোখের সামনে কুহির পাতলা স্বচ্ছ ব্রা এ ঢাকা ওর বিশাল স্তনজোড়া ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগলো। ব্লাউজ সরিয়ে ফেলার পড়ে সবার চোখ এখন কুহির বুকের জামুরা দুটির দিকে নিবিস্ট। স্বচ্ছ কাপড়ের ব্রা হওয়ার কারণে, ব্রা তে ঢাকা অবস্থাতেও পুরো মাই দুটি ওর মাইয়ের ফুলে উঠা বোঁটা দুটি স্পষ্ট দেখতে পারছিলো তুহিনের বন্ধুরা।)

রাশেদঃ ওয়াও, ওয়াও, কুহি, তুই তোর বুকে এতো বড় বড় জামুরা কিভাবে লুকিয়ে রাখিস! আহঃ তোর মাই দুটি কত বড় বড়, আর একটু ও ঝুলে পড়ে যায় নি। এই রকম মাই দেখলে তো ৬০ বছরের বুড়ার বাড়া ও টং করে দাঁড়িয়ে যাবে তোকে আচ্ছা মত চোদন দেয়ার জন্যে।

সুনিলঃ সত্যিই দোস্ত, কি বিশাল মাই জোড়া তোর কুত্তীটার। যেন পাকা দুটি জামুরা ঝুলিয়ে রেখেছে। এই কুত্তি, তোর জামুরা দুটি একটু নেড়ে চেড়ে দেখা না আমাদের?

সুনীলে আবদার যেন ফেলতে পারলো না কুহি। শরীর ঝুঁকিয়ে নিজের মাই দুটি পালা করে এক জন একজন করে ওদের সামনে এসে ডানে বামে, উপরে নিচে নাচিয়ে নাচিয়ে ওদেরকে ও মাই জোড়ার নাচন দেখিয়ে দিল কুহি। তুহিন এবার কুহিকে ডেকে ওকে নিজের কোলে বসিয়ে নিলো ওর নিজের দিকে পীঠ করে ওর বন্ধুদের দিকে কুহির শরীরের সামনের অংশ মুখ করে। তারপর কুহিকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ওর ব্রায়ের ফিতের ছক পিছন থেকে খুলে দিয়ে কুহিকে শরীর সোজা করে ওর কোলে বসতে বললো তুহিন। কুহির দু হাতের বাহু গলিয়ে ওর ব্রা এর ফিতে খুলে ফেলে ধীরে ধীরে ওর মাইয়ের উপর থেকে শেষ আবরণটি সরিয়ে দিয়ে কুহির শরীরের উর্ধ্বাংশ পুরো উন্মুক্ত করে দিলো ওর বন্ধুদের সামনে। তুহিনের বন্ধুরা কুহির বুকের সৌন্দর্যে যেন বিমোহিত হয়ে গেলো। ওদের মুখ দিয়ে অজস্র প্রশংসাসূচক বানী বের হতে লাগলো কুহির উদ্দেশ্যে। কুহি ও এতগুলি ছেলের চোখের সামনে নিজের প্রেমিকের দ্বারা শরীর উলঙ্গ করে প্রদর্শন করে ভিতরে ভিতরে বেশ উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলো। তুহিন ওর দুই হাতের তালুতে ওর জাম্বুরা দুটি নিয়ে ওর বন্ধুদের দেখার জন্যে উঁচিয়ে তুলে ধরে রেখে কুহির ঘাড় চুমু দিয়ে দিয়ে ওকে উত্তেজিত করছিলো।)

বাদলঃ উহঃ কি ডবকা ডবকা ফর্শা তাল তাল মাই দুটি কুণ্ডীটার। এমন জীবন্ত মাই নিজের চোখের সামনে দেখার আশা কখন ও করি নাই। ওয়াও, দোস্ত, একেবারে একটা দুখেল গাইকে তুমি পটিয়েছো। এই কুন্তিকে যদি তুমি গাভীন করে দাও, তাহলে ঐকে দিয়ে তুমি মাদার ভেইরীর দুধের প্রোডাকশন করতে পারবে। আমাদের কাছে বোতলে ভরে ভরে প্রতিদিন এই কুন্তির দুধ বিক্রি করে তুমি ভালো ব্যবসা করতে পারবে। ব্যপারটা চিন্তা করে দেখো।

(বাদলের মুখ থেকে নিজের বুক নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য ও পরামর্শ শুনে তুহিন ও কুহি দুজনেই যেন আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে গেলো।)

তুহিনঃ ভালো বুদ্ধি দিয়েছিস তো বন্ধু। তাহলে তো কুণ্ডীটাকে ভালো করে চুদে গাভীন করে দিতে হয়। তারপর কুন্তিটা যখন আমার আরেকটা ভাই বা বোনের জন্ম দিবে, তখন কুন্তির মাই দুটো আরও ফুলে উঠবে দুধের ভারে, তখন আমার কুন্তিটাকে গাই বানিয়ে সকাল বিকাল দুধ দুইয়ে দুইয়ে বাজারে বিক্রি করতে হবে। আমি তখন হবো, এই কুন্তির গোয়লা, সকাল বিকাল দুধ দুইয়ে মাগীটার মাই দুটোকে হালকা করে রাখতে হবে। নইলে তো দুধের ভারে আমার কুন্তির হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যাবে। উফঃ দারুন হবে তাই না।

(তুহিনের মুখ থেকে নিজের পেটে ওর সন্তান ধারণ করার কথা শুনে কুহি যেন উত্তেজনার চরম শিখরে পৌঁছে গেল। ওর মুখ দিয়ে হালকা গোঙ্গানি বের হতে লাগলো তুহিনের হাতে কঠিন মাই টেপা খেয়ে।)

কবিরঃ দোস্ত, তোর কুন্তির মাই দুটি কেমন নরম, বল না আমাদেরকে।

তুহিনঃ একেবারে মাখনের মত নরম, চেপে ধরতেই মনে হয়ে যেন গলে গলে যাচ্ছে। আবার ছেড়ে দিলেই ওই জায়গাটা আবার ফুলে উঠছে। এমন মসৃণ মাই, এই বয়সের মহিলাদের শরীরে একদমই দেখা যায় না। আমার সোনা খালামনিটার মাই দুটি যেন স্বর্গে চোকর দুটি সিঁড়ি। আর বাঁটা দুটি কেমন মোটা আর ফুলো ফুলো, দেখেছিস। ও দুটি মুখে দিয়ে চোষণ দিলেই মাগীর গুদ দিয়ে ঝর্না বইতে শুরু করে।

(তুহিন যেভাবে অশ্লীল কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কুহির মাইয়ের প্রশংসা করছিলো ওর বন্ধুদের সামনে, সেটা শুনে কুহি যেন আর ও বেশি করে কাতরে উঠতে লাগলো। ওর কোমর দুটি কাচি দিয়ে ধরে যেন সে ওদের কুড়কুড়ি খামানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলো প্রানপনে। কুহি ঘাড় কাত করে ওর তৃষ্ণার্ত ঠোঁট জোড়া এগিয়ে দিলো তুহিনের ঠোঁটের দিকে। তুহিন সেটাকে সাদরে নিজের মুখে ভরে নিয়ে কাম আশ্লেষে চুমু খেতে লাগলো ওর প্রিয় খালা কে। তুহিনের বন্ধুরা খুব চাইছিল মনে মনে যেন কুহির মাই দুটি ধরতে পারে। কিন্তু তুহিনের ভয়ে কিছু না বলে চুপ করে থেকে ওদের কামলীলা দেখতে লাগলো। এদিকে কুহি চোদন জালায় ছটফট করছে, ওর গুদে আগুন জ্বলছে, সেই আগুন নিভানোর ক্ষমতা একমাত্র তুহিনের আখায়া ধোনেরই আছে। কিন্তু তুহিনের যেন সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। সে বন্ধুদের সামনে নিজের মালকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওদেরকে হিংসায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে যেন হারখার করে দিতেই ওর সব মনোযোগ।)

কুহিঃ সোনা ছেলে আমার, তোর কুণ্ডীটা খুব গরম হয়ে গেছে, একটু ভালো করে চুদে দে না, সোনা, রাজা বাড়া আমার।

(কুহি মুখে কাম পাগল কাতরানি শুনে তুহিন ও তার বন্ধুদের সবার অবস্থা বেশ খারাপ। সবাই জোরে জোরে বাড়া খিচতেছে, মধ্যবয়সী ঘরের বৌয়ের মুখে থেকে বের হওয়া যৌনতা মাখনো শব্দরাজি যেন সবার কানের ভিতর প্রতিধ্বনির মত বাজতে লাগলো। আর অল্প বয়সী ছেলেগুলি যেন কামে ফেটে পড়ছিলো।)

তুহিনঃ কিন্তু, তোর গুদটাই তো এখনও দেখালি না আমার দোস্তদের। আমার বাড়া তোর শরীরের কোন কোন জায়গায় ঢুকে, এর মধ্যে মাত্র একটি ফুটো দেখালি, তোর বাকি দুইটা ফুটো আমার বন্ধুদের দেখাবি না। আমার বন্ধুদের বল, আমার বাড়া এখন তোর কোন ফুঁটাতে চাস তুই?

(কুহি তুহিনের বন্ধুদের দিকে মাদকতা মাখা চোখে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো)

কুহিঃ আমার পোঁদে... আমার পোঁদের ফুঁটায় চাই আমি তোর বাড়া, প্রথমে ভালো করে আমার পোঁদ ফাটিয়ে তারপর আমার গুদে তোর বাড়ার রস চাই আমি...

রাসেদঃ কি রকম নোংরা কুন্তি রে তুই...কিভাবে আমাদের সামনে তুই তোর বোনের ছেলেকে দিয়ে পোঁদ চোদা খাবি, তোর একটু ও লজ্জা নাই। তুই তো দেখি রাস্তার কুন্তির মত যেখানে সেখানে লেজ উল্টিয়ে পোঁদ মেলে দিস চোদা খাবার জন্যে, তুই কি রাস্তার কুন্তি, বল, সত্যি করে বল, তুই কি?

(এতটুকু ও লজ্জা অবশিষ্ট নেই এই মুহূর্তে কুহির ভিতরে, তাই রাসেদের কথার উচিত জবাব দিতে ওর মনে এতটুকু ও কুণ্ডীবোধ হলো না।)

কুহিঃ হ্যাঁ, আমি একটা রাস্তার কুন্তি। আমি যেখানে সেখানে লেজ উল্টিয়ে পৌঁদ ফাঁক করে দেই চোদা খাবার জন্যে, তবে সবার ধোন আমার গুদে আর পৌঁদে ঢুকতে পারে না, একমাত্র আমার সোনা ছেলোটোর রাজা বাড়াটাই আমার গুদে আর পৌঁদে যখন খুশি ঢুকতে পারে। তুই যতই আমাকে নোংরা কথা বলিস, তোর বাড়া আমার গুদের বা পৌঁদের আশেপাশে ও আনতে পারবি না। আমার গুদের আর পৌঁদের একমাত্র মালিক আমার সন্তান তুহিন, আমি ওর বাড়ার দাস। মালিক, আমার পৌঁদে আপনার হাতের ধোনটা ঢুকিয়ে আপনার বন্ধুদের দেখিয়ে দেখিয়ে আমার গাঁড়টা ফাটিয়ে দেন, মালিক। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

কুহি যেন ওদের সাথে নোংরা কথায় জবাব দিয়ে খুব সুখ করে নিচ্ছে, সেটা ওখানে উপস্থিত সবাই ভালো করেই বুঝতে পারলো, আর শেষ দিকে কুহি তুহিনের দিকে তাকিয়ে কাতর অনুনয় করে পৌঁদ মারা খাবার জন্যে যেন ভিক্ষে চাইছিলো তুহিনের কাছে। তুহিনের বন্ধুরা কুহির এই নোংরা কথা খুব উপভোগ করছিলো আর সেই সাথে তুহিন নিজেও। তুহিন এবার কুহির পড়নের শেষ বস্ত্রটুকু ওর প্যানটির দুই কিনারে দুটো আঙ্গুল ঢুকিয়ে ওটাকে নিচে নামানোর জন্যে নিচের দিকে চাপ দিতেই, কুহি বসা থাকা অবস্থায় নিজের পৌঁদ আলগা করে উপরের দিকে উঁচিয়ে দিল যেন তুহিন প্যানটি খুলতে কোন বাধাই না পায়। ধীরে ধীরে তুহিনের হাতের দুটো আঙ্গুলে টান খেয়ে খেয়ে একটু একটু করে কুহির শরীর থেকে প্যানটি শর্তে লাগলো। তুহিনের বন্ধুরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে কুহির গুদের নিচের দিকের ফুলো অংশতার দিকে। পুরো প্যানটি খোলা হয়ে যাবার পরে তুহিন সেটা ছুড়ে দিলো ওর বন্ধুদের মুখের উপর। কারন ওটা এতো বেশি ভিজে গিয়েছিলো কুহির গুদের রসে যে ওটাকে ওর বন্ধুদের কাছে খান নেয়ার জন্যে ছেড়ে দিলো। এদিকে প্যানটি খোলার পরেই কুহি দু পা এক করে কাঁচি দিয়ে ওর গুদ লুকিয়ে রাখলো তুহিনের বন্ধুদের চোখের লোলুপ দৃষ্টির কাছ থেকে।

তুহিনঃ বন্ধুরার, আমার কুন্তির গুদের রসে ভেজা প্যানটি তোমাদের কাছে আমার তরফ থেকে উপহার হিসাবে দিলাম। ভালো করে খান নাও, চাইলে চেটে ও খেতে পারো আমার কুন্তির গুদের যৌনতা মাখানো মিষ্টি রস।

ওর বন্ধুদের মধ্যে যেন কাড়াকাড়ি পরে গেলো, কে আগে প্যানটির ভিজে জায়গার খান নিবে, আর কে আগে ওখানে জিত লাগিয়ে স্বাদ নিবে। তুহিন আর কুহি ওদের মধ্যের প্রতিযোগিতা দেখে বেশ মজা পাচ্ছিলো। এক এক করে সবগুলি ছেলে ওর গুদের রসের উগ্র খান নিয়ে একবার একবার করে চেটে নিলো। এতগুলি অল্প বয়সী ছেলে এক হাতে বাড়া খিঁচতে খিঁচতে ওর গুদের রসের খান নিয়ে উত্তেজিত হচ্ছে, এই ব্যপারটা কুহির কাছে চরম আনন্দের সুখের একটা উপলক্ষ তৈরি করলো। একে একে সবাই কুহির গুদের খান নেয়ার পরে তুহিন ওদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো কুহির গুদের দিকে।

তুহিনঃ হয়েছে, বন্ধুরা, আমার গার্লফ্রেন্ডের নোংরা প্যানটির খান বহুত নিয়েছো, এবার যেখান থেকে ওই খান মাখা রস বেরিয়েছে, সেটা দেখতে চাও, তো? না কি, চাও না?

সবাই সমস্বরে উল্লাস প্রকাশ করলো, কারন এখন ওরা কুহির গুদের দর্শন পেতে যাচ্ছে। তুহিন সবার সম্মতি পেয়ে কুহিকে ওভাবেই নিজের কোলের উপর বসিয়ে রেখেই, দু হাত দিয়ে ওর দু পা ধীরে ধীরে ফাঁক করে দিতে লাগলো। কুহি যেন উত্তেজনায় কাঁপছিলো, প্রতি মুহূর্তে ওর গুদ একটু একটু করে তুহিনের বন্ধুদের ৬ জোড়া চোখের সামনে একটু একটু করে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। এ এক অন্য রকম যৌনতার বন্দর যেন কুহির কাছে। যখন কুহির দু পা একদম ১৮০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দু পাশে ছড়িয়ে গেলো, তখন কুহি নিজের গুদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো যে ওর গুদ পরিপূর্ণভাবে এখন ওদের সামনে খোলা, তখন কুহি আবার এক এক করে তুহিনের বন্ধুদের ঠাঠিয়ে থাকা বাড়ার দিকে নজর দিয়ে ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

কুহিঃ এই দৃষ্ট অসভ্য ছেলেরা, আমি তো তোমাদের মায়ের বয়সী মহিলা, তোমাদের লজ্জা করে না, মায়ের বয়সী একজন মহিলার গোপনাসের দিকে এভাবে নোংরা কুৎসিত দৃষ্টি দিতে। ছি, ছি, কিভাবে অভদ্র ছেলেগুলি আমার ভোদার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জিভ চাটছে। এই শয়তান ছেলে, আমার গুদের দিকে তাকিয়ে জিভ চাটছিস কেন? আমার গুদের মালিক কে জানিস না? আমার গুদের মালিক হলো আমার সোনা ছেলোটো, আমার আদরের সন্তান তুহিন। তোরা আমার গুদকে তোদের নোংরা চোখে দিয়ে চেটে চেটে নোংরা করে দিবি তো? তখন আমি আমার মানিক ছেলোটাকে কি খাওয়ানো? তোদের চেটে দেয়া এঁটো গুদটা আমার সোনা ছেলোটাকে আমি কিভাবে খুলে দিবো? ওহঃ মাগোঃ, কি রকম কুৎসিতভাবে দেখছে ওরা আমার গুদটাকে, মনে হচ্ছে যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে, এখনই। সরিয়ে নে, তোদের চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে যা, আমার গুদকে দেখে দেখে খেয়ে ফেলিস না। তোদের নোংরা দৃষ্টির কারনে আমার গুদ মোচড় দিয়ে দিয়ে জল ছাড়ছে। তুহিন, সোনা ছেলে আমার, তোর খালামনির আদরের গুদটাকে তোর বন্ধুরা চেটে চেটে নোংরা করে দিচ্ছে তো বাবা, ওদেরকে সরে যেতে বল না...

তুহিনঃ না খালামনি, ওদেরকে দেখতে দাও, ওরা ওদের জীবনে কখন ও এমন সুন্দর গুদ দেখতে পাবে না। এমন সরেস গুদ যে শুধু আমিই চুদতে পারি, সেটা মনে করে ওরা শুধু হাত কামড়াবে, কিন্তু এই দেবভোগ্য গুদের ভিতরে যে কি সুখ সঞ্চিত আছে, সেটা ওরা কোনদিনই জানতে পারবে না। ওর সারা জীবন তোমার কথা মনে করে ওদের আজ বাজে গার্লফ্রেন্ডদেরকে চুদবে, ওদের পচা পচা বউদেরকে চুদবে, তোমার গুদে একবার দুকার আফসোস ওদের সারা জীবন ভরে থাকবে। আবার ওরা সারা জীবন তোমার গুদের প্রশংসা আর গল্পই করবে ওদের অন্য বন্ধুদের সাথে, ওরা যে তোমার গুদ দেখতে পেরেছে, সেটা মনে করে করে ওরা ওদের বাড়ার ফ্যাডা এদিক সেদিক ফেলবে। ভালো করে দেখতে দাও। আজ ওদের মহা সৌভাগ্যের দিন। দেখে নে, বন্ধুরা, আমার খালামনির সবচেয়ে দামি সম্পদ আমি আজ তোদের জন্যে খুলে দিয়েছি, ভালো করে দেখে চোখ জুড়িয়ে নে। একটু পরে এই গুদ এখন যেমন দেখছিস, তেমন আর থাকবে না, এটাকে আমার বাড়ার আঘাতে আমি ক্ষতবিক্ষত করে ফেলবো। তখন এটাকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনপদের মত মনে হবে। গুদের সুন্দর ছবিটা মাথায় গেঁথে নে, যেন রাতে ঘুমের মধ্যে ও আমার খালার গুদ তোদের সপ্নে বার বার আসে। খালামনি, তুমি, গুদের ভেজা ঠোঁট দুটিকে ফাঁক করিয়ে ওদেরকে দেখাও। তোমার গুদের ভিতরের অপরূপ সৌন্দর্য ওদের প্রান ভরে দেখতে দাও।

তুহিনের কথা কি কুহি ফেলতে পারে? মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে নিজের দুই হাতের আঙ্গুল দিয়ে ফোলা গোলাপি ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে পাপড়ি দুটিকে নিজের দুই পায়ের দিকে টেনে মেলে ধরে গুদের ফুটোকে মেলে ধরলো। প্রচণ্ড উত্তেজনায়, গুদের ভিতরে মাংস ক্রমাগত কাঁপছে আর একটু পর পর সংকুচিত হয়ে যে ক্ষিছু একতাকে কামড়ে ধরার ব্থা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।)

কুহিঃ দেখে নে, তোদের বন্ধুর সঞ্চিত সম্পদ দেখে নে। দুষ্ট ছেলেরা, তুহিনের খালার নোংরা গুদটাকে দেখে নে ভালো করে। এই ফুটো দিয়েই আমি দু দুটো ছেলে মেয়েকে আমার পেট থেকে বের করেছি। এই ফুটোকে ২১ বছর ধরে আমার স্বামী দিন রাত চুদে যাচ্ছে। আর এখন এই ফুটোর ভিতরেই তোদের বন্ধুর বাড়া ঢুকবে একটু পরে। আমার এই গুদের মালিক এখন তোদের বন্ধু। তোদের বন্ধুর বাড়াকেই কামড়ে ধরবে আমার গুদের নরম মাংসপেশিগুলি একটু পরেই। তারপর এই ফুটোর ভিতরেই আমার সোনা ছেলেটা ওর বাড়ার সমস্ত নোংরা ফ্যাঙ্গুলি ঢেলে দিবে। কিন্তু তোরা ফেলতে পারবি না, এখানে, তোদের শুধু দেখার অধিকার আছে। কিন্তু তোদের বাড়াকে এখানে ঢুকিয়ে সুখ নিতে পারবি না তোরা কেউ। এই গুদ আর গুদের ফুটো আমার রাজা বাড়া মানিক তুহিনের। আমার সোনা ছেলে এটাকে ওর ইচ্ছে মত ব্যবহার করতে পারবে, তোরা পারবি না।

(কুহির উত্যক্ত মার্কী কথাবার্তায় তুহিনের বন্ধুরা যেন একটু একটু করে খিণ্ড হয়ে উঠতে লাগলো। ওদের বাড়া খেঁচার পরিমাণ যেন আরও বেড়ে গেলো।)

কৃষ্ণাঃ দোস্ত, তোমার কুন্তির মুখের ভাষা শুনে আমরা তো বাড়ার মাল আর ধরে রাখতে পারছি না। মাল কি এখানেই ফেলে দেবো ফ্লোরের উপর?

(কৃষ্ণার কথা শুনে তুহিনে মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেলো। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে তারপর ওর মত জানান দিলো)

তুহিনঃ বন্ধুরা, যদি ও তোদের সাথে আমার এই ব্যাপারে কোন কথা হয় নি এখন পর্যন্ত যে তোরা মাল কোথায় ফেলবি, তাই আমি এই মুহূর্তে তোদের জন্যে একটা পুরস্কার ঘোষণা করতে চাই। যেহেতু তোদেরকে আমি আর আমার দুষ্ট খালামনিটা এতক্ষন ধরে শুধু টিজ করেই যাচ্ছি, আমি মনে করি, তোদের ধৈর্যের প্রতীদান হিসাবে তোদের একটা পুরস্কার প্রাপ্য আমার কাছ থেকে, তোরা কি সেই পুরস্কার নিতে চাস?

(সবাই খুব উৎসাহ নিয়ে ওদের সম্মতি ও উৎফুল্লতা জানিয়ে দিলো। তুহিন ওদের আগ্রহ দেখে বুঝতে পারলো যে ওরা ভেবেছে যে ও বোধহয় ওদেরকে কুহির শরীর স্পর্শ করতে দিবে, কিন্তু ওর মনে অন্য এক খেলা চলছে।)

তুহিনঃ বন্ধুরা, আমি এখন আমার খালামনির পৌঁদ মারবো। তোরা বসে বসে বাড়া খেঁচতে খেঁচতে দেখবি। যদি আমি খালামনির পৌঁদে মাল ঢালা পর্যন্ত তোরা তোদের বাড়ার মাল না ফেলে ধরে রাখতে পারিস তাহলে আমি পৌঁদ চোদার পরে তোর সবাই এক এক করে আমরা খালামনির মুখের ভিতরে বা মুখের উপরে যেখানে ইচ্ছা তোদের মাল ফেলতে পারবি। তবে খালামনি তোদের বাড়া ধরবে না বা চুষে ও দিবে না, শুধু হাঁ করে রাখবে, তোরা একজন একজন করে মাল হয় মুখের ভিতরে ফেলবি, নাহলে মুখের উপরে ফেলবি। কি রাজী আমার শর্তে?

(তুহিনের এমন অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে ওর বন্ধুরা যেমন পুলকিত হলো, তেমনি কুহি বেশ শঙ্কিত বোধ করলো। কারন তুহিন ওর কথা থেকে একটু এগিয়ে গেছে, যদি ও ওর বন্ধুরা মাল কোথায় ফেলবে, এটা নিয়ে কুহির সাথে ও তুহিনের কোন কথা হয় নি, তাই ব্যাপারটা যেমন চুক্তির বাইরে ও নয়, তেমনি চুক্তির ভিতরে ও নয়। কুহি অদ্ভুত চোখ করে তুহিনের দিকে ফিরে তাকালো। যেন ওকে জিজ্ঞেস করতে চাইলো, কি হচ্ছে এসব। কিন্তু তুহিন সেটাকে কোন রকম আমলেই নিলো না। আমি মনে মনে ভয় করতে লাগলাম, তুহিন আবারও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অন্য কিছু করে ফেলবে না তো, তাহলে তো আজ একটা গ্যাংব্যাং হয়ে যাবে আমার বাসার ড্রয়িংরুমই।)

তুহিনঃ চিন্তা করে দেখো, বন্ধুরা, আমার খালামনির মুখের ভিতরে তুমি মাল ফেলছো, আর সেটা আমার খালামনি গিলে ফেলছে, বা মুখের উপর মাল ফেললে, আর আমার খালামনির সারা মুখে, গালে, নাকে, চোখে, গুঁতনির উপর তোমাদের মাল ভেসে বেড়াবে, কি রকম সুন্দর সেই দৃশ্য হবে, চিন্তা করে দেখো, আমার সর্ভ মানলে তবেই সেই আনন্দ পেতে পারবে।

কৃষ্ণাই সবির আগে মুখ খুললো, আর জানিয়ে দিলো যে সে রাজী। ওর দেখাদেখি, বাকিরা ও সমর্থন জানালো যে, ওরা ওদের মাল কুহির মুখেই ফেলবে। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে ওদের কোন অসুবিধা নেই)

(তুহিন এবার কুহিকে ওর কোল থেকে উঠিয়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কুন্তি পজিশনে বসতে বললো। কুহি পাছা উঁচু করে ঠেলে দিয়ে, কোমর নিচু করে ওর বড় বড় মাই দুটিকে কার্পেটের সাথে মিশিয়ে দিয়ে ওর ঘাড় একদম ফ্লোরের সাথে মিশিয়ে দু হাতকে ভাজ করে ওর শরীরের দুপাশে ছড়িয়ে দিলো। আর ঘাড় বাঁকা করে মাথা কাত করে রাখলো। তুহিন উঠে ওর পিছনে হাঁটু ভাজ করে দাঁড়ালো। ওর বন্ধুদেরকে ডেকে কুহির শরীরের দুপাশে বসে বাড়া খিঁচতে লাগলো। ওরা কাছে এগিয়ে এলে, কুহির শরীরের দু পাশে ও জন করে একদম ওকে ঘিরে ধরে ওরা এখন ধীরে ধীরে বাড়া খিঁচতেছে। কুহি যেন ওদের নিঃশ্বাসের শব্দ ওদের হাতের প্রতিটি মুভমেন্ট একদম কাছ থেকে অনুভব করছে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে যে দু-একটি তাগড়া বাড়া মুঠোয় নিবে, সেই সাহস কুহির নেই। তুহিন দু হাতে কুহির পাছা ফাঁক করে ওর পাছারা ফুটো উন্মুক্ত করলো, আর নিজের নাক লাগিয়ে সেখান থেকে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলো)

তুহিনঃ দোস্ত, এই কুন্তির পৌঁদের ছান অসাধারণ সুন্দর আর কামনাউদ্রেককারী। কুন্তিতার পৌঁদের ছান নিলেই আমার বাড়া ঠাঠিয়ে যায়। এমন সুন্দর পৌঁদ তাদের কোন গার্লফ্রেন্ডের আছে, বল? আর সব মেয়েদের পৌঁদের ফুঁটা কালো হয়, আর আমার খালামনির পৌঁদের ফুঁটা একদম গোলাপি, দেখ? কিভাবে আমার দুই খালামনি পৌঁদের ফুঁটাটাকে সংকুচিত করে করে আবার মেলে ছড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের দেখা জন্যে, দেখ দেখ।

(৭ জোড়া চোখের দৃষ্টি এখন কুহির শরীরে নয়, ওর সবচেয়ে গোপন, সবচেয়ে লজ্জাজনক জায়গা ওর পুটকির ফুটার উপর। যেই জায়গা যে কোন মেয়ে নিজের স্বামীর কাছে ও খুলে দেখাতে লজ্জা বোধ করে, সেই জায়গা কুহি মেলে ধরেছে তুহিন আর তুহিনের ৬ জন বন্ধু যাদের কুহি চিনে ও না, তাদের চোখের সামনে। তুহিনের বন্ধুরা ওয়াও ওয়াও, গ্রেট বলে প্রশংসাসূচক শব্দ উচ্চারণ করলো কুহির পৌঁদের ফুঁটা দেখে।)

রাশেদঃ দোস্ত, তোর কুন্তিটা তোর বাড়াকে পৌঁদে নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেছে। দেখছিস না কিভাবে, পৌঁদের ফুঁটাকে ঠেলে ঠেলে ফুলিয়ে ফাঁক করে দিচ্ছে, ভরে দে তোর আখায়া বাড়াটা, একদম পুরোটা ভরে দিবি, আমরা দেখতে চাই, যে তোর তলপেট যেন তোর কুন্তির পৌঁদের ফুটার সাথে একদম লেপটে যায়।

(বন্ধুর কথা শুনে তুহিন কুহির পাছার খোলা দাবনা দুটিতে দুটি চড় মারলো, চড় খেয়ে কুহি ওর পৌঁদ নাড়াতে শুরু করলো)

তুহিনঃ দেখেছিস তোরা, কুন্তিটা কিভাবে চড় খেয়ে পৌঁদ নাড়াচ্ছে। ঠিক যেন রাস্তার নোংরা কুন্তির মত, যখন কুন্তা চুদতে যায় তখন পৌঁদ আচিয়ে নাচিয়ে সড়ে গিয়ে নখরা করে, ছেনালি করে, ঠিক সেই রকম কুন্তি আমার খালা কুহি। এই কুন্তি তোর পৌঁদ নাড়ানো বন্ধ কর, নইলে আরও মার খাবি।

তুহিনের হুমকি শুনে কুহি আরও বেশি করে পৌঁদ নাড়াচ্ছিলো। তুহিন ওর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ মেয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইলো যে ওর কুন্তি মার খাওয়ার জন্যেই এমন করছে। তুহিন এবার ওর দুই হাত দিয়ে কুহির দুই পাছার উপর দমাদম চড় কষাতে লাগলো, কুহির মুখ দিয়ে উহঃ আহঃ, ওহঃ গোঙ্গানি ছাড়া আর কোন শব্দ বের হচ্ছিলো না। পুরো ঘরে শুধু ঠাস ঠাস চড়ের শব্দ আর প্রতি শব্দের সাথে কুহির শরীরের বাঁকি দিয়ে দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠে শীৎকার ছাড়া আর কোন শব্দ ছিলো না। তুহিনের বন্ধুরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো যে কুহি তুহিনের হাতের মার খাবার জন্যেই ইচ্ছা করেই এমন করছে। তার মানে হচ্ছে, কুহি মার খেয়ে সেক্স করতে পছন্দ করে। মনে মনে ওয়াও ওয়াও শব্দটি বার বার তুহিনের বন্ধুদের হৃদয়ে ধনিত হচ্ছিলো যেন)

কবিরঃ দোস্ত, তোর কুন্তিটা তো সত্যিই এক বিরল প্রজাতির কুন্তি। শালী, মার খাবার জন্যেই ইচ্ছে করে পৌঁদ নাচিয়ে নাচিয়ে আমাদেরকে দেখাচ্ছে। এখন শালীকে, হাত পা বেঁধে পিটালে ও কুন্তি টা দেখবি সুখ পাবে। অসাধারণ... গ্রেট... দোস্ত... এমনভাবে এক ঘরের বৌয়ের অন্তরের ভিতর যে এইভাবে নোংরামি, বিকৃতকামিতা বাসা বাঁধতে পারে, সেটা কুহিকে আজ এভাবে আমাদের সামনে না দেখলে, আমাদের বিশ্বাস করতে সত্যিই কষ্ট হতো। তুই ধন্য যে, এই ঘরের বৌয়ের ভিতরে একটা খানকীর জন্ম দিয়ে দিয়েছিস তুই। এখন এই কুন্তিকে তুই তোর নিজের মনোরঞ্জনের জন্যে, যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারবি। এটা সত্যি এক অনন্য আবিষ্কার তোর। মেয়ে মেয়ে তুই ওর পৌঁদ লাল করে ফেলছিস, তারপর ও সে পৌঁদ নাড়াচ্ছে। এই কুন্তি, তোর কি আরও মার খেতে ইচ্ছে করছে?

কুহি কথা না বলে, ওর পৌঁদ নাচানো থামিয়ে দিলো। তুহিন এবার কুহির পৌঁদ ফাঁক করে ধরে নিজের মুখ থেকে একদলা থুথু বের করে ফেললো কুহির পৌঁদের ফুঁটোতে। তুহিন কুহিকে আদেশ করলো, সে যেন নিজের হাত পিছনে নিয়ে ওই থুথুর দলা নিজের পৌঁদের ফুঁটোতে ছড়িয়ে দিয়ে ওর পৌঁদের ছিঁককে পিছলা করে দেয়। কুহি ওর এক হাত পিছনে নিয়ে তুহিনের আদেশ মত নিজের পৌঁদের ফুটার চারপাশে ছড়িয়ে দিলো, আর ফুটার ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বেশ কিছুটা থুথু ভিতরে ও ঢুকিয়ে পিছলা করে নিলো। তুহিন নিজের বাড়ার মাথায় ও কিছুটা থুথু লাগিয়ে বাড়ার মাথা সেট করলো কুহির পৌঁদের ফুটার মুখ বরাবর। তারপর দু হাত কুহির কোমর চেপে ধরে জোরে একটা চাপ দিতেই পৌঁদের চারপাশের দেয়াল কিছুটা সড়ে গিয়ে বাড়াকে ভিতরে ঢুকান জায়গা করে দিলো। তুহিনের বন্ধুরা চোখ বড় বড় করে ওদের সামনে চলন্ত লাইভ ব্রুফিল্ম দেখার জন্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলো। তুহিন আজ ধীরে ধীরে পৌঁদে বাড়া ঢুকানোর চিন্তা বাদ দিয়ে জোরে জোরে চাপ দিয়ে খুব দ্রুতই ওর বাড়া প্রায় অর্ধেক অদৃশ্য করে দিলো কুহির পৌঁদের হেঁদায়। এরপরেই তুহিন বাড়া টেনে বের করে গদাম গদাম করে ধাক্কা দিয়ে নিষ্ঠুরের মত কুহির পাছায় অসুরের শক্তি নিয়ে ঠাপ চালাতে শুরু করে দিলো। কুহির মুখ দিয়ে অক অক শব্দ আর গোঙ্গানি বের হতে লাগলো, তুহিনের কঠিন কড়া চোদন খেয়ে। সে যেন এই রকম অত্যাচারের জন্যেই এতক্ষন ধরে অপেক্ষা করছিলো। তুহিন ও বুঝতে পারছিলো, দুপুরের ওরা আশার পর থেকে এতক্ষন যাবত যে উত্তেজনা কুহি নিজের শরীরে চেপে চেপে রাখছিলো, সেটা এখন বিস্ফোরিত হবে। তুহিন ঠাপ শুরু করার ৩ মিনিটের মাথায় কুহি প্রচণ্ড রকমভাবে কাঁপতে কাঁপতে গলা কাঁটা জন্তর মত গোঙাতে গোঙাতে ওর শরীর খীক আজকের দিনের প্রথম রস ছেড়ে দিলো। তুহিন একটু থেমে কুহিকে ওর শরীরের প্রথম সুখকে ভালো করে পেতে দিলো। এরপরই তুহিন আবার শুরু করলো কঠিন ঠাপ, ঠাপের তালে তালে যেন মনে হচ্ছিলো কুহির পৌঁদের ভিতরের অন্ত্রনালি যেন কিছুটা বেরিয়ে আসছিলো, যখন তুহিন ওর বাড়াকে নিজের দিকে টেনে বের করিয়ে নিচ্ছিলো। মাঝে মাঝে ওর বাড়া পুরো বের করে কুহির হাঁ হয়ে যাওয়া পৌঁদের ফুঁটা বন্ধুদের দেখিয়ে দেখিয়ে এক জঘন্য বিকৃত সুখ যেন পাচ্ছিলো তুহিন। ওর বন্ধুরা দেখছিলো কি ভীষণভাবে তুহিন ওর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দিয়ে কুহিকে নির্দয় ভাবে আঘাতের পর আঘাত চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুহির পৌঁদের উপর ধাপ্পড় ও চলছিলো সমান তালে। কিছু পড়ে আবার ও কুহির গুদের রস বের হলো। কুহির গুদের ফুঁটা ফাঁক হয়ে ওটা দিয়ে আঠালো তরল রস ওর দু পা বেয়ে, ওর গুদের ঠোঁট বেয়ে বেয়ে নিচে পরছিলো। তুহিন মাঝে মাঝে কুহির গুদের ক্লিট ওর হাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে ধরে কুহির গুদের কামনা বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলো।)

কুহিকে আবার ও একটু ধাতস্ত হওয়ার সুযোগ দিতে গিয়ে তুহিন একটু থামলো, নিজের ও দম নেয়ার জন্যে। এই ফাঁকে কুহির গুদ দিয়ে যে বর্না বইছে সেটা নিয়ে কিছুটা ঠাটা বিদ্রূপ করতে লাগলো, তুহিন ওর বন্ধুদের সাথে।)

তুহিনঃ দেখেছিস, আমি বাড়া ঢুকিয়েছি মাগীর পৌঁদে, আর কুন্তিটা গুদ দিয়ে রস ছেড়ে ছেড়ে যেন সমুদ্র করে ফেলছে। তাদেরকে বলছি দোস্ত, এই কুন্তি এতো বেশি বার ওর গুদ থেকে রস বের করতে পারে আর এতো বেশি রসালো ওর গুদ যে আমি কল্পনাই করতে পারি না, অন্য কোন মেয়ে এতো বেশি **M u l t i O r g a s m i c** হতে পারে! **S h e i s a t r u e h o r n y f u c k i n g b i t c h** যতক্ষন আমি ওর কাছে থাকি, ওর গুদ দিয়ে রস ঝরে পড়তেই থাকে। আর কুন্তির পৌঁদটা এতো টাইট যে, আমি ছাড়া কোন পুরুষ ওখানে ৫ মিনিটের বেশি বাড়ার মাল ধরে রাখতে পারবে না। বার বার পৌঁদের পেশি দিয়ে বাড়াকে এমনভাবে শক্ত করে চেপে ধরে যে মাল আটকানো খুব মুশ্কিল হয়ে যায়।

তুহিন আবারও কুহির পোঁদে ওর বিরশি সিক্কার ঠাপ চালু করে দিলো। কঠিন কঠিন ঠাপে ধপাস ধপাস করে বাড়ি খেতে লাগলো তুহিনের তলপেট কুহির পোঁদের দাবনার সাথে। তুহিনের বন্ধুরা নানা রকম নোংরা কথা বলতে বলতে তুহিনকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিলো, কুহি ও মাঝে মাঝে গুঞ্জিয়ে উঠে, "ও সোনা, আরও জোরে চোদঃ আমাকে, আমার পুটকি ফাটিয়ে দে সোনা..."-বলে তুহিনের কাছে যেন আরও নির্দয় চোদন কামনা করছিলো। তুহিন নিজে ও অনেকক্ষণ যাবত উত্তেজিত হয়েছিলো, কুহিকে এভাবে ওর বন্ধুরদের সামনে দেখিয়ে দেখিয়ে চোদা দিতে গিয়ে, তাই পুরো ২০ মিনিট কুহির পোঁদ মারার পরে তুহিন "নে, কুন্ডি। তোর পোঁদে আমার বাড়া ফ্যাদা ঢালছি। ভরে নে সবটা..."-বলে গুঞ্জিয়ে উঠে বাড়া ঠেসে ধরলো একদম গোঁড়া পর্যন্ত সৈঁধিয়ে দিয়ে, আর শরীর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ভলকে ভলকে তাজা গরম বীর্য ফেলতে লাগলো কুহির পোঁদের ফুটোর ভিতর। কুহি ও যেন এমন সুখের আনন্দ আর কোন দিন পায় নি, এমনভাবে পোঁদে গরম বীর্যের স্রোত অনুভব করে গুদ দিয়ে ওর রাগমোচন করে ফেললো। কুহির পোঁদের ভিতরে তুহিন ওর বিচির থলি যেন উজার করে করে বাড়া ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে রস ফেলতেই লাগলো অনেকক্ষণ ধরে। মাল ফেলা শুরু হওয়ার ১ মিনিট পরে ও তুহিন যেন একটু পর পরই শরীর শক্ত করে ওর বিচির থলি খিঁচিয়ে আরও এক ফোঁটা, একটু পর আরও এক ফোঁটা এভাবে মাল ফেলতেই লাগলো। কুহির পোঁদে যেন ভেসে যাচ্ছিলো তুহিনের বাড়ার রস ধরে রাখতে গিয়ে। তুহিন আর কুহি দুজনের চোখে মুখেই চরম তৃপ্তি আর পরম প্রশান্তির ছায়া দেখা গেলো। তুহিন এবার ধীরে ধীরে ওর বাড়াকে একটু একটু করে টেনে টেনে বের করতে লাগলো। শেষে যখন শুধু ওর বাড়ার মুণ্ডিটা আটকে আছে কুহির পোঁদের ভিতর তখন ওর বন্ধুদের কাছে কুহির নোংরা প্যানটির খোঁজ করলো তুহিন। কবির সেটা খুঁজে বের করে তুহিনের হাতে দিতেই তুহিন ওদের সবাইকে ওর পাশে এসে কুহির পোঁদের অবস্থা দেখার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। কুহিকে নড়তে মানা করে ধীরে ধীরে তুহিন ওর বাড়ার মাথা একটু একটু করে বের করে দু হাত দিয়ে কুহির পোঁদের দুপাশের চামড়া টেনে ধরে রেখে হাঁ হয়ে যাওয়া লাল টকটকে পোঁদের গর্তে নিজের সাদা বীর্যের স্রোত বন্ধদের দেখালো। এমন সুন্দর রোমাঞ্চকর দৃশ্য ওর বন্ধুরা জীবনে কখনও দেখে নাই। তুহিন অল্পখন ওদেরকে কুহির লাল হয়ে যাওয়া পোঁদের গর্ত দেখিয়েই সেখানে কুহির প্যানটির একটা অংশ ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়ে পোঁদের গর্ত বন্ধ করে দিলো।)

তুহিন কুহির পোঁদ থেকে সড়ে গিয়ে কুহিকে ধীরে ধীরে পাছা নিচের দিকে নামিয়ে বসিয়ে দিয়ে নিজের নোংরা বাড়াকে কুহির মুখের কাছে আনলো। কুহি ভেবেছিলো তুহিন ওকে বাড়া পরিষ্কার করে দিতে বলবে, তাই সে মুখ হাঁ করে রাখলো। কিন্তু তুহিন সেটা না করে কুহির ঘন কালো চুলের গোছা সামনে এনে ওটা থেকে ক্লিপ খুলে ফেলে, খোলা চুলের গোছা দিয়ে নিজের বাড়াকে ডলে ডলে পরিষ্কার করে নিলো। কুহির চুলে আঠালো ঘন থকথকে বীর্য আর রস লেগে গেলো। তুহিনের বন্ধুরা ওর এই সব অভিনব নোংরামি দেখে মজা পাচ্ছিলো। এবার তুহিন ঘোষণা দিলো যে ওর বন্ধুরার এবার চাইলে এক এক করে কুহির মুখে মাল ফেলতে পারে। কে কে মুখের ভিতরে মাল ফেলতে চায়, আর কে কে মুখের উপরে মাল ফেলতে চায় জানতে চাইলো তুহিন। রাশেদ, কবির, সুনিল আর বাদল বললো যে ওরা কুহির মুখের উপর মাল ফেলতে চায়, আর কৃষ্ণা ও নওশাদ বললো যে ওরা কুহির মুখের ভিতরে মাল ফেলবে। তুহিন ওদেরকে বললো যে, যারা মুখের ভিতরে মাল ফেলবে, ওদেরকে আগে মাল ফেলতে, আর সেই মালগুলি যেন কুহি গিলে নেয় সেই নির্দেশ ও দিলো। কৃষ্ণাই সবার আগে এগিয়ে এলো ওর বাড়া তাক করে, তুহিন কুহিকে ওর মুখ হাঁ করতে বললো। কৃষ্ণা ওর বাড়াতে ঘন ঘন হাত চালাতে চালাতে কুহিকে নোংরা কথা বলতে বলতে মাল ফেলার জন্যে প্রস্তুত হলো।)

কৃষ্ণাঃ ও আমার কুহি কুন্ডি, তোর মুখের ভিতরে আমার হিন্দু বাড়ার ঘন থকথকে ফ্যাদা ঢালবো, এখন, আমার হিন্দু বাড়ার ফ্যাদা মুসলমান ঘরের বৌয়ের গলার ভিতর ঢুকে তোর পেটের ভিতর চলে যাবে, আহঃ কি শান্তি আমার। কত সুখ পাবো আমি! আমার বাড়ার ফ্যাদা খেতে তোর খুব ইচ্ছে করছে, তাই না? বেটাছেলেদের তাগড়া বাড়া গরম ফ্যাদা গিলে নিতে তোর খুব সখ, তাই না? ধর, ধর...আসছে...আমার বাড়ার ক্ষীর ধরে নে তোর মুখের ভিতর...আহঃ...

এভাবে কাতরাতে কাতরাতে কৃষ্ণা ওর বাড়া ঘি ঢেলে দিলো কুহির মুখের ভিতর। কুহি হাঁ করে জিত ভিতরে রেখে গলার ভিতরের অংশকে দিয়ে কৃষ্ণার ফ্যাদার স্রোত আটকে দিলো ওর মুখের ভিতরে। কৃষ্ণার ফ্যাদা ঢালার পরে ও কুহি মুখ হাঁ করিয়ে রাখলো, সবাইকে দেখানোর জন্যে। তারপর বেশ কয়েকটা বড় ঢৌক গিলে নিয়ে সবটুকু ফ্যাদা চালান করে দিলো ওর গলা দিয়ে একেবারে পেটের ভিতর। এরপর এগিয়ে এলো নওশাদ, সে ও নানা রকম নোংরা কথা বলতে বলতে ওর বাড়ার ঘি ঢেলে দিলো কুহির মুখের ভিতর। কুহি সেটা ও সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে গিলে নিলো। মুখের ভিতরে ফ্যাদা ফালানো শেষ হতেই এখন মুখের উপরে যারা ফ্যাদা ঢালবে, তাদের ক্রম আসলো।)

কুহি ওর মুখের হাঁ বন্ধ করে ওর চোখ বন্ধ করে নিজের গাল পেতে দিলো। প্রথমে সুনিল এলো, সে নানা রকম নোংরা গালি দিতে দিতে বাড়া খেঁচতে লাগলো, কিছু পরেই ওর বাড়ার তাজা পায়ের পড়তে শুরু করলো কুহির কপাল, গাল, আর নাকের উপর। এরপরে আসলো রাশেদ, তারপর বাদল আর সবশেষে কবির। এক এক করে সবাই যখন বাড়া খেঁচা শেষ করে ওদের বিচি খালি করে সব ফ্যাদা উগড়ে দিলো কুহির মুখের উপর, তখন একটা দেখার মত দৃশ্য হলো। কুহির সারা মুখে, এমন একটা স্থান রইলো না যেখানে কারো ফ্যাদা নেই। যেন ওর মুখে ফ্যাদার গোসল করিয়ে দিয়েছে তুহিনের বন্ধুরা। ফ্যাদা ওর গাল বেয়ে ওর বুকের উপর ও কিছুটা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সবাই এক এক করে ফ্যাদা ফেলে সোফার উপর বসে হাঁপাতে লাগলো। তুহিন নিজে ও এসে ওদের সাথে বসলো আর কুহির উপর হুকুম হলো যে সে যেন এক ফোঁটা ফ্যাদা ও মুখের উপর থেকে না সরায় বা গিলে ফেলে।)

তুহিনঃ বন্ধুরা, তোমাদের অনেক মজা হয়েছে, নিশ্চয়। তাই আমি মনে করি তোমাদের এখন চলে যাওয়া উচিত। অলরেডি বিকাল ৫ বেজে গেছে, তাই আমার খালুর ও চলে আসার সময় হয়ে গিয়েছে।

(ওরা সবাই বুঝলো যে খেল খতম)

কৃষ্ণাঃ তুই যাবি না আমাদের সাথে?

তুহিনঃ দোস্ত, তোমরা চলে যাও, কাল ভার্শিটিতে তোমাদের সাথে দেখা হবে, তখন অনেক কথা হবে। আমি আরও কিছুক্ষণ থাকবো, এই কুন্ডিকে আরও দু-একবার না চুদে চলে গেলে আমার আদরের খালামনি খুব রাগ করবে। আর আমার বাড়াও কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার খালামনির গুদে ঢুকানো জন্মে তৈরি হয়ে যাবে।

রাশেদঃ তোর খালু চলে এলে, উনার সামনেই চুদবি নাকি?

তুহিন কুহির মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেঁসে জবাব দিলো, "হ্যাঁ...আজ আমার আদরের খালামনিকে এখানে ফেলেই আরেকবার না চুদে যাচ্ছি না আমি। খালু আসলে ও উনার সামনেই আমার কুন্ডির গুদে বাড়া ভরে দিবো।"

কুহি যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো তুহিনের মুখে এসব নোংরা অরুচিকর কথা শুনে। স্বামীর সামনে বোনের ছেলে ওকে চুদবে, সে কথা ওর বন্ধুদের শুনিয়ে যে তুহিন মনে মনে বেশ সুখ পাচ্ছে, সেটা কুহি ভালো করেই বুঝতে পারলো। ওর মনে এখন তুহিনকে নিয়ে কোন দ্বিধা কাজ করছে না। যেহেতু জিসান ও জানে যে ওর মা আজ কি করবে, তাই আমি ও মনে মনে চিন্তা করলাম যে আমি জিসানকে ও বাসায় চলে আসতে বলবো তাড়াতাড়ি। তারপর দেখি আমাদের বাপ বেটার সামনে তুহিন ওর খালাকে নিয়ে কি কি করে।

তুহিনের বন্ধুরা তুহিনকে ও বিশেষ করে কুহিকে ধন্যবাদ ও ওদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলো। কুহি ওখানে বসে থেকেই ওদেরকে বিদায় জানিয়ে দিলো।

ওর বন্ধুদের মোবাইল এনে দিলো তুহিন আর ওদেরকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেই আমাকে ফোন করে ফোনটা ওর খালামনির হাতে দিয়ে দিলো। কুহি আমাকে তাড়াতাড়ি বাসায় আসতে বললো। আমি ওকে বললাম যে, জিসানকে ও বাসায় চলে আসতে বলবো কি না? কুহি আমাকে বললো যে, জিসানকে সে ফোন করবে, আমি শুধু যেন তাড়াতাড়ি বাসায় আসি। আমি বুঝতে পারলাম যে কুহি নিজে থেকেই ছেলেকে ফোন করতে চাইছে, তাই আর কোন কথা না বলে, অফিসের কাগজ পত্র সব গোছগাছ করতে লাগলাম। আমি ফোন রেখে দেবার পরেই কুহি জিসানকে ফোন করে ওকে বাসায় আসার জন্যে বলে দিলো। তারপর তুহিনের দিকে তাকিয়ে বললো, "তোর খালু আসছে, আর জিসানকে ও বাসায় চলে আসতে বলেছি।"

"খালু আসছে, এটা তো বুঝলাম, কিন্তু জিসানকে আসতে বললে কেন? ওর সামনে আমি তোমাকে কিভাবে চুদবো?"-তুহিন ওর ক্র কুঁচকে জানতে চাইলো।

"তোর খালু গতকাল রাতে জিসানকে সব বলে দিয়েছে, জিসান সব জানে তোর আর আমার কথা, আর আজ যে তোর বন্ধুরা আসবে, জিসান সেটা ও জানে।"-কুহি একটা মুচকি হেঁসে তুহিনকে জানালো।

"ও আল্লাহ...বোলো কি? জিসান এসব শুনে রাগ হয় নাই, বা কিছু বলে নাই?"-তুহিন খুব অবাক গলায় জানতে চাইলো।

"না, সে রাগ করে নাই। আর তোর আগে তোর খালুর বন্ধু অজিত যখন একদিন আমাকে চুদতেছিলো, তখন সেটা জিসান দেখে ফেলে। তাই তোর খালু গতকাল রাতে ওর সাথে সব কিছু খোলাখুলি আলোচনা করেছে। জিসান ও ওর আকবুর মতই অনেকটা। আমাকে অন্য লোকের সাথে সেক্স করতে দেখে আনন্দ পায়। তবে সে ও আমার সাথে সেক্স করতে চায়, এটা ওর আকবুর বলেছে। ওর আকবুর বলে দিয়েছে যে ও আমার সাথে অন্য সব কিছু করতে পারে, কিন্তু সরাসরি সেক্স করতে পারবে না। আর আমি ও এটা করতে মোটেই আগ্রহী নই। তবে ছেলেকে দেখিয়ে দেখিয়ে বা ওকে লুকিয়ে তোর সাথে সেক্স করতে আমার কোন সমস্যা নেই, যদি তোর কোন অমত না থাকে।"-কুহি স্মিত হাসি দিয়ে তুহিনকে সব জানিয়ে দিলো।

"ওয়াও... ওয়াও...গ্রেট...তাহলে তো এখন থেকে আমি তোমাকে যখন খুশি এসে এসে চুদে যেতে পারবো। জিসান বাসায় থাকলে ও বা না থাকলে ও...ভালো খুব ভালো...কিন্তু আমার অনুমতি না নিয়ে তুমি জিসানকে আমাদের যৌন খেলার সময়ে ওকে সামনে রাখতে পারবে না। অবশ্য মাঝে মাঝে ওকে সামনে বসিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে ওর আমুর পোঁদে আমার বাড়া ঠেসে ধরতে আমার খারাপ লাগবে না...কি বল?"-তুহিন যেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে লাগলো।

"এখন তো তোর খালু বাসায় আসছে আর জিসান ও আসছে...আমাকে কি এভাবেই নেংটো করিয়ে বসিয়ে রাখবি?"-কুহি জানতে চাইলো।

"আচ্ছা, জিসান কি তোমার গুদ দেখেছে কখনও?"-তুহিন বললো।

"না...এভাবে সরাসরি সামনা সামনি দেখে নি...কিন্তু অন্যভাবে দেখেছে"-কুহি লজ্জিত কণ্ঠে বললো।

"তাহলে, আমি একটা চাদর এনে দিচ্ছি, তুমি তোমার মাইয়ের নিচ থেকে নিচের অংশটা ঢেকে রাখো। জিসানকে তোমার গুদ দেখাবা না আজকে। খালু আসলে, খালুকে ওই চাদরের নিচে মাথা ঢুকিয়ে তোমার পোঁদ থেকে প্যানটি বের করে তোমার পোঁদের ফুঁটা ভালো করে পরিষ্কার করে দিতে বলবা। তোমার মুখের উপরে আমার বন্ধুদের মাল, ওগুলি থাক। জিসান ওগুলি দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে। আর জিসানের সামনেই তুমি খালুকে তোমার পোঁদ থেকে আমার মালগুলি সব চুষে চুষে খেয়ে নিতে বলবে। খালু যদি রাজী না হয়, তাহলে জোর করেই করবে, ঠিক আছে?"-তুহিন ওর নোংরা প্ল্যানগুলি কুহির সামনে উন্মুক্ত করে দিলো। ছেলেরটা মাথায় শয়তানী নোংরা বুদ্ধিতে ভরা। কোথা থেকে যে সব নোংরা আইডিয়া ওর মাথায় আসে আমি বুঝতে পারলাম না।

"আর জিসান?"-কুহি জানতে চাইলো।

"খালুকে দিয়ে পোঁদ চোষাতে চোষাতে আমার বন্ধুদের সামনে আমি তোমার সাথে কি কি করছি, আমার বন্ধুরা তোমাকে কি কি নোংরা কথা বলেছে, কারা তোমার মুখের এই অবস্থা করেছে, সেগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করে শুনাবা তোমার ছেলেকে। জিসান তোমার মুখ থেকে সব কিছু শুনার পরে ওকে তোমার পোঁদে গাঁজা প্যানটি হাতে দিয়ে ওকে নিজের রুমে পাঠিয়ে দিবে, যেন সে রুমে গিয়ে তোমাকে কল্পনা করে বাড়া খিঁচে তোমার প্যানটিতে মাল ফেলতে পারে, ঠিক আছে?"-তুহিনের অভদ্র পরিকল্পনা শুনছিলাম আমি গাড়িতে বসে এক্সিলেটরে পা চেপে ধরে।

আমি বাড়িতে ঢুকে গাড়ী পারকিং করছি, এমন সময়েই জিসানের গাড়ী ও ঢুকলো। আমি বুঝতে পারলাম জিসানের ভিতরে কিসের তাড়া ওকে এতো দ্রুত বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। আমি গাড়ী থেকে নেমে বাসায় না ঢুকে বাহিরে দাঁড়ালাম। জিসান গাড়ী থেকে দ্রুত বেগে নেমে এসেই আমাকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো। আমি কে হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিলাম। জিসান বললো, "ওহঃ

আবু, তুমি ও এই মাত্র এসেছো? তুহিন ভাইয়া চলে গেছে?" আমি জিসানের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "না রে, ওর বন্ধুরা চলে গেছে, তুহিন আছে এখনও।" আমার কথা শুনে জিসান যেন কিছুটা হতাশ বলে মনে হলো আমার কাছে। আমি ওর হাত ধরে রেখেই কলিং বেল বাজালাম। তুহিন উঠে এসে দরজা খুলে দিলো। ওর সারা গায়ে এখন ও কোন পোশাক নেই, শুধু নিচে একটা ছোট জাম্বিয়া ছাড়া। জাম্বিয়ার ভিতরে ওর বাড়া এখন ও ঠাঠিয়ে আছে মনে হলো, কারন ওর বাড়া জাম্বিয়ার একপাশে ওর একটা জাম্বয়ের উপর রেখেছে, যেটা বীভৎসভাবে ফুলে রয়েছে। আমাকে আর জিসানকে এক সাথে দেখে একটা মূদু হাঁসি দিয়ে তুহিন আমাকে সালাম জানালো। আমি ওর সালামের জবাব দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম আর সোজা ড্রয়িং রুমে চলে এলাম। তুহিন আর জিসান নিচু স্বরে টুকটাক কথা বলতে বলতে আমার পিছনে পিছনে আসছিলো।

ড্রয়িং রুমে কার্পেটের উপর আমার বিধ্বস্ত স্ত্রী আমার কুহি, মাথার পিছনে একটা হাত দিয়ে হাতের তালুর উপর অনেকটা লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, ওর একটা হাঁটু ভাজ করে উপরের দিকে উঠানো। আমাকে দেখে একটা লজ্জিত হাঁসি দিলো কুহি। আমি ব্যাগ সোফার উপরে রেখে হাঁটু গেঁড়ে কুহির পাশে বসলাম। কুহির দিকে ভালো করে তাকালাম আমি। ও আসলেই বিধ্বস্ত হয়ে আছে, তুহিনের বন্ধুরা মাল ফেলে ওর সারা মুখ, গলা ওদের ফ্যাদা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে, এমনকি বুকের উপর বেশ বেশ কিছু ফ্যাদা পরে আছে। ওর চোখের কাজল লেপটে গিয়ে চোখের পানির সাথে কিছুটা নিচের দিকে নেমে গেছে। ঠোঁটের কোনো দিয়ে ও কিছুটা লাল ও ফ্যাদার মিশ্রণ বের হয়ে আছে। ওর চুল সব এলোমেলো হয়ে আছে, আর চুলের উপর জায়গায় জায়গায় সাদা সাদা আঠালো ছোপ লেগে আছে। দুধের বোঁটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখান থেকে নিচের অংশ একটা সাদা চাদরে ঢাকা, তাই ওর গুদ আর পোঁদের অবস্থা দেখতে পেলাম না। কিন্তু সারা ঘর যৌনতার স্বান আর ফ্যাদার আঁশটে গন্ধে ভরে আছে, এমনকি কুহির সমস্ত শরীর থেকে ও ফ্যাদার উৎকট কটু কড়া স্বান বের হচ্ছে। তুহিন আর জিসান এসে কুহির অপর পাশে সোফার উপর বসলো। আমি নিচু হয়ে কুহির ঠোঁটের উপর আলতো করে একটা চুমু দিলাম আর বললাম, "ওহঃ জানু সোনা, তুহিন আর ওর বন্ধুরা তোমাকে খুব ভালো করে চুদে দিয়েছে, তাই না?" কুহি লজ্জিত দৃষ্টিতে মাথা নিচের দিকে ঝাঁকিয়ে হাঁ জানালো। তারপর মাথা ঘুরিয়ে অন্য পাশে জিসানের দিকে তাকালো।

"ওহঃ সোনা, তোর আমুটা খুব খারাপ হয়ে গেছে, তোর ভাইয়া আমাকে চুদে শেষ করে দিয়েছে রে!"-কুহির মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া এই শব্দগুলি কি জিসানের কাছে তুহিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নাকি, জিসানের কাছে নিজের খানকীপনার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আত্মপক্ষ সমর্থন, সেটা জিসান কি বুঝলো জানি না, কিন্তু আমি জানি, কুহি নিজের স্বামীর আর প্রেমিকের সামনে নিজের ছেলেকে এই কথা বলে বুঝিয়ে দিলো যে, সে সত্যিই তুহিনের বাঁধা মাগী, সে এখন আমার স্ত্রী বা জিসানের মা, এই পরিচয়ের চেয়ে ও তুহিনের **Sut**, এই পরিচয় ওর কাছে অনেক আগে। জিসান চুপ করে একটা বড় ঢোক গিলে যেন ওর আমুর মুখ থেকে বেরিয়ে পরা কথাটা হজম করে নেয়ার চেষ্টা করলো।

"তুহিন, বাবা, তোর খালামনিকে কতবার চুদেছিস আজ?"-আমি তুহিনের দিকে তাকিয়ে বললাম।

"মাত্র, একবার, খালুজান। পোঁদে।"-তুহিন সংক্ষেপে উত্তর দিলো।

"তাহলে, মুখে, এগুলি? আর তোর খালামনিন এমন বিধ্বস্ত অবস্থা হলো কি করে?"-আমি জানতে চাইলাম।

"মুখে, এগুলি, আমার বন্ধুরা ফেলেছে, আর খালামনি সেই দুপুর থেকে উত্তেজিত হয়ে ছিলো, তাই এমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।"-তুহিন যেন ওর কোন দোষ নেই, সেটাই বুঝতে চাইলো।

"এটা কি ঠিক করলি বাবা?... তোর এমন গরম খালামনিকে মাত্র একবার চুদেছিস?"-আমি কৌতুকভরা গলায় বললাম।

আমার গলার স্বরে তুহিন বুঝে গেলো আমি ওর মুখ থেকে কি শুনতে চাইছি, তাই সে বললো, "সে জনোই তো, আমি ওদের সাথে চলে না গিয়ে বসে আছি। আজ আরও বেশ কয়েকবার ভালো করে উল্টে পাল্টে খালামনিকে না চুদে আমি যাচ্ছি না।"-তুহিনের মুখ থেকে এই কথা শুনে কুহি যেন কেঁপে উঠলো, আর ওর আমুর সাথে সাথে জিসান ও যেন কেঁপে উঠলো। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে জিসান বেশ উত্তেজিত হয়ে আছে।

"শুন, জানু, জিসান তোমার জন্যে উপহার রেখেছে, ওখানে"-কুহি কথাটা বলে হাত দিয়ে ওর পোঁদের দিকে ইঙ্গিত করলো। সে ইঙ্গিত জিসান না বুঝলে ও আমি তো জানি তুহিন কি রেখেছে আমার জন্যে। আমি বললাম, "কিভাবে দিবে আমাকে সেই উপহার? আমি নিচে যাবো নাকি তুমি আমার উপরে বসবে?" জিসান বোকার মত জানতে চাইলো, "কি উপহার, আবু?" আমি আর কুহি দুজনেই চট করে জিসানের দিকে তাকিয়ে আবার দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম, একটা দৃষ্ট হাঁসি ছড়িয়ে পড়লো আমার আর কুহির মুখে। আমি কিছু বলতে যাবো, তার আগেই কুহি নিজেই আমার হয়ে জবাব দিয়ে দিলো, "তোমার দৃষ্ট ভাইয়াটা, তোমার আবুর জন্যে একটা মজার খাবার রেখে দিয়েছে আমার পোঁদের ভিতর, সেটার কথাই বলেছি আমি।"

এবার যেন আমার বোকা ছেলোটোর মাথায় ঢুকলো যে আমরা কি উপহারে কথা বলছি। জিসান যেন খুব লজ্জা পেল। কুহি চাদরটা বুকের উপ চেপে রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। আমি চিত হয়ে কার্পেটের উপর শুয়ে পড়লাম। কুহি আমার মাথার দু পাশে দু পা রেখে ওর পোঁদের হেঁদাতা আমার মুখের উপর রেখে নিচু হয়ে বসলো। আমার মাথা সহ শরীরের বেশ কিছুটা চাদরের আড়ালে চলে গেছে, আমি ও কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আর তুহিন আর জিসান ও আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। আমি হাত বাড়িয়ে কুহির পোঁদের ফুটোর ভিতর গোঁজা প্যানটিটাকে অল্প অল্প করে টেনে বের করতে লাগলাম। পোঁদের ফুটোতে প্রাকৃতিক ইলাস্টিক বা রাবার থাকে বলে, প্যানটি বের করার পরে ও কুহি পোঁদের ফুটো সংকুচিত করে রেখেছে বলে, কিছুই বের হলো না। আমি প্যানটিটা চাদরে নিচ থেকে হাত বের করে কুহির হাতে দিলাম, আর আমার দুই হাত দিয়ে কুহির পোঁদের ফুটোর দুই পাশে ধরে দুই দিকে টান দিলাম, ভত করে একটা জোরালো শব্দ হলো, সেই শব্দ তুহিন আর জিসানের কানে স্পষ্টই পৌঁছলো। আর আমার হাঁ করা মুখের উপর তুহিনের বীর্যের ধারা পোঁত পোঁত, ভস ভস শব্দের সাথে পড়তে লাগলো। "তোমার আমুর পোঁদে অনেক বাতাস ঢুকে গেছে তো আমার বাড়া বের করার পরে..."তুহিন যেন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করলো জিসানকে, যে কেন ওর আমুর পোঁদ থেকে এভাবে শব্দ করে ওর ফ্যাদা বের হচ্ছে। আমি সব বীর্য গলাধকরণের পরে জিভ বের করে কুহির পোঁদের ফুটোর চারপাশ আর পোঁদের ভিতরে নরম অংশকে চুষে দিচ্ছিলাম। নিজের ছেলের সামনে এভাবে নিজের স্বামীকে নিজের বোনের ছেলের বাড়ার ফ্যাদা নিজের পোঁদ থেকে কোঁথ দিয়ে দিয়ে বের করিয়ে খাইয়ে দিতে কুহি যেন কামে পাগল হয়ে গেলো। ওর গুদের ও যেন আঙন জ্বলে উঠছিলো। আমি বেশ কিছুক্ষন চুপচাপ কুহির পোঁদে চুষে খেয়ে যখন সড়ে উঠে বসলাম, তখন, কুহি আমার দিকে কামনা ভরা চোখে তাকিয়ে আবদারের সুরে বললো, "জানু, আজ আমার গুদে একটা বাড়া ও ঢুকে নি। আমি আর থাকতে পারছি না, তুমি প্লিজ তুহিনকে বলো না, আমাকে একটু ভালো করে চুদে দিতে, প্লিজ।"

যেন আমি না বললে তুহিন ওকে চুদবে না, তাই আমাকেই অনুরোধ করে বলতে হলো, "বাবা, তুহিন, তোমার খালামনিকে আর কষ্ট দিয়ে না, ও যা চাইছে, দাও।" আমার মুখ থেকে এই অনুরোধ যেন তুহিন আর জিসানের শরীরের কামের আঙন জ্বালিয়ে দিলো।

"কিন্তু খালুজান, খালামনির মুখ তো আমার বন্ধুরা একদম নোংরা করে রেখেছে, ওটা পরিষ্কার না করলে কিভাবে আমি..."-তুহিন ওর কথা পুরো শেষ না করলে ও আমি আর জিসান বুঝতে পারলাম যে ও কি চাইছে।

"জিসান, আব্বু, তুমি একটু তোমার আম্মুকে সাহায্য করো, বাবা, নাহলে তুহিন তোমার আম্মুকে ভালবাসা দিতে পারছে না তো। আমি উপরে গিয়ে ফ্রেস হয়ে আসছি।"-আমি জিসানকে আহবান করলাম আমার মত **Okud d** হওয়ার জন্যে।

আমার আহবান জিসান উপেক্ষা করতে পারলো না, সোফা ঠেকে উঠে এসে ওর আম্মুর সামনে কুহির মত করে হাঁটু পৌঁড়ে কার্পেটের উপর বসে ওর ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো কুহির তৃষ্ণার্ত দু' ঠোঁটের ভিতর, যেখানে তুহিনের দুই বন্ধুর ফ্যাদার কিছু অংশ এখন ও কুহির মুখের ভিতরে রয়ে গেছে। জিসান ঠিক সেই স্বাদটাই পেলে যেটা রান্নাঘরে ওর আম্মুর মুখে চুমু খেতে গিয়ে দু' দিন আগে ও সে পেয়েছিলো, বা ওর আম্মু যখন ওকে গাজর খাইয়ে দিচ্ছিলো তখন পেয়েছে। ওই স্বাদের সাথে কিছুটা অভ্যস্ততা ওর হয়ে গেছে, তাই ওর কাছে এই স্বাদকে বিশ্বাস বলে মনে হলো না, বা মনে কোন সৃষ্টি ও জন্ম হলো না। সে বেশ সাস্থ্যবাদের সাথেই ওর আম্মুর ঠোঁট আর মুখের ভিতর থেকে সমস্ত রস নিজের জিভ আর ঠোঁট দিয়ে চুষে নেয়ায় ব্যস্ত হয়ে গেলো। ওর আম্মুর সাথে কিছুক্ষণ ঠোঁট আর জিভের খেলার পরে কুহি জিসানের মুখ নিজের দুই হাতে ধরে একটু সরিয়ে দিয়ে নিজের গালের উপর চেপে ধরলো, জিসান বুঝতে পারলো যে ওর আম্মু চাইছে সে যেন ওর আম্মুর গাল থেকে তুহিনের বন্ধুদের ফ্যাদা সব চেটে খেয়ে নেয়। জিসান ধীরে ধীরে নিজের জিভ বের করে ঠিক যেমন করে কুকুর জিভ দিয়ে কুকুরীর গাঁ চেটে দেয়, ঠিক সেভাবেই ধীরে ধীরে একটু একটু করে ওর আম্মুর সুন্দর মুখের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো। কুহির দুই গাল, নাক, খুঁনি, চোখের দুই পাশ, কপাল, গলার নিচের দিকে কিছু অংশ, এমনকি কুহির বুকের উপরিভাগে গড়িয়ে পরা বেশ কয়েকটি ফোঁটা সব পরিষ্কার করে দিল জিসান অতিব নিষ্ঠার সাথে। যদি ও কুহির দুধের বোঁটার উপরের অংশ থেকে একেবারে ফ্লোর পর্যন্ত ঢাকা ছিলো চাদরে তারপর ও কুহি জিসানকে জড়িয়ে ধরার কারণে জিসান যে পাতলা চাদরের উপরে দিয়েই ওর আম্মুর গরম শরীরের তাপ অনুভব করছিলো সেটা সহজেই অনুমেয়। কুহির পুরো মুখ চেটে একদম পরিষ্কার পরে ছেলের কাজে খুশি হয়ে কুহি ওকে ওর পোঁদে তুহিনের রসে ভেজা প্যানটি উপহার দিয়ে বললো, "আমার সোনা ছেলে, এখন তোমার রুমে গিয়ে তোমার আম্মুর এই প্যানটির ঘ্রান নিতে নিতে বাড়ি খেঁচে এই প্যানটিতেই তোমার মাল ফেলে দাও। তবে যাওয়ার আগে তোমার বড় ভাইয়াকে একটু অনুরোধ করো যাও যেন তোমার আম্মুকে ভালো করে চুদে খুশি করে দেয়"

"কিন্তু আম্মু, আমি এখানে বসেই তোমাদের সেক্স দেখতে চাই, প্লিজ আম্মু!"-জিসান ওর আম্মুর কাছে কাতর গলায় অনুরোধ করলো।

"ছিঃ সোনা...তোমার বড় ভাইয়া এখন তোমার আম্মুর গুদ ফাটাবে, আর সেই সুখে আমি কত আবোল তাবোল বকবো, এগুলি কি কোন ভালো ছেলে সামনে বসে দেখে? আর তোমার সামনে তোমার আম্মুর গুদ মারা খেতে লজ্জা লাগবে না, সোনা...তুমি উপরে যাও...আমি জোরে জোরে চিৎকার করে তোমার ভাইয়ার চোদা খাই, আর তুমি সেটা শুনে শুনে বাড়ি খিঁচে তোমার ফ্যাদা ফেলে দিও তোমার আম্মুর গুদের রসে ভেজা প্যানটিতে, কেমন?"-কুহি অভ্যস্ত আদরের সাথে অত্যন্ত নোংরা ভাষা ব্যবহার করে ছেলেকে বুঝানোর চেষ্টা করলো।

জিসান বুঝতে পারলো যে, ওর আম্মু এখনও ওকে সামনে বসিয়ে চোদা খাওয়ার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়, তাই সে বেশি জোরাজুরি না করে ওর আম্মুর হাত থেকে প্যানটি নিয়ে তুহিনের দিকে তাকিয়ে বললো, "ভাইয়া, প্লিজ...আমার আম্মুকে একটু ভালো করে জোরে জোরে চুদে দাও, যেন আমি উপরে বসে তোমাদের সেক্সের আওয়াজ শুনতে পারি, প্লিজ, ভাইয়া"।

জিসানের মুখ থেকে এই একটি কথায় তুহিন আর কুহির শরীরের কামনার স্রোত ঢেলে দিলো যেন, জিসানকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তুহিন চট করে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জাপিয়া টেনে নিচে নামিয়ে দিলো, আর ওর বিশাল বড় পুরুষাঙ্গটা যেন জাপিয়ার ভিতর থেকে লাফ দিয়ে সিংহের মত বেরিয়ে এলো কুহির গুদকে দুরমুজ় করবে বলে। জিসান আর আমি উপরে চলে গেলাম আমার রুমে। সেখানে বাপ বেটা বসে ট্যাবের ভিতর দিয়ে কুহির উপর তুহিনের মারাত্মক দুর্ধর্ষ এক চোদন দেখতে দেখতে দুজনেই বাড়ি খিঁচে মাল ফেললাম কুহির দেয়া প্যানটির উপর।

এরপরে আমাদের জীবন চলতে লাগলো প্রায় একই নিয়মে। তুহিন যখন তখন আসে, কুহিকে যেখানে সেখানে উঠিয়ে, বসিয়ে, দাঁড় করিয়ে চুদে যায়। আমি বা জিসান লুকিয়ে দেখি, বা বাসায় যদি কোন লোক থাকে, তাহলে ওদের চোদন কর্মের স্থান থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেই, বা চোদার শেষ কুহির গুদ, বা পোঁদ পরিষ্কার করে দেই আমি বা জিসান। বিনিময়ে রাতে মাঝে মাঝে আমি কুহির গুদে মাল ফেলতে পারি, আর জিসান ওর আম্মুর কাছ থেকে অনেক আদর ও ভালবাসা পায়, ওর আম্মুর শরীরে হাত লাগাতে পারে।

এই গল্পের এখনেই শেষ। তবে পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমাদের মেয়ে আরিবা কখন ও এসব জানতে পারে কি না? বা তুহিন কি সারা জীবন ওর খালামনির কাছেই থাকে কি না? বা তুহিন যখন বিয়ে করে, তখন কুহির গুদের খিদে কে মিটাবে? বা জিসান কি ওর মায়ের সাথে যৌন ক্রিয়া করার অনুমতি শেষ পর্যন্ত পায় কি না? বা অজিত কি ফিরে আসে কি না আমাদের জীবনে?

এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা ভবিষ্যতের উপরেই ছেড়ে দিলাম। যদি কখন ও সময় সুযোগ আসে, তাহলে অন্য কোন গল্পে আপনারা জানতে পারবেন সেসব প্রশ্নের উত্তর। এই গল্পের এখনেই সমাপ্তি।

কুহির গল্পের বাকি অংশ লিখার জন্যে আমি নিচের কয়েকটি দিকে গল্পকে নিয়ে যেতে পারি, আপনারা ঠিক করে দেন যে কোন কোন পথে আমার লেখা উচিত হবে, বা আপনারা এই গল্পে আর কি কি পছন্দ করবেন।

১। তুহিন ওর খালামনির সাথে আরও কিছু পাবলিক সেক্স করতে পারে, কুহিকে খোলামেলা সেক্সের দিকে আরও এগিয়ে নিতে পারে।

২। জিসান আর জাভেদের সামনেই যখন তখন বেশ কিছু পরিবেশ পরিস্থিতিতে কুহির শরীরে তুহিন প্রবেশ করতে পারে।

৩। এর পরে তুহিনকে ওর বাবা উচ্চ লেখাপড়ার জন্যে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারে।

৪। তুহিন চলে যাওয়ার পরে জাভেদ ওর অফিসের কিছু বন্ধুকেক বাসায় নিয়ে আসে, এর পরে জাভেদের বন্ধুরা কুহিকে চুদে।

৫। তুহিন চলে যাওয়ার পরে অজিত দেশে ফেরত চলে আসতে পারে, দেশে এসেই অজিত কুহির সাথে যোগাযোগ শুরু করবে, ওর বাসায় যখন তখন আসা-যাওয়া শুরু করবে।

৬। কুহি এখন ছেলে আর স্বামীর সামনেই অজিতের বাড়ি গুদে-পোঁদে নিয়ে পড়ে থাকে।

৭। অজিত কথায় কথায় জাভেদকে মানিয়ে ফেলবে, যেন কুহিকে ওর ছেলে জিসান ও চুদতে পারে, এর পড়ে কোন একদিন কুহিকে একই সাথে ওর স্বামী, ছেলে জিসান আর অজিত এক সাথে চুদবে।

৮। ওদের মেয়ে আরিবা উর বাবা-মায়ের এই সব কাজ জেনে ফেলবে।

৯। আরিবাকে দেখে অজিতের লোভ হবে, সে আরিবাকে ও ভোগ করবে।

১০। আরিবাকে অজিত ভোগ করে, এটা জাভেদ জেনে যাবে, এর পড়ে কোন একদিন জাভেদের সামনেই অজিত আরিবাকে চুদবে।

১১। আরিবাকে ওর বাবা জাভেদ ও ভোগ করবে।

১২। অজিতের বস বলদেব মারা যাওয়ায় বলদেবের ছেলে ওর কোম্পানির মালিক হিসাবে আসবে, অজিত কুহিকে নিয়ে বলদেবের ছেলের কাছে উপহার দিবে।

১৩। অজিত, জাভেদ আর জিসান মিলে কুহি আর আরিবাকে একসাথে এক রুমে চুদবে।

১৪। অজিত মাঝে মাঝে কুহিকে ওর গাড়ীর শোরুমে নিয়ে যাবে, সেখানে অজিতের কর্মচারীরা কুহিকে গেংবেং করবে।

১৫। অজিত আর বলদেবের ছেলে মিলে কুহি আর আরিবাকে চুদবে।

উপরে লেখা পয়েন্টগুলির মধ্যে আপনার কোনটা কোনটা পছন্দ করবেন, সেটা আমাকে জানালে আমি সেই অনুযায়ী গল্প তৈরি করবো।

[QUOTE=nkd0420] [QUOTE=fer_prog]

আমার ত সব পয়েন্ট পয়েন্ট গুলি পছন্দ কিন্তু যত বার কুহির গুদ টা তে ধনের রস গুলি সবাই ফেলবে সে টা জাভেদ খাবে আর আরীয়ার গুদ টা চেটে পরিষ্কার করবে তুহিন এটা হলে খুব জমে উঠবে

[QUOTE=ksex] [QUOTE=fer_prog]

আপনার আইডিয়া গুলি সবই ভালো তবে আমার মনে হয় অজিত চরিত্র টির বদলে অন্য চরিত্র নিয়ে আসলে গল্পে নতুনত্ব আসবে।

তবে গল্পের মাঝে অজিত কে নিয়ে এসে দু এক বার ব্যাপোক পরিমানে চুদিয়ে বিদায় করে দিন।

আর একটা অনুরোধ , কুহিকে যেন ভিস্কারি / দিনমজুর শ্রেনির লোক দিয়ে যেন একবার চোদান হয়। যেমন ধরুন কোন কারখানার শ্রমিক ও মালিক এর ঝামেলা মেটাতে কুহির ব্যাবহার

অথবা রাতে কুহি আর অন্য কেউ বাড়ি ফিরছে এমন সময় রাস্তার পাশে থাকা এক নারি পুরুষের সেক্স তাদের চোখে পড়ে এবং টাকার লোভ দেখিয়ে শঙ্গে নেয়,

এগুলি একটু বিবেচনা করে দেখবেন..

pmটা পেলে মতামত যানাবেন

[QUOTE=22537] [QUOTE=fer_prog]

সব গুলোই আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে কয়েকটি ছাড়া..আমার অপছন্দনীয় গুলি হলো.....

১২। অজিতের বস বলদেব মারা যাওয়ায় বলদেবের ছেলে ওর কোম্পানির মালিক হিসাবে আসবে, অজিত কুহিকে নিয়ে বলদেবের ছেলের কাছে উপহার দিবে।

১৪। অজিত মাঝে মাঝে কুহিকে ওর গাড়ীর শোরুমে নিয়ে যাবে, সেখানে অজিতের কর্মচারীরা কুহিকে গেংবেং করবে।

১৫। অজিত আর বলদেবের ছেলে মিলে কুহি আর আরিবাকে চুদবে।

[QUOTE=Nari sebok]প্রিয় fer_pr og,

আপনার FMপেলাম। আপনি যে আপনার লেখার suggest i on এর জন্য আমাকেও নির্বাচন করেছেন তাতে সত্যিই সন্মানিত বোধ করছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার দেওয়া কোনও Point এই আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, আপনি আপনার খুশীমত গল্প এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তবে একটা বিষয়ে আপনাকে নজর দিতে বলব। Cuckold বিষয়ের গল্পে স্বামী পুত্রের সামনে নারী অন্য পুরুষের সাথে যৌনাচার করলেই গল্পের সার্থকতা আসে না। Cuckold, অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্বামী পুত্রের Point of view থেকেও বিষয়টি বর্ণনা করা উচিত। নারীর প্রতি তার Cuckold এর Submissiveness, প্রিয় নারীর সুখ ও সুবিধার জন্য নিজেকে হীন ভাবে নিবেদন করার মধ্যেই একজন প্রকৃত cuckold এর সুখ লুকিয়ে থাকে। এবং এজন্য একজন Cuckold যেকোনও বিকৃতচার করতেও পিছিয়ে যায় না তাতে তার যত অসুবিধাই হোক। তার প্রিয় নারীর সুখ সুবিধাই তার কাছে প্রধান বিষয়। এখানে আপনি আপনার নিজস্ব কল্পনার প্রকাশ ঘটাতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলি কুহি জাভেদ এবং তার ছেলেকে নিজের যৌনক্রীড়ার সময় প্রয়োজনীয় facility হিসাবে ব্যবহার করা শুরু করতে পারে। তাদের কাজ হবে কুহির যৌনক্রীড়ার সময় কুহি ও তার সঙ্গীকে মুখপ্রয়োগে উত্তেজিত করে তোলা এবং শেষে একইভাবে তাদের দুজনের যৌনঙ্গ পরিষ্কার করে দেওয়া। এমনকি প্রয়োজনে তারা নিজের মুখ কুহি অথবা তার সঙ্গীর Toilet হিসাবেও ব্যবহার করতে দিতে পারে। এইভাবে কুহির দ্বারা ব্যবহৃত হয়েই তারা তাদের নিজস্ব যৌন সুখ পায়, এবং তৃপ্ত হয়।

উদাহরণগুলি প্রয়োগ করা বা না করা একান্তই আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। বিদেশী গল্পে আমি এরকম বর্ণনা পড়েছি এমনকি Xossi p এও দু একটি গল্পে এর বর্ণনা আছে। তবে এসব না থাকলেও কুহির স্বামী ও ছেলের কুহির প্রতি দাসোচিত মনোভাবের বিস্তারিত বর্ণনা থাকা উচিত বলেই আমি মনে করি। কারন কুহির 'মালিক' যেই হোক না কেন, কুহি নিজে তার স্বামী এবং পুত্রের 'মালিকিন'। তাই নিজের ইচ্ছামত তাদের সামনে অন্য পুরুষের সাথে রতিলীলা করা এবং তাদের নিজের সুখের জন্য ইচ্ছামত ব্যবহার করেই কুহির আনন্দ।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনি আপনার লেখার যাদুতে আবার সকলের মন জয় করতে পারবেন। আমার তরফে আগাম শুভেচ্ছা রইল।[QUOTE]

QUOTE=onesi ckpuppy_2012] ফেরদৌস ভাই:

সালাম। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দেবীতে উত্তর দেবার জন্য। ঈদানীং কাজে বড্ড ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় ফোরামে টু মারা হয় না, আর মারলেও লগিন না করে ইন্ডেক্স পেইজ গুলো ব্রাউজ করেই বেরিয়ে যাই। তাই আপনার মেসেজটি দেখা হয়ে ওঠেনি।

বাপরে বাপ! আপনার মন্তব্যে কটা তো দেখছি প্লটের খনি! রীতিমতো গিজগিজ করছে আইডিয়ারা! নাহ, আপনার দেয়া টাইমলাইন থেকে কয়েকখানা পয়েন্ট পিক করা আমার কম্বো না! যে ইভেন্টগুলো আপনি দিয়েছেন তার সবগুলোই তো দুর্দান্ত! বরং আমার উপদেশ হলো, আপনি পুরোটাই লিখে যান যদি সম্ভব হয়।

#8 নং পয়েন্টটা একটু অস্বাভাবিক লাগছে অবশ্য... ভুল হতে পারে, তবে আমার ধারণা ছিলো জাভেদ অনিচ্ছাকৃতভাবে কুহির ব্যাভীচার মেনে নিয়েছে। সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অফিসের কলীগদের সাথে কুহিকে যৌগ মিলনে বাধ্য করবে কি?

তুহিনকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবার আইডিয়াটা ভালো, তবে সে শূন্যস্থান পূরণের জন্য আপনাকে নতুন চরিত্র আমদানী করতে হবে, যে তুহিনের চেয়েও নৃশংসভাবে যৌগহেনস্থা করবে কুহিকে।


যা যা করার ছিলো অজিত আর বলদেব ইতিমধ্যেই কুহির সাথে করে ফেলেছে, এ কাহিনীতে কুহির সাথে অজিতের নতুন করে আরো ভূমিকা আছে কিনা বুঝে উঠতে পারছি না। বরং নতুন কোনো চরিত্র - যেমন আপনি বলদেবের ছেলের কথা লিখলেন - এরকম কিছু নতুন ব্যক্তিকে আনয়ন করতে পারেন। বলদেবের ছেলের হাতে কুহিকে সমর্পন করতে অবশ্য অজিতের প্রয়োজন হবে।

বরং এটা ভেবে দেখতে পারেনঃ কুহির আনকোরা টানেজ কন্যা আরিবাকে তুলে দিতে পারেন অজিতের হাতে ওর পোষা যৌগপুতুল হিসেবে, অজিত ইচ্ছামতো আরিবাকে সন্তোষ করবে। আর যুবতী কুহি হবে বলদেব পুত্রের যৌগদাসী। বলদেব পুত্র আর অজিত - মনিব ও কর্মচারী - উভয়ে মিলে একই বিছানায় ফেলে মা ও মেয়েকে নৃশংসভাবে যৌগসন্তোষ করবে।

আর অবশ্যই অজিতের শোরুমে কুহিকে নিয়ে গ্যাংব্যাং করাতেই হবে। কুহির মাফ নেই!


ফেরদৌসভাইঃ আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছে, তাতেই ধন্যবোধ করছি। আমার সাজেশন মোটেও কানে তোলার প্রয়োজন নেই। কুহি আপনারই অনবদ্য সৃষ্টি। আপনার যেভাবে ভালো লাগে, সেভাবেই লিখুন। কারণ আমি জানি, আপনার লেখা আমরা সকলে গোথ্রাসে গিলবো! :D

ধন্যবাদ। ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

Originally Posted by **ranadhn786** 

apni amake PM korechen tar jonna THANKS. amake 15ti point PM korechen, tar modhye 3 & 4 No. point chara sobguli cholbe mane dourobe. Plz Taratari likhun r amader k MAL felte help korun. ami darun excited j KUIH, ARIBA, JISHAN, AJIT, TUHIN abar fire aasche. THANKS DADA

Quote:

Originally Posted by **ranadhn786** 

sunechi NIGRO ra naki KORA CHODON khete jhub bhalobase, tai Jodi KUIH + Ajit's Girlfriend + Ajit ekta 3some ebong KUIH + Abira ekta LESBIAN hole kemon hoto, ektu bhebe dekhun

[QUOTE=ranadhn786:69322228]Ajit er Grlfriend NIGRO TUHIN k dorkar nei Par le apni AJIT ke firiyee anun[/QUOTE]

[QUOTE=ranadhn786:69333266]KUIH k kokhon ni ye aschen, anar ekti jini shjanar khubi chche korche, par le next porbe ektu elaborate korben, Ajit jedin KUIH k protomchode sei diner KUIH'r noner kot ha nane tar nijer noner analysis orthat keno se Ajit er songe oi sob korte raji holo, Ajit take eto rokom ESM kor le t obu se chup kore sob ki chu enj oy kor lo ei sob r ki, ei matter ti jodi KUIH'r jobani sona jai ba dhorun KUIH Ariba k ba Jishan k ei sob sonaber tar songe songe annao sunbo.[/QUOTE]